ওঁ তৎসৎ।

জয় মা আনন্দময়ী।

শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু।

দ্বিতীয় খণ্ড।

জয় নববিধান।

অপার করুণাসিন্ধু লীলাময় শ্রীহরির পবিত্র ইচ্ছায় স্বর্গীয় সাধু
শ্রীমদ্ দ্বারকানাথ তন্ত্রবাগীশ তালুকদার মহাশয়ের
অযোগ্য পুত্র চিরদাস শ্রীশশিভূষণ তালুকদার
কর্ত্তৃক প্রণীত।

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY K. P. NATH AT THE MANGALGANJ
MISSION PRESS, 3, RAMANATH MOZUMDAR'S STREET.

1915.

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রী তৎসৎ।

জয় মা আনন্দময়ী।

শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু।

দ্বিতীয় খণ্ড।

জয় নববিধান।

অপার করুণাসিন্ধু লীলাময় শ্রীহরির পবিত্র ইচ্ছায় স্বর্গীয় সাধু
শ্রীমদ্ দ্বারকানাথ তন্ত্রবাগীশ তালুকদার মহাশয়ের
অযোগ্য পুত্র চিরদাস শ্রীশশিভূষণ তালুকদার
কর্ত্তৃক প্রণীত।

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY K. P. NATH AT THE MANGALGANJ
MISSION PRESS, 3, RAMANATH MOZUMDAR'S STREET.

1915.

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রণাম ও উৎসর্গ।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥
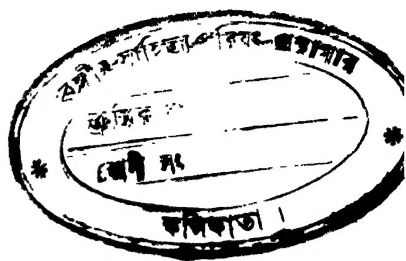
উপনিষৎ।

যোহন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিল শক্তিধর স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণ শ্রবণ ত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

যোদেবাগ্নৌ যোপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিশেষ
যোষধিষু বনস্পতিষু দেবায় তস্মৈ নমো নমঃ ॥

যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অদ্ভুত লীলাকারী পবিত্রাত্মা শ্রীহরির অপার করুণায় "শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত সিন্ধু" দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, যিনি নিরাশের আশা, অসহায়ের সহায়, সম্পদে বিপদে একমাত্র বন্ধু, অন্তরে বাহিরে গুরু ও চিরসুহৃদ্ জীবনের চিরসাক্ষী, পরিবারে পিতা মাতা ভব সাগরে কাণ্ডারী, হৃদয়ে অন্তর্যামী পবিত্রাত্মা, ভক্তের জীবন সর্ব্বস্ব, যিনি নিত্যলীলাময়, অগণ্য বিধানের একমাত্র বিধাতা, নববিধানের প্রেরয়িতা. বিশ্বাসীর অনন্ত জীবনের সম্বল যিনি জীবের আনন্দময়ী জননী, সেই বিশ্বনিয়ন্তা নিরবয়ব পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীহরির পরিত্রাণপ্রদ সুশীতল চরণকমলে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত এ দাস পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহারই পাদপদ্মে তাঁহারই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিতেছে। দয়াময় শ্রীহরি তাঁহার এই অকৃতি অধম সন্তান ও চিরদাসের তৃণতুলা উপহার কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন এবং এ দাসের পৃথিবীবাসী ভ্রাতাভগ্নীগণের সেবার্থে ব্যবহার করুন। তাঁহার মুক্তিপ্রদ অভয়চরণে চিরদাসের এই বিনীত প্রার্থনা।

ভূমিকা।

দয়াময় শ্রীহরির বিচিত্র লীলা ও অপার করুণায় "শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু" দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ ন্যূনাধিক দশ বৎসর যাবৎ প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু নানা বিঘ্ন বিপত্তি বশতঃ ইহা ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। ক্রমে আমি দুরারোগ্য রোগে অধিকতর পীড়িত হইয়া পড়িলাম, আর্থিক অসচ্ছলতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আশা করিয়াছিলাম "শ্রীশ্রীহরিলীলা-রসামৃতসিন্ধু" প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থগুলি বিক্রীত হইলে এই খণ্ডের মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে কিন্তু আমার সে আশাও ফলবতী হইল না। কিন্তু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি, নিরাশের আশা যিনি, যিনি স্বয়ং তাঁহার এই অকৃতি অযোগ্য অধম সন্তানকে এই সুমহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তিনিই কৃপা করিয়া আশ্চর্য্য ও অভাবনীয়রূপে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলেন। গ্রন্থ রচনা যেমন সেই লীলাময়ের লীলার ব্যাপার, ইহার মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশও তেমনি তাঁহার লীলার পরিচায়ক। তাই সর্ব্বাগ্রে আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সেই কৃপাময় পরম দেবতার শ্রীপাদ-পদ্মে প্রণিপাত এবং প্রাণের সুগভীর কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

১৩১৯ সনের কার্ত্তিক মাসে আমি প্রয়োজনবশতঃ কলিকাতা গমন করিয়া পবিত্র তীর্থভূমি তুল্য নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রমে কিছুদিন অবস্থান করি। তৎকালে উড়িষ্যা নিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেওয়ান জগন্নাথ রাও মহাশয় তথায় ছিলেন। শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধুর প্রথম খণ্ডের একখানা পুস্তক আমি শ্রদ্ধার সহিত উক্ত রাও মহাশয়কে উপহার প্রদান করি। দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাভাবে এতদিন মুদ্রিত হইতে পারে নাই শ্রবণ করিয়া রাও মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার বহন করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত আশ্বাস বাক্যে আমি নিরতিশয় আহ্লাদিত হই এবং দয়াময় শ্রীহরিকে ধন্যবাদ দিই এবং উক্ত বিশ্বাসী মহাত্মাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। তৎপর তিনি স্বদেশে গিয়া মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় মধ্যে ১০০ একশত টাকা আমার পিতৃতুল্য অভি-ভাবক প্রেরিত প্রচারক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের সমগ্র ভার আমি তাঁহার ও শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত ভাই অক্ষয়কুমার লধ মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়া আসি। শ্রদ্ধেয় রাও মহাশয়ের কথিত অযাচিত ও সানুগ্রহ দান অবলম্বনে গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আরব্ধ হয়। রাও মহাশয়ের এই বিশেষ দান প্রাপ্ত না হইলে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইত কি না সন্দেহ। এজন্য এই বিশ্বাসী মহাত্মার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। দয়াময় শ্রীহরি তাঁহার এই ভক্ত সন্তানকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

তৎপর নানা প্রতিকূল অবস্থা নিবন্ধন কথিত রাও মহাশয় মুদ্রাঙ্কণের সাকুল্য ব্যয় দিতে অসমর্থ হন। আমি কষ্টে সৃষ্টে অল্প কিছু ব্যয় প্রদান করি। এ দিকে ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অর্থ প্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া এ দাসের প্রতি স্নেহবাৎসল্যবশতঃ গ্রন্থখানি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করেন। তিনি মুদ্রিত না করিলে গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণের আশা সুদূর-পরাহত ছিল, আমি মুদ্রাঙ্কণের অবশিষ্ট ব্যয় দিতে না পারিয়া খুব লজ্জা ও মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছিলাম। কিন্তু লজ্জানিবারণ শ্রীহরি আশ্চর্য্যরূপে এ দাসের লজ্জানিবারণ করিলেন। লীলাময়ের কি বিচিত্র লীলা! কি অপার করুণা! তাঁহার কৃপা দেখিয়া এই নরাধম ভক্তিহীনের পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে। পরম ভক্তিভাজন শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পরমা বিশ্বাসবতী দানশীলা জ্যেষ্ঠা কন্যা মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনিতীদেবী মহাশয়া ভক্তিভাজন অভিভাবক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট গ্রন্থের অবস্থা অবগত হইয়া অযাচিত ভাবে নিম্নলিখিত পত্র দ্বারা ১০০৲ এক শত টাকা তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন।

"২৮শে জুলাই"

"ভক্তিভাজন কাকাবাবু, আমার প্রণামের সহিত এই টাকাটি সেই গ্রন্থকারকে যদি অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারেন। এইরূপে নানাভাবে, নানারূপে নব-বিধানবাদীরা যদি প্রচার করেন, শীঘ্রই নববিধানের জয় ঘোষণা হয়। আশীর্ব্বাদা-কাঙ্ক্ষিণী সুনীতিদেবী।" ভক্তিভাজন অভিভাবক মহাশয় এই অভাবনীয় দানের বিষয় এ দাসকে জ্ঞাপন করেন এবং আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া লীলাময় শ্রীহরিকে ধন্যবাদ প্রদান করি এবং শ্রীযুক্তা মাননীয়া মহারাণী মাতাকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা পত্রযোগে জ্ঞাপন করিয়াছি। ধন্য লীলাময় ঈশ্বর, ধন্য তাঁহার করুণা! এই অপ্রার্থিত দানের জন্য এ দাস সর্ব্বাগ্রে সেই কৃপানিধান শ্রীহরির চরণে এবং তৎপরে তাঁহার ভাগ্যবতী কন্যা মাননীয়া শ্রীযুক্তা মহারাণী মাতার নিকট হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। লীলাময় শ্রীহরি তাঁহার লীলার গ্রন্থ আপনিই এ দাস দ্বারা লিখাইলেন এবং আপনিই তাহা মুদ্রিত করিলেন, ইহার আদ্যন্ত তাঁহার লীলার ব্যাপার দেখিয়া এ দাস একান্ত মুগ্ধ হইল। জয় জয় লীলাময়—শ্রীহরির জয়! জয় তাঁহার নববিধানের জয়!

শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধুর দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নে প্রথম খণ্ডের প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ভারতীয় বিধানে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এবং ইহুদীয় বিধানে মহাপুরুষ মহম্মদ পর্য্যন্ত লীলা কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান খণ্ডে পারশিক-দিগের ভারত আগমন, জোরেষ্টীয় বিধান, মহাপ্রেমিক হাফেজ, ভক্ত কবীর, সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, মহাত্মা লুথার, সাধু তুকারাম, ভক্ত নানক এবং

পরিশেষে মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়া প্রাচীন বিধান সকলের বর্ণনা শেষ করা হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবর একান্ত বর্দ্ধিত হইবার ভয়ে অনেক সাধুমহাজনের জীবনী গ্রন্থবদ্ধ করিতে পারি নাই। ভরসা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ তজ্জন্য এ দাসকে ক্ষমা করিবেন।

এই গ্রন্থে ঈশ্বরের যে মাতৃস্তোত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার লিপিকরণ ঈশ্বরের এক আশ্চর্য্য লীলার ব্যাপার। প্রথমে স্তোত্র দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। হঠাৎ আমার জেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ভক্তিসুধা দেবী ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ কালীদাস তালুকদার রক্তআমাশয় রোগে ঘোরতর পীড়িত হয়। তাঁহাদের পীড়ার অবস্থায় উক্ত মাতৃস্তোত্র লিখিতে ভগবানের সুস্পষ্ট আদেশ প্রাপ্ত হইলাম, এবং তাঁহার প্রেরণায় স্তোত্রটী লিখিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই উক্ত স্তোত্র লিখা হইলে তাহা পঠিত হওয়ার পর হইতেই মা বিধান জননীর অপার কৃপায় আমার পুত্র ও কন্যা ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল এবং আমিও মহা শঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলাম। এ জন্য এই স্তোত্রটীকে আমি সঙ্কটবারিণী স্তোত্র বলিয়া থাকি। প্রতি শুক্রবার রজনীতে এ দাসের অন্তর্বাটীতে সহধর্ম্মিণী ও কন্যাদিগকে লইয়া যে বিশেষ উপাসনা হয় তাহাতে এই স্তোত্রটী নিয়মিতরূপে পঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধুর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে বঙ্গবাসী অনেক শ্রদ্ধেয় ও জ্ঞানী ব্যক্তি ও সংবাদপত্র সম্পাদক ইহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। পবিত্র নববিধান মণ্ডলীর প্রেরিত প্রচারক সাধুভক্তগণ ইহাকে সস্নেহে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, পরম ভক্তিভাজন শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক মহাত্মা শ্রীমদ্ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই গ্রন্থ খানিকে ও দীন গ্রন্থকারকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এজন্য এই সকল মহাত্মাদিগের নিকট এই চিরদাস অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ। বর্ত্তমান খণ্ড প্রণয়নে আমি আমার টাঙ্গাইলস্থ শ্রদ্ধেয় বন্ধুদিগের নিকট এবং অনেক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার মহাশয়দিগের বহুমূল্য গ্রন্থ হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক স্বর্গীয় মহাত্মা গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত "হাফেজ" ১ম খণ্ড, মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়", প্রেরিত প্রচারক মহাত্মা ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল কৃত "ভক্তি চৈতন্য চন্দ্রিকা", মহাত্মা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত "চৈতন্য-চরিতামৃত", মহাত্মা বৃন্দাবন দাস কৃত "চৈতন্য ভাগবত", মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কৃত "অমিয় নিমাইচরিত", প্রেরিত প্রচারক মহাত্মা মহেন্দ্রচন্দ্র বসু কৃত "নানক প্রকাশ", মহাত্মা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর I. C. S. প্রণীত "বোম্বাই চিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিশেষ ভাবে সাহায্য লাভ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাস, "মহাত্মা লুথার জীবনী" খ্রীষ্টীয় প্রচারক মহাশয়দিগের প্রচারিত গ্রন্থাবলী, পুরাতন ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা ও অন্যান্য ইংরেজী বাঙ্গালা গ্রন্থ মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা হইতে

আমি অনেক উপকার লাভ করিয়াছি। এজন্য উক্ত মাননীয় গ্রন্থকার ও শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রদ্ধেয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কৃত "বোম্বাই চিত্র" হইতে মহাত্মা তুকারামের কতিপয় উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। তৎসম্বন্ধে ভ্রমবশতঃ আমি তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করি নাই বলিয়া লজ্জিত আছি, ভরসা করি তিনি এ দাসের উক্ত ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশ সম্বন্ধে ভক্তিভাজন প্রেরিতদেব শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয় প্রচারক ভাই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার লধ মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। তাঁহারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমার প্রাণের একান্ত বাসনা ছিল এই গ্রন্থের উভয় খণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে সকল বিভিন্ন সাধু মহাজনগণের চরিতামৃত বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই দেশের মানচিত্র সহ উক্ত সাধু মহাজনগণের চিত্র প্রদান করি। কিন্তু অর্থাভাববশতঃ আমার সে বাসনা এক্ষণে পূর্ণ হইতে পারিল না। ভরসা করি করুণানিধান লীলাময় শ্রীহরির অপার করুণায় ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের দ্বারা আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। সম্প্রতি এ দাস দয়াময় শ্রীহরির বিশেষ আদেশে ওকালতী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধুর তৃতীয় খণ্ড প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নই এ দাসের জীবনের নিয়তি, বিশেষ ব্রত এবং আনন্দ ও শান্তির মূল। মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁহার এ দাসকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার আদিষ্ট এই মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চিরদাস তাহার জন্ম সার্থক করিতে পারে। আমি বিনীত ভাবে আমার ভক্তিভাজন পূর্ব্বপুরুষগণের ও উপকারী আত্মীয় বন্ধুগণের চরণে এবং ইহলোকপরলোকবাসী যাবতীয় সাধুসাধ্বী নরনারী এবং নিখিল মানবমণ্ডলীর চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করি, এবং এই পবিত্র কার্য্যে তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। সর্ব্বশেষে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি-অবনতহৃদয়ে প্রণত হই।

এক্ষণে আমি বিনীতহৃদয়ে আমার প্রাণের প্রিয় সামগ্রী আদরের ধন শ্রীশ্রীহরিলীলা-রসামৃতসিন্ধু দ্বিতীয় খণ্ড আমার প্রিয় বঙ্গবাসী ভ্রাতাভগ্নীদিগের পবিত্র করকমলে অর্পণ করিলাম। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের দোষ ক্রটী মার্জ্জনা করিয়া ইহাকে স্নেহের সহিত গ্রহণ ও নিয়মিতরূপে পাঠ করিলে আমার সমুদয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

হে মঙ্গলময় শ্রীহরি, তুমি কৃপা করিয়া এই গ্রন্থসম্বন্ধে তোমার পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ কর।

ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

বিধাননৈমিষারণ্য। আশাকুটীর, টাঙ্গাইল। (ময়মনসিংহ) ১৭ই শ্রাবণ, ১৩২২।	চিরদাস শ্রীশশিভূষণ তালুকদার। (দোগাছী, সিরাজগঞ্জ পাবনা)

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু।

২য় খণ্ড।

উদ্বোধন।

বিষয়-পিয়াসা ঘোর মোহ-ঘুম
ত্যজি উঠ ওরে মন।
দেখনা চাহিয়া, পুণ্য সূর্য্য হরি
উজলিছে ভববন॥
ব্রহ্মের কৃপায়, পুনঃ এ ধরায়
বিধান-প্রভাত এল।
বিশ্বাসে বিজ্ঞানে, প্রেম পুণ্য জ্ঞানে,
এবে ভুবন ভাতিল॥
ভক্ত-অলিগণ, করিছে গুঞ্জন
ভকত-কোকিল গায়।
ভক্ত শারী শুক, বৈরাগী প্রেমিক
লুটিছে ব্রহ্মের পায়॥
প্রেম পুণ্য জ্ঞান, অহিংসা বিশ্বাস
পরসেবা ভক্তি প্রীতি।
ফুটি ফুলচয়, বিশ্বাসি-হৃদয়ে
করিছে দিগন্ত ভাতি॥
হেন সুসময়ে বিধান-প্রভাতে
কেন ঘুমাইয়া রও।
উঠি স্বরগের, শোভা মনোহর
হেরিয়া মোহিত হও॥

সূর্য্যমুখী ফুল সূর্য্যমুখ হেরি
প্রাতে প্রস্ফুটিত হয়।
তপনের পানে, চাহি সারাদিন
একভাবে সদা রয়॥
তুমিও তেমনি, ব্রহ্মমুখ পানে
চাহি থাকি অনুক্ষণ।
ব্রহ্ম-উপাসনা, ধ্যান-আরাধনা
করহে হয়ে মগন॥
হৃদয়-কবাট, খুলে রাখ সদা,
শ্রীহরির প্রভা যেন।
পশিয়া অন্তরে, স্বরগের তরে,
করে প্রাণ আকর্ষণ॥
উষার তপন, লোহিত বরণ
ধরিয়া উদয় হয়।
তেমনি হে তুমি, ব্রহ্ম-অনুরাগে,
উজলি নিজ হৃদয়॥
নির্ব্বাণ-সলিলে, সুখে স্নান করি,
অন্তর বিমল ক'রে।
উপাসনা তরে, আসন গ্রহণ
কর প্রেম-ভক্তি ভরে॥
বিষয়-বাসনা, অসার কামনা,
তোরা চলে যারে দূরে।

আমি প্রাণ ভরে, আপনা ভুলিয়ে
পূজিবরে প্রাণেশ্বরে ॥
সংসারের কথা, ফলাফল-চিন্তা
চলে যাও প্রাণ হতে।
প্রাণারাম মম, আসিবেন প্রাণে
প্রাণ মম পুলকিতে ॥
প্রবৃত্তি-নিচয়, ব্রহ্মপদে ধাও
ব্রহ্মপূজা তরে ভবে।
এ সংসার ভুলে, প্রেম-কুতুহলে
মগ্ন হয়ে রও সবে ॥
সত্য-ধ্রুব-জ্ঞান, প্রেমিক মহান্
এক অদ্বিতীয় হরি।
তব হৃদিমাঝে, করেন বিরাজ
ঊর্দ্ধ অধঃ পূর্ণ করি ॥
সতীর মতন, তাঁরে অনুক্ষণ
ডাকহ একান্তমনে।
সংসার-সাগরে, কর কর্ণধার
বিপদে সম্বল জেনে।
তাঁর পদাশ্রয়, লও ওরে মন
সতত আনন্দমনে।
অনন্ত সুখের, চির প্রস্রবণ
পূজ সত্য সনাতনে ॥
হৃদয়-কন্দরে, প্রেম অনুরাগে
বিধান-বিহিত ভাবে।
হয়ে নিষ্ঠাযুক্ত, বিমল-অন্তরে
পূজ এক ভবধবে ॥
চিন্ময় অরূপ, অনন্ত মহান
এক অদ্বিতীয় হরি।
একে চিত্ত রাখি, এক প্রেমে মজি
পূজ একে প্রাণ ভরি ॥
জানিও মানব, তব আত্মধন
ব্রহ্ম-পুত্র নিরাকার।

নিরাকার আত্মা, পূজে নিরাকার
ত্যজি কল্পনা-বিকার ॥
বৃথা আড়ম্বর, অসার কথায়
তুষ্ট নাহি হন হরি।
জ্ঞানময় তিনি, দেখেন হৃদয়
ভাবুক-হৃদিবিহারী ॥
সরল-অন্তরে, ব্যাকুল-হৃদয়ে
প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে।
কর দরশন, ব্রহ্মানন্দ-রস
পিয় মন নিরভয়ে ॥
পাপে কলঙ্কিত, মোহে অভিভূত
যদিও মোরা সকলে।
প্রেম-পুণ্যময়, হরি দয়াময়
অপার কৃপা-হিল্লোলে ॥
পাপতাপ ধুয়ে, উপাসক জনে
লবেন পবিত্র করি।
তাঁহাতে নির্ভর, করি ওরে মন
কর পূজা প্রাণ ভরি ॥
ওহে গুণাকর, শ্রীহরি সুন্দর
এ পাপীর প্রাণ মনে।
আবির্ভূত হয়ে, তব উপাসনা
করাও করুণা-গুণে ॥
সূর্য্যে কোন জন, পারে নেহারিতে
সূর্য্য না উদিত হলে।
তেমনি তোমারে, পারি কি পূজিতে
তুমি নাহি দেখা দিলে ॥
তাই দীননাথ, পাপ অবিশ্বাস
আলস্য জড়তা মোহ,
কর বিদূরিত, কর নিরমল
মম প্রাণ মন দেহ ॥
তোমার কৃপায় তোমার পূজায়
কৃতার্থ হইব নাথ।

তোমার চরণে, দীন চিরদাস
যাচে এই আশীর্ব্বাদ ॥

আরাধনা।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতং
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ॥"

সত্যস্বরূপ।

প্রকৃত পরম সত্য তুমি বিশ্বাধার।
তোমা ছাড়া এ সংসারে সকলি অসার ॥
সব বিশ্ব তব পদে লইয়া আশ্রয়।
এ জগতে সত্যরূপে প্রতিভাত হয় ॥
কিন্তু মহাশক্তি তুমি তব শক্তি বিনে।
থাকিতে না পারে কিছু এ বিশ্বভুবনে ॥
ভ্রূণ যথা মাতৃগর্ভে করে বিচরণ।
মাতার শোণিত মাংস শিশুর জীবন ॥
জননীরে ছাড়ি ভ্রূণ রহিতে কি পারে ?
মাতৃগত প্রাণ তার সতত সংসারে ॥
সেইরূপ আমাদের দেহ মন প্রাণে।
তোমাতে জীবিত প্রভো রহে অবিরাম ॥
বস্ত্র হতে সূত্র যদি করি স্বতন্তর।
কোথা রহে বস্ত্র তবে ওহে প্রাণেশ্বর ॥
তেমতি তোমারে ছাড়ি এ বিশ্বভুবন।
পলমাত্র নাহি পারে রহিতে কখন ॥
*পঞ্চতত্ত্বে, †পঞ্চকোষে, ‡পঞ্চপ্রাণ মাঝে।
কর নাথ প্রাণরূপে সতত বিরাজ ॥
সুদূরে নিকটে তুমি ঊর্দ্ধ অধঃ পুরি।
অন্তরে বাহিরে তুমি আছ হে শ্রীহরি ॥
পুষ্পে গন্ধ, দুগ্ধে ঘৃত, কাষ্ঠে অগ্নি যথা।
অনুক্ষণ লীন ভাবে রহে যথা তথা ॥
তাহা হতে প্রাণ-রূপে আছ প্রাণেশ্বর।
মূঢ় আমি তাই তোমা ভাবি হে অন্তর ॥
কে বলে তোমার দেখা নাই পায় নর।
আমি দেখি ব্যাপ্ত তুমি আছ চরাচর ॥
জড়বস্তু দেখিবার পূর্ব্বে তোমা ধনে।
শক্তিরূপে দেখি তোমা হৃদি-নিকেতনে ॥
তুমি নিত্য ধ্রুব সত্য স্থির নির্ব্বিকার।
হ্রাস বৃদ্ধি নাই তব ওহে গুণাধার ॥
ত্রিগুণ অতীত তুমি কারণ-কারণ।
মহাপ্রাণ মহাশক্তি সত্য সনাতন ॥
সুগম্ভীর মহাসন তব সত্য হেরি।
প্রণিপাত করি নাথ চরণে তোমারি ॥
সকলি অনিত্য ভবে তুমি নিত্য ধন।
জীবের ভরসা নাথ তব ওচরণ ॥
অনিত্য অসত্য এই সংসার ভিতরে।
প্রকৃত আশ্রয় তুমি বিশ্ব চরাচরে ॥
ইহকালে পরকালে তুমিই জীবন।
তাই মম বক্ষে রাখ প্রভো ওচরণ ॥
অনিত্য ভুলিয়া যেন নিত্য স্থান পাই।
এই ভিক্ষা তব পদে বিশ্বের গোঁসাই ॥

জ্ঞানস্বরূপ।

জ্ঞান-সূর্য্য তুমি নাথ ভব-অন্ধকারে।
তুমি সত্য ধ্রুব তারা সংসার পাথারে ॥
হৃদয়ের আলো তুমি নয়নের জ্যোতি।
পরম চৈতন্যময় অখিলের গতি ॥

---

* তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্ব।

† উপনিষদ্ অনুসারে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ এই পঞ্চকোষ।

‡ বেদানুসারে পাঁচটী প্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান।

কীটাণু হইতে প্রভো দেবতা সকল।
তব জ্ঞানকণা লাভ করি অবিরল॥
সচেতন জীবরূপে জগত মাঝারে।
প্রতিপন্ন হইতেছে এ বিশ্ব-সংসারে॥
প্রয়োজন বুঝি দেব জীবের অন্তরে।
স্মৃতি বুদ্ধি আত্মজ্ঞান দিয়া অকাতরে॥
মহান্ জীবপ্রকৃতি, জড় বিশ্ব মাঝে।
রচিয়াছ গুণনিধি বহুবিধ সাজে॥
তব জ্ঞানকণারূপ কৌস্তভ রতন।
সকল জীবের প্রাণ করে সুশোভন॥
খদ্যোতের ক্ষীণালোক, রবির কিরণ
জ্ঞানীর উজ্জ্বল জ্ঞান, কীটাণুর মন॥
সকলি তোমারি মহা চৈতন্যের কণ।
প্রকাশিয়া প্রচারিছে তোমারি মহিমা॥
প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ে জীব সমুদায়।
ডাকিয়া জাগ্রত কর ওহে দয়াময়॥
মানবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গি জ্ঞানময়।
বিধানে জাগ্রত কর তব পরিচয়॥
নিদ্রিত সুসুপ্ত মৃত মানব-সন্তানে।
চেতনে জাগাও হরি মহামন্ত্র দানে॥
পৃথিবীর ধুলাখেলা লয়ে যেইজন।
ছিল একেবারে হরি মোহে অচেতন॥
অহিফেন সেবী মুগ্ধ মানবের মত।
কাটিত যে জন কাল ভবে অবিরত॥
কি মহে জাগ্রত তারে কর দয়াময়।
ছিন্ন করি সেই ভব-বন্ধন নিচয়॥
তোমার আহ্বান শুনি মত্ত করী প্রায়।
আপন নিয়তি পানে ধায় উভরায়॥
এ সংসারে ভুলে থাকি তোমারে যখন।
চুপি চুপি প্রাণে আসি নাথ হে তখন॥
বল মোরে, "কেন ভুলে রহিলি আমারে।
আয় আয় শান্তিধামে আয় ত্বরা করে"॥

তব কথা শুনি নাথ মম প্রাণ মন।
সময়ে সময়ে তাই হয় উচাটন॥
থাকিয়া প্রাণের মাঝে সব দেখ হরি।
জান তুমি, করি আমি কত লুকোচুরি॥
তুমি সর্ব্বসাক্ষী, তাই আপনার মন।
আপনার পাপে সাক্ষ্য দেয় অনুক্ষণ॥
যতই ঢাকিতে চাই পাতক আমার।
তত তাহা ব্যক্ত তুমি কর অনিবার॥
সিঁদমুখে চোরে যদি ধরে কোন জন।
লজ্জা ভয়ে হয় সেই বিষণ্ণ-বদন॥
তেমতি তোমার মহাজ্ঞানের নয়নে।
পাপ কার্য্যে ধৃত নাথ হই এ ভুবনে॥
তব দৃষ্টিবাণে নাথ আমরা সকলে।
বিদ্ধ হয়ে অবিরত আছি ইহকালে॥
পবিত্র জ্ঞান নয়নে রয়েছ চাহিয়া।
দেখিতেছ যত কিছু ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া॥
একমাত্র গুরু তুমি এ ভবকাননে।
শিক্ষক আচার্য্য তুমি আঁধার ভুবনে॥
এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে।
দাও নাথ কত শিক্ষা মানব-নিচয়ে॥
নানা দেশে নানা স্থানে সকল সময়।
কত বিদ্যালয়ে তুমি ওহে জ্ঞানময়॥
কত সত্য কত তত্ত্ব কত শাস্ত্রজ্ঞান।
শিখাতেছ জীবগণে ওহে ভগবান॥
তুমি প্রত্যাদেশ-দাতা শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক।
জ্ঞানের ভাণ্ডার তুমি বিশ্বের পালক॥
অভ্রান্ত পরম শাস্ত্র তোমার আদেশ।
তব জ্ঞানে হয় জীব জ্ঞানী সবিশেষ॥
কে বলে শাস্ত্রের যুগ হইয়াছে শেষ।
এবে নাহি পায় জীব তোমার আদেশ॥
বেদ বাইবেল আদি শাস্ত্র প্রকটন।
করিয়া নীরব তুমি হয়েছ এখন॥

তাহা নয় তাহা নয় ওহে জ্ঞানময়।
তব বাণী এ জগতে কভু লুপ্ত নয়॥
নিয়ত অজস্রধারে তব কথামৃত।
নানা দেশে নানা কালে হতেছে নিঃসৃত॥
দেবলোকে, নরলোকে অন্য জীবধামে।
তোমার আদেশ-বাণী বহে অবিশ্রামে॥
নব বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ।
রচিতেছ অবিরত ওহে প্রাণারাম॥
তব বাণী যেই জন শুনে অনুক্ষণ।
হয় সেই সুপণ্ডিত সাধু মহাজন॥
ছিন্ন হয় হৃদ্গ্রন্থি পাপ অন্ধকার।
দূরে যায় একেবারে ওহে প্রাণাধার॥
দিব্যজ্ঞান লাভ করি তব দিব্যধামে।
বিহরে সতত সেই তব কৃপাগুণে॥
তব জ্ঞানালোকে দেখি তব রূপ-জ্যোতি।
দূরে যায় অবিশ্বাস ভ্রম পাপমতি॥
নিত্য নব নব জ্ঞান নব তত্ত্বসুধা।
লভিয়া মিটায় সেই হৃদয়ের ক্ষুধা॥
হেন জ্ঞানময় হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি মোরা ভক্তিযুক্ত মনে॥

অনন্ত স্বরূপ।

অনন্ত মহান্, তুমি ভগবান্
গভীর-ঘন-শকতি।
চিত্ত-অগোচর, ভূমা মহেশ্বর
জীবের চরম গতি॥
কোথা অন্ত তব, ওহে ভবধব
অপার জলধি তুমি।
এ বিশ্ব-সংসার, ভাসে অনিবার
তব বক্ষে অন্তর্য্যামি॥
বুদ্বুদের মত, চন্দ্র সূর্য্য কত
তব সত্তামাঝে হরি।
উঠিছে পড়িছে, বিলীন হতেছে
ভাবুকে অবাক্ করি॥
কাল দিক্ দেশ, চিন্ময় প্রদেশ
সবে অতিক্রম ক'রে।
ওহে শক্তিধর, আছ নিরন্তর
অনন্ত সৃষ্টি-সাগরে॥
অগম্য অপার, তুমি বিশ্বাধার
বিরাট্ পুরুষ তুমি।
বাক্ বুদ্ধি মন, করিতে বর্ণন
পারে কিহে বিশ্বস্বামি॥
তুমি মহাকাশ, তোমাতে প্রকাশ
পাইছে ব্রহ্মাণ্ড কত।
তথাপি তোমার, শকতি অপার
রহিয়াছে অব্যাহত॥
প্রেম পুণ্য জ্ঞান, আনন্দ মহান্
শক্তি সত্তা মহাভাব।
সব বিষয়েতে, তব এ জগতে
অনন্ত মহাপ্রভাব॥
ক্ষুদ্র জলাশয়, আশু শুষ্ক হয়
তাহে কি মীনের প্রাণ।
হয় নিরাপদ, বিষম বিপদ
করে তারে আনচান্॥
কিন্তু জলধিতে, বিহরে সুখেতে
মীনগণ অবিরত।
সেইরূপ তুমি, ওহে বিশ্বস্বামি,
অনন্ত জলধি মত॥
জীবাত্মা সকল, খেলে অবিরল
তোমাতে মীনের প্রায়।
ব্রহ্ম-পারাবার শুখাবেনা আর
নাই তাই কোন ভয়॥

অনন্ত উন্নতি অনন্তেতে গতি
অনন্ত সুখের ধাম ।
জীবগণ তরে, রেখেছ আদরে
ওহে হরি গুণধাম ॥
তোমার গৌরব, তোমার বিভব
তোমার ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ।
সব অন্তহীন, আমরা সুদীন
কীটাণু কীট সমান ॥
বিশাল প্রকৃতি, কত শাস্ত্র বিধি
অদম্য মানব মন ।
কিছুতে তোমার শক্তি-পারাবার
করিতে নারে বর্ণন ॥
চন্দ্র দিবাকর, গ্রহাদি বিস্তর
মানবের কাছে সবে ।
অতি সুবিশাল, প্রকাণ্ড ভয়াল
প্রতিভাত হয় ভবে ॥
কিন্তু সে সকল, খদ্যোতের দল
সতত তব সদনে ।
পরমাণু মত, তোমাতে নিয়ত
রহিয়াছে সংগোপনে ॥
অগ্নি চন্দ্র রবি, তব মুখ হেরি
প্রকাশ করিতে নারে !
সাধু ভক্তগণ, তোমার চরণ
বর্ণনা করিতে হারে ॥
হইতে ভীষণ, তুমি সুভীষণ
মধু হতে মধু তুমি ।
তোমার প্রকৃতি, বুঝিতে শকতি
আছে কার অন্তর্য্যামি ?
অথচ তোমারে, অন্তরে বাহিরে
দেখিবারে পাই হরি ।
অনন্ত তোমারে, হৃদয়-আগারে
বিশ্বাসে সতত হেরি ॥

ক্ষুদ্র গবাক্ষেতে, রবি কিরণেতে
মহাকাশে যে প্রকার ।
দেখিবারে পাই, তেমনি সদাই
আত্মাতে প্রভো তোমার ॥
দরশন হয়, ঘুচয়ে সংশয়
দূরে যায় ভব-ভয় ।
অনন্তেতে মিলে, জীবাত্মা সকলে
অনন্ত হইয়া যায় ॥
সাগরগামিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী
সাগরে মিশি যেমন ।
আপনা হারায়, সাগর-হৃদয়ে
করে আত্ম-সমর্পণ ॥
তথা যোগিগণ, তোমাতে মগন
হইয়া অপার হন ।
আনন্দ অপার, হৃদয়-আগার
মুগ্ধ করে অনুক্ষণ ॥
জগতেতে তুমি, আছ বিশ্বস্বামি,
তবু তুমি স্বতন্তর ।
তব শক্তি হতে, বিশাল জগতে
বহে শক্তি নিরন্তর ॥
অনন্ত জগতে, তুমি কত মতে
কত শক্তি জ্ঞান ধন ।
ঢালিছ নিয়ত, তবু শক্তি যত
অফুরন্ত অনুক্ষণ ॥
তোমাতে যখন, পড়ে এ নয়ন
মুগ্ধ বিমোহিত হয় ।
জগতের সব, ক্ষুদ্র অনুভব
হয় নিত্য সুনিশ্চয় ॥
হিমগিরি' পরে আরোহণ ক'রে
দেখে যথা নরগণ ।
নিয়স্থ সকল, পিপীলিকা-দল
এমনি করে ভ্রমণ ॥

তেমনি তোমার অনন্ত অপার
সত্তাতে মগন হলে।
পৃথিবীর মান, ধন অভিমান
রাজত্ব বিদ্যা সকলে॥
অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান, হয় অবিরাম
ক্ষুদ্রতা দূরে পলায়।
সুপ্রশস্ত হয়, মানব-হৃদয়
বিষয়-আসক্তি যায়॥
হিংসা পাপ দ্বেষ, সংসার-আবেশ
সব প্রশমিত হয়।
দেশ কাল ভুলে, অনন্ত হিল্লোলে
ভাসয়ে সদা হৃদয়॥
তাই বিশ্বপতি, ওপদে প্রণতি
করি নাথ ভয়ে ভয়ে।
অনন্তের মন্ত্রে যেন পাপি-বৃন্দে
দীক্ষিত হয়ে অভয়ে॥
অনন্তে গমন করে অনুক্ষণ,
অনন্তেতে স্নান করি।
অনন্ত আহার, অনন্ত বিহার
করে যেন নর-নারী॥

শান্ত মঙ্গলস্বরূপ।

প্রশান্ত গম্ভীর নির্ব্বিকার হরি,
প্রশান্ত স্বরূপে তোমারে নেহারি,
বিমোহিত হয় হৃদয় মন।
অসীম সৃষ্টির মহাকোলাহল,
জীব জগতের বাসনা-হিল্লোল,
সকলি নীরব তব সদন॥
পৃথিবীর কত মোহ-আকর্ষণে,
সুখ দুঃখ মৃত্যু সৌন্দর্য্য পীড়নে,
জীবকুল সদা আকুল হয়।
প্রেমিকা জননী তিনিও কখন,
পুত্র-ব্যবহারে মর্ম্মাহত হন,
ত্যজেন তনয়ে হয়ে নিদয়॥
কিন্তু মহাশান্ত তুমি দয়াময়,
কিছুতে বিকার পশে না তোমায়,
সহিষ্ণুতা তব অপরাজিত।
সাধে কি তোমায় যোগী ঋষিগণ,
ধ্যানে মগ্ন হয়ে মুদিয়া নয়ন,
শান্তরূপ তব হেরে নিয়ত॥
কেমন গোপনে তুমি আপনারে,
লুকাইয়া রাখ নাথ এসংসারে,
ভাবিলে সে কথা অবাক্ হই।
অনন্ত মহান্ তুমি বিশ্বেশ্বর,
আছ হে সর্ব্বত্র বাহির অন্তর,
তবু ভাবি তুমি কোথায় নাই॥
রিপুর-বিকার বাসনা সকল
ত্যজি, শান্ত প্রাণ না হলে, কে বল
তব মুখচন্দ্র দেখিতে পায়?
বিশ্বাসের অনুবীক্ষণ বিহনে,
কে বল সুক্ষম তব দরশনে?
কে আর তোমাতে মজিয়া রয়?
হেন নির্ব্বিকার না হলে কি হরি,
প্রেমসিন্ধু নাম হইত তোমারি,
কে বলিত তোমা করুণাময়?
প্রেমেতে বিকার নাই কদাচন,
প্রেম নির্ব্বিকার শুদ্ধ সনাতন,
প্রেম করে সব জগত জয়॥
তব প্রেমে হরি আছি সঞ্জীবিত,
তব প্রেমে ভরা দেহের শোণিত,
তব প্রেমময় জীবন মন।
তব প্রেম বিনে বাঁচেনা জীবন,

বহেনা নাসায় নিশ্বাস-পবন,
তিলেকে প্রলয় হেরে নয়ন ॥

তুমি প্রেম-সিন্ধু অগতির গতি,
পাপী সাধু ধনী দীন মূঢ়মতি,
সবাকারে তব সমান স্নেহ।
কারে সমাদর কর অতিশয়,
কেহ ত্যজ্য তব ওহে প্রেমময়,
একথা বলিতে পারেনা কেহ ॥

প্রেমময়ী তুমি জননী আমার,
প্রেম ক্রোড়ে তুমি পাল অনিবার,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-নিবাসী জনে।
কত না সম্বন্ধে এই জীবনলে,
বাঁধিয়াছ সখা এই ধরাতলে,
ভাবিলে আনন্দ উপজে মনে ॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরমাণু মত,
স্থিতি করে এই পৃথিবী নিয়ত,
তাতে জীব আমি ক্ষুদ্র কেমন!
অথচ আমারে দিবানিশি তুমি,
কত ভালবাস যেন মাগো আমি,
একপুত্র তব বিশ্ব-ভুবন ॥

তুমি পিতা মাতা সখা বন্ধু স্বামী,
হৃদয়ের ধন প্রভু অন্তর্যামী,
জীবের সর্বস্ব হৃদয়-নিধি।
জীবগণে তুমি পুতুলের প্রায়,
স্নেহেতে পালন করিছ ধরায়,
পরলোকে তুমি হইছ সাথী ॥

অনন্ত সুখের মহা অধিকার,
দিয়াছ জীবের ওহে প্রাণাধার,
করিছ তাহারে দেবত্ব দান।
জীবের কল্যাণসাধিবার তরে,
করিতেছ হরি নিত্য এ সংসারে,
কত অপরূপ লীলা-বিধান ॥

প্রাণ মাঝে তুমি থাকিয়া নিয়ত,
দিতেছ জীবেরে উপদেশ কত,
আনিছ সুপথে কুপথ হতে।
ঘটনায় কত করিয়া বিহার,
দিতেছ জীবেরে দণ্ড পুরস্কার,
সাধিছ কল্যাণ অশেষ মতে ॥

এক লক্ষ্য তব জীবের কল্যাণ,
বিপদ্ সম্পদ্ দুঃখ সুমহান,
সকলি জীবের কল্যাণ তরে।
মৃত্যু আসি নাথ তোমারি ইঙ্গিতে,
শান্তিধামে লয় জীবে দেহ হতে,
দুঃখ রোগ শোক সকলি হরে ॥

তব মুখে শুনি আশার বচন,
নিরাশ হৃদয় হয় সচেতন,
তিলেকে জাগাও পাতকী নরে।
ব্যাকুলিত প্রাণে ডাকিতে ডাকিতে,
প্রকাশিত হও মানবের হৃদে,
ডুবে যায় প্রাণ সুখ-সাগরে ॥

অস্পৃশ্য জঘন্য পাতকী বলিয়া,
চলি যায় সবে যাহারে ত্যজিয়া,
তুমি থাক তার সেবার তরে।
রোগী পাতকীর শিয়রে বসিয়া,
কর সেবা তার প্রেমেতে মজিয়া,
কিন্তু সে তোমারে দেখেনা ফিরে ॥

উপেক্ষায় প্রেম থাকেনা কখন,
কিন্তু তব প্রেম নহে তো তেমন,
কিছুতেও প্রেম বিরূপ নয়।
পাপ অবিশ্বাস মোহ অন্ধকার,

রোগ শোক দুঃখ ইন্দ্রিয়বিকার,
কিছুতে ত্যজনা ওহে দয়াময় ॥

কোটি জননীর জননী মা তুমি,
কোটি জনকের পিতা বিশ্বস্বামী,
কত স্নেহ তব বলি কেমনে।
অনন্ত প্রেমের অনন্ত আধার,
মহানারী তুমি জননী আমার,
ভক্তিভরে নমি তব চরণে ॥

তব প্রেমপানে রাখি এ নয়ন,
ভুলে যাই নাথ মোহের স্বপন,
ডুবে যাই তব প্রেম-সাগরে।
আত্মপর জ্ঞান হউক বিলয়,
তব প্রেমে মজে যাউক হৃদয়,
প্রেম ব্যাপ্ত হউক জগত ভরে ॥

তব প্রেমস্রোত হৃদয়ে পশিয়ে,
বহুক জগতে দুধার হইয়ে,
ভবপানে আর জীবের প্রতি।
তব সনে মিশে জীবে প্রাণে ধরি,
কাটাই জীবন দিবা-বিভাবরী,
নভুক জীবন তোমাতে গতি ॥

প্রেমসিন্ধু হরি প্রেমসিন্ধু হরি,
এই মন্ত্র জপ অনুক্ষণ করি,
ভবপারে যায় মানবগণ।
তুমি দীনবন্ধু করুণা-আধার,
করুক তোমায় পাপী নমস্কার,
ধরি বক্ষমাঝে তব চরণ ॥

অদ্বিতীয় স্বরূপ।

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পুরুষ প্রধান।
কেবা আছে আর তোমার সমান ॥
সাদৃশ্য-বিহীন তুমি অতুলন।
হৃদয়-বিহারী ভুবন-মোহন ॥
পিতা মাতা ভ্রাতা গুরু জ্ঞানদাতা।
জগতের এক মঙ্গল-বিধাতা ॥
তুমি হে আমার হৃদয়ের ধন।
জীবের সর্ব্বস্ব অধম-তারণ ॥
অনন্ত-স্বরূপ বহু গুণ তব।
কত লীলা তব গুহে ভব-ধব ॥
তথাপিও তুমি অখণ্ড অব্যয়।
অদ্বিতীয় তুমি পূর্ণ প্রাণময় ॥
কোটি পদ্মরাজী এক রবি পানে।
চেয়ে থাকে সদা ফুটিত লোচনে ॥
তপনের আছে কমলিনী কত।
কিন্তু পদ্ম-প্রাণ এক সূর্য্য-গত ॥
তেমনি অনন্ত অসীম জগত।
এ জগত বাসী ভক্ত শত শত ॥
এক তুমি ধনে ধরিয়া হৃদয়ে।
রয়েছে জীবিত এবিশে নির্ভয়ে ॥
তোমারি শকতি তোমারি বল।
জগতের প্রাণ জীবের সম্বল ॥
অন্তরে বাহিরে তুমি এক জন।
মহাশক্তিরূপে কর বিচরণ ॥
তুমি ভূতগণে, তুমি জীব প্রাণে।
তুমি ইহকালে, তুমি স্বর্গধামে ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তোমারি পূজন।
করিতেছে জড় জীব সুরগণ ॥
এক হয়ে তুমি বহুবিধ-ভাবে।
অহরহ নাথ পালিতেছ জীবে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যে জন।
তোমারে হে ডাকে হৃদয়রঞ্জন ॥
তারি কথা শুন, তারি আশা পুর।
তারি প্রাণ কাড়ি কর আপনার ॥

একাকী বহুধা হয়ে দয়াময়।
অবিভক্ত থাকি সকল সময়॥
জগতের সব কর্ম্ম সুমহান্।
করিতেছ নিত্য ওহে ভগবান্॥
তোমার অনন্ত বিবিধ শকতি।
বুঝিতে না পারে জীব অল্পমতি॥
ভিন্ন ভিন্ন দেব করিয়া কল্পনা।
রজ তম ভাবে করিছে অর্চ্চনা।
পবন বরুণ ইন্দ্র অগ্নি যমে।
বিভিন্ন দেবতা ভাবে মনে মনে॥
কিন্তু সেতো নয় ওহে বিশ্বদেব।
সর্ব্বভূতে তুমি এক শুদ্ধ শিব॥
খণ্ড খণ্ড করে তোমার প্রকৃতি।
কার আছে বল এহেন শকতি॥
তব সাধু ভক্ত অন্তরে বাহিরে।
তব প্রেম-মুখ দরশন করে॥
তব আর প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া।
তোমার চরণে রহেন পড়িয়া॥
সতী রমণীর মতন সে জন।
তব পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ॥
করিয়া থাকেন জগত মাঝারে।
ভয়ে পূজা আর নাহি করে কারে॥
জীবের সর্ব্বস্ব নিয়ন্তা উদ্দেশ্য।
'একমাত্র তুমি' তুমিই উপাস্য॥
তুমি ছাড়া আর কেহ নাই মম।
তুমি নাথ মোর প্রাণ-প্রিয়তম॥
হৃদয়-পুত্তলি তুমি গো আমার।
তোমা ছাড়া ভবে সকলি অসার॥
'এক অদ্বিতীয়' মন্ত্র উচ্চারণে।
কত শান্তি বল পাই এ জীবনে॥

নিরাশ জীবন হয় আশাময়।
শক্তিহীন প্রাণ শক্তিপূর্ণ হয়॥
অনন্ত শকতি তুমি মম প্রাণ।
লভিয়া প্রাতকী এইরূপ জ্ঞান॥
অনন্ত আশায় পুলকিত হয়।
অমানিশা মাঝে হয় চন্দ্রোদয়॥
"তুমি এক ব্রহ্ম" এ জ্ঞান বিহনে।
হয় না মুকতি মানব জীবনে॥
তুমি অদ্বিতীয় লভি এই জ্ঞান।
ধন্য নরনারী তব পুণ্য-ধাম॥
তুমি ছাড়া মুক্তি-দাতা কেহ নয়।
একমাত্র তুমি বিশ্বের আশ্রয়॥
তোমা ছাড়া যেবা ভজে অন্য জনে।
কত দুঃখ সেই পায় এ জীবনে॥
তৃষিত হইয়া জাহ্নবী তীরে।
দুর্ম্মতি মানব কূপ খাত করে॥
নাহি পায় নীর শুধু শ্রম সার।
ক্লান্ত হয়ে নিত্য করে হাহাকার॥
একদেব তুমি বিশ্বের আধার।
একদেব তুমি অনন্ত অপার॥
একদেব তুমি ভুবন-ঈশ্বর।
এক স্রষ্টা পাতা তুমি মহেশ্বর॥
দেবগণ মাঝে পরম দেবতা।
একমাত্র তুমি ওহে বিশ্বধাতা॥
তব পুণ্যপ্রদ অভয় চরণে।
নমে চিরদাস ভক্তি যুক্ত মনে॥

পুণ্যস্বরূপ।

তঙ্ককাপবিদ্ধম্॥

পুণ্যময় হরি, হৃদয়-বিহারী,
অধম-জন-তারণ।

---

* বাকদিক ও তান্ত্রিকভাবে

তুমি ইচ্ছাময়, পুণ্যের আলয়,
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥
ন্যায় সত্য জ্ঞান, প্রেম সুমহান্,
শান্তি সুখ অনুপম।
সকলেতে তুমি, পূর্ণ বিশ্বস্বামি,
তুমি হে পাপ-হরণ॥
অন্তরে বাহিরে, বিশ্ব চরাচরে
তুমি নাথ পুণ্যময়।
তব পুণ্য জ্যোতি, ঢাল দিবা রাতি
দূর কর পাপ-ভয়॥
ও পুণ্য-কিরণে শিশুর বদনে
ফুটে হাসি সুমধুর।
তব পুণ্য বলে, সাধু ধরাতলে
স্থাপে আনি সুরপুর॥
তুমি পুণ্য হ'য়ে, মানব-হৃদয়ে
বাস কর নিরন্তর।
তাই নরগণ, সুখে অনুক্ষণ
পাপ রূপ বিষধর॥
পুণ্য কথা শুনে, পাপীর পরাণে
কত না আনন্দ হয়।
পাপের উপর, ঘৃণা নিরন্তর
অনুদিন উপজয়॥
আমাদের পাপ, দুঃখ মনস্তাপ
কত না উপায়ে হরি।
সদা নাশ কর, হৃদয়ের ভার
হর দিবা-বিভাবরী॥
বিবেকে তোমার, বাণী পুণ্যাধার
না শুনিয়া দয়াময়।
পাপেতে মগন, হই অনুক্ষণ
পাই দুঃখ অতিশয়॥
তুমি দণ্ড দিয়ে, অবাধ্য তনয়ে
ফিরাইয়া আন ঘরে।

পুণ্য-শান্তি-দানে, পাপীর পরাণে
ঢাল প্রেম অকাতরে॥
অঙ্কুশে যেমন, করীর গমন
হয় সদা নিয়মিত।
তেমনি বিবেকে, জীবে একে একে
রক্ষা কর অবিরত॥
তব পুণ্যনীরে, পাপী স্নান ক'রে
হয় সাধু পুণ্যবান্।
তব পরশনে, পাপীর জীবনে
হয় ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্॥
পাপ-কলঙ্কিত, নরনারী যত
তব পুণ্যালয়ে এসে।
দেবত্ব লভিয়া, পাতক ভুলিয়া
তব ক্রোড়ে বসি হাসে॥
কলঙ্ক-ভঞ্জন, পাতক-নাশন
রিপু-প্রশমন-কারী।
তব পুণ্য নাম, যাহে পূর্ণ-কাম
হয় ভবে নরনারী॥
ন্যায়েতে অটল, তুমি নিরমল
ওহে পাপহারী হরি।
তুমি পাপিগণে, ন্যায়-দণ্ড-দানে
করহ দীন ভিখারী॥
যে জাতি যে জন, পুণ্যের নিয়ম
ভঙ্গ করে ধরাতলে।
তুমি ন্যায়ে তার, করিয়া বিচার
দণ্ড দাও যথাকালে॥
স্তব স্তুতি নতি, কিছুতেই প্রীতি
নহেত তোমার প্রভু।
কপট বচনে, উপহার-দানে
তুমি তো ভোলনা কভু॥
যে জন যে কালে, এই ধরাতলে
করে পুণ্য অনুষ্ঠান।

তারে আলিঙ্গন, কর অনুক্ষণ
দাও তব পদে স্থান ॥
দুষ্ট নর-গণ, নিষ্পাপ কখন
নহে হরি দয়াময়।
তাঁরা যতক্ষণ, তোমার চরণ
হৃদয়ে ধরিয়া রয় ॥
তব পুণ্য জ্যোতি, তাঁহা সবে ভাতি
করিয়া পাতক হরে।
ছাড়িলে তোমায়, তাঁরা পুনরায়
পড়েন পাপ-সাগরে ॥
পুণ্যের মতন অপার্থিব ধন
নাইতো জগতে আর।
পুণ্য-ধন বিনে, যেতে স্বর্গধামে
নাই কার অধিকার ॥
পুণ্যরূপে তুমি, অখিলের স্বামী
আছ তবে পথ হয়ে।
বিনে ঐ পথ, সকলি বিপথ
জান না জান অভয়ে।
এ পাপ হৃদয়, পাপের আলয়
পূর্ণ পাপ-কালিমায়।
মোর পাপ স্মরি, কেঁপে উঠে হরি
ভয়েতে মম হৃদয়।
তুমি বিনে আর, পাতকী উদ্ধার
কে করিতে পারে হরি ?
তুমি বিনে বল, পুণ্য-সম্বল
কে দেয় ভব-কাণ্ডারী ?
তাই ও চরণে, ভক্তিযুক্ত মনে
একান্ত শরণ লয়ে।
করি প্রণিপাত, ওহে বিশ্বনাথ
বিনীত-দীন-হৃদয়ে ॥

আনন্দ অমৃত শান্তি স্বরূপ।

অনন্ত আনন্দময় রসের ভাণ্ডার।
চিরশান্তি সুখ তুমি ওহে প্রাণাধার ॥
লাবণ্য সৌন্দর্য্য তুমি অমৃতের খনি।
তব সুখে সুখী জীব দিবস-যামিনী ॥
আনন্দের মহাসিন্ধু তুমি গো জননী।
নিজের আনন্দে তুমি সদা উন্মাদিনী ॥
শোক দুঃখ জরা মৃত্যু নহিক তোমার।
অবিচ্ছিন্ন শান্তি তুমি সুখের আগার ॥
তোমার আনন্দ-বিন্দু সংসার মাঝারে।
শান্তি সরোবর নাথ, সদা সৃষ্টি করে ॥
তব নাম, তব রূপ প্রসঙ্গ তোমার।
অমৃতের সরোবর শান্তি-পারাবার ॥
তাহাতে করিয়া স্নান দগ্ধ জীবচয়।
ভুলে যায় সংসারের দুঃখ শোক ভয় ॥
তব সুধারস-পানে প্রমত্ত ভকত।
আনন্দ আহ্লাদে সদা হন বিমোহিত ॥
আমি মৃত্যু আমি শোক পাপ-অন্ধকার :
আমাতে সতত দুঃখ করিছে বিহার ॥
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কারে মৃতের মতন।
পড়িয়া রয়েছি নাথ আমি অনুক্ষণ ॥
এই মহা মৃত্যু হতে আমারে নিয়ত।
অমৃতধামেতে তুমি লইতেছ পিতঃ ॥
তোমাতে বিশ্বাসরূপ রথেতে চড়িয়া।
অন্তকালে যান জীব মৃত্যুকে তাজিয়া ॥
তোমার অমৃতধামে দেব শিশুগণ।
তব কোলে বিহরিছে নাথ, অনুক্ষণ ॥
যত তব প্রেম মুখ করি নিরীক্ষণ।
যতই তোমার অঙ্গ করি পরশন ॥
যত তব কথা শুনি যত আজ্ঞা পালি।
তত সুখশান্তি লভি ওমা নৃত্যকালী ॥ *

* কালী—কালভয়-নিবারিণী।

তব সুখে সুখী যেবা এই ধরাধামে।
তার কিবা নিরানন্দ হয় এ জীবনে॥
ক্লেশ অগ্নি চিন্তানল দারিদ্র্য-পীড়ন।
যন্ত্রণা কি দিতে পারে তারে প্রাণধন?
কণ্টকের শয্যা হয় কুসুম-সমান।
শোক দুঃখ গ্লানি সব হয় অবসান॥
দুঃখেতে আনন্দ তাঁর হয় অনুক্ষণ।
মৃত্যুতে অমৃত লাভ করে সেই জন॥
এ হেন সুখের নিধি তুমি ভগবান।
যিনি তব পদাশ্রিত তিনি ভাগ্যবান॥
মৃত্যু রোগ শোক দুঃখে মরত জগত।
হাহাকার করিতেছে শ্রীহরি নিয়ত॥
মরুভূমে জল যথা মিলে না কখন।
তেমতি মিলে না হেথা শান্তি মহাধন॥
পৃথিবীর ধন জন দারা পুত্র যত।
কিছুতে আত্মার শান্তি নাহি হয় পিতঃ॥
একমাত্র শান্তি তুমি অনিত্য ভুবনে।
মাথা রাখিবার স্থান তব ও চরণে॥
তুমি ভক্তিপ্রদা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
পাপভয়-নিবারিণী সঙ্কটবারিণী॥
নিরাশ হৃদয়ে তুমি আশার পবন।
শোকার্তের শান্তিবারি তুমি প্রাণধন॥
শুদ্ধ তৃপ্তি তুমি দেব, লভিলে তোমায়।
সংসার-পিয়াসা সব একেবারে যায়॥
শান্ত সমাহিত হয় সুচঞ্চল মন।
নিবে যায় বাসনার ভীম হুতাশন॥
মন বুদ্ধি বাক্য হৃদি সব স্থির হয়।
তাপের নিদান যত দূরে চলি যায়॥
আত্মরতি আত্মক্রীড় হয়ে ভক্তজন।
তব শান্তি-সুধা-রস পিয়ে অনুক্ষণ॥
তোমার আনন্দরূপ হেরে দুনয়নে।
প্রেমবারি বিগলিত হয় প্রতিক্ষণে॥
পুলকে রোমাঞ্চ হয়, সুখে বিগলিত।
অনুক্ষণ হয় সেই ভকতের চিত॥
এ হেন আনন্দময়ী মা তুমি আমার।
তব পদে প্রণিপাত করি বার বার॥
তব রূপরাশি হেরি ভোগাসক্ত মন।
তব ধ্যানে একেবারে হৌক নিমগন॥
তোমার শ্রীপদে নাথ, করযোড় ক'রে।
প্রণিপাত করে দাস প্রীতি-ভক্তিভরে॥

ধ্যানের উদ্বোধন।

প্রাণমধ্যে প্রাণেশ্বর করেন বিহার।
হের প্রেমানন্দে মন শ্রীমুখ তাঁহার॥
দিবাভাগে দ্বারদেশ রোধিলে যেমন।
তবু গৃহমধ্যে পশে রবির কিরণ॥
সেইরূপ আরাধনে বহির্মুখ গতি।
নিরস্ত না হয় মনে, জানিবে সুমতি॥
তাই শেষ আসক্তির প্রদীপ নির্বাণ।
করিয়া ধ্যানের মাঝে ডুব মোর প্রাণ॥
ধ্যানানন্দে ডুবি মার অপরূপ রূপ।
হেরে ভুলে যাও মন সংসারের দুখ॥
প্রত্যক্ষ ভাবেতে করি ব্রহ্ম দরশন।
স্বর্গ পরলোক ভোগ করহ এখন॥
বাহির হইতে কর অন্তরেতে গতি।
আত্মাতে পরমাত্মারে দেখ মোর হৃদি॥
সাকার-বিষয়-ধ্যান করি পরিহার।
পরিহরি বিঘ্নকর কল্পনা-বিকার॥
ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান কর মোর মন।
ব্রহ্ম-সমাধিতে এবে হও নিমগন॥
প্রেমময় কৃপাসিন্ধু দাসে কৃপা করে।
নিমগ্ন করুন মোরে ধ্যানের সাগরে॥

যোগ-ভক্তি-পক্ষ-যোগে চিদানন্দ দেশে।
উড়িয়া যাউক মন ব্রহ্মের আদেশে ॥
ধ্যানে ব্রহ্মকৃপা বিনে অন্য বল নাই।
জানিয়া প্রণাম করি তোমারে গোঁসাই ॥

—

ধ্যান।

—*—

সাধারণ প্রার্থনা।

অসত্য হইতে নাথ, সবে কৃপা ক'রে।
সত্যেতে লইয়া যাও আমা সবাকারে ॥
অন্ধকার হতে নাথ, আমা সবাকারে।
জ্যোতিতে লইয়া যাও সবে কৃপা ক'রে ॥
মরণ হইতে নাথ, সবে কৃপা ক'রে।
অমৃতেতে লয়ে যাও আমা সবাকারে ॥
হে সত্যস্বরূপ হরি, মোদের গোচরে।
প্রকাশিত হও দেব, সবে কৃপা ক'রে ॥
অপার করুণা তব ওহে দয়াময়।
তাহাতে রক্ষিত সবে হইয়া সদয় ॥

—

মাতৃস্তোত্র।

১।

সঙ্কটবারিণি, বিশ্বপ্রসবিনি,
পাতকনাশিনি, জগত্তারিণি,
ভুবনপালিনি, দুরিতহারিণি,
শুভবিধায়িনি জননি।

২।

প্রসব-সময়ে তুমি প্রসবিনী,
তুমি অন্নদাত্রী, মাতা আদরিণী,
তুমি নিরাকারা, ধাত্রী সোহাগিনী,
তুমি গো আমার জননী।

৩।

পালিতেছ জীবে স্নেহকোলে লয়ে,
সঙ্গী হয়ে আছ হৃদয়ে হৃদয়ে,
অন্নপূর্ণারূপে আলয়ে আলয়ে,
বিতরিছ অন্ন জননি।

৪।

বিদেশেতে তুমি আছ বন্ধু হয়ে,
পথে সাথী তুমি সকল সময়ে,
ভয় মাঝে তুমি হইয়া অভয়ে,
কাছে থাক সদা জননি।

৫।

বনদেবী তুমি গহন কাননে,
তুমি মহাদেবী ভীষণ শ্মশানে,
অসুরনাশিনী * তুমি রণস্থানে,
আনন্দদায়িনি জননি।

৬।

হৃদয়েতে তুমি হৃদয়-ঈশ্বরী,
প্রাণ মাঝে মাগো তুমি প্রাণেশ্বরী,
তুমি আত্মারাম, মানস-বিহারী;
তুমি গো আমার জননী।

৭।

দেহ মাঝে তুমি শক্তিরূপিণী,
রক্তবিন্দু মাঝে তুমি বিহারিণী,
দেহযন্ত্রে তুমি ধর্ম্ম-স্বরূপিণী,
হ'য়ে আছ সদা জননি।

৮।

পরিবার মাঝে পিতা মাতা তুমি,
গৃহে গৃহলক্ষ্মী তুমি গো জননি,
রাজ্যে রাজলক্ষ্মী † অখিলধারিণী;
তুমি গো আমার জননী।

---

* অসুর-নাশিনী পাপাসুর-বিনাশিনী, পাপরূপ অসুরকে যিনি বিনাশ করেন।

† লক্ষ্মী—যিনি জীবকে ধন, মান, সুখ মোক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় সম্পদ্ বিধান করেন।' ব্রহ্ম।

৯।

চিকিৎসায় মাগো তুমি ধন্বন্তরী,
বিষম দুর্গমে তুমি মা শঙ্করী,
সংসার-সাগরে তুমি গো কাণ্ডারী;
তুমি গো আমার জননী।

১০।

রোগ শোক দুঃখে তুমি মা সান্ত্বনা,
বিপদ দারিদ্র্যে তুমি গো করুণা,
মহাভয়ে তুমি প্রসন্ন-বদনা;
তুমি গো আমার জননী।

১১।

রোগে কর তুমি শুশ্রূষা অপার,
জীব দুঃখে মাগো কান্দ অনিবার,
শ্রীদুর্গা * হইয়ে ভবপারাবার,
পার কর জীবে জননি।

১২।

কালে তুমি কালী † অনন্ত-রূপিণী,
পরকালে তুমি চিন্ময়ী জননী,
অন্তকালে তুমি ভয়-সংহারিণী;
তুমি গো আমার জননী।

১৩।

মৃত্যুতে অমৃত, দারিদ্র্যেতে ধন,
ক্ষুধা-কালে অন্ন, তৃষ্ণায় জীবন,
ব্যাধিতে ঔষধ, আঁধারে কিরণ;
তুমি গো আমার জননী।

১৪।

সতীর হৃদয়ে তুমি মহাসতী,
জননীর প্রাণে তুমি স্নেহবতী,
সাধুর অন্তরে তুমি মা সুমতি,
হয়ে আছ সদা জননি।

১৫।

হৃদি-বৃন্দাবনে তুমি হরি হয়ে,
লীলা কর মাগো ভক্তগণ লয়ে,
সকলে মজায়ে ভকত-হৃদয়ে,
কত রঙ্গ কর জননি।

১৬।

ভকতের তুমি হৃদি-বিহারিণী,
সাধকের তুমি মানস-মোহিনী,
অহঙ্কারী হৃদে পাষণ্ড-দলনী,
হয়ে আছ সদা জননি।

১৭।

বিশ্বাসী জনের চির শান্তি তুমি,
বিবেকের কাছে তুমি ব্রহ্মবাণী,
বৈরাগীর তুমি নির্ব্বাণের খনি;
তুমি গো আমার জননী।

১৮।

তুমি মহাশক্তি শাক্তের সদনে,
তুমি মহাবিষ্ণু বৈষ্ণবের মনে,
তুমি বোধি সত্ত্ব নির্ব্বাণ-সাধনে;
তুমি গো আমার জননী।

১৯।

তুমি ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মা ভগবান,
তুমিই জিহোবা পুরুষ প্রধান,
তুমিই প্রকৃতি চিন্ময়ী মহান্;
তুমি গো আমার জননী।

২০।

তুমি আল্লা মা গো তুমি করাতারা, *
তুমিই সিঙ্গুটী † পাপ-ভয়-হারা,

---

* শ্রীদুর্গা—যিনি জীবের সর্ব্ববিধ দুর্গতি হরণ করেন। ,, ব্রহ্ম।

† কালী যিনি জীবের কালভয় নিবারণ করেন। ব্রহ্ম।

* ব্রহ্মদেশীয় লোকে ঈশ্বরকে "করাতারা" বলেন।

† চীনদেশীয় সুপণ্ডিতগণ সিঙ্গুটী নামে ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিতেন।

তুমি মহাবিদ্যা অজরা অক্ষয়া ;
তুমি গো আমার জননী।

২১।

ঋষিদের তুমি ব্রহ্ম পরাৎপর,
ভকতের তুমি শ্রীহরি সুন্দর,
দাসদের তুমি প্রভু শক্তিধর ;
তুমি গো আমার জননী।

২২।

এ বিশ্ব-মন্দিরে তুমি বিশ্বেশ্বরী,
মানব-মন্দিরে তুমি মা ঈশ্বরী,
এ দেহ-মন্দিরে তুমি দেহেশ্বরী ;
তুমি গো আমার জননী।

২৩।

ইহকালে তুমি জীবনতোষিণী,
পরকালে তুমি গতিবিধায়িনী,
স্বর্গলোকে তুমি প্রেমমন্দাকিনী ;
তুমি গো আমার জননী.

২৪।

বিপদভঞ্জনী তুমি গো জননি,
ভকতের তুমি লজ্জানিবারিণী,
পতিতের তুমি পতিতপাবনী ;
তুমি গো আমার জননী।

২৫।

তুমি সরস্বতী, * তুমি জগদ্ধাত্রী,
তুমি সংহারিণী, তুমি রক্ষাকর্ত্রী,
এ বিশ্ব-সংসারে একমাত্র কর্ত্রী ;
তুমি গো আমার জননী।

২৬।

বিপদে সম্পদে শয়নে স্বপনে,
আহারে বিহারে নিদ্রা জাগরণে,
দুঃখ শোক তাপ রোগের পীড়নে,
চিরসঙ্গী তুমি জননি।

২৭।

ভুবনব্যাপিনী জ্ঞান-জ্যোতি তুমি,
তুমি সর্ব্বারাধ্যা অখিলের স্বামী,
মুক্তিপ্রদায়িনী তুমি অন্তর্য্যামী ;
তুমি গো আমার জননী।

২৮।

ন্যায়দণ্ডে তুমি শাসিছ সংসার,
দিতেছ জীবেরে দণ্ড পুরস্কার,
বিতরিছ প্রেম পুণ্য অনিবার ;
তুমি গো আমার জননী।

২৯।

লইলে তোমার সুধাময় নাম,
পূর্ণ হয় মোর সব মনস্কাম,
অনায়াসে জীব যায় ব্রহ্মধাম,
মা নামের গুণে জননি।

৩০।

সুরনর-পশু-আদি জীবগণ,
সবাকার তুমি জননী রতন,
সবাই তোমারে ডাকে অনুক্ষণ,
প্রেমে মা মা ব'লে জননি।

৩১।

তুমি একজন এ বিশ্ব-ভুবনে,
তোমার দ্বিতীয় নাই কোন খানে,
তোমার মহিমা কেহ নাই জানে ;
তুমি গো আমার জননী।

৩২।

জানি তুমি ভালবাস অনিবার,
জানি আমি, তুমি মম প্রাণাধার,
তুমি মাত্র মোর জীবনের সার ;
তুমিই সম্বল জননি।

* সরস্বতী—উত্তম সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী ব্রহ্ম

৩৩।

অখণ্ড অব্যক্ত এক অদ্বিতীয়া,
তুমি নিরাকারা চিন্ময়ী অভয়া,
অবিদ্যা-বর্জ্জিতা তুমি মহামায়া;
তুমি গো আমার জননী।

৩৪।

কিরূপে একাকী এ বিশ্বমণ্ডল,
নানা রূপে মাগো পাল অবিরল,
এক হ'য়ে বহু রূপ সুবিমল,
দেখাও জীবেরে জননি।

৩৫।

নব নব বিধি করি প্রকটন,
জীবের উদ্ধার করিছ সাধন,
নাশিতেছ পাপ দুঃখ অগণন;
তুমি গো বিধান-জননী।

৩৬।

পাঠাইয়া ভবে প্রেরিত সুজন,
করিতেছ ভবে বিধান ঘোষণ,
প্রকাশিছ জ্ঞান প্রেমের তপন,
ধরা মাঝে তুমি জননি।

৩৭।

একাধারে পিতা মাতা পতি সতী,
একাধারে তুমি পুরুষ প্রকৃতি,
একাধারে ভীমা মোহিনী মূরতি,
কেমনে দেখাও জননি!

৩৮।

এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে না পারি,
কিন্তু বুঝি তুমি জননী আমারি,
স্নেহকোলে লয়ে দিবা-বিভাবরী,
পালিছ জীবেরে জননি।

৩৯।

তাই তব পদে করি নমস্কার,
তব স্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে অনিবার,
তব পদে রাখি মস্তক আমার,
হই পুত্র তব জননি।

৪০।

রাখ এ মস্তকে চরণ তোমার,
রাখ মম হৃদে পদ-রত্ন-হার,
রাখ এ জীবনে করুণা অপার;
যাচি এই ভিক্ষা জননি।

৪১।

অধম তনয়ে পদ-ছায়া দাও,
অবাধ্য সন্তানে পুত্র করি লও,
বিপদে সম্পদে সদা সঙ্গে রও;
প্রণমি তোমারে জননি।

বিশেষ প্রার্থনা।

অপার-করুণা-সিন্ধু শ্রীহরি আমার।
বুঝিতে তোমার লীলা দাও অধিকার॥
সাধারণ সবিশেষ উভয় প্রকারে।
করিতেছ লীলা তুমি নিয়ত সংসারে॥
তব লীলা-রঙ্গ-ভূমি এ ভবভবন।
হইতেছে কত লীলা হেথা অনুক্ষণ॥
অন্তরে বাহিরে আর প্রতি ঘটনায়।
সমাজ, প্রকৃতি মাঝে যথায় তথায়॥
করিতেছ নিত্য লীলা ওহে দয়াময়।
বুঝিতে না পারি দুঃখ পাই অতিশয়॥
হরিহীন এসংসার ভাবি মনে মনে।
কত পাপে মজে নাথ, থাকি নিশিদিনে॥
সকলি জানত হরি, কি বলিব আমি।
হৃদয়ের নাথ তুমি অখিলের স্বামী॥
অবিশ্বাস নিরানন্দ আসক্তি সংশয়।
আকুলিত করে প্রাণ কত না সময়॥
অন্ধকার দেখি কভু ব্যাকুলপরাণে।
কান্দিয়া আশ্রয় লই সংসার-চরণে॥

কভু নিজ বুদ্ধিরূপ জীর্ণ তরী ধ'রে।
পার হ'তে চাই নাথ, সংসার-সাগরে ॥
কিন্তু বিশ্বাসীর তুমি অটল তরণী।
একথা কেন গো মনে থাকেনা জননি ॥
থেকে থেকে ভুলে যাই মোহের বিকারে।
এই পাপ হতে রক্ষা করগো আমারে ॥
দিব্য চক্ষু দাও নাথ, তব লীলা হেরি।
মুগ্ধ হয়ে যাই আর আপনা পাসরি ॥
প্রতিদিন এ জীবনে যে লীলা-বিহার।
করিতেছ প্রেমময়, প্রেমে অনিবার ॥
বিশ্বাসনয়নে তাহা করি দরশন।
হই যেন তব প্রেমে নাথ, নিমগন ॥
যুগে যুগে যত বিধি করেছ প্রেরণ।
পাঠায়েছ ধরাধামে যত মহাজন ॥
সবাতে বিশ্বাস করি, তাঁদের ভিতরে।
তব লীলা-ভাগবত দেখাও আমারে ॥
তব লীলাধার যত সাধু মহাজন।
তোমার লীলার পাত্র নরনারীগণ ॥
তাহাদেরে ভালবেসে লীলারসাস্বাদ।
করিবারে অধিকারী কর মোরে নাথ ॥
জগতের ইতিহাসে জাতীয় জীবনে।
তোমার মধুর লীলা দেখাও অধমে ॥
প্রাচীন বিধান যত নবীন বিধানে।
মিল'ইলে দয়াময় তুমি ধরাধামে ॥
যে মহা লীলার স্রোত চলিছে ভুবনে।
গোমুখীর ধারা প্রায় নাথ, নিশিদিনে ॥
তাহাতে বিশ্বাসী কর পাতকী সন্তানে।
মত্ত কর এ জীবন তব গুণ গানে ॥
মহা ভক্তি মহা ভাব মহান বিশ্বাস।
দিয়ে পাপী জনে ক'রে রাখ ক্রীতদাস ॥
বিশ্বাস ভকতি বিনা, তব লীলামৃত।
আস্বাদন করিবারে নাহি পারি পিতঃ ॥

তোমার লীলার কথা বলিতে বলিতে।
গলে যেন প্রাণ মোর তোমার কৃপাতে ॥
সাহারার মরুভূমি আমার অন্তর।
অবিশ্বাস "লু" তাহে বহে নিরন্তর ॥
মায়া-মরীচিকা তাহে খেলে অবিরত।
ভুলাইয়া রাখে মোর পাপাসক্ত চিত ॥
হেন প্রাণে ভক্তিবারি কর বরিষণ।
করহ হৃদয় মোর নন্দনকানন ॥
মহাভাবে ভোর ক'রে তব প্রেমামৃত।
পান করাইয়া মোরে কর সঞ্জীবিত ॥
নিত্য তব প্রেমলীলা করি দরশন।
রহিব তোমার প্রেমে গভীর মগন ॥
ভক্তির অঞ্জন মাখি দাও এ নয়নে।
হেরি তব লীলা নাথ, জীবনে মরণে ॥
প্রতিকূল অনুকূল সব ঘটনায়।
হেরিব তোমার লীলা ওহে দয়াময় ॥
কিছুতে নিরাশা ভীতি হবেনা অন্তরে।
সদা সুপ্রসন্ন রব তব লীলা হেরে ॥
শত্রু মিত্রে সুখে দুখে সবার ভিতরে।
তব প্রেমহস্ত নাথ, হেরিয়া সাদরে ॥
দ্বন্দ্বাতীত হব হরি, তোমার পরশে।
লভিব অতুল শান্তি তব কৃপাবশে ॥
নব বিধানের তব লীলা অনুপম।
দেখাইয়া মুগ্ধ কর এ পাপীর মন ॥
কি কৌশলে রচিয়াছ নূতন বিধান।
ভাবিলে আনন্দে ভাসে বিমুগ্ধ পরাণ ॥
মাখিলে নয়নে নববিধান অঞ্জন।
চারিদিকে সমন্বয় করি দরশন ॥
বিরোধ বিচ্ছেদ যত সব চলে যায়।
মঙ্গলের মহারাজ্য প্রকাশিত হয় ॥
স্বদেশে বিদেশে আর ভূত ভবিষ্যতে।
সর্ব্বত্র তোমারি লীলা দেখি নানা মতে ॥

প্রেমেতে প্রমত্ত হয়ে সকল বিধান।
আলিঙ্গন করি নাথ, জুড়াই পরাণ॥
জগতের সমুদায় সাধু ভক্তগণ।
হয়েন আমার কাছে অতি প্রিয়তম॥
তাঁহাদের পদতলে বসি দিবানিশি।
তব তত্ত্ব শিক্ষা করি আনন্দেতে ভাসি॥
ভ্রাতা ভগ্নী জ্ঞান করি যত নারী নরে।
তোমার কৃপায় মন সমাদর করে॥
বিধানে বিশ্বাস যবে হৃদয়ে সঞ্চারে।
স্বর্গধাম প্রকাশিত হয় যে সংসারে॥
এ হেন মধুর লীলা প্রভু অনুক্ষণ।
দেখাও এ পাপী জনে হে দীনশরণ॥
তব লীলাস্রোতে ভাসি শান্তি-উপকূলে।
লাগুক জীবনতরী তব কৃপা-বলে॥
তব গুণ গান করি পালিয়া বিধান।
তব দাস হয়ে যেন থাকি ভগবান॥
এই ভিক্ষা দাও হরি, দীনহীনজনে।
চিরদাস প্রণিপাত করে ও চরণে॥

ভারতে জোরেস্ত্রীয় বিধানবাদী পারসিকদিগের আগমন।

রসিক বিশ্বাসী ভক্ত পাঠক প্রবর।
আর্য্যভূমে ব্রহ্মলীলা দেখ নিরন্তর॥
পরম বিজ্ঞানময় শ্রীহরি কেমনে।
নানা ধর্ম্ম আনিলেন ভারতভুবনে॥
মণ্ডলী আশ্রয় করি প্রত্যেক বিধান।
জগতে অনন্তকাল রহে বিদ্যমান॥
আপনার গূঢ় ইচ্ছা ধর্ম্মসমন্বয়।
সাধিবারে মহেশ্বর হরি লীলাময়॥
এক একে নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায় যত।
কেমনে আনিলা হেথা যথাসুবিহিত॥
ইতিহাসে সেই লীলা দেখি কুতূহলে।
ভক্তি প্রেমে একেবারে যাও সবে গলে॥
ঈশ্বরবিহীন কভু নহে ইতিহাস।
শ্রীহরির লীলা-শাস্ত্র দেখে ব্রহ্মদাস॥
প্রতি ঘটনায় তাঁর লীলা সুমহান্।
বিশ্বাসী ভকতজন দেখিবারে পান॥
আপাত অশুভ হতে পরম কল্যাণ।
বিধান করেন নিত্য ঈশ্বর মহান্॥
ভক্তিভরে ইতিহাস পড়ে যেই জন।
করে সেই বিধাতার লীলা দরশন॥
পরিত্রাণপ্রদ শাস্ত্র জেনে ইতিহাস।
আদর সম্মান তা'র করে ব্রহ্মদাস॥
ইতিহাসে তব লীলা দেখিবারে পাই।
হেন আশীর্ব্বাদ কর বিশ্বের গোঁসাই॥
বেদ বাইবেল আর পুরাণ কোরাণ।
এ সবার তুল্য করি ইতিহাসে জ্ঞান॥
তোমার মহিমা-লীলা প্রেম পুণ্যামৃত।
পান করি হই যেন তোমাতে মোহিত॥

প্রেরিতপ্রবর-মহম্মদ-তিরোধানে।
উড়িল ইছলাম ধ্বজা এসিয়া গগনে॥
তাঁর অনুবর্ত্তিগণ প্রেম শান্তি ভুলে।
তরবারি যোগে ধর্ম্ম ব্যাপে কুতূহলে॥ *
ভিন্নদেশী রাজগণে করিয়া আহ্বান।
বলিতেন লও ধর্ম্ম পবিত্র ইছ্লাম॥
অথবা অধীন হয়ে দাও মোরে কর।
নতুবা করিব মোরা সম্মুখসমর॥

---

* হজরত মহম্মদের প্রচারবন্ধু ওমর প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতেন, তাঁহারা ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কিম্বা অধীনতাস্বীকারে কর প্রদান না করিলে তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেন। মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাস এইরূপ যুদ্ধ বিগ্রহে পরিপূর্ণ।

ভয়ে ভীত হয়ে কত নরনারীগণ।
বাধ্য হয়ে করিতেন সে ধর্ম্ম গ্রহণ॥
কেহ বা সমর-ক্ষেত্রে হয়ে পরাজিত।
নবীন মণ্ডলী মাঝে হইতেন নীত॥
আরবের পূর্ব্বোত্তরে পারস্য প্রদেশ।
শোভিছে এসিয়া ভূমি ধরি চারুবেশ॥
অতি পুরাতন দেশ খ্যাত ইতিহাসে।
কবিগণ কাব্যসুধা হেথায় বরষে॥
প্রবল সম্রাট্ কত করি দিগ্বিজয়।
লভিতেন যশোমালা হেথা ধরাময়॥
কত সাধু ভক্তচয়, ভূপ ন্যায়বান।
সর্ব্বত্যাগী দানে বীর, হাতেম মহান *॥
জন্মি এই পুণ্য ভূমে, ধরার বদন।
করেছেন সমুজ্জ্বল, সুখে অনুক্ষণ॥
হিন্দু পারসিক জাতি আর্য্যতরু হতে।
শাখারূপে শোভা পায় সতত জগতে॥
এক বংশে এক কুলে জন্মিয়া দুজন।
সুপ্রবীণ আর্য্যধর্ম্ম করিত যজন॥
সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ প্রায় সদা অগ্নি হেরি।
ব্রহ্ম দরশন তারে করিত আমরি॥
কিন্তু ইছলামের মহা বিধানসাগরে।
উঠিল তরঙ্গ ঘোর কাঁপায়ে সংসারে॥
যে ভীষণ বৈশ্বানর আরবপ্রান্তরে।
জ্বলিয়াছে দিক্ দেশ আলোকিত ক'রে॥
সে অনল পারস্যেতে হয়ে প্রজ্বলিত।
গ্রাসিল প্রাচীন ধর্ম্ম সদাচার যত॥
পারস্যের রাজা আর বহু প্রজাগণ।
করিলেন মুসলমান ধরম গ্রহণ॥
পুরাতন বিধিবাদী মানবের প্রতি।
করিতে লাগিল তারা অত্যাচার অতি॥
নিদারুণ অত্যাচার সহিতে না পারি।
সহস্র সহস্র পারসিক নরনারী॥
প্রাণাধিক জোরেস্ত্রীয় ধর্ম্ম বক্ষে ধরি।
নিজ ধর্ম্মরক্ষা তরে জন্মভূমি ছাড়ি॥
পবিত্র ভারত কোলে লইলা আশ্রয়।
ভারতের নৃপ এক উদারহৃদয়॥
বোম্বাইর উপকূলে দিলা সবে স্থান।
যাত্রিদল * করে তথা সুখে অবস্থান॥
নারিবে গোধন কভু করিতে হনন।
এই অঙ্গীকারে সবে করিয়া বন্ধন॥
হিন্দু নরপতি দেশভ্রষ্ট জনগণে।
নিজ রাজ্য মাঝে স্থান দিলা হৃষ্টমনে॥
ধন্য দয়াময় হরি তোমার বিধান।
পারে কে বুঝিতে বল এ পাপী অজ্ঞান॥
কেন নাথ কি উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়।
রাখিলে জীবিত করি পবিত্র ধরায়॥
প্রদীপ্ত অগ্নির মহা ভীমগ্রাস হতে।
কেনবা রাখিলে নাথ এ বিধি জগতে॥
বড় প্রিয়তম তব প্রত্যেক বিধান।
বিধানবাহক তব প্রিয় সুসন্তান॥
সে সব বিধান আর ভক্তগণ লয়ে।
রচিবে নূতন বিধি নাথ সুসময়ে॥
নানা ফুলে মালা গাঁথি জগতের গলে।
পরাইবে দয়াময় এই ভূমণ্ডলে॥
এই হেতু প্রেমময় নবীন মণ্ডলী।
আনিলে কি আর্য্যভূমে জীবপ্রেমে গলি?

* জোরাষ্টর প্রভৃতি মহাবীর নরপতি, নসেরওয়া প্রভৃতি প্রজারঞ্জক ন্যায়বান্ নৃপতি, হাতেম তাই প্রভৃতি আত্মত্যাগী দাতা এই দেশে জন্ম গ্রহণ করেন।

* ইউরোপে ধর্ম্মের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া যাঁহারা খ্রীষ্টের পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আমেরিকায় গমন করেন, তাঁহাদিগকে Pilgrims Father বলে।

এক দেশে জন্ম আর অন্য দেশে স্থান।
লভিল আশ্চর্য্যভাবে তোমার বিধান॥
এক আর্য্যজাতি বটে হিন্দু পারসিক।
পুরাকালে ছিল এক ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক॥
স্বার্থ আর মতভেদে ভাই দুই জন।
ঠাঁই ঠাঁই হয়েছিল তাঁরা সেইক্ষণ॥
বিচ্ছেদ অনৈক্য তুমি সহিতে না পার।
তাই কিগো প্রেমময়ী জননী আমার॥
অপার কৌশলগুণে পারসিকগণে।
মিলাইলে পুনরায় ভারত ভুবনে॥ *
হবে আর্য্যভূমে নববিধানের লীলা।
বসিবেক সেই স্থানে মহাপ্রেমমেলা॥
এই হেতু ধীরে ধীরে একেক বিধান।
আনি সাজাইলে তুমি ভারত-উদ্যান॥
পারসিক সনে তব প্রিয় জোরেস্ত্রায়।
শাস্ত্রবিধি সহ তুমি আনিলে হেথায়॥
তাই জেন্দাবেস্ত † শাস্ত্র ভকতচরিত।
লভিয়া ভারতবাসী হয় পুলকিত॥
বলিহারি দয়াময় কৌশল তোমার।
তব পদে বার বার করি নমস্কার॥
ধন্য পারসিকগণ যাঁরা ধর্ম্ম তরে।
ছাড়িলেন জন্মভূমি সবে অকাতরে॥
যথা ভক্ত মহম্মদ মক্কা পরিহরি।
পলাইয়া গেলা চলি মদিনা নগরী॥
তেমনি এ ভক্তচয়, ধর্ম্মরক্ষা তরে।
ত্যজিলা পারস্য ভূমি অম্লান অন্তরে॥
ধর্ম্ম হ'তে প্রিয় কিছু নাই এ ভুবনে।
শিখাইলে এ দৃষ্টান্ত তোমরা জীবনে॥

তোমাদের সুদৃষ্টান্ত করিয়া স্মরণ।
পারি যেন নববিধি করিতে পালন॥
সম্পদে বিপদে অত্যাচার উৎপীড়নে।
কৃপণের ধনপ্রায় বিধানরতনে॥
প্রাণপণে পোষি যেন হৃদয়ভাণ্ডারে।
এ হেন আশীষ হরি কর এ দাসেরে॥
ধন্য হিন্দু নরপতি উদারতা যাঁর।
উপায়বিহীন জনে করিল উদ্ধার॥
এবে পারসিকগণ ভারতের গায়।
কৌস্তুভ মণির মত সদা শোভা পায়॥
ভারতের অধিবাসী পারসী সকল।
ভারতমাতার সেবা করে অবিরল॥
ধনী মানী দানশীল কর্ম্মঠ সুন্দর।
ভারতের প্রিয় পুত্র অতি যোগ্যতর॥
ভারতের ভাবী শুভ সাধনের তরে।
আসিল এ হেন জাতি ভারত ভিতরে॥
ভারতের বন্ধু হরি নানা জাতি লয়ে।
গড়িবারে নবজাতি ভারতআলয়ে॥
করিছেন নব লীলা, ওহে ভক্তজন।
সে লীলা হেরিয়া প্রেমে হও নিমগন॥
প্রকৃত কল্যাণকর ব্রহ্মের বিধান।
জানিয়া করহ তাঁর যশঃ মহীয়ান্॥
আপাত অপ্রীতিকর ঘটনাসাগরে।
ডুবিয়া বিধানমুক্তা তোল প্রেমভরে॥
ব্রহ্মহস্তে প্রাণ মন করি সমর্পণ।
ভকতি বিনয়ে কর শ্রীপদ পূজন॥

মহর্ষি জোরেস্ত্র এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম্মবিধি।

ডেরায়স * নামে এক প্রবল ভূপতি।
করিত পারস্যভূমে যখন বসতি॥

---

* খ্রীষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে পারসিকগণ ভারতে আগমন করেন।

† পারসিকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম জেন্দা-বেস্তা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ।

* ইনি Darius Hystaspes.

তাঁহার রাজত্বকালে, ঋষি জ্ঞানবান্।
আনিলা জগতে এক নবীন বিধান * ॥
জোরেস্ত্র তাঁহার নাম, পরম বিদ্বান্।
নানা শাস্ত্রে পারদর্শী তপস্বী মহান্ ॥
ইহুদি, ম্যাগিয়ধর্ম্ম দুয়ের মিলনে।
নবধর্ম্ম আনিলেন মরত ভুবনে ॥
সিভিয় দেশের মাঝে জিজ † জনপদে।
উদিত হলেন ঋষি ব্রহ্মের কৃপাতে ॥
পর্ব্বত-কন্দরে বসি ভক্ত ঋষিবর।
অর্চ্চনা প্রার্থনা চিন্তা ধ্যান নিরন্তর ॥
করেন নির্জ্জনে থাকি, সন্ন্যাসীর বেশে।
সংসারের কোলাহল শ্রবণে না পশে ॥
এরূপ তপস্যা করি সুদীর্ঘ সময়।
সিদ্ধিলাভ করিলেন জ্ঞানী সদাশয় ॥
জ্বলন্ত অনল মাঝে ব্রহ্মের বচন।
শুনিলেন মহা-ঋষি আনন্দিত মন ॥
এই হেতু ভকতের মণ্ডলী ভিতর।
হইলেক অনলের অতি সমাদর ॥
মহর্ষির শিষ্যগণ মন্দির মাঝারে।
অগ্নি চির প্রজ্বলিত রাখেন আদরে ॥
একমাত্র ব্রহ্মে ভক্ত করিত বিশ্বাস।
তাঁহারি অর্চ্চনা সেবা করে ব্রহ্মদাস ॥
তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সনাতন।
প্রজ্বলিত অগ্নি মাঝে প্রকাশিত রন ॥
এই হেতু ঋষিবর, পবিত্র অনল।
সম্মানিতে শিক্ষাদান করে অবিরল ॥
নবধর্ম্ম লাভ করি ঋষি মহাশয়।
প্রচারিলা নববিধি সানন্দহৃদয় ॥

পবিত্র ভারতবর্ষে আসি মতিমান্।
ব্রাহ্মণ হইতে শিখি দর্শন বিজ্ঞান ॥
করিলা পারস্য দেশে তাহার প্রচার।
এইরূপে সাধিলেন জীবউপকার ॥
ধর্ম্মনীতি সাহিত্যাদি গণিত দর্শনে।
সকল বিষয়ে শিক্ষা দিলা শিষ্যগণে ॥
পিথাগোরা * নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত।
এই ধর্ম্মে দীক্ষা লয়ে হলা সুবিদিত ॥
রাজা করিলেন এই ধরম গ্রহণ।
ব্যাপিল নূতন বিধি পারস্য ভুবন ॥
মণ্ডলীর সুপ্রণালী করিলা স্থাপন।
দলে দলে দলভুক্ত হয় জনগণ ॥
এইরূপে প্রচারিয়া পবিত্র বিধান।
প্রাচীন বয়সে ঋষি সাধু মতিমান্ ॥
বিরোধীর অস্ত্রাঘাতে ত্যজিলা জীবন।
উৎসর্গিলা নিজ প্রাণ ধর্ম্মের কারণ ॥
ওহে ব্রহ্ম লীলাময়, তব কৃপাগুণে।
উদিলা ভকতচন্দ্র এসিয়া গগনে ॥
আলোকিয়া ধরাতল সুদীর্ঘ সময়।
লভিলেন তব কোলে পরম আশ্রয় ॥
কৃপা কর দয়াময়, ভকত-চরিত।
লভিয়া জীবনে দেব, বিধান সহিত ॥
প্রাণে প্রাণে মিশে গিয়ে তোমার চরণ।
সেবা পূজা করি নাথ, হয়ে নিমগন ॥
এই ভিক্ষা করি দেব, ও পদ কমলে।
প্রণিপাত করে দাস প্রেমানন্দে গলে ॥

---

* ইহুদি ও ম্যাগীয় (Magians) দিগের ধর্ম্মসমন্বয়ে এই ধর্ম্মের উৎপত্তি।

† Ziz নগর। কিন্তু এ সম্বন্ধে সকল ঐতিহাসিকগণ একমত নন।

* Pythagoras (পিথাগোরাস) ইনি প্রাচীন কালের একজন অতি সুবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। জোরেস্ত্রীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

মহর্ষি জোরেস্ত্রার উপদেশ ও প্রার্থনা।

১।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরাৎপরে, আত্মসমর্পণ করে,
সেই সাধু মানব-নন্দন।
আপনি করুণা করি, তাহারে বুঝান হরি
যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সনাতন ॥

২।

নিত্য সত্য অনুষ্ঠানে, সত্যবাক্যে সত্যধ্যানে
যশোলাভ করে জনগণ।
ওহে হরি পুণ্যময়, তব সনে যেন হয়
আমাদের অনন্ত মিলন ॥
মাজদা * আহুরা হরি, তব রাজ্য হিতকরী
আগমন করুক ধরায়।
কাঙ্গাল পুণ্যাত্মগণে, তব স্বর্গরাজ্যদানে
পুরস্কৃত কর পুণ্যময় ॥

৩।

আমাদের দেহ প্রাণ, হও তুমি ভগবান্,
তুমি পিতা ভ্রাতা বন্ধুজন।
সাধু মানবের মন, বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ
অমরত্ব অনন্ত জীবন ॥

৪।

ওহে স্রষ্টা বিশ্বপতি, আমি পাপী ক্ষুদ্রমতি,
তব যশ করিহে কীর্ত্তন।
সবল ঐশ্বর্য্যবান্, সমুজ্জ্বল ক্ষমাবান্,
মহাশক্তি মঙ্গলকারণ ॥
তুমি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, সর্ব্বজ্ঞ বিশ্ববিধাতা,
দৈনিক-আহারদাতা হরি।
তুমি প্রভো মহারাজ, বিশ্বেতে কর বিরাজ,
জ্ঞানময় পাপদুঃখহারী ॥
পুরাণ পুরুষ তুমি, প্রেমপূর্ণ অন্তর্য্যামী,
প্রভাশালী পবিত্র পালক।
সর্ব্বস্রষ্টা ভগবান, অনাদি পূর্ণ মহান্,
তুমি সব কার্য্যের পূরক ॥

৫।

যে পুণ্য প্রার্থনা মাঝে, উত্তম বীজ বিরাজে
পবিত্রতা সনে যে মিলিত।
জ্ঞান সনে সদা যুক্ত, সাধুচিন্তা সাধুবাক্য
সাধুকার্য্যবীজ অনুস্যূত ॥
সে প্রার্থনাযোগে হরি, তব যশ ব্যক্ত করি
প্রার্থনায় হই আনন্দিত।
যাচি মোরা প্রার্থনারে, প্রাণভরে ডাকি তারে
হই প্রার্থনার অনুগত ॥

৬।

ঈশ্বরের কশাঘাত, * করি স্তুতি ধন্যবাদ
সেই প্রীতি বাখানি সতত।
যাহে দীন দুঃখী জনে, দেয় অন্ন প্রীতমনে
মুছায় দুঃখীর অশ্রু যত ॥

৭।

আহুরা মাজদা হরি, সুন্দর উন্নত করি
করেছেন জীবের সৃজন।
হইবে উন্নতিশীল, পাপশূন্য অনাবিল
নব রাজ্য করিবে গঠন ॥
মৃতগণ প্রাণ পাবে, জীবিত অমর হবে,
হবে বিশ্ব চির শোভাময়।
পূতিগন্ধ মৃত্যুক্লেশ, নাহি রবে কোন লেশ
হবে রাজ্য শান্তির আলয় ॥

৮।

পবিত্রতা শিক্ষা কর, সাধু চিন্তা নিরন্তর
করুক আনন্দে তব মন।

---

* পারসিকগণ জগদীশ্বরকে মাজদা আহুরা শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন।

* কশাঘাত ঈশ্বরপ্রদত্ত দণ্ড।

বলুক শুভ বচন, হোক কার্য্য সুশোভন
করুক কুচিন্তা পলায়ন ॥
প্রশংসার যোগ্যতর, হও সব নারীনর
দুষ্ট বাক্য যাউক চলিয়া ॥
দগ্ধ হোক দুষ্ট কাজ, করুক প্রেমে বিরাজ
যাবতীয় মানবের হিয়া ॥

৯।

বন্ধু সনে নম্র রও, সুবোধ হিতৈষী হও
ক্রোধ নিষ্ঠুরতা পরিহর ;
লজ্জা হেতু কভু পাপ, করোনা করোনা বাপ
মন হতে লোভ দূর কর ॥
যাতনা দিওনা কারে, মজিও না অহঙ্কারে
কাম রিপু করোনা পোষণ।
পরের দ্রব্যহরণ, পরদারগ্রহিংসন
করিওনা তুমি কদাচন ॥
সমুৎসাহে সাধু কাজ, করহে হয়ে অব্যাজ,
সূর্য্যসম হও তেজোময়।
চন্দ্রবৎ হয়ে সবে, সুনির্ম্মল রও ভবে
সদা জপ নাম দয়াময় ॥

১০।

ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা।

পিতা মাতা গুরুজন, ভ্রাতা প্রতিবেশী জন
গ্রামবাসী ভৃত্য প্রতি খলে।
করিয়াছি যত পাপ, তার তরে অনুতাপ
করিতেছি দুঃখানলে জ্বলে ॥
চিন্তা বাক্য কার্য্য হিয়া, দেহ মন আত্মা দিয়া
অনুতাপ করি অনুক্ষণ।
অনুতপ্ত পাপী জনে, ক্ষম নাথ কৃপা গুণে
এ দাসের এই আকিঞ্চন ॥
যে চিন্তা ছিল উচিত, চিন্তে নাই সমুচিত
বলা ভাল, কিন্তু বলি নাই।
যে কার্য্য ছিল উচিত, কিন্তু না বুঝিয়া হিত
করি নাই বিশ্বের গোঁসাই ॥
ক্ষম দাসে সে সকল, হইয়া দুঃখে বিকল
অনুতাপ করি হে এখন।
অনুচিত চিন্তা যত, করিয়াছি ওহে পিতঃ
বলিয়াছি অযুক্ত বচন ॥
কর ক্ষমা সে সকল, হইয়া দুঃখে বিকল
অনুতাপ করি দুঃখভরে।
অন্যে মম তরে যত, করেছে পাপ নিয়ত
আমি অন্য মানবের তরে ॥
করিয়াছি যত পাপ, তার তরে অনুতাপ
করিতেছি ওহে দীননাথ।
ক্ষমা কর পাপ যত, এদাসেরে অবিরত
কর হরি শুভ আশীর্ব্বাদ ॥

পরম প্রেমিকভক্ত খাজা
সমসুদ্দীন হাফেজ * ।

প্রাচীন পারস্য ভূমি সিরাজ নগর।
প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র শোভার আকর ॥
তথায় প্রেমিক ভক্ত, পণ্ডিত প্রবর।
বিশ্বাসীর অগ্রগণ্য, কবিত্বসাগর ॥
শ্রীহাফেজ করিলেন জনম গ্রহণ।
উজলিয়া এসিয়ার পবিত্র আনন ॥
গোমুখী হইতে যথা অবিরতধারে।
ঝরে সুরধুনীনীর আহা চারিধারে ॥
তেমতি ভকত-উৎস হতে অবিরল।
ছুটিছে কবিত্বগঙ্গা, ভাসায়ে সকল ॥
ব্রহ্মবাদী ভক্ত ইনি প্রেমিক প্রধান।
হরিরসসুধাপানে সদা মুহ্যমান ॥

* ইনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে দুর্গারোহণ করেন।

ভকত সতত কবি, কবিত্ববিহীন।
নহেন ভকতবর, জেন কোন দিন॥
শ্রীহরি পরম কবি, কাব্যরসময়।
কবিত্বরসেতে পূর্ণ বিশ্ব শোভাময়॥
তরু লতা ফল ফুল সলিল কন্দর।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা পর্ব্বত সাগর॥
জীব জন্তু আদি করি নিখিল সংসার।
মহাকবি শ্রীহরির কবিত্বভাণ্ডার॥
আনন্দ অমৃত শান্তি ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁহে ভক্ত সঞ্জীবিত রন অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মের কবিত্বসুধা, ভক্তদ্বার দিয়া।
বহে অবিরাম আহা সবে বিমোহিয়া॥
ব্রহ্মের আনন্দ আর সৌন্দর্য্য নেহারি।
রহেন নিমগ্ন ভক্ত আপনা পাসরি॥
এহেন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন হাফেজ।
যাঁর গুণে মুগ্ধ আহা স্বদেশ বিদেশ॥
বাল্যাবধি ভকতের হৃদয়দুয়ার।
শ্রীহরির তরে ব্যস্ত রহে অনিবার॥
এক দিন সন্ধ্যাকালে সমাধিমন্দিরে।
গিয়াছিলা ভক্তবর আলোদান তরে॥
দেখেন তথায় যোগী সাধু কয়জন।
রয়েছেন ধ্যানে মগ্ন স্তিমিতলোচন॥
তাঁদের স্বর্গীয় ভাব হেরিয়া নয়নে।
হলেন হাফেজ মুগ্ধ হৃদয়ে গোপনে॥
সাধুসঙ্গরূপ বৃক্ষে সুধাময় ফল।
ফলিয়া মোহিত করে জীবে অবিরল॥
সাধুসঙ্গস্পর্শমণি করি পরশন।
নিমিষেকে সুবর্ণ হয় মানবের মন॥
সাধুসঙ্গরূপ পোতে করি আরোহণ।
অনায়াসে করে জীব স্বরগে গমন॥
সাধুসঙ্গপ্রভাবেতে হাফেজ তখন।
উচ্চ ধ্যানপ্রাঙ্গণায় হলেন মগন॥

অবশেষে উপদেশ করিয়া গ্রহণ।
ব্রহ্মকৃপাগুণে পান নূতন জীবন॥
ঢালি দিলা প্রাণ মন শ্রীহরিচরণে।
কাটান সময় তাঁর সাধন ভজনে॥
তীব্রসুরাপানে লোক যথা মত্ত হয়।
তেমতি প্রমত্ত হয় হাফেজহৃদয়॥
প্রাণেশের পরশন দর্শন শ্রবণে।
অথবা সখার প্রেমমুখ-অদর্শনে॥
উথলিত ভাবরাশি তাঁহার অন্তরে।
প্রকাশিত অবিশ্রান্ত কবিতা-আকারে॥
ঋগ্বেদের ঋষিপ্রায় ভক্তিকবিতায়।
শ্রীহরির প্রেমগাথা ভক্তবর গায়॥
রূপকে বলেন কথা প্রেমিকেরা শুনে।
বিশ্বাসীর চিত্ত সদা মুগ্ধ সেই গানে॥
বাহ্যরূপরসহীন ব্রহ্ম সনাতন।
নাহিক তাঁহাতে কোন ভৌতিক লক্ষণ॥
অনন্ত অগম্য তিনি ইন্দ্রিয়-অতীত।
কল্পনাবর্জ্জিত শুদ্ধ উপমারহিত॥
কিন্তু অনুপম তাঁর সৌন্দর্য্য চিন্ময়।
অনন্তরূপের খনি মহাশোভাময়॥
তাঁর জ্ঞান প্রেম পুণ্য শান্তিরসময়।
সতত করয়ে মুগ্ধ প্রেমিক হৃদয়॥
যে সৌন্দর্য্যকণা পেয়ে শশী দিনাকর।
আলোকিত করিতেছে বিশ্ব নিরন্তর॥
ফলে পুষ্পে তরুগুল্মে পর্ব্বতকন্দরে।
সৌন্দর্য্য বিজলী যাঁর কত ভাবে স্ফুরে॥
শিশুর বিমল হাস্যে সাধুর আননে।
যে স্বর্গীয় কান্তি শোভে আহা নিশিদিনে॥
শারদীয় পৌর্ণমাসি নির্ম্মল গগনে।
নক্ষত্রখচিত স্নিগ্ধ দ্যুলোক উদ্যানে॥
যে মহা সৌন্দর্য্যরাশি হয়ে বিকশিত।
ভাবুকের মন প্রাণ করে পুলকিত॥

মানবের গৃহরূপ নন্দনকাননে।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী স্বামী স্ত্রীর মনে॥
প্রেমপুণ্যমাখা যেই সৌন্দর্য্যের ছবি।
প্রকাশিয়া মুগ্ধ করে প্রেমিক সুকবি॥
হেন সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা শ্রীহরি সুন্দর।
ভেবে দেখ তাঁর রূপ কত মনোহর॥
সেরূপের কথা হেরি প্রেমিক ভকত।
আনন্দে উন্মত্ত হয়ে রহেন নিয়ত॥
ভুলে যান সংসারের ভাবনানিচয়।
শোক দুঃখ অবসাদ সব দূর হয়॥
অপার্থিব রাজ্যে সদা করে বিচরণ।
সংসারী তাঁহার তত্ত্ব বুঝে না কখন॥
হেন ব্রহ্মরূপরাশি হাফেজ হেরিয়া।
একেবারে হরিপ্রেমে গেলেন মজিয়া॥
সখাভাবে করিতেন ব্রহ্মের ভজন।
প্রত্যক্ষভাবেতে তাঁরে করিয়া দর্শন॥
শাস্ত্রের লৌকিক বিধি ত্যজিয়া ভকত।
রাগানুগা * ভক্তিপথে চলেন নিয়ত॥
বাহ্যভাবে কোরাণ হদিশ শাস্ত্রচয়।
পাঠ করি ভক্তিশূন্য মুসলমানচয়॥
বাহ্যক্রিয়া অনুষ্ঠানে রহেন মগন।
মরুভূমি প্রায় হয় সবাকার মন॥
প্রেমের মলয়বায়ু বহেনা হৃদয়ে।
ফুটে না ভাবের ফুল সাধকনিচয়ে॥
হেন দশা হেরি ভক্ত শ্রীহরি-সদনে
দুঃখে বিগলিত হয়ে কান্দে নিশিদিনে॥

প্রেমহীন মোল্লা আর মৌলবী নিচয়।
হাফেজে ভৎসনা তাই করে অতিশয়॥
ঈশ্বরের রূপরাশি করিতে বর্ণন।
করিতে প্রেমের তত্ত্ব সংসারে ঘোষণ॥
রূপক আশ্রয় করি বলিতেন তিনি।
সমাজনিষিদ্ধ শব্দ নির্ভয়ে এমনি॥
"ছাড়িয়া দরবেশীভাব, সুরালয়ে গিয়া।
মদ্যপান কর সবে পরাণ ভরিয়া॥
প্রতিমার পূজা কর আনন্দে নিয়ত।
অগ্নি উপাসক শিষ্য হও অবিরত॥"
এ বাক্যের উচ্চভাব বুঝিতে না পারি।
কাফের বলিয়া তাঁরে ত্যজে নরনারী॥
কহিবারে প্রেমরূপ শুদ্ধ সুরাপান।
হেরিবারে শ্রীহরির প্রফুল্ল বয়ান॥
করেন আহ্বান ভক্ত যত নারীনরে।
তাঁর উচ্চ কথা বল কে বুঝিতে পারে?
শাস্ত্রপাশে বদ্ধ যার আছে প্রাণ মন।
সে কি পারে করিবারে প্রেম আস্বাদন?
তাই গ্রন্থবাদী সবে না বুঝি তাঁহারে।
ঘৃণা বিদ্বেষের চক্ষে সতত নেহারে॥
কিন্তু হরি, ভক্তজনে কভু চিরদিন।
থাকিতে না দেন আর প্রচ্ছন্ন মলিন॥
আপনি স্বহস্তে লয়ে প্রেমিকের প্রাণ।
দ্বারে দ্বারে যেচে দেন হরি গুণধাম॥
মৃত্যুরূপ যবনিকা হইলে পতন।
ভক্তের যথার্থ চিত্র হয় উদ্ঘাটন॥
গর্ভস্থ সন্তান যথা হইলে প্রসূত।
উপজে জননীপ্রাণে প্রেমানন্দ কত॥
সেইরূপ ভক্তদেহ হইলে বিগত।
মানবের হিংসা দ্বেষ সব হয় হত॥
অনুতাপ-অশ্রুজলে ভাসিয়া তখন।
ভক্তের চরিত্র সবে করেন গ্রহণ॥

---

* ভক্তিশাস্ত্রে দ্বিবিধ ভক্তির উল্লেখ দেখা যায়। বিধি অর্থাৎ শাস্ত্রবিধানসম্মত ভক্তি এবং রাগানুগা ভক্তি—কেবল প্রিয়জনের অনুরাগে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার ভজনে প্রবৃত্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজগোপীগণের ভক্তিসম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা এই শেষ শ্রেণীর অন্তর্গত।

যতদিন শ্রীহাফেজ ছিলা মর্ত্ত্যধামে।
কত যে করিত ঘৃণা তাঁর পুণ্যনামে॥
স্বর্গগত হলে ভক্ত, মুসলমানচয়।
অজ্ঞানে ভাবিয়া তাঁরে কাফের নিশ্চয়॥
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে তাঁর দিতে যোগদান।
অনিচ্ছুক হইলেন যত মুসলমান॥
হেনকালে হাফেজের একটী বচন।
পড়িয়া তাঁদের ভ্রম হইল মোচন॥
"হাফেজের শেষ কার্য্য করিতে সাধন।
করো না করো না কেহ সংকোচ চরণ॥
যদিও আছিল সেই পাপেতে মগন।
তথাপি করিছে সেই স্বর্গেতে গমন॥"
দৈববাণী সম এই মধুর বচন।
শুনিয়া সবার হল ভ্রম নিরসন॥
মহানন্দে মিলে সবে সিরাজনগরে।
সমাহিত করিলেন ভক্ত কলেবরে॥
এবে সে সমাধি অহো তীর্থ মনোহর।
প্রেমিকের জয়ধ্বনি ঘোষে নিরন্তর॥
প্রেমিকের অগ্রগণ্য হাফেজ সুন্দর।
প্রচারিলা প্রেমতত্ত্ব দিগ্‌দিগন্তর॥
প্রেমমাখা সুললিত যাঁর কাব্যচয়।
আমোদিত করে নিত্য বিশ্বাসিহৃদয়॥
যে কেহ তাঁহার কাব্য করে অধ্যয়ন।
ভকতি বিশ্বাসে পূর্ণ হয় তাঁর মন॥
প্রেমের নিগূঢ় মন্ত্রে বিদ্যুৎপ্রভাবে।
পরিপূর্ণ হয় প্রাণ সদা মহাভাবে॥
পরম পবিত্র গ্রন্থ ভক্তিরসময়।
অধ্যয়নে প্রাণে হয় কত প্রেমোদয়॥
এ হেন ভক্তের ভাব স্বরগের ধন!
প্রাণের সম্বল মোর অমূল্য রতন॥
ওহে প্রেমসিন্ধু হরি পাতকীর সখা।
যেরূপে হাফেজে তুমি দিয়াছিলে দেখা॥
সেইরূপে একবার এ পাপি-হৃদয়ে।
দেখা দিয়া দাস করে রাখ এ তনয়ে॥
হাফেজ মলানারুম শেখসাদি আদি *।
ভক্তকবি-পদরেণু দাও নিরবধি॥
এক বিন্দু প্রেম দাও জীবনবল্লভ।
তুমি জলধর আমি তৃষিত চাতক॥
মিটে না পিয়াস মোর সংসারধূলায়।
যায় না আসক্তি মোর বিষয়সেবায়॥
তাই হে করুণাসিন্ধু পিপাসিত জনে।
মিটাও পিয়াস মোর প্রেমবারিদানে॥
হাফেজের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে আমার।
মেখে দাও প্রাণসখা জীবন-আধার॥
তব প্রেমে মত্ত হয়ে হাফেজের মত।
নিশিদিন তব নাম গাই অবিরত॥
তব সঙ্গে দিবানিশি রহিব গোপনে।
বিকাইব প্রাণ মন ওরাজচরণে॥
শুদ্ধ সুখী হয়ে রব নিশ্চিন্তহৃদয়।
এই ভিক্ষা দাও দাসে ওহে দয়াময়॥
হেন আশীর্ব্বাদ যাচি তোমার চরণে।
প্রণমিনু চিরসখে ভক্তিযুক্ত মনে॥

মহাপ্রেমিক হাফেজের উক্তি।

দর্শন।

আজ নিশাকালে, পরম সম্পদ্
লভিয়াছি আমি প্রাণে।
যেহেতু নিশায়, প্রাণসখা মোরে
তুষিছে দর্শনদানে॥

---

* মওলানা রুম একজন দার্শনিক ও প্রেমিক কবি ছিলেন। বেদান্তদর্শনের ন্যায় তাঁহার কাব্য মুসলমান সমাজে আদৃত। সেখ সাদিও একজন ভক্ত ও মহাকবি ছিলেন।

রমণীর মুখ, হেরিয়া তাঁহার
করিলাম প্রণিপাত।
ধন্যবাদ তাঁরে, কি শোভা ধরেছি
লভিয়া তাঁহার সাথ ॥
তাঁর সম্মিলনে, মম সুখতরু
করেছে প্রসব ফল।
সে সৌভাগ্যফল, করি আস্বাদন
হয়েছি সুখে বিহ্বল ॥
অদ্য রজনীতে, শূলাগ্রে স্থাপন
যদি সবে করে মোরে।
তাহলে দেহের, শোণিতপ্রবাহ
মনসুরের মত স্বরে ॥
"আমি ব্রহ্ম রবে" ভূতল অঙ্কিত
করিবে আনন্দভরে।
শিরশ্ছেদ যদি, করহ আমার
তথাপি আমি সাদরে ॥
অজ্ঞতা গুণের, দৃঢ় আবরণ
করিব হে উন্মোচন।
ভয় হয় পাছে, হেন মত্ততায়
হাফেজ বিহ্বল হন ॥

সৌন্দর্য্য।

সূর্য্যোদয়ে যথা, আঁধার লুকায়,
তেমনি ব্রহ্মপ্রকাশে।
শশী দিবাকর, লুক্কায়িত হয়
রূপচ্ছটা নাহি ভাসে ॥
বাক্‌পটু জিহ্বা, সেরূপ বর্ণনে
সতত নীরব রয়।
অনর্থভাষিণী, ছিন্ন লেখনীর
বর্ণিতে কি সাধ্য হয় ॥
শক্রজন বল, সেই মুখমণ্ডলে
কি ফল লভিবে আর।
নির্জীব প্রদীপ, আলোময় সূর্য্য
প্রভেদ সহজ তার ॥
মম নেত্রতারা, ও মুখ ব্যতীত
কিছু না দর্শন করে।
মম ক্ষিপ্ত মন, ও প্রসঙ্গ বিনে
কিছুতে না কাল হরে ॥

বিরহ।

নব চন্দ্র প্রায়, শ্রীহরি আমার
দরশন দিয়া হায়।
জ্যোতি প্রকাশিয়া, গেলেন চলিয়া
পাগল হয়েছি তায় ॥
কান্দিতে কান্দিতে, নেত্রতারা মোর
ডুবেছে নয়ন জলে।
দেখ দেখ সখে, তব অন্বেষণে
কি দশা হয় ভূতলে ॥
দরিদ্র যেমন, করে অন্বেষণ
ধনের ভাণ্ডার যত।
হাফেজ তেমন, আত্মহারা হয়ে
সখার সন্ধানে রত ॥
মুখচন্দ্র বিনে, দিবা জ্যোতিহীন
জীবন তামসী নিশি।
তব যাওয়া কালে, কত যে কেন্দেছি
নয়নের নীরে ভাসি ॥
বিরহ-অনলে, দগধ জীবনে
সখাসহবাস বিনে।
অপর ঔষধ, নাহি কোন আর
নাই নাই ত্রিভুবনে ॥
দর্শন-বিরহে, নেত্রপ্রান্ত হতে
জলের প্রবাহ ছুটে।
বিপদের ঝড়, বহে অবিরাম
যাতনা নাহিক টুটে ॥

সে চিত্তহরণে, না পেয়ে এ দেহ
বিশীর্ণ হয়েছে হায়।
সখার বিরহে, তাপিত পরাণ
হয়েছে দগধ প্রায়॥
ওহে প্রেমজ্যোতি, যদবধি তুমি
রোধেছ দর্শনদ্বার।
তদবধি হায়, সংসারে আমার
নাহিক আনন্দ আর॥

ব্যাকুলতা।

বসন্তসমীর, বলো সে সখারে
তুমিই গিরিপ্রান্তরে।
তব অন্বেষণে, ঘুরাইছ মোরে
সতত ব্যাকুলান্তরে॥
প্রাতঃসমীরণ, সখাপদধূলি
লয়ে এস মোর তরে।
প্রাণ চক্ষে মম, জ্যোতির সঞ্চার
হয়ে সে ধূলির জোরে॥
ওহে প্রাণসখে, হাফেজের মত
যদি কেহ তব দ্বারে।
করেছে আঘাত, দ্বার খুল নাথ
দর্শনভিখারী তরে॥

ধৈর্য্য, প্রতীক্ষা ও আশা।

বিপদের ঝড়ে, ছিন্ন যদি হয়
স্বর্গ মর্ত্ত সমুদয়।
তবু সখা তরে, নয়ন স্থাপন
ক'রে রবে এ হৃদয়॥
হেন দাস নহে, হাফেজ কখন
পলাইবে প্রভু হতে।
হে হাফেজ তুমি, হওনা বিষণ্ণ
পরিণামে এ জগতে॥
ভাগ্যলক্ষ্মী তব, হবে সুপ্রসন্ন
পাবে যখন তাঁয়।

সখাদরশনে, ঘুচিবে তোমার
জীবনের দুঃখভার॥

মিলন।

১।

মনোহর তব বদনমণ্ডল,
হেরি মনোরথ হয়েছে সফল;
নিশার স্বপনে, হেরি প্রাণারামে,
তার সনে এক হয়েছি কেবল।
এবে সখা সনে পার্থক্য বিরল॥

২।

গিয়াছে সে দিন, হাফেজ যখন,
নাবিকের দয়া, চেত অনুক্ষণ;
মুকুতা রতন, পেয়েছি এখন,
সমুদ্রযাত্রার কিবা প্রয়োজন।
পেয়েছি হৃদয়ে হৃদয়রতন॥

৩।

যাও শত্রু তুমি, যাও এথা হতে,
কি সম্বন্ধ বল এবে তব সাথে;
বন্ধু উপনীত, তোমার সহিত
সম্বন্ধ কি রাখা হয় সমুচিত?
সখাসম্মিলনে হাফেজ মোহিত॥

মুগ্ধতা।

১।

এ হৃদয় তাঁর প্রেমের আধার।
এ নয়ন সেই, জীবন সখার॥
ছবি প্রকাশের দর্পণ সুন্দর।
তিনি যে আমার হৃদয়তস্কর॥

২।

এ সংসারে যদি হাফেজের মন।
হরিপ্রেম-মদে, হয় অচেতন॥

কি আশ্চর্য্য তায়! সুরালয়ে গতি
করিলে কি রহে সচেতন মতি॥

৩।

পেয়ে থাক যদি, মত্ততার পথ।
জীবন কৃতার্থ ভাব অবিরত॥
ধনভাণ্ডারের পথ যেমন।
এ পথ তেমনি, অতি সংগোপন॥

৪।

ওহে উপদেষ্টা যাও নিজ কাজে।
উপদেশ আর মোরে নাহি সাজে॥
এত কোলাহল কিসের কারণ।
নিজ বশে আর নাহি মম মন॥
যে পর্য্যন্ত তাঁর মধুর বচন।
বংশীধ্বনি প্রায় আমার শ্রবণ॥
না করে মুগধ, তাবৎ সকল।
অন্য উপদেশ অসার নিষ্ফল॥

প্রেমমত্ততা।

গত রজনীতে, তব প্রেমমদে
হয়েছি বিভোর আমি।
পূজা প্রার্থনার, সময় কি আর
আছে হে হৃদয়স্বামি॥
প্রেম-অগ্নি প্রাণে, জলে নিশিদিনে
নির্ব্বাণ নাহিক হয়।
অগ্নিপূজকের সুন্দর মন্দিরে
হয়েছে মোর আশ্রয়॥
সাধন ভজন, সংকল্পপালন
ক্ষিপ্ত হ'য়ে বৃথা আশ।
সুরাপায়ী বলে, এই ভূমণ্ডলে
বিখ্যাত তোমার দাস॥
আমি সেই দিনে, প্রেমপ্রস্রবণে
ধুয়েছি বদন মম।
সেই দিন হতে, আমি এ জগতে
ত্যজেছি অপরন্ত কাম॥
যে পথিক জন সুরানিকেতন
যাইবার পথ পায়।
সে কি অন্তদ্বারে, যাইবারে পারে
আনন্দ আর কোথায়॥
প্রেমিক সুজনে, সেবি যতনে,
অন্য কোন আশা নাই।
বুদ্ধির অধীন, হওয়া চিরদিন
বলেছে দোষ গোঁসাই॥

প্রেমসুরা।

বুদ্ধির পুস্তকে, প্রেমের বচন
শিখিতে যেতেছ কেন।
ও তত্ত্ব কি সেথা, পাইবে জানিতে
এই ভয় হয় মনে॥
বুদ্ধিযোগে মোরে দেখাও না ভয়
আন সুরা সুমধুর।
আমার সে দেশ, বুদ্ধির প্রভাব
নহে কিছু কার্য্যকর॥
প্রেম-সাগরের সীমা কূল নাই
প্রাণসমর্পণ বিনে।
নাহিক তথায়, অপর উপায়
বলেছে প্রেমিক জনে॥
প্রমত্ত প্রেমিক, দেন বিসর্জ্জন
ইহ পরলোক আশ।
ক্ষতিবৃদ্ধিচিন্তা, নাই তাঁর হৃদে
চিরসুখী প্রেমদাস॥

অশ্রুজল।

আশ্চর্য্য জলপ্রবাহ নয়নের বারি।
যার দিগে ধায় উহা, পাষাণে পতিত তাহা।

হলেও, তাহারে দেয় দূরে অপসারি।
আশ্চর্য্য জলপ্রবাহ নয়নের বারি ॥

নোহার * প্লাবনপ্রায় এ নয়নধারা।
কিন্তু তবু এ হৃদয়ে, তবরূপ সুধাময়ে
ধৌত নাহি করিবারে পারে এই ধারা।
সখা তরে অশ্রুবারি প্রাণ মন হরা ॥

মনোমধ্যে প্রেম বীজ রোপিবার তরে।
অশ্রুজল অবিরত, ঝরিতেছে আহা কত
অশ্রু হতে প্রেমতরু উপজে অন্তরে।
তাহে প্রাণ সখা মোর সতত বিহরে ॥

ত্যাগ।

তব তরে ভিক্ষাবৃত্তি রাজপদ হতে।
শ্রেষ্ঠ তব মুখ কর সতত জগতে ॥
তব হস্তে নিপীড়ন গৌরব আমার ;
তব তরে দুঃখভোগ সুখের আধার ॥

দীনতা।

দাও হে দীনতা নাথ দাস হাফেজেরে।
গৌরবের হেতু উহা মোর এ সংসারে ॥

আমিত্ব নাশ।

হাফেজ তুমিই নিজে তব আবরণ।
মধ্য হতে তুমি এবে করহ গমন ॥
ধন্য সেই, যেই জন ত্যজি আবরণ।
করয়ে প্রেমের পথে সদা বিচরণ ॥

জ্ঞানচক্ষু।

চর্ম্মচক্ষে দরশন হয় না তোমার।
প্রাণনেত্রে দেখা যায় রূপ সুধাধার ॥
বাহ্যদৃষ্টি-অগোচর যদিও সে জন ;
জ্ঞানচক্ষে বিদ্যমান তিনি অনুক্ষণ ॥

* Noah. নোহার রাজত্বকালে যে জলপ্লাবন হইয়াছিল।

বিশ্বাসী ভক্ত মহাত্মা কবীর।

স্বাতী নক্ষত্রের জল, পড়ি করিশিরস্থল *
গজমুক্তা প্রসবে যেমন।
ইছলাম হিন্দুবিধানে, পশি ব্রহ্মকৃপাগুণে
উপজিল অমূল্য রতন ॥
উত্তর পশ্চিম দেশে, ভারতের পুণ্যাকাশে
শোভে এবে ইছলাম নিশান।
ইন্দ্রপ্রস্থে † মুসলমান, হয়ে অতি বলীয়ান্
রাজধানী করিল নির্ম্মাণ ॥
আর্য্য নরপতি গণ, স্বাধীন ছিল যখন
সেই কালে যেই আর্য্য ভূমে।
তপস্যা স্বাধ্যায় ধ্যান, যজ্ঞ ভূমে অবিরাম
হইত মোহিয়া মর্ত্ত ব্যোমে ॥
যথা বৌদ্ধ নরপতি, শ্রমণ ভিক্ষুক আদি
করিতেন নির্ব্বাণ সাধন।
অপূর্ব্ব হরিলীলায়, আসিল এবে সেথায়
দলে দলে মুসলমানগণ ॥
কাঁপায়ে আর্য্য মেদিনী ‡,কোটিকণ্ঠে আল্লাধ্বনি
করিতেছে মমীন সকল।
দেখি এই অভিনয়, বিশ্বাসী ভকতচয়
হাসে প্রেমে হয়ে কুতূহল ॥
ইছলামের নিষ্ঠারতি, হিন্দুর যোগ ভকতি
মিলাইয়া সোহাগা কাঞ্চনে।
নব ধর্ম্ম নব জাতি, গড়িবেন বিশ্বপতি
এই হেতু ভারতভুবনে ॥
ডাকি আনি মুসলমানে, মিলাইয়া হিন্দুসনে
করিছেন যে লীলা ব্যাপার।

* এরূপ কথিত আছে যে স্বাতী নক্ষত্রের জল হস্তীর মস্তকে পড়িলে গজমুক্তা উৎপন্ন হয়। ইহা বিজ্ঞান সম্মত কি না, বলা যায় না।

† বর্ত্তমান দিল্লির প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ।

‡ ভারতবর্ষ।

হেরিলে স্মরিলে তাহা, গলে যায় প্রাণ আহা
বিস্ময় প্রেমেতে অনিবার ॥
প্রাকৃতিক শক্তি গুণে, দুই শক্তিসংঘর্ষণে
তৃতীয় শকতি যথা হয়।
শ্রীহরির কৃপাগুণে, সেইরূপ আর্য্যভূমে
হল নব বিধান উদয় ॥
বিধানের অগ্রদূত, দাদূ কবীরাদি যত
প্রেরিত বিশ্বাসী ভক্তজন।
হিন্দু ইছলাম বিধি, মিলাইয়ে নিরবধি
নব বিধি করিল ঘোষণ ॥
নানকেতে অবশেষে, দুই মহা স্রোত মিশে
মহানদী লভিল জনম।
সে নদীর পুণ্যনীরে, বিশ্বাসীরা স্নান করে
স্বর্গধামে করেন গমন ॥
এঁদের পুণ্য চরিত, শুনিয়া ভকত যত
হরিপ্রেমে হয়েন বিভোর।
তাই সে ভকতকথা, শুনায়ে প্রাণের ব্যথা
কৃপা করে নাশ হরি মোর।
তবপদে এ মিনতি, হয়ে সদা শুদ্ধমতি
তব মুখে ভকতচরিত।
শুনিয়া এ পাপ প্রাণ, বিশ্বাসেতে বলীয়ান্
হয় যেন প্রভু অবিরত ॥
চন্দন তরু যেমন, সর্ব্ব দেহে অনুক্ষণ
নিজ গন্ধ করে বিতরণ।
তেমনি হে ভবধব, তোমার ভকত সব
তব পুণ্যে মাখা অনুক্ষণ ॥
তব পুণ্য সমীরণ, তাঁদের জীবন মন
সর্ব্বদা সৌরভে পূর্ণ করে।
সে সৌরভে অবিরত, পাপীতাপী জীব যত
শুদ্ধ সুখী হয় এসংসারে ॥

মহাত্মা কবীরের জন্ম, সাধন এবং ধর্ম্মপ্রচার।

জোলা* মুসলমানকুলে, পুণ্য বারাণসী স্থলে
জনমিলা ভক্ত গুণধর।
অজ্ঞাত গিরিগুহায়, জন্ম লভি এ ধরায়
স্রোতস্বিনী নদী নিরন্তর ॥
নানা দেশ জনপদে, বহি নিত্য অবিচ্ছেদে
সুশীতল করে ধরণীরে।
সুনির্ম্মল নীর তা'র, নাশে তৃষ্ণা অনিবার
ধায় বেগে অনন্ত সাগরে ॥
তাহার জনম স্থান, কে করে বল সন্ধান
যদি নীর স্বাস্থ্যপ্রদ হয়।
তাতেই মানব মন, তৃপ্ত রহে অনুক্ষণ
আর কিছু না চাহে হৃদয় ॥
সেইরূপ কুল মান, না চাহে মানবপ্রাণ
চাহে সদা বিমল চরিত।
সে চরিত্রগঙ্গানীরে, স্নান করি ভক্তিভরে
শুদ্ধ হয় মানবের চিত ॥
কৃত্রিম বিভাগ কত, জাতি সম্প্রদায় যত
মানবের কল্পনাপ্রসূত।
প্রকৃতিস্থ মন যার, সেকি বল কভু আর
হতে পারে তার অনুগত ?
জহরী যেখানে পায় রত্নখনি এ ধরায়,
সেইস্থান প্রিয়ভূমি তার।
হরিলীলা হয় যথা, ভক্তচয় ধায় তথা
জাতিকুল না করি বিচার ॥
পাখী যথা নীড় পানে, ধায় ব্যাকুলিত প্রাণে
নদী যথা সাগরগামিনী।

* যাহারা মুসলমান গণের মধ্যে বস্ত্র বয়ন করে, তাহাদিগকে সাধারণ ভাষায় জোলা বলে। ইহাদের ব্যবসায় অতি পবিত্র, কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণ এই শ্রেণীকে হেয় মনে করে।

তেমনি কবীর হৃদি, বাল্যাবধি নিরবধি
ছিল হরিপ্রেমকাঙ্গালিনী ॥
অতিশয় বুদ্ধিমান্, প্রখরপ্রতিভাবান্
স্বভাবতঃ ভকত সুধীর।
তাঁহার বিমল চিত্তে, ব্রহ্মের করুণাস্রোতে
তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চারে গভীর ॥
বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি, শুনিলেন ব্রহ্মবাণী
বলিলেন শ্রীহরি তাঁহারে।
"জাতীয় দেশীয় মত, ত্যজি ওহে প্রিয়সুত
রত হও সত্য সদাচারে ॥ *
রামানন্দশিষ্য হয়ে, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে
ভক্তিতত্ত্ব করহ সাধন।"
শ্রীহরির কথা শুনি, কবীর হলা অমনি
মহানন্দসাগরে মগন ॥
যদিও উদারচিত্ত, রামানন্দ ভক্তিযুত
কিন্তু আমি নীচ নরাধম।
কেমনে এ দুরাচার, হইবে শিষ্য তাঁহার
এত ভাবি হলা উচাটন ॥
ব্রহ্মের ইঙ্গিতক্রমে, উপায় হইল মনে
প্রতিদিন রামানন্দরায়।
মণিকর্ণিকার তীরে, প্রতিদিন ভক্তিভরে
স্নানতরে ভক্তবর যায় ॥
উষাকালে একদিন, কবীর হয়ে সুদীন
মনিকর্ণিকার সিঁড়ি পরে।
আছেন শয়ন করে, হেনকালে অগোচরে
রামানন্দ তাঁহার শরীরে ॥

স্থাপিলা আপন পদ, তাহে হয়ে সচকিত
মূলমন্ত্র বলে উচ্চৈঃস্বরে।
ভক্ত-মুখাগত-বাণী, কবীর শুনি অমনি
মন্ত্রজ্ঞানে লইয়া সাদরে ॥
এভাবে দীক্ষিত হয়ে, এলেন ফিরি আলয়ে
ভক্তবর সানন্দ-অন্তর।
তদবধি অবিরত, হরিসাধনেতে রত
হইলেন, হইয়া বিভোর ॥
জাতীয় ব্যবসা ধরি, বসন বয়ন করি
করে ভক্ত জীবিকা অর্জ্জন।
কিন্তু হরিনাম ধন, নিত্য স্মরণ মনন
করেন কবীর অনুক্ষণ ॥
একখানি বস্ত্রসহ, একদিন ছাড়ি গেহ
গেলা ভক্ত বিক্রয় কারণ।
এক সাধু বস্ত্রহীন, হইয়া অতি সুদীন
চাহি নিলা তাঁহার বসন ॥
পুনঃ গৃহে আসি হেরে, শ্রীহরি করুণা করে
করেছেন অন্নের বিধান।
শ্রীহরির লীলা দেখি, কবীর হইলা সুখী
অন্নচিন্তা হল অবসান ॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে, নাম স্মরণ মননে
হল প্রাণে ভক্তিসঞ্চার।
সাধুসেবা ভক্তি দয়া, সকল জীবেতে মায়া
এ সকলে মতি হল তাঁর ॥
হরিকৃপাবিনিঃসৃত, ভক্তি-নীরে যাঁর চিত
পরিপ্লুত হয় এ সংসারে।
সাধুসেবা দয়া জ্ঞান, তাঁর চিতে শোভমান
করে আসি ব্রহ্মকৃপাভরে ॥
বরষার আগমনে, মেদিনীর সর্ব্বস্থানে
রসে পূর্ণ হয় যে প্রকার।
তরু লতা ফুল ফল, রসে ভরা অবিরল
উর্দ্ধ অধঃ রসের আধার ॥

* সদাচার ভক্তি সাধনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। সাত্বিক এবং শুদ্ধ আচার, নিরামিষ-ভোজন, অহিংসা, ইন্দ্রিয় সংযমাদি ভিন্ন উচ্চ অঙ্গের ভক্তিসাধন এক প্রকার অসম্ভব। ভক্তি-পথাবলম্বী হিন্দু সাধকগণ এবিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ

তেমনি ভক্তমনে, ভক্তি বর্ষা-আগমনে
নবরস হইল সঞ্চার।
আর্য্যাবর্ত্ত সেই রসে, মহানন্দে যায় ভেসে
হরিলীলা কিবা চমৎকার॥
সমগ্র ভারতস্থলে, রামানন্দশিষ্য বলে
কবীরের হল পরিচয়।
রামানন্দ সুব্রাহ্মণ, কবীর হল যবন
সে কেমনে তাঁর শিষ্য হয়?
রামানন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে, বলিলেন শিষ্যচয়ে
ধরি আন পাষণ্ড কবীরে।
রামানন্দশিষ্যগণ, ধরিয়া আনে তখন
বিরাগী প্রেমিক ভক্তবরে॥
অস্পৃশ্য যবন বলে, যবনিকা অন্তরালে
থাকি কন রামানন্দরায়।
কহ তুমি সত্য করে, কবে আমি ধর্ম্ম তরে
করিয়াছি দীক্ষিত তোমায়?
হয়ে অতি সুবিনীত, বলিল' তাঁরে ভকত
আমি নীচ অস্পৃশ্য যবন।
তব যোগ্য মহাশয়, শিষ্য বলি পরিচয়
দিতে কিগো পারিহে কখন?
কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রসার, হরিনামরত্নহার
নাম মাত্র শান্তিপ্রস্রবণ।
সকলি ভবে অনিত্য, নাম ব্রহ্ম নাম সত্য,
নাম মাত্র মানবের ধন॥
বিশ্বাস প্রেমে পূরিত, কবীরের কথামৃত
শুনি ভক্ত রামানন্দ রায়।
গেলা হরিপ্রেমে গলে, আর কিগো অন্তরালে
রামানন্দ রহিবারে পায়?
যবনিকা হতে আসি, পূর্ণ প্রেমানন্দে ভাসি
কবীরেরে দিলা আলিঙ্গন।
ব্রাহ্মণ যবন সনে, মিশে গেল প্রাণ মনে
আহা কিবা দৃশ্য অনুপম॥

মেঘকোলে সৌদামিনী, শোভয়ে দিনযামিনী
তাহাদের শুভ সম্মিলনে।
পিপাসিত ভূমণ্ডল, বৃষ্টিজলে সুশীতল
হয় সদা ব্রহ্মকৃপাগুণে॥
তেমতি ভকত সনে, ভকতের সম্মিলনে
নব যুগ উদিল ভারতে।
যাহে অবিশ্বাস পাপ, জাতিভেদ মনস্তাপ
অবসান হইবে ত্বরিতে॥
ভারতের প্রিয়বন্ধু, ধন্য হরি কৃপাসিন্ধু
তব লীলা মন-অগোচর।
তবগুণে লীলাময়, অসাধ্য সুসাধ্য হয়
নর হয় স্বর্গের অমর॥
ব্রাহ্মণ যবন সনে, মিশিবেনা কোন দিনে
জল আর অনল যেমন।
হবেনা হবেনা কভু, ভেবেছিনু ওহে প্রভু
আজ কিবা হেরিনু এমন॥
তব প্রেম দুই প্রাণে, পশি তব কৃপাগুণে
করিল দূরত্ব বিদূরিত।
আকাশ পাতাল প্রায়, যারা দূরে এধরায়
তারা এবে হল সম্মিলিত॥
তোমারে যে ভালবাসে, সেকিগো জাতির পাশে
পারে বদ্ধ থাকিতে কখন?
প্রেমবন্যা বহে যবে, উচ্চনীচ ভূমি তবে
থাকিতে কি পারয়ে তখন?
বিচার-যুকতি বলে, জাতিভেদ ধরাতলে
কেবা বল পারে ত্যজিবারে?
অহঙ্কার, অভিমান. ত্যজে না মানবপ্রাণ,
প্রেমবন্যা যদি না সঞ্চারে॥
তাই হে করুণাসিন্ধু, দিয়া প্রাণে প্রেমবিন্দু
ভেদ-জ্ঞান কর তিরোহিত।
কর এই আশীর্ব্বাদ, তব পদে দীননাথ
বার বার হই হে প্রণত॥

ভক্ত কবীরের প্রচার-ব্রত-গ্রহণ এবং বিধানপ্রচার।

ভক্তে ভক্তে সম্মিলনে নব ভাবস্রোত।
শ্রীহরির কৃপাগুণে বহে অবিরত ॥
আপনার সুদীক্ষার গুপ্ত বিবরণ।
বলিলেন রামানন্দে ভকত সুজন ॥
একদিন দয়াময় ব্রহ্মের কৃপায়।
ব্রহ্ম-আবির্ভাবে পূর্ণ হইল হৃদয় ॥
ব্রহ্মের প্রভাবে আর তাঁর দরশনে।
ভাবান্তর উপজিল কবীরের মনে ॥
শ্রীহরির প্রেমমুখ করিয়া দর্শন।
প্রেমেতে উন্মত্ত হলা ভক্ত মহাজন ॥
পদ্মার গভীরাবর্ত্তে তরণী যেমন।
বহুদূর হতে আসি হয় নিমগন ॥
তেমনি কবীর প্রাণ ব্রহ্ম-আকর্ষণে।
ডুবিল গভীর ব্রহ্মজলধিজীবনে ॥
সাধনার পরিণতি ব্রহ্মদরশন।
দর্শনেতে মুক্তি জীব লভে অনুক্ষণ ॥
ছিন্ন হয় পাপপাশ, সকল সংশয়।
ব্রহ্মকৃপাগুণে আহা সব দূর হয় ॥
মেঘশূন্য শারদীয় গগনের প্রায়।
নির্ম্মল মূরতি ধরে মানবহৃদয় ॥
ব্রহ্মালোকে জীবনের নিরতি সে জন।
বুঝিয়া তাঁহার পদে ঢেলে দেয় মন ॥
শ্রীহরির মনোনীত প্রেরিতজীবন।
পারে কি সংসারে লিপ্ত থাকিতে কখন ?
যে মলয়সমীরণ হয়ে প্রবাহিত।
সুশীতল করিবেক সমগ্র জগত ॥
সামান্য গণ্ডীর মাঝে সে পুণ্য পবন।
পারে কি থাকিতে আর আবদ্ধ কখন ?
ব্রহ্মের আদেশে ভক্ত লোকহিততরে।
সঁপিলা জীবন মন ধরমপ্রচারে ॥

প্রমত্ত মাতঙ্গ প্রায় গিয়া ঘরে ঘরে।
করেন প্রচার ধর্ম্ম অনুরাগভরে ॥
শুদ্ধ জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তি তাঁহার জীবনে।
বিকচ কমল প্রায় শোভে অনুক্ষণে ॥
প্রিয়তম শ্রীহরির দরশন তরে।
ব্যাকুল বাসনা জাগে তাঁহার অন্তরে ॥
হরিনামরসে মত্ত হয়ে অবিরত।
ধ্যানযোগে হইতেন ব্রহ্মে সমাহিত ॥
ধর্ম্মের বিমল তত্ত্ব করিয়া ঘোষণ।
করিতেন ভারতের কল্যাণসাধন ॥
বলিতেন হরিপ্রেম জীবনসহায়।
প্রেম হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহিক ধরায় ॥
শ্রীহরির প্রেমমুখ কর দরশন।
প্রিয়তম সহবাসে রহ অনুক্ষণ ॥
অবিচ্ছেদে ব্রহ্মসত্তা-সাগর মাঝারে।
মগ্ন হয়ে থাক জীব সতত সংসারে ॥
মায়াতীত সত্যালোকে করি অবস্থান।
তাঁহার সৌন্দর্য্যসুধা পিয় অবিরাম ॥
প্রেমিকের দরশনে হের প্রেমময়ে।
সার কর হরিপদ সকল সময়ে ॥
এইরূপে ভারতের নরনারীগণে।
করিতেন উপদেশ ব্রহ্মকৃপাগুণে ॥
সারল্যের অবতার ছিলেন কবীর।
কপটতা অবিশ্বাস করিবারে দূর ॥
সমভাবে হিন্দু আর মুসলমানগণে।
বলিতেন তীব্রভাবে সদা নিশিদিনে ॥
মধুর রসাল ফলে কালকীট যথা।
পশি অন্তঃসারশূন্য করয়ে সর্ব্বথা ॥
সেইরূপ কপটতা জগতে নিয়ত।
মানবের প্রাণ মন করে কলঙ্কিত ॥
ধন মান সুখলোভে মানব সকল।
আপন প্রকৃত ভাব ঢাকি অবিরল ॥

মহীরাবণের মত নানা বেশ ধরি।
করয়ে বঞ্চনা সবে দিবাবিভাবরী॥
আবরি জীবন বাহ্য ধর্ম্ম-আবরণে।
করিছে মানব পাপ প্রকাশ্যে গোপনে॥
বহির্ম্মুখী হয়ে লোক বাহিরে বাহিরে।
ভ্রমিছে ঈশ্বরে ছাড়ি নিয়ত সংসারে॥
মোল্লা, পুরোহিত আর মৌলবী ব্রাহ্মণ।
খাঁটি পথে অল্প লোক করে বিচরণ॥
অন্যে বিতরণ করে মশালচির প্রায়।
আপনি স্বভাব দোষে আঁধারেতে ধায়॥
ধর্ম্মপথে মূলমন্ত্র প্রথম অক্ষর।
মহাধন সরলতা অতি মনোহর॥
তাহা ছাড়ি লোকাচার বাহ্য অনুষ্ঠানে।
মজিয়াছে নরগণ পাপ প্রলোভনে॥
জাতিভেদ পৌত্তলিক অনুষ্ঠান যত।
কত অকল্যাণ আহা সাধিছে নিয়ত॥
শাস্ত্র শাস্ত্র বলি লোক হইছে পাগল।
কিন্তু কেবা পালে শাস্ত্র কহিল সকল?
মালা ফোঁটা উপবীত করিয়া ধারণ।
সাধু বলি অভিমান করে হিন্দুগণ॥
বাহ্যপূজা বাহ্যক্রিয়া বাহ্য অনুষ্ঠান।
ধরমের পরাকাষ্ঠা বলি করে জ্ঞান॥
শ্মশ্রু রাখি, করি সবে সুন্নত কোরবাণী *।
মুসলমান বলি মান করয়ে অজ্ঞানী॥
কিন্তু সত্যনিষ্ঠা জ্ঞান পুণ্য সদাচার।
অন্তর বাহির শুদ্ধি পর উপকার॥
সরলতা সমজ্ঞান প্রেম ভক্তিধন।
অতি অল্প লোক করে হৃদয়ে সাধন॥

হেরিয়া জীবের দশা, হয়ে মর্ম্মাহত।
তীব্র প্রতিবাদ করে ভক্ত অবিরত॥
তাঁর তীব্র বাক্যবাণে হিন্দু মুসলমান।
হইতেন ক্রোধে জ্বলি অনল সমান॥
কপটী পাষণ্ড নর সত্যের প্রতাপ।
সহিতে না পারি পায় হৃদে মনস্তাপ॥
প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হয়ে অবিরত।
প্রাণপণে চেষ্টা করে ভক্তের অহিত॥
যেখানে বিধানবাদী, প্রতিবাদী তথা।
রবিসনে ছায়া যথা থাকয়ে সর্ব্বথা॥
ক্রোধ-দ্বেষে অন্ধ হয়ে প্রতিবাদিগণ।
করিলেক অভিযোগ নৃপতিসদন॥
ভক্তের দুর্নামঘোষ করিয়া শ্রবণ।
একান্ত কুপিত হল বাদসার মন॥
ডাকিলেন কবীরেরে আপন সদনে।
উপনীত হলা ভক্ত আনন্দিতমনে॥
বলিলেন বাদসারে, "সেলামের তরে।
আসি নাই নরপতি তোমার গোচরে॥
বন্দনাতে প্রয়োজন নাহিক আমার।
এক রামনাম * মম জীবনের সার॥
জীবনসর্ব্বস্ব মম ঐ নামধন।
নাম বিনা আর কিছু জানিনা কখন॥
নাম মোর প্রাণ, নাম জীবন-আধার।
নামধন বিনে কিছু নাহিক আমার॥"

* সুন্নত—হিন্দুদিগের কর্ণভেদের ন্যায় মুসলমানদিগের লিঙ্গচ্ছেদনের সংস্কারবিশেষ। ধর্ম্মের নামে পশু পক্ষী হত্যাকে মুসলমানগণ কোরবাণী বলেন।

* রাম নাম ঈশ্বরপ্রতিপাদক শব্দ। যিনি আত্মাতে রমণ বা বিহার করেন, সেই অন্তর-বিহারী ঈশ্বরের নাম রাম। তিনি আত্মারাম, প্রাণারাম শব্দের বাচ্য। ভারতে ঈশ্বরপ্রতিপাদক নামে সন্তানকে অভিহিত করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, সুতরাং দশরথতনয়কে রামনামে অভিহিত করা হইয়াছে। দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্র কখনও আত্মারাম ঈশ্বর নহেন।

কবীরের কথা শুনি বাদসা তখন।
ক্রোধ অভিমানে জ্বলি হলা হুতাশন ॥
হস্তপদে বেড়ী দিয়া গঙ্গার সলিলে।
যেহেতু স্বধর্ম্মরোধী কথা সদা বলে ॥
ফেলে দাও দুর্ম্মতিরে হইয়া সত্বর।
তাহে যদি নাহি মরে অনল ভিতর ॥
কিম্বা হস্তিপদতলে ফেলিয়া ইহারে।
করহ নিধন সবে এই পাষণ্ডেরে ॥
অভিমানরূপ মহাকাল বিষধর।
দংশিয়াছে একবার যাহার অন্তর ॥
বিষয়ে আসক্ত চিত্ত, প্রভুত্বে গর্ব্বিত।
কামাদি রিপুতে সদা মন বশীভূত ॥
হেন জন ধর্ম্ম আর ভক্তের আদর।
বুঝিতে কি পারে বল সংসার ভিতর ?
নৃপতির রুষ্টবাক্যে ভ্রূকুটিভঙ্গিতে।
কিছু না উপজে ভীতি ভকতের চিতে।
মূষিকের আস্ফালনে পর্ব্বত কখন।
হয় কিহে বিচলিত পাঠক সুজন ?
মশকদংশনে বল প্রমত্ত বারণ।
পায় কি সংসার মাঝে ভয় কদাচন ?
জানে ভক্ত, দয়াময় শ্রীহরি তাঁহারে।
আছেন লইয়া সদা আপনার ক্রোড়ে ॥
ব্রহ্ম-অনুগত দাসে বল কোন জন।
ভয়ে ভীত করিবারে পারে কি কখন ?
ঈশ্বরে নির্ভর করি বিশ্বাসী প্রবর।
রহিলেন দাঁড়াইয়া নৃপতিগোচর ॥
ব্রহ্মতেজে পূর্ণ বীর বিশ্বাসী প্রধান।
কিছুতে শঙ্কিত নয় তাঁহার পরাণ ॥
আগ্নেয় গিরির প্রায় বিশ্বাসী জীবন।
হৃদয়েতে ব্রহ্মানল করেন ধারণ ॥
রসনায় কভু অগ্নি উদ্গারিত হয়।
কখন বা অন্তরেতে লুকায়িত রয় ॥
কিন্তু সেই ব্রহ্মাগ্নির জ্যোতি সুবিমল।
সুশোভিত করে ভক্তবদনকমল ॥
তেজে ভরা সুপ্রসন্ন মূরতি মোহন।
হেরি বিমোহিত হয় পাতকীর মন ॥
ব্রহ্মতেজ ভক্ত-হৃদে হয়ে প্রকাশিত।
নীরবে ব্রহ্মের যশ ঘোষয়ে নিয়ত ॥
কবীরের হেন ভাব হেরি নরপতি।
বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন অতি ॥
ভক্তে প্রকাশিত হয়ে ব্রহ্ম সনাতন।
ভূপতির পাপরাশি করেন দহন ॥
স্বর্গের মানুষ হেরি বাদসার মন।
হরিকৃপাগুণে আহা হল সচেতন ॥
অনুতাপ উপজিল বাদসার মনে।
ফুটিল ভকতি ফুল উষর কাননে ॥
কবীরের পদপ্রান্তে হইয়া প্রণত।
ক্ষমা ভিক্ষা যাচিলেন নৃপ বিধিমত ॥
নৃপতির ভাব দেখি বিশ্বাসী ভকত।
হৃষ্টচিতে ক্ষমিলেন অপরাধ যত।
নরনাথে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভকত।
করিলেন একবারে নিজ অনুগত ॥
আহা কিবা শ্রীহরির লীলা চমৎকার।
হেরিলে হৃদয়ে হয় আশার সঞ্চার ॥
কেমন কৌশলে তিনি আনি ভক্তজনে।
পরিত্রাণ দেন তাঁরে পাতকী সন্তানে ॥
ব্রহ্মের বাহন ভক্ত, ভকতবিহারী।
ভক্ত-হৃদে লীলা করে দিবাবিভাবরী ॥
ভক্তের সদনে যেবা যাইতে না চায়।
তার কাছে ভক্তজনে আনি প্রেমময় ॥
কৌশলে পাপীর মন কেড়ে লন তিনি।
ধন্য হরি ধন্য তব লীলা গুণমণি ॥
ভক্তসমাগম কভু হয় না বিফল।
দুগ্ধ দেয় কামধেনু যথা অবিরল ॥

তেমনি ভকতজন হরিপ্রেমামৃত।
বিতরেন ধরামাঝে প্রেমে অবিরত॥
ভক্ত-হৃদে বসি হরি মানবের মন।
টানেন আপনা পানে আহা অনুক্ষণ॥
ভক্ত তীর্থ, তীর্থেশ্বর আপনি শ্রীহরি।
হেন তীর্থ দরশনে পাষণ্ডতা অরি॥
কতক্ষণ পারে বল থাকিতে হৃদয়ে।
রহে কি তুষার কভু সূর্য্যতেজ পেয়ে?
এইরূপে প্রেমময় প্রিয়ভক্ত দিয়া।
নৃপতির প্রাণ মন লইলা কাড়িয়া॥
প্রচারিলা নিজ বিধি, বাড়াইলা মান।
ভকতের, এ জগতে করুণানিধান॥
ধন্য দয়াময় হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি মোরা ভক্তিযুক্ত মনে॥
কর হেন আশীর্ব্বাদ কবীরের মত।
থাকি যেন ওচরণে চির অনুগত॥
বাক্যে নহে, কিন্তু শুধু চরিত্রের বলে।
প্রচারিতে তব ধর্ম্ম এই মহীতলে॥
সুক্ষম করহে নাথ, কবীরের প্রায়।
তব দাস হয়ে যেন থাকিহে ধরায়॥
তোমাকে নির্ভর করে, সংসারের ভয়।
দূরে যেন চলে যায় ওহে দয়াময়।
প্রমত্ত সিংহের প্রায় নির্ভীকহৃদয়ে।
ঘোষি যেন তব বিধি সকল সময়ে॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্ত মনে॥

মানবের প্রতি মহাত্মা কবীরের প্রেম।

জীব তরে প্রাণ তাঁর কান্দিত নিয়ত।
জীবদুঃখে রহিতেন সদা বিষাদিত॥
একদিন প্রচারিয়া ধরম বিধান।
সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরি এলা মতিমান্॥
বিষণ্ণ অন্তরে তিনি নিজ শিষ্যগণে।
বলিলা আহার সবে করহ এক্ষণে॥
আজ আর আহারেতে প্রবৃত্তি আমার।
কিছু মাত্র নাই বৎস বলিলাম সার॥
এত বলি দুঃখে গলি ভকত প্রবর।
কান্দিতে লাগিলা আহা বিষণ্ণ অন্তর॥
অশ্রুজলে সিক্ত হল বদনমণ্ডল।
গুরুর এহেন ভাব হেরি শিষ্যদল॥
পুছিল, কি হেতু আর্য্য কান্দিছ এমন?
কেমনে পেয়েছ দুঃখ হেন নিদারুণ?
শুনি বলিলেন ভক্ত, "সংসারের ভাব।
হেরিয়া সতত আমি পাই মনস্তাপ॥
একজন গোয়ালিনী খাঁটী দুগ্ধ লয়ে।
ভ্রমিতেছে দ্বারে দ্বারে ভিখারিণী হয়ে॥
কিন্তু কেহ দুগ্ধ তার নাহি করে ক্রয়।
অথচ কিনিছে মদ্য শুণ্ডিকা আলয়॥
সতী সাধ্বী রমণীর নাহিক ভূষণ।
কিন্তু বেশ্যাগণদেহে নানা আভরণ॥
ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য প্রেম কেহ নাহি হেরে।
অথচ মজিছে সবে পাপের সাগরে॥'
ভক্তযোগে দয়াময় বিধান অমৃত।
বিতরিছে দ্বারে দ্বারে প্রেমে অবিরত॥
কিন্তু তাঁর পানে কেহ ফিরিয়া না চায়।
ভুগিছে অশেষ দুঃখ বিষয়মায়ায়॥
সত্যের আদর নাহি করিছে জীবনে।
পুড়িতেছে জীবগণ পাপের আগুনে॥
পৃথিবীর হেন দশা হেরি কি কখন।
সুস্থির থাকিতে পারে প্রেমিকের মন?
জীব সনে একীভূত যাহার হৃদয়।
জীবদুঃখে কভু কি সে উদাসীন রয়?

প্রেমে পূর্ণ কবীরের হৃদয় নিয়ত।
জীবদুঃখে অনুদিন রহে বিগলিত ॥
তাই তিনি অবিরত জীবের সেবায়।
নিয়োজিত থাকিতেন সতত ধরায় ॥
হেন প্রেম নাহি হলে প্রেরিতজীবন।
কে বল লভিতে পারে জগতে কখন ?
ব্রহ্মপ্রেম জীবপ্রেম দুইটি তটিনী।
এক খাদে প্রবাহিত হয় হে যখনি ॥
তখনি শ্রীহরি তাঁরে জগতের তরে।
কিনে লন একেবারে আপনার করে ॥
আপনার সুখ দুঃখ ভুলিয়া নিয়ত।
জগতকল্যাণ তরে এহেন ভকত ॥
শ্রীহরির প্রেমক্রোড়ে আত্মসমর্পণ।
করিয়া লভেন ভবে প্রেরিতজীবন ॥
এ পাপ জীবনে কি হে ওহে প্রেমময়।
হইবে এহেন সুখ সৌভাগ্য উদয় ?
বিষয়মদিরা পান করি পরিহার।
বিকাইব প্রাণ মন শ্রীপদে তোমার ॥
তব ইচ্ছানলে হরি দিয়ে আত্মাহুতি।
তোমার আদেশে প্রচারিব নববিধি ॥
বিধানের অবিমিশ্র স্বর্গীয় বারতা।
কবীরের মত যেন ঘোষি যথা তথা ॥
ভারতের দুইশক্তি হিন্দু মুসলমান।
তোমার প্রভাব বলে ওহে ভগবান ॥
এক কেন্দ্র মাঝে দোঁহে করিয়া প্রবেশ।
হয় যেন এক জাতি ওহে পরমেশ ॥
এই মহা কার্য্যে প্রভো এ পাপ জীবন।
কর কর ব্যবহার পতিত পাবন ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্ত মনে ॥

মহাত্মা কবীরের শিক্ষা ও উপদেশ।

ভারতের নানা স্থানে, কাবুল আবগাণ ভূমে
প্রচারিলা ভক্তবর নবীন বিধান।
এক নিরাকার হরি, জীবের ত্রিতাপহারী
ভাবে আর সত্যে তাঁরে পূজ মতিমান * ॥
ব্রহ্ম শুদ্ধ প্রাণারাম, চিদঘন আত্মারাম
তাঁহা হতে শান্তি সুখ লাভ হয় ভবে ॥
দেহধারী নন তিনি, তিনি ব্রহ্ম অন্তর্য্যামী
শান্তির জলধি তিনি জীবন-আহবে ॥
ঈশ্বর সকল জীবে, দিয়াছে জীবন ভবে
সে জীবননাশে তব নাই অধিকার।
সব জীবে দয়া কর, রক্তপাত পরিহর
সত্যপথে জীবগণ চল অনিবার ॥
জপমালা ঘুরাইতে, জন্ম গেল এজগতে
হৃদয়ের অন্ধকার গেলনাকো তার।
জপমালা পরিহরি, জপ দিবাবিভাবরী
ভক্তিভরে হরিনাম মনের মালায় ॥
বহু তীর্থ পর্য্যটনে, কন্থার ভারবহনে
হবে বল জীবনের কিবা ফলোদয় ?
করিয়া কাবা গমন, হাজী নামে সুশোভন
হলে, তাহে জীবনের কিবা লাভ হয় ?
যদি হে এ সব করে, কাপট্য না যায় দূরে
হরিপদে নাহি হয় শির সমর্পিত ?
গোলেস্তা বয়েস্তা পড়ে, কিবা ফল এসংসারে
কিবা ফল, হও যদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
যদি তাহে ব্রহ্মপ্রীতি, নাহি লাভ করে হৃদি
বিদ্যা বুদ্ধি তীর্থ যাত্রা সকলি অসার।
প্রিয়তম হরিকথা, লাগে ভাল মোর সদা
মানে না প্রবোধ অন্ধ হৃদয় আমার ॥

* মহাত্মা কাবীরের ধর্মে সাকার উপাসনা নিষিদ্ধ।

সলিলবিহারী মীনে, রাখ যদি সিংহাসনে
অমিয়ের ধারা যদি করত সিঞ্চন।
তথাপি সে পলভরে, জীবন তেয়াগ করে
জল বিনা প্রাণ কভু করেনা ধারণ॥
মণিবান লোক যাঁরা, হীরকের মূল্য তাঁরা
জানে, তাই সহে নিত্য অশেষ যাতনা।
স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাপীয়ার বুদ্ধিবল,
সে বিনা বিরহ জ্বালা কেহত জানেনা॥
যাহার হৃদয় পটে, ভাবের কুসুম ফুটে
সেই জানে অপরের ভাবের মহিমা॥
জন্ম লভি ধরাতলে, জীবন যায় বিফলে
কত দুঃখে করে জীব দেহের পোষণ।
যে করে দেহ সৃজন, ভুলি তারে জীবগণ
প্রস্তর কঙ্কর পূজা করে অনুক্ষণ॥
প্রতিমা করি নির্ম্মাণ, ছাগাদি পশুর প্রাণ
বধ করে কত জন ভারত মাঝারে।
পাপাত্মা মানুষগণ, করিয়া প্রাণী হনন
রক্ষা করে নিজ প্রাণ সতত সংসারে॥
হরিকে ভুলিয়া কেহ, কুকর্ম্মেতে অহরহ
করে ধন উপার্জ্জন, পীড়ে গুরুজনে।
কেহবা দক্ষিণাদানে, তোষয়ে ব্রাহ্মণগণে
জানেনা কুশল নাই হরি পূজা বিনে॥
মুখেতে বলিলে রাম, হয় কিগো পরিত্রাণ
না করিলে শ্রীহরির ভজন পূজন।
তা'হলে বলিলে ধন, কেহ না র'ত নির্ধন
সলিল বলিলে হ'ত তৃষ্ণা নিবারণ॥
পাথর পূজিলে যদি, হরি মিলে নিরবধি
তবে আমি অনুদিন পূজিব পাহাড়।
মালা ফিরাইলে যদি, মিলে হরি গুণনিধি
তাহা হলে আমি সদা ফিরাইব ঝাড়॥
আমিত্বের মৃত্যু যবে, হবে মম এই ভবে
মৃত্যুতে আনন্দ মম হইবে অপার॥
শ্রীহরি আমার সনে, মিলিবেন কৃপাগুণে
সঙ্গিগণ পূজিবেন তাঁরে অনিবার॥
আমা চেয়ে ভাল সবে, অতি মন্দ আমি ভবে
এ বিশ্বাস হয় যাঁর তিনি বন্ধু মম।
চন্দন তরুর পাশে, যদি গো পলাশ বসে
সেও হয় সহবাসে চন্দনের সম॥
কিন্তু বাঁশ অহঙ্কারে, রহে সদা উচ্চশিরে
চন্দন সৌরভে তাই নহে সুরভিত।
সেইরূপ অহঙ্কারে, মজিওনা এ সংসারে
ধরাধামে হও সবে দীন সুবিনীত॥
মরণে জগত ভীত, কিন্তু তাহে আনন্দিত
হয় অনুক্ষণ ভবে জীবন আমার।
কেননা মৃত্যুর পর, সুখশান্তি সুবিস্তর
ব্রহ্মসহবাসে মম হবে অনিবার॥
শ্রীহরির প্রেমধারা, বরষে ব্যাপিয়া ধরা
নিম্নভূমে জল যথা হয় যে সঞ্চিত।
তেমতি বিনীত প্রাণে ব্রহ্মের করুণাগুণে
প্রেম পুণ্য শক্তি জ্ঞান রহে অবিরত॥
"আমি বড়" অহঙ্কারে, মরে জীব এসংসারে
সকল সদ্গুণ তার হয় বিনাশন।
উন্নত খর্জ্জুর প্রায়, ছায়াফল নাহি পায়
তাহার আশ্রয়ে পরিশ্রান্ত জীবগণ॥
প্রেম না জনমে ক্ষেতে, না বিকায় বাজারেতে
প্রেমহীন জীবগণ মৃতের সমান।
প্রেম ধরমের সার, প্রেম ভকতের হার,
প্রেম বিনা এ সংসারে নাহি পরিত্রাণ॥
কবীর প্রেমের ভাঁটি, হয়ে আছে দিবারাতি
সে ভাঁটিতে শির তাঁর হয়েছে অর্পিত।
সে প্রেমমদিরা পানে, বিভোর সে নিশিদিনে,
আর পানে শক্তি তাঁর নাহি কদাচিত॥
প্রকৃত ভকতচয়, এ সংসারে সদা হয়,
শ্রীহরির প্রেমরূপ সুধার ভাণ্ডার।

নিজে তাহা পান করে, বিতরে সংসার ভরে,
সে মদিরাপানে হয় জগত-উদ্ধার॥
কবে ওহে প্রেমময়, হবে এ পাপহৃদয়,
তব মহাপূর্ণামৃত প্রেমের ভাণ্ডার।
খাব আমি প্রাণভরে, বিতরিব অকাতরে,
ভুলিবে সে প্রেমসুধা ভাণ্ডার আমার॥

মহাত্মা কবীরের প্রচারিত ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব।

ঈশ্বরের বিধি করিয়া প্রচার।
যথাকালে ভক্ত, ত্যজিলা সংসার॥
* উত্তর পশ্চিমে, বহুজনগণ।
করিল নূতন বিধান গ্রহণ॥
মূর্ত্তিপূজা ছাড়ি, কত নরনারী।
নবীন বিধান, পাপতাপহারী॥
করিল গ্রহণ আনন্দে সকলে।
ভাসিল ভারত, বিধানহিল্লোলে॥
হিন্দুর সাত্ত্বিক শুদ্ধ ব্যবহার।
যোগ ভক্তি প্রেম, দর্শন বিস্তার॥
তার সনে মিশি, ইস্লাম জীবন।
যেন হল মর্ত্ত্যে স্বর্গ স্থাপন॥
এক ব্রহ্ম সত্য শুদ্ধ নিরাকার।
তাঁর কাছে নাই জাতির বিচার॥
হিন্দু মুসলমান সকলে সমান।
ভজিলে তাঁহারে পাবে পরিত্রাণ॥
† জাতি পাতি যত সকলি অসার।
যে ভজে হরিরে হরি হন তার॥

মূর্ত্তিপূজা ছাড়ি চিন্ময় ঈশ্বরে।
পূজিবে মানব প্রেম ভক্তিভরে॥
কপটতা পাপ বাহ্য আড়ম্বর।
ত্যজ কায়মনে হইয়া তৎপর॥
পূজিবে ঈশ্বরে প্রেম অনুরাগে।
সমর্পিয়ে প্রাণ নিত্য ভক্তিযোগে॥
জীবে কর দয়া ত্যজ রক্তপাত।
শান্ত হয়ে সাধ ধর্ম্ম অপ্রমাদ॥
সাধুসঙ্গতীর্থে নিত্য স্নান কর।
পরসেবা করি সুখে কাল হর॥
হইয়া সতত সরল বিনীত।
শ্রীহরির ইচ্ছা পালহ নিয়ত॥
এইরূপ কত তত্ত্ব সুধামৃত।
প্রচারিলা ভক্ত হয়ে সুবিহিত॥
যেই আর্য্যভূমে বিপ্র বিনা আর।
না ছিল কাহারো প্রচারাধিকার॥
যবন চণ্ডাল আদি জনগণ।
ঘৃণিত হইত যথা অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মের আদেশে সেই আর্য্যভূমে।
নব হিন্দুধর্ম্ম প্রদীপ্ত উদ্যমে॥
করিলা ভকত কবীর প্রচার।
খুলিল ভারতে ঔদার্য্যের দ্বার॥
যে নদীর স্রোত জাতির প্রাচীরে।
ছিল বদ্ধ আহা ভারত মাঝারে॥
ভেঙ্গে দিলা হরি সে পাপ প্রাচীর।
ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস, বিধানের নীর॥
ছুটিল চৌদিকে, ভাসায়ে ভারত।
আবর্জ্জনা কত হল তিরোহিত॥
হিন্দু মুসলমান, চণ্ডাল যবন।
এক ক্ষেত্রে সবে দাঁড়াল এখন॥
জাত্ পাত্ যত সকলি অসার।
যে ভজে হরিকে হরি হন তার॥

---

* পশ্চিমে পঞ্জাব ও পূর্ব্বে বিহার প্রদেশ, এই দুই দেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল বলে। এলাহাবাদ তাহার রাজধানী।

† হিন্দি একটী শ্লোক আছে।—জাত্ পাত্ না পুছে কোই; হরকো ভজে সো হরকা হোই।

হরিভক্ত জন পবিত্র ব্রাহ্মণ।
হরিভক্তি বিনা সব অকারণ॥
হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়চয়।
মিলাইয়া ভবে হরি দয়াময়॥
যে নবমণ্ডলী করিবে স্থাপন।
রোপিলা তাহার ভিত্তি সুমহান॥
রায় দাস দাদু তুলসী তুকারাম॥
গাঁথিলা প্রাচীর প্রেমে অবিরাম।
নানক চৈতন্য ভকত দুজন।
প্রাচীরের কার্য্য করে সমাপন॥
মহর্ষি দেবেন্দ্র শ্রীরামমোহন।
ব্রহ্মহস্তে সদা, নিয়োজিত রন॥
জীর্ণ সংস্কার করিয়া প্রাচীর।
তাহে আবির্ভাব দেন সুগভীর॥
অবশেষে তাঁর নবীন বিধানে।
নবভক্ত সাধু কেশবজীবনে॥
ছাদ পূর্ণ হয়ে, সুরম্য ভবন।
হইল জীবের, আশ্রয় কেমন॥
ধন্য দয়াময়, তোমার বিধান।
ভারতবাসীরে দিতে পরিত্রাণ॥
যুগে যুগে নাথ নববিধিচয়।
প্রচারিছ আর্য্যভূমে দয়াময়॥
তবু নাথ মোরা পাপ অহঙ্কারে।
ডুবিয়া রয়েছি মোহের আঁধারে॥
পাপ তাপ মোহ জাতির বন্ধন।
ঘুচাও মোদের পতিতপাবন॥
ভারতের মুক্তি সাধিবার তরে।
যেই ধর্ম্মহর্ম্ম্য রচিলে সংসারে॥
তাহাতে দীনেশ, নরনারীগণে।
ডেকে আন নাথ তব কৃপাগুণে॥
এক ব্রহ্মবাদী ভক্তিপরায়ণ।
পবিত্র চরিত্রে, অতি সুশোভন॥
ভেদজ্ঞানহীন পরম উদার।
নিরামিষাহারী, বিশুদ্ধ আহার॥
এহেন মণ্ডলী স্থাপ দয়াময়।
হউক ভারত স্বর্গসুখময়॥
ভারতবাসীর রোগ মজ্জাগত।
জাতিভেদ আর মূর্ত্তিপূজা যত॥
এই দুই ব্যাধি দূর কর হরি।
কর আর্য্যভূমি তব স্বর্গপুরী॥
কবীরচরিত্র, তাঁর ভক্তিপ্রীতি।
সবার জীবনে ওহে বিশ্বপতি॥
তাঁর মত যেন তোমার সেবায়।
কাটি কাল নাথ, সতত ধরায়॥
হিন্দু মুসলমান আদি জাতিচয়ে।
ডেকে আনি যেন তোমার আলয়ে॥
প্রিয় ভাই ভগ্নী বলিয়া সবার।
চরণ বিধৌত করি অনিবার॥
সম্মিলন বিনা স্বরগস্থাপন।
সম্মিলন বিনা বিধানপালন॥
সম্মিলন বিনা জাতীয় জীবন।
হবে না ভারতে হবে না কখন॥
এ সত্যে বিশ্বাস, করে তব দাস।
সম্মিলন তরে করিবে প্রয়াস॥
বিনা আড়ম্বরে, প্রেমভক্তিফুলে।
পূজিবে তোমার, চরণকমলে॥
এই ভিক্ষা নাথ, করি ও চরণে।
প্রণিপাত করি, ভক্তিযুক্তমনে॥

ভক্তিবিধানের ক্রমোন্নতি।

(চারিজন সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ভক্ত।)

মহাজ্ঞানী শঙ্করের প্রভাবে ভারত।
সুতীব্র জ্ঞানকিরণে হল আলোকিত॥

ভারতের ধর্ম্মকেন্দ্র বারাণসীপুরে।
উড়িল জ্ঞানের ধ্বজা মহা আড়ম্বরে ॥
কিন্তু শুধু জ্ঞানে কভু মানব-হৃদয়।
এ সংসার মরুভূমে তৃপ্ত নাহি হয় ॥
মানবের মন হৃদি ইচ্ছাবৃত্তিচয়। *
এক ভাবে কোন দিন তুষ্ট নাহি রয় ॥
মনে জ্ঞান, হৃদে প্রেম, ইচ্ছায় করম।
এই তিন জীবগণ চাহে অনুক্ষণ ॥
বায়ু জল ক্ষিতি অগ্নি জীবনের তরে।
হয় যথা প্রয়োজন সংসার ভিতরে ॥
সেইরূপ জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম অবিরত।
মানবজীবন তরে, প্রয়োজন কত ॥
জল বিনা তৃষ্ণা যথা না যায় কখন।
ভক্তি বিনা শুষ্ক হয় জীবন তেমন ॥
সংগমতি শঙ্করের প্রচারিত মতে।
এক মহাভ্রান্তি আসি ঘেরিল ভারতে ॥
জ্ঞানের নামেতে এক অজ্ঞান আঁধার।
ভারতের চাক্ষুষ ঢাকিল আবরে ॥
"জড় জীব আদি জগতের বস্তুচয়।
সকলি অখণ্ড ব্রহ্ম অন্য কিছু নয় ॥"
এই সদসৎজ্ঞানবাদ কালমেঘ প্রায়।
ভারতগগনে পুন সমুদিল হায় ॥
উপাস্য পরম ব্রহ্ম, উপাসক জীব।
জীব জড় ব্রহ্মে ভিন, জীব নহে শিব ॥
এই তত্ত্ব ভুলি যত আর্য্য নরনারী।
'অহং ব্রহ্ম' বলি সবে হল অহঙ্কারী ॥ †

এ হেন অদ্বৈতবাদে ভকতি বিনয়।
গেল একেবারে ত্যজি মানবহৃদয় ॥
শুষ্ক জ্ঞান বৃথা তর্ক ধর্ম্ম আড়ম্বর।
পরিপূর্ণ করিলেক মানব-অন্তর ॥
মানবপ্রকৃতি কভু হেন অত্যাচার।
সহিতে না পারে ভবে জানিবেক সার ॥
অন্তর্যামী দয়াময় ভকতের ধন।
করে দেন যথাকালে ভ্রমসংশোধন ॥
পুনরায় ভক্তিবিধি করিয়া প্রেরণ।
ভক্তি-নীরে ভাসাইয়া দেন এ ভুবন ॥
শুনিলে সে লীলাতত্ত্ব, অপূর্ব্ব কাহিনী।
পাষাণসমান প্রাণ গলয়ে তখনি ॥
প্রেমিক পাঠকবর, শুন দিয়া মন।
সে অপূর্ব্ব লীলাগাথা, পুরাণ উত্তম ॥

রামানুজ নামে এক ভক্ত মহাজন।
দাক্ষিণাত্যে করিলেন জনম গ্রহণ ॥
পেরুম্বুর গ্রামে জন্ম, মিভূদেবী মাতা।
ভাগ্যবান কেশব আচার্য্য তাঁর পিতা ॥
কাঞ্চিপুরে শিক্ষালাভ করি বিধিমতে।
ঘোষিলেন নিজমত নির্ভয়ে ভারতে ॥
চোলরাজ্যে শিবভক্ত এক নরপতি।
করিলেন রামানুজে অত্যাচার অতি ॥
কিন্তু নিজ ধর্ম্মমত, ত্যজি বীরবর।
রাজমতে কিছুতে না করিলা আদর ॥
বহুলোক এই ধর্ম্ম করিল গ্রহণ।
তাঁর শিষ্য অনুশিষ্যে ছাইল ভুবন ॥
"বিষ্ণু জগতের সৃষ্টিস্থিতির কারণ।
তিনিই সংহারকর্ত্তা পতিতপাবন ॥
তিন বস্তু এ জগতে আছে বিদ্যমান।
ব্রহ্ম, জীব আর জড় দেখ বুদ্ধিমান্ ॥

---

* মানবাত্মার প্রধানতঃ তিনটী বৃত্তি :— মনোবৃত্তি (intellect), ভাবপ্রধানবৃত্তি (Emotion) এবং ইচ্ছাশক্তি (will)

† "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" উপনিষদের এই সূত্র ধরিয়া অনেকে সর্ব্বব্রহ্মবাদ সমর্থন করেন, কিন্তু সেই শ্লোকের অপরাংশ "তজ্জলানিতি" এই অংশ ত্যাগ করেন। শেষাংশের প্রতি দৃষ্টি করিলে সর্ব্বব্রহ্মবাদ কখন সমর্থিত হইতে পারে না

ঈশ্বর পরম আত্মা, জীব তাঁর দাস।
এই ভাবে পূজ হরি, পূরিবেক আশ॥"
প্রচারিলা এই মত, সাধু ভক্তবর।
দাক্ষিণাত্যে শিষ্য তাঁর হইল বিস্তর॥
ঈশ্বরের ষড়্গুণ করেন স্বীকার।
সত্যসংকল্প তিনি সত্যকামসার॥
শোক মৃত্যু রজোগুণ নাহিক ঈশ্বরে।
ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন তিনি বিদিত সংসারে॥
পঞ্চভাবে উপাসনা করিবেক তাঁয়। *
কিন্তু জীবহত্যা নাই ঈশ্বরপূজায়॥
বেদান্ত পরম ব্রহ্মে নির্গুণ বাখানে।
কিন্তু তার ভিন্ন অর্থ নবীন বিধানে॥
সত্ত্ব-রজঃ-তমো গুণে সৃষ্ট এ সংসার।
কিন্তু এই গুণ নাই পরম পিতার॥
প্রকৃতির পতি তিনি, প্রকৃতির গুণ।
নাহিক ব্রহ্মেতে কভু, এ হেতু নির্গুণ॥
মানবীয়, পাশবিক কিম্বা জড়গুণ।
এ সব নাহিক ব্রহ্মে, এ হেতু নির্গুণ॥
প্রকৃতির গুণ যত বিকারমিশ্রিত।
সীমাবদ্ধ ভূতগত আঁধার আশ্রিত॥
কিন্তু নিরাধার হরি, ত্রিগুণ অতীত।
এ কারণে বলে তারে গুণবিবর্জিত॥
কিন্তু সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্য আদি গুণ।
ব্রহ্মের স্বভাবে শোভে তাহা অনুক্ষণ॥
অনন্ত স্বরূপ তার, অনন্ত বিভূতি।
নানাগুণে গুণময় অখিলের পতি॥
এক অদ্বিতীয় হরি নির্গুণ সগুণ।
অথচ সাকার তিনি নহেন কখন॥

সগুণ নির্গুণ ভেদ বুঝিতে না পারি।
ব্রহ্ম আর ঈশ্বরেতে প্রভেদ বিচারি॥
বহুদেববাদ হয় ধরাতে প্রচার।
উপজে অনৈক্য, তাহে পাপ অন্ধকার॥
ঈশ্বর পরম আত্মা ব্রহ্ম আর হরি।
একের এ সব নাম গুণ অনুসরি॥
এ সকলে ভিন্ন দেব কহে যেই জন।
নরকের অন্ধকারে সে হয় পতন॥
সগুণ ঈশ্বর বটে, নহেন সাকার।
এ তত্ত্বে বিশ্বাস যেন থাকে সবাকার॥
সত্য জ্ঞান আদি যত গুণের আধার।
হইতে না পারে কেন কখন সাকার॥
সাকার পদার্থচয়, সসীম সতত।
দেশকালে বদ্ধ উহা, অন্যের আশ্রিত॥
অনন্ত মহান ব্রহ্ম দেশকালাতীত।
অন্তর্যামী পরমেশ নিত্য বিরাজিত॥
সবার আশ্রয় তিনি, অন্যের আশ্রিত।
নহেন কখন ব্রহ্ম, শুদ্ধ ভাবাতীত॥
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের তিনিই কারণ।
জ্ঞানময় নিরাকার সত্য সনাতন॥
স্থাবর জঙ্গমে হরি নিত্য বর্তমান।
ব্রহ্ম গুণময় তিনি সবাকার প্রাণ॥
হেন পূর্ণ গুণময় ব্রহ্ম নিরাকারে।
পূজিবে বিশ্বাসী জন প্রাণ-উপহারে॥
বেদান্ত পুরাণ তন্ত্রে সমন্বয় করি।
ভকতি সাধনে কর প্রাণ মন ভরি॥

সর্ব্বব্রহ্মবাদভ্রান্তি করিয়া খণ্ডন।
রামানুজ করে দ্বৈতভাব উদ্দীপন॥
বাহ্যশুদ্ধি তরে দৃঢ় জাতিভেদজ্ঞান।
রামানুজ সম্প্রদায়ে সদা বিদ্যমান॥
কিন্তু কূলবিপ্লাবিনী ভকতি যখন।
করে পরিপূর্ণ তাহা মানবের মন॥

* এই বিধানে উপাসনার পাঁচটী অঙ্গ :— (১) ভগবান বা পুরাণপুরুষ অর্চ্চনাদি, (২) উপাদান বা পূজার আয়োজন, (৩) ইজ্যা বা ভগবানের পূজা, (৪) স্বাধ্যায় বা তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি, (৫) যোগ বা ধ্যান, ধারণা, সমাধি।

নাহি রহে জাতিভেদ আত্মপরজ্ঞান ।
হরিপ্রেমে ভেসে যায় জাতি কুলমান ॥
আর্য্যাবর্ত্তে রামানন্দ জনম গ্রহণ ।
করিয়া প্রেমের বন্যা আনিলা এখন ॥
জাতিভেদ রূপ এক মহা নাগপাশে ।
বদ্ধ হয়ে আর্য্যভূমি কান্দিছে হতাশে ॥
শূদ্র আদি জাতিচয় কঠোর পীড়নে ।
হারায়েছে মনুষ্যত্ব ভারতভুবনে ॥
ঘৃণা আর বর্জ্জনের নীতি সুভীষণ ।
করিতেছে ভারতের বিনাশ সাধন ॥
ম্লেচ্ছ আর শূদ্র আদি নানা অভিধানে ।
ঘৃণা করে উচ্চ জাতি নিম্ন জাতিগণে ॥
সামান্য আচারভ্রষ্ট হইলে মানব ।
কহয়ে সমাজচ্যুত ভ্রান্ত লোক সব ॥
ধর্ম্ম আর সামাজিক উচ্চ ব্যবহারে ।
ইহাদের অধিকার নাই এ সংসারে ॥
করিবে ব্রাহ্মণজাতি ধর্ম্মের যাজন ।
ধর্ম্মপ্রচারক তাঁরা সম্মানভাজন ॥
নীচজাতি চিরদিন নীচ হয়ে রবে ।
সংসারসেবায় নিত্য জীবন কাটাবে ॥
হেন ঘোর অত্যাচার সহিতে কে পারে ?
তাই এই ভেদবুদ্ধি দূর করিবারে ॥
যুগে যুগে নানাভাবে সাম্যের বিধান ।
করেন প্রেরণ হরি করুণানিধান ॥
জাতিভেদ রূপ বিষবৃক্ষের কানন ।
ছেদনে প্রবৃত্ত ছিল যত বৌদ্ধগণ ॥
কিন্তু হায় আর্য্যভূমি হতে বৌদ্ধ যত ।
নির্ব্বাসিত হইলেন জনমের মত ॥
বৌদ্ধসূর্য্য-অবসানে বৈষম্য আঁধার ।
ভারতের মুখচন্দ্র ঘেরিল আবার ॥
সন্তানবৎসলা মাতা ভারতজননী ।
ঘুচাইতে ভারতের দুর্দ্দশারজনী ॥
ক্রমে ক্রমে নানাবিধি করিয়া প্রেরণ ।
করিলা শিথিল জাতিভেদের বন্ধন ॥
মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া ভুবনে ।
বিষবৃক্ষ মূল-ছিন্ন করিলা যতনে ॥
অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন বিধানে ।
সমন্বয়াচার্য্য ভক্ত কেশব জীবনে ॥
করিলেন বিষবৃক্ষ প্রেমে উৎপাটন ।
হেরিয়া মোহিত হল প্রেমিক সুজন ॥
ভক্ত রামানন্দ এই দূষিত আচার ।
করিলেন বিদূরিত প্রেমে তেজে তাঁর ॥
অতি শান্তিপ্রিয় ধীর ছিলেন ভকত ।
করিতেন সম্মিলনে যত্ন অবিরত ॥
এ ভারতে পঞ্চবিধ দীক্ষার ব্যাপার ।
বহুকাল হতে আছে ধর্ম্মব্যবহার ॥
সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব, সুবৈষ্ণব ।
এই পঞ্চ সম্প্রদায় ভারতগৌরব ॥
সূর্য্যে ব্রহ্ম দরশন, শক্তিতে তাঁহারে ।
মাতৃরূপে দরশন করিবে সংসারে ॥
ব্রহ্মে গণপতি বলি পূজিবে নিয়ত ।
শিবপ্রবর্ত্তিত পথে চল বিধিমত ॥
শ্রীহরি পরম বিষ্ণু পূজিয়া তাঁহারে ।
পরম বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধিবে সংসারে ॥
এই পাঁচ মহাসত্য কভু ভিন্ন নয় ।
সাধনের খণ্ড পথ জানিবে নিশ্চয় ॥
এক ব্রহ্মে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপদর্শন ।
করিবারে হল এই পন্থা-প্রবর্ত্তন ॥
কিন্তু ভারতের ঘোর দুরদৃষ্টবশে ।
মূর্ত্তিপূজা এই সূত্রে আর্য্যভূমে পশে ॥
বিশেষতঃ সম্প্রদায় সকলের মাঝে ।
বিরোধ অনৈক্য পাপ সতত বিরাজে ॥
শৈবগণ করে ঘৃণা বৈষ্ণবে নিয়ত ।
শৈবধর্ম্ম বিনাশিতে বৈষ্ণবেরা রত ॥

এই দুই সম্প্রদায় বিরোধ বিচ্ছেদে।
হইলেন ছিন্ন ভিন্ন সতত ভারতে ॥
করিবারে এইরূপ বিসম্বাদ দূর।
করিলেন মাধ্বাচার্য্য যতন প্রচুর ॥
সদ্ভাব প্রণয় যাহে উভয়েতে হয়।
এহেতু ব্যাকুল ছিল ভকতহৃদয় ॥
ক্রমে মিলনের রাজ্য আসিবে ধরায়।
এই হেতু শান্তিদাতা প্রভু দয়াময় ॥
মহাভক্ত মাধ্বাচার্য্যে করিলা প্রেরণ।
বৈষ্ণব শৈবেতে পুনঃ হইল মিলন ॥
বল্লভ আচার্য্য নামে ভক্ত অন্যজন।
রুদ্রসম্প্রদায় এক করিলা স্থাপন ॥
মায়াতীত গুণাতীত নিত্য সত্য হরি।
পরম সুন্দর তিনি বৈকুণ্ঠবিহারী ॥
তাঁহা হতে হইয়াছে বিশ্বের সৃজন।
তাঁহা হতে জন্মিয়াছে যত দেবগণ ॥
ঘোষিলেন এই তত্ত্ব বল্লভ ভকত।
বলিলেন বনবাস উপবাসব্রত।
নহে প্রয়োজন কভু হরিদরশনে।
গৃহস্থ পাইবে তাঁরে ভকতিসাধনে ॥
এইরূপে গৃহধর্ম্মমাহাত্ম্য প্রচার।
করিলেন আর্য্যভূমে ভক্ত অনিবার ॥
সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, ভেকে, আর্য্যদের মন।
করিয়াছে চিরদিন প্রেমে আকর্ষণ ॥
উচ্চধর্ম্ম সাধিবারে যাঁদের হৃদয়।
হইয়াছে ব্যাকুলিত সকল সময় ॥
গৃহধর্ম্ম পরিহরি সন্ন্যাসী হইয়া।
গিয়াছেন চলি তাঁরা স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া ॥
কোটি কোটি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সকল।
পুরিয়াছে আর্য্যভূমি আহা অবিরল ॥
সাধুভক্ত প্রেমিক বৈরাগী জনগণ।
সমাজের সারধন, স্বর্গীয় রতন ॥
আঁধারে আলোক এঁরা, দেহের শোণিত।
সমাজের স্তম্ভ এঁরা হরিপদাশ্রিত ॥
ইঁহারা সমাজগৃহ ছাড়ি যদি যান।
কেমনে থাকিবে বল সমাজের প্রাণ?
জলহীন সরোবরে আদর কোথায়?
ভক্তহীন সমাজেতে কে রহিতে চায়?
ভক্তগণ চলিগেলে, প্রাণহীন হয়ে।
সমাজের দেহমাত্র থাকে হে পড়িয়ে ॥
বিষয়ে আসক্ত নীতিহীন জনগণ।
পড়ি রহে সমাজেতে আহা অনুক্ষণ ॥
গৃহ আর সমাজ হইতে ধর্ম্মনীতি।
চলি যায়, রহে শুধু পাপ দুরগতি ॥
সাধুগণ গৃহধর্ম্ম করি পরিহার।
সমাজ হইতে যারা যান অনিবার ॥
মৃতদেহ প্রায় আহা সমাজ তখন।
হয় যেন একেবারে পাপের ভবন ॥
সাধুদের সুদৃষ্টান্ত উপদেশ বিনে।
পাপ অন্ধকারে দেশ ঘেরে দিনে দিনে ॥
পুরাকালে তত্ত্বদর্শী আর্য্য ঋষিগণ।
করিতেন গৃহমাঝে ধরম সাধন ॥
বিষয়-আসক্তি পাপ দুর্নীতিবিলাস।
ত্যজি আর্য্যঋষিগণ, হয়ে ব্রহ্মদাস ॥
পূজিত পরম ব্রহ্মে সুনির্ম্মল মনে।
না ছিল হিংসার লেশ শান্তি-নিকেতনে ॥
সাধুসঙ্গ সুনির্ম্মল সমীরহিল্লোলে।
পুণ্যগন্ধ প্রবাহিত হত কুতূহলে ॥
শান্তি, পবিত্রতা, সুখ, পরিবার মাঝ।
সমাজে ভবনে সদা করিত বিরাজ ॥
কিন্তু কালক্রমে এই দৃশ্য মনোহর।
আর্য্যভূমি হতে আহা হইল অন্তর ॥
নবীন বিধানে পুন হেন আর্য্যরীতি।
প্রচারিতে দয়াময় অখিলের পতি ॥

ক্রমে সূত্রপাত তার করিলা ধরায়।
তাই দীনবন্ধু হরি নমি তব পায়॥
তারপরে নিম্বাদিত্য নামে ভক্তজন। *
অন্য এক সম্প্রদায় করিলা স্থাপন॥
মহাভক্তিবিধানের আসিবার আগে।
এইরূপ নানা ভক্ত প্রেম অনুরাগে॥
ভক্তিমূল দ্বৈতবাদ, প্রেমসমাচার।
করিলেন আর্য্যভূমে আনন্দে প্রচার॥
বীজ যথা উপযুক্ত ভূমিতে পড়িয়া।
ক্রমে অঙ্কুরিত হয় আপনি মজিয়া॥
অবশেষে মহাবৃক্ষে হয়ে পরিণত।
ফলপুষ্পে পৃথিবীরে করে সুশোভিত॥
সেইরূপ ভক্তিবৃক্ষ ব্রহ্মকৃপাগুণে।
আর্য্যভূমে নানাকাণ্ডে বাড়ে দিনে দিনে॥
শ্রীহরির লীলা দেখি ভকত সুজন।
হরিপ্রেমরসে মত্ত হন অনুক্ষণ॥
রসের সমুদ্র হরি, লীলারসময়।
ভক্তিরস বিনা তাঁর পূজা নাহি হয়॥
নানারূপে নানা ভাবে ভকত তাঁহারে।
পুণ্য অনুরাগে পূজা করেন সংসারে॥
ভক্তি বিনা স্তব স্তুতি জ্ঞান আরাধনা।
কিছুতেই হরিপদ লভিতে পারে না॥
তাই ওহে দয়াময় করুণাসাগর।
জীবদুঃখ বিনাশিতে অবনীভিতর॥
যুগে যুগে ভক্তিবারি কর বরিষণ।
যাহে হয় জগতের ত্রিতাপহরণ॥
তাই দীননাথ, তব পদে বারম্বার।
ভক্তিভরে চিরদাস করে নমস্কার॥
এ দীনের ভক্তিহীন নীরস হৃদয়।
ভক্তিসুধা বরিষণে করহে অভয়॥

* মহাত্মা নিম্বাদিত্যের অপর নাম ভাস্করাচার্য্য। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম সনকাদি সম্প্রদায়।

ভকতি-অমৃত-পানে যেন মৃতপ্রাণ।
বেঁচে উঠে পুনরায় করুণানিধান॥
প্রেমভক্তিভরে যেন তব শ্রীচরণ।
পূজি নাথ, পরিত্রাণ পাই অনুক্ষণ॥
এই আশীর্ব্বাদ হরি, কর দীনহীনে।
তোমা ছাড়া কেবা মোর আছে এ ভুবনে॥
তব পদে থাকি যেন চিরদাস হয়ে।
এই আশীর্ব্বাদ কর অধম তনয়ে॥

পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিধানের জগদ্ব্যাপী মহাপ্লাবন এবং শ্রীহরির অত্যাশ্চর্য্য লীলা।

জগন্নাথ জগদীশ জগতত্তারণ।
জগতের দুঃখ তাপ করিতে হরণ॥
যুগে যুগে কত লীলা করেন বিধান!
ভাবিলে অবাক্ মুগ্ধ হয় মন প্রাণ॥
পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৃথিবী ভিতর।
কি লীলা করিলা মোর প্রভু গুণধর॥
পৃথিবীর নানা খণ্ডে, জ্ঞান হুতাশন।
জ্বালাইয়া পুণ্যময় পতিতপাবন॥
দগ্ধ করি জগতের পাপ অবিশ্বাস।
তৃষিত ধরার দুঃখ করিবারে নাশ॥
প্রেমের অতুল বন্যা করিলা প্রেরণ।
ধারল জগত এক শোভা সুশোভন॥
বর্ষা-অপগমে যথা কুমুদ কহ্লার।
নির্ম্মল সরসীনীরে শোভে অনিবার॥
তেমতি এ বিশ্বব্যাপী বিধানপ্রভাবে।
বিশ্বাসী ভকত কত জনমিয়া ভবে॥
শতদল পদ্মপ্রায়, পৃথিবীর দেহ।
সুশোভিত করিতেছে, আহা অহরহ॥

এসিয়া ও ইউরোপ দুই পুণ্যভূমি।
ধরমের লীলাক্ষেত্র, সভ্যতার খনি ॥
এই দুই মহাদেশে আহা যুগপৎ।
উদিল বিধানসূর্য্য মোহিয়া জগৎ ॥
আধ্যাত্ম, পার্থিব এই দ্বিবিধ প্রকারে।
অন্ধকার বিদূরিত হইল সংসারে ॥
ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্র হয়ে আবিষ্কার।
অতুল জ্ঞানের পথ করিল বিস্তার ॥
গ্রীক রোমানিক যত দর্শন বিজ্ঞান।
কবিত্ব-সাহিত্য-পূর্ণ গ্রন্থ সুমহান্।
পড়িতে লাগিল সবে মহানন্দমনে।
নব আশ, নব ভাব, নবীন উদ্যমে ॥
পূর্ণ হল পশ্চিমের মানসগগন।
উদিল তাহাতে আহা প্রভাততপন ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল পড়িয়া সকলে।
ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানে অবহেলে ॥
মহামতি কলম্বস ব্রহ্মকৃপাগুণে।
আমেরিকা আবিষ্কার করিলা ভুবনে ॥
নব পৃথ্বী পেয়ে যেন ইউরোপবাসী।
নব নব আবিষ্কারে হইল উল্লাসী ॥
সুবৃহৎ পোতে চড়ি সমুদ্র বাহিয়া।
শত শত আবিষ্কর্ত্তা, আনন্দে মাতিয়া ॥
পৃথিবীর লুক্কায়িত বক্ষের ভিতর।
প্রবেশি বাহির করে দেশ সুবিস্তর ॥
দূরবীণ আবিষ্কার করিয়া নিয়ত।
ব্যোমগর্ভে পশি যত বিজ্ঞানী পণ্ডিত ॥
নানাবিধ নব তত্ত্ব করি আবিষ্কার।
করিলেন বিদূরিত ভ্রম অন্ধকার ॥
ধরমসংস্কার-কার্য্যে নানা দেশ মাঝে।
চারিজন ধর্ম্মবীর উঠে রণমাঝে ॥
ইর‍্যাস্মাস্, জিংগ্লিয়াস, ক্যালভিন, লুথার।
নবতেজে খৃষ্টধর্ম্ম করেন সংস্কার ॥

বিবেকের স্বাধীনতা করিয়া ঘোষণ।
ধর্ম্মে স্বাভাবিক ভাব করেন অর্পণ ॥
ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে নরনারী সমুদয়।
সকলেই অধিকারী জানিবে নিশ্চয় ॥
এই সব তত্ত্ব এঁরা করিয়া প্রচার।
শিক্ষা দিলা স্বাধীনতা, ধর্ম্মে অধিকার ॥
এদিকে ভারতবর্ষে সাধু তিন জন।
মহোৎসাহে করিলেন বিধান ঘোষণ ॥
দাক্ষিণাত্যে তুকারাম, নানক পঞ্জাবে।
সাম্য উদারতা ভক্তি প্রচারিলা ভবে ॥
বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমবন্যা আনি।
ভাসাইলা একেবারে নিখিল ধরণী ॥
পৃথিবীর ভারহারী জগবন্ধু হরি।
এইরূপে পৃথিবীর যোগ্যাভূমিপরি ॥
বিশ্বব্যাপী বিধানের করি প্রবর্ত্তন।
পৃথিবীতে নব যুগ আনিলা এখন ॥
শুনেছি পুরাণে, যবে সমুদ্র মন্থিল।
যে মন্থনে কত রত্ন অমৃত উঠিল ॥
সেইরূপ ঈশ্বরের অনন্ত কৃপায়।
জ্ঞানসাগরমন্থন হল পুনরায় ॥
সে মন্থনে নব ভক্তি নবীন সভ্যতা।
পৃথিবীর চারুবক্ষে হল সমুদিতা ॥
কিন্তু দেবভাগ্যে যথা অমৃত মধুর।
অসুরের ভাগ্যে শুধু গরল প্রচুর ॥
তেমতি বিশ্বাসী ভক্ত এ মহা বিধান।
লভিয়া, আনন্দ শান্তি পান অবিরাম ॥
কিন্তু অবিশ্বাসী জন অবিশ্বাসবিষে।
জর্জ্জরিত হয়ে কান্দে রজনী দিবসে ॥
তাই বিশ্বাসীর ধন ওহে দয়াময়।
বিধানে বিশ্বাস দাও হইয়া সদয় ॥
যেন তব বিশ্বব্যাপী বিধানে বিশ্বাস।
লভিয়া, মুকতি লভে তব চিরদাস ॥

এই ভিক্ষা করি নাথ, তব শ্রীচরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্তমনে॥

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের অবস্থা, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার, বিস্তৃতি ও অবনতি এবং তাহার সংস্কার।

এক আর্য্যজাতি, দুইটী শাখায়
বিভক্ত হইল ভবে।
জ্যেষ্ঠ আর্য্যভূমে, আসিলা আনন্দে
কনিষ্ঠ গেলা য়ুরোপে॥
গ্রীস রোম আদি, নানা দেশ মাঝে
পশ্চিমের আর্য্যগণ।
বীরদর্পে পশি, করে অধিকার
দেশ রাজ্য ধন জন।
ভারতীয় আর্য্য, ভারতে পশিয়া
সব আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে।
প্রভুত্বনিশান, করিয়া উড্ডীন
মন দিলা ধর্ম্মকাজে॥
স্বচ্ছন্দ আহারে, তৃপ্ত চিত হয়ে
বুদ্ধিমান আর্য্যগণ।
ধর্ম্মের চর্চ্চায়, সাহিত্য সেবায়
আনন্দে দিলেন মন॥
ব্রহ্মের কৃপায়, ঋষিপ্রাণ হতে
বেদশাস্ত্র সুমহান।
বেদান্ত পুরাণ, আগম নিগম
হইল প্রকাশমান॥
ভারতীয় আর্য্য, পার্থিব সম্পদে
নহে কভু তিরপিত।
অতীন্দ্রিয় লোকে, যাইবার তরে
ধায় সদা তাঁর চিত॥
সুজলা সুফলা, ভারতজননী
আপনার পুত্রগণে।
অন্নেতে সন্তোষ, করিয়া সকলে
রাখেন আনন্দমনে॥
ইউরোপ যাত্রী, যত আর্য্যগণ
গেলা শৈত্যময় দেশে।
প্রকৃতি যেখানে, অতীব কৃপণা
রহেন কঠোরবেশে।
প্রকৃতির সনে, সতত সংগ্রাম
করিয়া য়ুরোপবাসী।
আপন জীবিকা, করেন অর্জ্জন
মহাক্লেশে দিবানিশি॥
জীবনসংগ্রামে, কোমল প্রকৃতি *
হইল কঠোর অতি।
সৈনিকের ভাবে, কাটায় জীবন
সকল পাশ্চাত্য জাতি॥
কিন্তু প্রকৃতির, সুশাসনগুণে
সেই আর্য্যপ্রকৃতিতে।
বিবিধ সদ্গুণ, হল প্রস্ফুটিত
ব্রহ্মের করুণা হতে॥
হলেন তাঁহারা, শ্রমশীল অতি
স্বকর্ত্তব্যপরায়ণ।
আত্মোন্নতি তরে, বিজ্ঞানচর্চ্চায়
দিলেন সতত মন॥
সাম্য স্বাধীনতা, জ্ঞান তেজস্বীতা
বাড়িল তাদের প্রাণে।
জীবিকার তরে, বাণিজ্য প্রসার
হয় সেই পুণ্য ধামে॥

---

* স্বভাব (character)

ভারতীয় আর্য্য, কোমল প্রকৃতি
সতী সাধ্বী নারী প্রায়।
পশ্চিমের আর্য্য, কঠোর প্রকৃতি
পুরুষ যেন ধরায় ॥
গঙ্গা যমুনার, মতন ইহারা
দুইটি সভ্যতা স্রোত।
জগত মাঝারে, করিলা বিস্তার
ব্রহ্ম কৃপাতে সতত ॥
নবীন বিধানে, প্রয়াগ সঙ্গমে
মিলেছে এখন দুয়ে।
কি শোভা এখন, ধরেছে ভারত
ভাই ভগ্নী কোলে লয়ে ॥
রসিক ভক্ত, দেখনা চাহিয়া
ভারতে কি লীলা হয়।
ভারতে য়ুরোপে, হল সম্মিলন
পৃথিবীর ভাগ্যোদয় ॥
মনের কপাট, খুলে দাও হরি
দেখাও সে মহালীলা।
দেখিতে দেখিতে, তোমার আনন্দে
গলুক এ প্রাণ শিলা ॥
এই ভিক্ষা করি, ওপদ পঙ্কজে
করে দাস নমস্কার।
দেখ যেন হরি, তোমার বিধানে
রহে দাস অনিবার ॥
প্রথমে য়ুরোপ ভূমে পুণ্য গ্রীস দেশ।
সভ্যতা মুকুট শিরে ধরে চারু বেশ ॥
দক্ষিণেতে অবস্থিত, অতি ক্ষুদ্র স্থান।
কত হরি কল্পাগুণে গঠন প্রধান ॥
সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি কাব্য সুধাময়।
বীরত্ব আদি গুণ সমুদয় ॥
সে দেশের জনগণে করে সুশোভিত।
তাহাদের যশ কীর্ত্তি ব্যাপিল জগত ॥

জগতে আদিম সভ্য ভারত ভুবন। *
তার পর পারস্ত কার্থেজ বাবিলন ॥
অতঃপর গ্রীসদেশ তারপর রোম।
সুপ্রাচীন সভ্যতার এই অনুক্রম ॥
একেশ্বর বাদী যত ইহুদি সকল।
তারাও সুসভ্য ছিল অবনী মণ্ডল ॥
প্রাচীর বেষ্টিত চীনদেশের মতন।
আত্মবদ্ধ ছিল সেই সভ্যতা রতন ॥
কিন্তু তাহা হতে জাত ইস্লাম খ্রীষ্টান।
বিশ্বব্যাপী সভ্যতার করে অনুষ্ঠান ॥
সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী গ্রীক নরনারী।
শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুলন, জ্ঞানের ভিখারী ॥
লিওনিডাস্ দেখালেন বীরত্ব কেমন। †
আলেকজাণ্ডার যাঁর কীর্ত্তি অতুলন ॥
স্পার্টা বাসী জনগণ বীরত্বের তরে।
আছিল বিখ্যাত সদা, জগত ভিতরে ॥

* ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রথমে সভ্যতার উচ্চমঞ্চে অধিরোহণ করেন অনেক পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের এই মত। তৎপর পারস্ত, আফ্রিকাদেশান্তর্গত কার্থেজ, ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোমদেশ সভ্যতা লাভ করেন। ইহুদী জাতি বহুদিনের সভ্য বটে কিন্তু তাঁহারা একেশ্বরবাদ অঙ্কুর রাখিতে গিয়া ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সভ্যতা অন্যত্র বিশেষ বিস্তৃত হয় নাই। তবে ইহুদী জাতি হইতে খ্রীষ্টান ও মুসলমান জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সব সভ্যতা জগতে প্রচার করিয়াছেন।

† Leonidas ইনি স্পার্টার রাজা ও বিখ্যাত স্বদেশ প্রেমিক মহাবীর ছিলেন। যখন পারস্যের রাজা জারেকসেস (Zerxes) গ্রীসদেশ অসংখ্য সৈন্য সহ আক্রমণ করেন তখন (খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে) কেবল মাত্র সাত সহস্র সৈন্য লইয়া থার্ম্মোপলীতে মহারণ করেন।

শিশুকাল হতে যাহে সন্তান সকল।
হয় সুস্থ পুর্ণ অঙ্গ পবিত্র সবল॥
এই হেতু কত তারা করিত যতন।
তাঁহাদের যশোরাশি ভাতিল ভুবন॥
এথেনস নগর সদা জ্ঞানের কারণ।
বারাণসীধাম প্রায় করিত বর্ত্তন॥
মহা কবি হোমারের কাব্য প্রতিভায়।
উজলিত ধরাধাম অতুল ছটায়॥
ভারতের আদিকবি বাল্মীকি যেমন।
ইউরোপে আদিকবি হোমার তেমন॥
এই দেশে সক্রেটিশ আত্মজ্ঞান মণি।
বিতরিয়া সমুজ্জ্বল করিল ধরণী॥
গ্রীসের সাহিত্য ভাষা অতি অনুপম।
এথাকার রাজনীতি বিখ্যাত ভুবন॥
গ্রীস হতে রোমরাজ্যে সভ্যতার জ্যোতি।
প্রবেশিয়া লাভ করে অতুল শকতি॥
ফলদান করি যথা ওষধি নিচয়।
আপনিই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়॥
সেইরূপ রোমরাজ্য অভ্যুত্থান পরে।
মিশে গেল গ্রীস যেন রোমের শরীরে॥
ক্ষুদ্র বীজ হতে যথা অশ্বত্থ বিশাল।
চমকিত করে সবে প্রসারিয়া ডাল॥
বৃক্ষের প্রকাণ্ড বাহু দীর্ঘ কলেবর।
কত জীবে ছায়াশান্তি দেয় নিরন্তর॥
সেইরূপ রোম নামে ক্ষুদ্র গ্রাম হতে।
অদ্ভুত সভ্যতা তরু জন্মিল জগতে॥
পৃথিবীর তিন খণ্ডে, বাহু প্রসারিল।
ছায়া ফল দানে সবে তুষিতে লাগিল॥
বৃক্ষের অদ্ভুত কীর্ত্তি রোমীয় সভ্যতা।
রোমরাজ্য পশ্চিমেতে সভ্যতার পিতা॥
রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র শাসনের নীতি।
রোমেতে উন্নতি প্রাপ্ত হইলেক অতি॥
সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রী সকল বিষয়ে।
রোমাণেরা সুবিখ্যাত হল সে সময়ে॥
কত জ্ঞানী সুপণ্ডিত, বীর চূড়ামণি।
কত সাধু মহাজন ভকত নৃমণি॥
জনমিয়া রোম দেশ করে সমুজ্জ্বল।
ভাবিলে প্রফুল্ল হয় হৃদয় কমল॥
ভার্জিল হোরেশ আদি মহাকবিগণ।
রোমের পবিত্র বক্ষ করে সুশোভন॥
মারকাস অরেলিয়াস জুলিয়া সিজার।
বীরত্ব ধীরত্বে জ্ঞানে বিখ্যাত সংসার॥
সভ্যতার অনুকূল রাজবিধিচয়।
ন্যায় বিচারের ভিত্তি বিচার আলয়॥
সকল বিষয়ে রোম হইল প্রধান।
পৃথিবী রোমের যশ করে সদা গান॥
ধনরত্ন সভ্যতায় প্রভুত্ব বিস্তারে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হল রোম সকল ভুবনে॥
কিন্তু সৌভাগ্যের শত্রু পাপ অহঙ্কার।
ধীরে ধীরে রোমাণেরে করে অধিকার॥
অভিজ্ঞতা উপজয় অহঙ্কার সনে।
ক্রমে বিলাসিতা ব্যাপ্ত হয় দিনে দিনে॥
উচ্চজাতি নিম্নজাতি প্রভু আর দাস।
এ হেন বৈষম্য আসি হল পরকাশ॥
পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বৃথা আড়ম্বর।
দুরাচার ব্যভিচার পাপের আকর॥
কালকীট প্রায় পশি রোমাণের মনে।
পতনের সূত্রপাত করে দিনে দিনে॥
হেন কালে শ্রীহরির পবিত্র বিধানে।
জনমিলা যিশুখৃষ্ট এসিয়া ভুবনে॥
রোমাণের জয়ধ্বজা ইজরাল দেশে।
উড়ি সভ্যতার যশ অবিরত ঘোষে॥
রোমাণের অধীন অসভ্য দেশ যত।
নিষ্ঠুরে রক্ত তারা আহূয়ে নিরত॥

গ্রীক ভাষা সর্ব্বদেশে রহে প্রচলিত।
বাণিজ্যে সাম্রাজ্যে সব একত্র গ্রথিত ॥ *
পুত্রত্বের বিধানের তত্ত্ব সুধাময়।
সর্ব্বস্থানে প্রচারিতে হরিলীলাময় ॥
রোমরাজ্যে করিলেন উদয় তাঁহার।
ভাবিলে হৃদয়ে হয় আনন্দ অপার ॥
প্রথমতঃ ইটালীতে পরে নানা দেশে।
উড়িল বিধান ধ্বজা ব্রহ্মের আদেশে ॥
ক্রমে ইউরোপ ভূমি খৃষ্ট পদতলে।
আসিল আশ্চর্য্যভাবে ব্রহ্মের কৌশলে ॥
শুনিলে সে মহালীলা বিশ্বাস আশায়।
পরিপূর্ণ হয় প্রাণ ব্রহ্মের কৃপায় ॥
বিধানের জয় হবে বিশ্বাসী নিচয়।
বাড়িবে জগত মাঝে, হবে পরাজয় ॥
খৃষ্টধর্ম বিস্তারের ইতিহাস পড়ে।
এ বিশ্বাস ভক্তের বাড়য়ে অন্তরে ॥
দূর হয় নিরাশার ঘোর অন্ধকার।
উৎসাহেতে পূর্ণ হয় হৃদয় আগার ॥
হৃদয় সবল হয়, হরিপ্রেম-রসে।
মজে যায় প্রাণ মন ব্রহ্মের আদেশে ॥
তাই দয়াময় হরি করুণা করিয়া।
শুনাও সে ইতিহাস মজুক এ হিয়া ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্ত মনে ॥

খৃষ্টধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

পরম বিশ্বাসী ঈশা ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী।
প্রচারিলা শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান মহামণি ॥

* যখন মহর্ষি ঈশা জন্মগ্রহণ করেন তখন তাবৎ দেশ রোমরাজ্যের একাধীন ছিল এবং গ্রীক ভাষা রোমরাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সুতরাং সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য উভয় প্রকার সভ্য জগতে সত্য প্রচার অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল।

"এক ব্রহ্মে পূজা কর সত্য আর ভাবে।
প্রার্থনা করহ নিত্য জীবনবল্লভে ॥
সর্ব্ব মন শক্তিসহ প্রীতি কর তাঁরে।
আত্মবৎ প্রেম কর মানব নিকরে ॥
আমারে যে প্রভু প্রভু বলয়ে নিয়ত।
জানিও সে স্বর্গে কভু যাবেনা নিশ্চিত ॥
কিন্তু যে পিতার ইচ্ছা করিবে পালন।
করিবেক সেই জন স্বরগে গমন ॥
ব্রহ্মের প্রেরিত আমি ব্রহ্মের সন্তান।
এসেছি করিতে আমি তারে মহীয়ান্ ॥
মোর কিছু শক্তি নাই, আমি ব্রহ্ম হতে।
সব শক্তি লাভ করি নিয়ত জগতে ॥
একমাত্র সৎ তিনি আমি কিছু নই।
তাঁহারি শক্তিতে আমি তাঁরি কথা কই ॥
প্রাচীন বিধান আর ধর্ম্মবক্তাগণে।
বিনাশিতে আসি নাই আমি এ ভুবনে ॥
কিন্তু তা সবারে পূর্ণ করিবার তরে।
প্রেরিত হয়েছি আমি জানিও এ ভবে ॥
অনুতাপ স্বর্গরাজ্য প্রবেশের দ্বার।
ভক্তি বিশ্বাস দুই মহাধন সার ॥"
এইরূপ উপদেশ করি শিষ্যগণে।
ক্রুশে প্রাণ দিলা গেলা শান্তি-নিকেতনে ॥
প্রয়াণের কালে তিনি প্রিয় শিষ্যচয়ে।
শোকাকুল হেরি কন প্রেমার্দ্র হৃদয়ে।
"আমি গেলে পবিত্রাত্মা তোমাদের ভার।
লইয়া সুপথ দেখাবেন অনিবার ॥"
ব্রহ্ম পুত্র ঈশাঋষি করিলে গমন।
শোকাকুল শিষ্যগণ শ্রীহরিচরণ ॥
ব্যাকুল হৃদয়ে সদা করেন আশ্রয়।
ক্রমে তাঁরা শক্তি জ্ঞান লভে অতিশয় ॥
ক্রমেতে বিশ্বাসী দল বাড়িতে লাগিল।
তা দেখিয়া অবিশ্বাসী চমকি উঠিল ॥

এসিয়ার নানা স্থানে খৃষ্ট শিষ্যগণ।
প্রাণপণে নবধর্ম্ম করেন পালন॥
আদিম মণ্ডলী মাঝে আসিত যে জন।
ছিল না তাহার তরে কোন প্রলোভন॥
সর্ব্বস্ব বিক্রয় করি মণ্ডলীর করে।
সমর্পিত যে সকল আহা চিরতরে॥
আপন বলিতে কিছু ছিল না কাহার।
লইত মণ্ডলী আহা সবাকার ভার॥
সাধারণ তহবিল হতে সবাকার।
হইত অভাব পূর্ণ, কিবা চমৎকার॥
সকলে দরিদ্র ভাবে করিত বসতি।
করিতেন দীন দুঃখী জনে কত প্রীতি॥
কেহ যদি অপরাধ করয়ে কখন।
হইত তাহার প্রতি কঠিন শাসন॥
পরিত্রাণ লাভ তরে, বিশ্বাস লইয়া।
আসিত মণ্ডলী মাঝে আনন্দে মাতিয়া॥
অপূর্ব্ব নূতন বিধি তার আকর্ষণে।
দলে দলে পশে লোক, ব্রহ্ম কৃপাগুণে॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী, হইয়া মিলিত।
তটিনীতে পরিণত হয় দে যেমত॥
সেইরূপ বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশলে।
সুবৃহৎ হয় ক্ষুদ্র মণ্ডলী ভূতলে॥
বিশ্বাসীর বৃদ্ধি দেখি ইহুদী নিচয়।
হিংসা দ্বেষে একেবারে প্রজ্বলিত হয়॥
নানা মতে বিশ্বাসীরে করে নির্য্যাতন।
নীরবে তাহারা করে যাতনা বহন॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে পল মহাশয়।
লইলেন বিধানের বিশেষ আশ্রয়॥
এদিকে রোমীয় নৃপ নব সম্প্রদায়ে।
দেখেন সতত আহা সন্দিগ্ধ হৃদয়ে॥
জুপিটার মার কিম্বা ডায়েনার পূজা।
করিত সতত সেই রোমদেশী প্রজা॥
রাজগণে করে ভক্তি ঈশ্বরের প্রায়।
ভাবে খৃষ্ট ভক্তগণে বিদ্রোহী ধরায়॥
একারণে খৃষ্টানের উপর সতত।
অত্যাচার উৎপীড়ন হয় আহা কত॥
মহামতি সাধু পল রোমদেশে গিয়া।
প্রচার করেন ধর্ম্ম বিশ্বাসে মাতিয়া॥
অবশেষে অবিচারে হইয়া নিধন।
ধর্ম্মের বিজয় ভেরী করিলা বাদন॥
অত্যাচারী নরপতি নিরোর সময়ে। *
অসীম যন্ত্রণা সহে খৃষ্টশিষ্যচয়ে॥
জ্বালাইয়া হুতাসন রোমের নগরে।
বাঁশী বাজাইয়া দুষ্ট কুআমোদ করে॥
অবশেষে নিজ পাপ ঢাকিবার তরে।
দোষী করে অনর্থক খৃষ্টানে নিকরে॥
নির্দ্দোষ খৃষ্টানগণে, কুকুরের মত।
হত্যা করে দুরাচার রোমে অবিরত॥
কাহারে দগধ করে জ্বলন্ত আগুনে।
কারো শিরচ্ছেদ করে দুঃখ দিয়া প্রাণে॥
বিশ্বাসী পিটার সাধু শিরছিন্ন হয়ে।
রক্ত দিয়া ধর্ম্মজয় ঘোষিলা নির্ভয়ে॥
পলিকার্প নামে এক বিশ্বাসী খৃষ্টান।
ধর্ম্মতরে সঁপিলেন আপনার প্রাণ॥
স্মিরনার মণ্ডলীর বিসপের পদে।
প্রতিষ্ঠিত ছিল ভক্ত ব্রহ্মের কৃপাতে॥
খৃষ্টানের প্রতি ঘরে অত্যাচার হয়।
পল্লিগ্রামে পলাইলা ভক্ত মহাশয়॥
দুইজন ক্রীতদাস উৎকোচ লইয়া।
ধৃত করি দিলা ভক্তে পাপেতে মজিয়া॥

* Nero একজন ভয়ানক অত্যাচারী রোম সম্রাট ছিলেন। ইনি ৩৭ খীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত সিনেকা ইহার শিক্ষক ছিলেন। ইনি খৃষ্টান দিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেন।

ধৃত হয়ে বলিলেন ভক্ত সদাশয়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন এতে পূর্ণ হয়॥
শুনিলেন বন্ধুবাণী "হও দৃঢ় ব্রত।"
বিশ্বাসের বর্ম্মে তিনি হলেন আবৃত॥
রাজগণ বলিলেন, সম্রাট পূজন।
করহ তাহারে প্রভু বলি সম্বোধন॥
পূজা কর দেব দেবী ত্যজ খৃষ্টপ্রীতি।
নাস্তিকতা পরিহর ওরে অসম্মতি॥
অশীতির পর বৃদ্ধ ভকত প্রবর।
ছিয়াশী বৎসর সেবা করেছি তাঁহার॥
তিনি কভু অপকার করেননি আমার।
কেমনে তাঁহারে আমি করি পরিহার?
* প্রি-কনসাল বলিলেন শাপদের মধ্যে।
ফেলে দাও এ পাপীরে, যাক এবে বধে॥
বলিলেন পলিকার্প, ঈশ্বর জীবন।
বস্তুগীর শেষ হয় মঙ্গল এখন॥
পুনরায় বলে তাঁরে, পোড়াব তোমারে।
ভক্ত বলে ভয় নাহি করিনে অগ্নিরে॥
যে অনল চিরদিন প্রজ্বলিত হয়।
সে কেমন অগ্নি কিহে জান মহাশয়?
কোন ভয়ে ভীত হবে কিছুতে ভকত।
ত্যজিল না ধর্ম্ম বলে হলে দৃঢ়ব্রত॥
তখন সে প্রিকনসল, শিরচ্ছেদ তার।
করিয়া ভক্তের প্রাণ করিল সংহার॥
ধন্য তুমি পলিকার্প, দেখালে ভুবনে।
ধর্ম্মের গৌরব কত, জীবনে মরণে॥
ঈশার প্রকৃত শিষ্য তুমি ভক্তবর।
তুমি সাধু তুমি ধন্য তুমি হে অমর॥
তব পদ চিহ্ন যেন করিয়া ধারণ।
ধর্ম্মপথে চিরদিন করি বিচরণ।
অগ্নি কিম্বা ক্রুশাঘাত, পরীক্ষা বিপদ।
কিছুতে না ত্যজি যেন শ্রীহরির পদ॥
ধর্ম্মার্থে নিহত যাঁরা তাঁরা শ্রেষ্ঠ বীর।
তাঁদের শোণিতে মুক্তি হয় পৃথিবীর॥
এ হেন ভকতজনে করিতে ভকতি।
শিক্ষা দাও এ দাসেরে ওহে দিনপতি॥
অটল বিশ্বাসে যেন বাঁধিবা হৃদয়।
লাভ করি দয়াময় তব পদাশ্রয়॥
বিপদে সম্পদে যেন তব মুখপানে।
চেয়ে থাকি প্রেমময় ব্যাকুল নয়নে॥
বিশ্বাসের ভূমি হতে যেন এ চরণ।
সংসারে স্খলিত প্রভু না হয় কখন॥
নববিধানের ধ্বজা করিয়া ধারণ।
থাকি যেন চিরদিন ওহে প্রাণধন॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্ত মনে॥

খ্রীষ্টধর্ম্মের বিস্তৃতি ও বিকৃতি এবং সংস্কারের আবশ্যকতা।

বিশাল বৃক্ষ যেমন, সহি ভীম প্রভঞ্জন
বাড়ে নিত্য প্রসারয় বাহু অগণন।
যেমনি খ্রীষ্ট বিধান, ক্রমে ব্যাপে সব স্থান
অধিকার করে আশা মানবের মন॥
কিন্তু ইহুদি সকল, এক ব্রহ্মবাদী দল
রোমাণেরা পৌত্তলিক মূরতি পূজক।
ত্যজিয়া জনম স্থান, য়ুরোপে যবে খ্রীষ্টান
সমুদিল দোষ তাহে পশিল অনেক॥
রোমের অনুকরণে, পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে
অনুরক্ত হয় যত খ্রীষ্ট শিষ্যগণ।
ত্যজি শুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞান, খ্রীষ্টের পুণ্যবিধান
বিশুদ্ধেই ব্রহ্ম বলি করয়ে পূজন॥

---

* Preconsul (রোমের শাসনকর্ত্তা)

যাঁহার জননী মেরী, তাঁরে দিবা বিভাবরি
মূর্ত্তি গড়ি পূজা করে খ্রীষ্টান সকল।
এইরূপে ধীরে ধীরে, মণ্ডলীর অন্তরে
পশিল দারুণ বিষ হায়! অবিরল॥
রোম নৃপ কনষ্টাইন, হইলেন খ্রীষ্টিয়ান
আবল্দিত করি যত বিশ্বাসী হৃদয়।
বিপুল উৎসাহ ভরে, ব্যাপে দিগ্‌দিগন্তরে
সুবিশাল নবধর্ম্ম নৃপ সদাশয়॥
রাজ ধর্ম্ম হলে পরে, বিপরীত ভাবধরে
সুবিনীত খ্রীষ্টবাদী মানব নিচয়।
যেন প্রায় ছিল যারা, ব্যাঘ্রমুর্ত্তি ধরে তারা
পূর্ব্বধর্ম্মিগণেদের দুঃখ অতিশয়।
ঈর্ষা জিগিষায় মাতি, অত্যাচার করে অতি
বল করি আনে সবে খ্রীষ্টিয় ধরমে।
খৃষ্টের পবিত্র প্রীতি, সত্যের বিমল ভাতি
নিভেগিয়ে পশুভাব বাড়ে ক্রমেক্রমে॥
রোমের বিসপ যিনি, পোপনাম ধরি তিনি
খ্রীষ্টের আসন হায় করে অধিকার।
বিবিধ বিকৃত মত, প্রচারয় অবিরত
সেমত বিরোধী জনে করে অত্যাচার॥
পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা, তিন ব্রহ্ম এক আত্মা
এমত প্রবল হয় নিছির নগরে॥ *
ব্রহ্মবাদী এরিয়াসে, অত্যাচার করি শেষে
নির্ব্বাসিয়া ফেলে দেয় দুঃখের সাগরে॥

ক্রমে খ্রীষ্টানে খ্রীষ্টানে, অত্যাচার দিনেদিনে
বাড়িতে লাগিল সদা, দ্বাবানল প্রায়।
ক্রশানল ভরবারে, জীবন ভেয়াগ করে
কত শত নরনারী হায় হায় হায়॥
বিবেকের স্বাধীনতা, ধরমের পবিত্রতা
ক্রমে যেন অন্তর্দ্ধান হল ইউরোপে।
সুধু পুরোহিতগণ, করে শাস্ত্র অধ্যয়ন
শাস্ত্র পাঠে বঞ্চিত থাকয়ে অন্য সবে॥
অনুতাপ অশ্রুজলে, নীতি ধর্ম্ম পুণ্য বলে
পাপ ক্ষমা না পাইবে মানব কখন।
যদি সে পোপের দ্বারে, না দাঁড়ায় সকাতরে
নাহি করে অর্থহীন ক্রিয়া অনুষ্ঠান॥
খ্রীষ্টের বিশুদ্ধ নীতি, বিমল স্বর্গীয় প্রীতি
অটল বিশ্বাস আর পুণ্য আচরণ।
সকলি হইল দূর, হেরিল পাপ প্রচুর
এদশা হেরিয়া ভক্ত করেন রোদন॥
কিন্তু দয়াময় হরি, জীবের দুর্গতি হেরি
এ জগতে কোন দিন উদাসীন নন॥
তাই যুগে যুগে তিনি, ভক্তরূপ দিনমণি
বিনাশিতে অন্ধকার করেন প্রেরণ॥
খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সংস্কার, করিবারে বিধাধার
লুথারাদি ভক্তগণে, আনিলা ভুবনে।
বহ্নিঘাতে গিরিশৃঙ্গ, অনায়াসে হয় ভঙ্গ
সেইরূপ শ্রীহরির পুণ্য কৃপাগুণে।
অন্ধকার হল নাশ, হইল জ্ঞান প্রকাশ
নবযুগে নব সূর্য্য হইল উদয়।
ঈশ্বরের কৃপাগুণে, পুণ্য ইউরোপ ভূমে
নব সভ্যতার হল, নব অভ্যুদয়॥
তোমার সে লীলাগাথা, শুনাও হে বিশ্বপিতা
কর তুমি ভারতের পাপতাপ দূর।
এ পাপীর মোহপাশ, ছিন্ন কর শ্রীনিবাস
আশীর্ব্বাদ কর দাসে, দয়াল ঠাকুর॥

* Nice এই নগর ইটালীদেশে ছিল। এই স্থানে (Council of Nice) একটী মহাসভা হইয়া মহা জমাজক ত্রিত্ববাদ বিধিবদ্ধ হয়। Athanasias এথানাসিয়াস এই মতের প্রবর্ত্তক। এবং মহাত্মা এরিয়াস (Arius) ইহার প্রতিবাদ করেন এবং তজ্জন্য নির্ব্বাসিত ও অত্যাচারিত হন এই সভা ৩২৫ খৃষ্টাব্দে হয় ঈশ্বরের বিচিত্রবিধানে এই নগর একেশ্বরবাদী মুসলমানদের হস্তগত হয়।

মহাত্মা লুথারের সংক্ষিপ্ত জীবন ও বিবেকের বিধান।

ব্রহ্মের করুণাগুণে, পবিত্র জর্ম্মন ভূমে *
জন্মিলেন লুথার সুমতি।
জনক জননী দ্বয়, পূণ্যবান সদাশয়
দরিদ্র কৃষক শুদ্ধমতি ॥
লুথার ভূমিষ্ঠ হলে, জনক প্রেমেতে গলে
করিলা প্রার্থনা প্রেমভরে :
ওহে হরি প্রেমময়, যেন মম এ তনয়
হয় সদা ধার্ম্মিক সংসারে ॥
সত্যের পবিত্র জ্ঞান, প্রচারিয়া ভগবান
তব কীর্ত্তি ঘোষে যেন সুত।
সরল ব্যাকুলান্তরে যে জন প্রার্থনা করে
হরি বাঞ্ছা পূরাণ নিয়ত ॥
উপযুক্ত বয়ঃক্রমে, জনক তনয়ে প্রেমে
পাঠাইলা শিক্ষার কারণ।
লুথার যতন ভরে, বহুতর কষ্ট করে
বিদ্যাধন করেন অর্জ্জন ॥
শিক্ষকের অত্যাচার, সহিলেন অনিবার
পথে পথে করিয়া সঙ্গীত।
করি ভিক্ষা নানামত, আপনার ব্যয় যত
অতি কষ্টে করে নির্ব্বাহিত ॥
বিদ্যা শিখি সুপণ্ডিত উপাধিতে বিভূষিত
হইলেন ধার্ম্মিক লুথার।
ভাবিলেন পিতা মনে, পুত্র ধন উপার্জ্জিনে
দুঃখ দূর করিবে তাঁহার ॥

মানবের ইচ্ছাপরে, ইচ্ছা আছে এসংসারে
সেই ইচ্ছা সদা পূর্ণ হয়।
ব্রহ্ম ইচ্ছা নাহি হলে, কভু কি ধরণীতলে
কার কিহে হয় ভাগ্যোদয় ?
মনুষ্য বাসনা করে, বিধাতা বিধান করে
এই তত্ত্ব জানি ভক্ত মনে।
আপন বাসনা যত, বলি দেন অবিরত
শ্রীহরির পবিত্র চরণে ॥
বিশেষ বিধি পালনে, যাঁহারে হরি ভুবনে
করেছেন প্রেমেতে প্রেরণ।
ভবের মলিন সুখে, কে তারে ভুলায়ে রাখে
সে যে ব্রহ্ম চিহ্নিত জীবন ॥
পিতৃ দরশন করি, বন্ধুসহ আসে ফিরি
হেন কালে উঠিল তুফান।
গগনে মেঘেরমাঝে, ঘোর সৌদামিনী হাসে
বজ্র করে সব কম্পমান ॥
হঠাৎ অশনিপাতে, অদ্ভুত ভীষণাঘাতে
প্রিয়বন্ধু হারাল জীবন।
পৃথিবীর আশা যত, নিমেষে হইল গত
চমকিত হল প্রাণ মন ॥
উন্মাদিনী প্রকৃতির, ভয়েতে হয়ে অস্থির
ভাবিল লুথার মনে মনে।
আজি এই নিরজনে, ঘোর অশনি পতনে
রক্ষা আর না পায় জীবনে ॥
এত ভাবি করযোড়ে, জানুপাতি সকাতরে
নিবেদিল শ্রীহরি চরণে।
ওহে হরি দয়াময়, দাসেরে হয়ে সদয়
রক্ষা যদি কর দুরাদনে ॥
তবে এ জীবন মন, তোমারেই সমর্পণ
করিব হে জীবন বৎসল।
তোমার সেবার লাগি, হইব হে অনুরাগি
ত্যজি যত পাপ কোলাহল ॥

---

* ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর স্যাক্সনির অন্তর্গত ইস্‌লিবেন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জানসলুথার খনির কার্য্য করিতেন। তাঁহার মাতা গ্রেথা লিণ্ডম্যান সতীসাধ্বী ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন।

আর্ত্তের প্রার্থনা হরি, শুনিলা করুণা করি
সুকৌশলে লুথারের মন।
সামান্য বিষয় হতে, লয়ে পুণ্য কোকনদে
মজাইলা জন্মের মতন ॥
ধন্য হে কৃপানিধান, এই ভাবে ভক্তপ্রাণ
যুগে যুগে লও চুরি করি।
কবে হে আমার মন, ওভাবে তব শরণ
লবে বল দয়াময় হরি ॥
পেলেম আদেশ কত, তবুতো বিষয়ে রত
রহিয়াছি ওহে প্রেমময়!
বিষয়ের পঙ্ক থেকে, উদ্ধার কর পাপীকে
এই ভিক্ষা করি দয়াময় ॥

মহাত্মা লুথারের সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন, সাধন, তত্ত্বলাভ এবং প্রচার।

ঈশ্বর-আদেশে ভক্ত ভয়ে ভীতমনে।
সমর্পিলা প্রাণ মন ব্রহ্মের চরণে ॥
সন্ন্যাস ধরমে তিনি হইয়া দীক্ষিত।
আশ্রমে * প্রবিষ্ট ভক্ত হলেন ত্বরিত ॥
খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ।
সাধন ভজনে তিনি নিয়োজিলা মন ॥
জনকের প্রাণে করি দুঃখশেল দান।
বিধাতার কার্য্যে ভক্ত সমর্পিলা প্রাণ ॥
মঠের মহান্তগণ, লুথারের তরে।
নীচকার্য্য সম্পাদন ব্যবস্থান করে ॥
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ভকত লুথার।
সম্মার্জ্জনী লয়ে করে গৃহপরিষ্কার ॥
দুই বর্ষ কাল তিনি হেন কার্য্য করে।
হেরিয় সন্তুষ্ট সবে তাহার উপরে ॥
ব্রত নিষ্ঠা দৃঢ়তার দেখিয়া প্রমাণ।
সন্ন্যাসী শ্রেণীতে ভুক্ত হন মতিমান ॥
সন্ন্যাসের পরে তিনি কঠোর সাধন।
করিতে লাগিলা আহা করি প্রাণপণ ॥
উপবাস সহকারে প্রার্থনা নিরত।
ঈশ্বরের ধ্যানে করে বিশ্বাসী ভকত ॥
পাপবোধ তাঁর প্রাণে হইল জাগ্রত।
"আমি পাপী নরাধম" এজ্ঞান সতত ॥
হৃদয়ের অন্তস্থল করিত দহন।
করেন তপস্যা ঘোর তাহার কারণ ॥
কেশজাত অঙ্গরাখ পরিতেন গায়।
কশাঘাতে নিজ দেহ প্রহারে সদায় ॥
লোকে তাঁরে সাধু বলে করিত বাখান।
কিন্তু তিনি কিছুতেই শান্তি নাহি পান ॥
যাতনায় প্রাণ তাঁর হইত বিকল।
দুঃখ নিরাশায় দেহ হইল দুর্ব্বল ॥
কিছুতেই প্রাণে শান্তি না পান লুথার।
জীবনে ধিক্কার তিনি দেন অনিবার ॥
ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য আর ন্যায়ের শাসন।
নিজ অপরাধ আর পাপ অগণন ॥
স্মরণ করিয়া নিত্য লুথারের প্রাণ।
ভয় নিরাশায় হ'ত সদা মুহ্যমান ॥
ষ্টাওপিজ * নামে এক ধার্ম্মিক সুজন।
ধর্ম্মশালা দেখিবারে আসেন তখন ॥
লুথারের ভাব দেখি বলিলেন তিনি।
তোমা হেন এজীবনে কতবার আমি ॥

---

* খ্রীষ্টধর্ম্ম এখন চারিটী প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত; রোমান কাথলিক, গ্রীকচার্চ্চ, প্রটেষ্টান্ট এবং ইউনিটেরিয়ান অর্থাৎ একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান। মহাত্মা লুথার রোমান কাথলিক ছিলেন।

* Staupitz ইনি এক ধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজক ও লুথারের হিতকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

করেছি প্রতিজ্ঞা, পাপ করিব না আর।
কিন্তু কিছু ফল তাহে হয়নি আমার॥
নিজ বলে কিম্বা আত্ম-সাধন-ভজনে।
হৃদয়ের গূঢ় পাপ যায়না কখনে॥
মানবের সাধ্য নহে পাপ দূর করে।
ঈশ্বরের কৃপা মাত্র সম্বল সংসারে॥
এরূপে সান্ত্বনা দান করিয়া লুথারে।
বাইবেল একখণ্ড দিলেন তাঁহারে॥
ধর্ম্মের অপূর্ব্ব খনি, স্বর্গীয় রতন।
বাইবেল আদৃত সদা বেদের মতন॥
ক্ষুধাতুর জন প্রায় লুথার সুব্রত।
বাইবেল পাঠে এবে হলেন নিরত॥
জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থ হল প্রিয় তাঁর।
পাইলেন শান্তি জ্ঞান তাহে অনিবার॥
দুই বর্ষ মঠে বাস করিয়া ভকত:
যাজকের পদে এবে হলেন বরিত॥
মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠিত নানা বিদ্যালয়ে।
শিক্ষাদান করে ভক্ত সানন্দ হৃদয়ে॥
ষ্টপিজের অনুরোধে ধর্ম্ম উপদেশ।
মন্দিরে দিতেন তিনি করিয়া বিশেষ॥
তাঁর উপদেশ শুনি উপাসকগণ।
আনন্দ-সাগরে সদা হতেন মগন॥
ইউরোপ মাঝে রোম মহান নগর
পোপের বসতি স্থান, পরম সুন্দর।
ভারতের কাশীপ্রায়, খৃষ্টনারা নর
রোমেরে পবিত্র জ্ঞান করে নিরন্তর॥
হেন রোম হেরিবারে লুথারের মন।
স্বভাবতঃ ব্যাকুলিত রহে অনুক্ষণ।
মণ্ডলীর গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে।
প্রেরিত হলেন ভক্ত রোম নিকেতনে *॥

বহুকষ্টে ভক্তবর পবিত্র নগরে।
উপনীত হইলেন সানন্দ অন্তরে॥
হয়ে অবনতজানু, বলিলা তখন।
"প্রণমি তোমারে রোম" আমি অনুক্ষণ॥
কিন্তু রোমে গিয়া দেখে ভকত লুথার।
ব্যভিচার স্বেচ্ছাচার ঘোর অনাচার॥
কপটতা অশুদ্ধতা আদি পাপচয়।
ধর্ম্মভূমি কলঙ্কিত করে অতিশয়॥
ধর্ম্মাচার্য্য পোপ আর যাজক সকল।
অনেকেই ধর্ম্মভ্রষ্ট বিলাসী চপল॥
রোমের এহেন দশা হেরিয়া লুথার।
তার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হলেন এবার॥
দেশে প্রত্যাগত হলে ষ্টপিজ তাঁহারে।
ধর্ম্মাচার্য্য * এ উপাধি দিল প্রেমভরে॥
উপাধিভূষিত হয়ে ব্যাকুলহৃদয়ে।
করেন প্রচার ধর্ম্ম সকল সময়ে॥
একবার উটেনবার্গে † মহামারী হল।
স্থান ত্যজি বহু লোক পলাইয়া গেল॥
বন্ধুগণ লুথারেরে বলিলা তখন।
স্থানান্তরে কর তুমি শীঘ্র পলায়ন॥
কিন্তু বলিলেন ভক্ত কর্ত্তব্য সাধনে।
থাকিব হেথায় আমি জীবনে মরণে॥
শ্রীহরির করুণায় বিশ্বাসী লুথার।
নিরাপদে স্বকর্ত্তব্য পালে অনিবার॥
ঈশ্বরের কৃপাগুণে ভকত-অন্তরে।
ক্রমে শুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতি সতত সঞ্চারে॥
ক্রিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান কৃচ্ছ্র ব্রত চয়।
কিছুতেই পরিত্রাণ লভিবারে নয়॥

* ১৫১০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা লুথার রোমে গমন করেন।

* Doctor of Divinity অতি উচ্চ উপাধি। লুথার একণে এই উচ্চ উপাধি ত্যাগ করিলেন।

† Wittenberg.

"ন্যায়বান্ ব্যক্তি যত বিশ্বাসে জীবন।
করিবে এ ধরা মাঝে সতত যাপন * ॥"
এই তত্ত্ব ভক্তচিত্তে হল প্রকাশিত।
তাহে ভ্রান্তি অজ্ঞানতা হল অপগত ॥
নানা ঘটনার যোগে আপনি ঈশ্বর।
ভক্তহৃদে জ্ঞানালোক দেন নিরন্তর ॥
জ্ঞান-অস্ত্র লয়ে তিনি মহাবীর প্রায়।
মহারণে আগুয়ান হলেন ধরায় ॥
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিবেকের যোগে।
ল'য়ে বাইবেল শাস্ত্র মহা অনুরাগে ॥
অতুল সাহস ভরে ধর্ম্ম সংস্কার।
করিতে লাগিলা ভক্ত বিশ্বাসী লুথার ॥
ইউরোপে ধর্ম্ম যুদ্ধ হল আরম্ভন।
বাজিল সমরভেরী কাঁপায়ে গগন ॥
সারথি শ্রীহরি নিজে সৈনিক লুথার।
অবিশ্বাসী সনে যুদ্ধ হয় অনিবার ॥
ধন্য দয়াময় হরি, ধন্য ভক্ত তব।
তব প্রবর্ত্তিত যত ধর্ম্মের আহব ॥
সে সংগ্রাম কথা হরি শুনাইয়া মোরে।
নাশ মোহ-নিদ্রা মোর নাশ কৃপা করে ॥
এ ভীরু হৃদয়ে প্রভো বিশ্বাসের বল।
সঞ্চারিয়া চিরদাসে করহ সবল ॥
বিধানের রণে যেন লুথারের মত।
তোমার আদেশে যুদ্ধ করি অবিরত ॥
পৃথিবীর অবিশ্বাস করি বিনাশন।
তোমারি বিজয়-বার্ত্তা করিতে ঘোষণ ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ, তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তি-যুক্ত-মনে ॥

—:০:—

* The just shall live by faith.

ধর্ম্ম সংগ্রাম—বিবেকের জয়—নবযুগের প্রবর্ত্তন।

পৃথিবী মাঝারে, স্বর্গ স্থাপিবারে
আসিলা দেবনন্দন।
ক্রুশোপরি প্রাণ, করিয়া প্রদান
গেলা স্বর্গনিকেতন ॥
ইহুদী সকল, করিত কেবল
অর্থশূন্য অনুষ্ঠান।
ব্রত উপবাসে, সতত হরষে
পাশরিল ব্রহ্মজ্ঞান ॥
শ্রী ঈশা আসিয়া, দিলা দেখাইয়া
বিনা খাটী অনুতাপ।
ব্রত অনুষ্ঠানে, তর্ক যুক্তি জ্ঞানে
নাহি যায় পাপ তাপ ॥
যে জন পিতার, ইচ্ছা অনিবার
প্রেমেতে করে পালন।
সাধু কার্য্য করে, সদা অকাতরে
সেই লভে ব্রহ্মধন ॥
কাল সহকারে, মণ্ডলী মাঝারে
ভ্রান্তি পাপ প্রবেশিল।
খ্রীষ্টীয় জীবন, স্বর্গীয় রতন
ক্রমে ক্রমে ম্লান হল ॥
বৃথা অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম-অভিমান
বিলাসিতা পাপস্রোত।
মণ্ডলীতে পশি, পবিত্রতা নাশি
করে তারে কলঙ্কিত ॥
কিন্তু বিধাতার, প্রিয় পরিবার
খ্রীষ্টের চিহ্নিত দল।
তাঁহারে কি কভু, জগতের প্রভু
ত্যজিবারে পারে বল ?

তাই তিনি এবে, পাঠাইয়া ভবে
প্রিয়ভক্ত লুথারেরে।
মণ্ডলীর চিত, সাধিলা নিশ্চিত
অযাচিত প্রেমভরে॥
মণ্ডলীর নেতা, পোপ ধর্ম্মপিতা
দশম লিইও নামে *।
অতুল বিক্রমে, বসি সিংহাসনে
বিরাজিত রন রোমে॥
তাঁহার প্রতাপে, রাজগণ কাঁপে
দুষ্ট নরনারী যত।
ভক্তি, ভয়ে, বলে, পোপপাদতলে
রহে সদা অবনত॥
এহেন সময়ে, পোপের হৃদয়ে
দুইটী ধর্ম্ম মন্দির †।
করিতে নির্ম্মাণ, কামনা মহান
হল অতি সুগভীর॥
মন্দিরের তরে, অর্থ অকাতরে
হল এবে প্রয়োজন।
পোপমন্দমতি, নীচ অর্থনীতি
করিলা অবলম্বন॥
অন্ধ মূর্খ জনে, নানা প্রলোভনে
ভুলায়ে হরিতে ধন।
কৌশল বিস্তার, করিলা অপার
হেরি ক্ষুব্ধ হয় মন॥

'পাপনিষ্কৃতি' * নামে লিপি অগণন।
অর্থলাভ তরে পোপ করেন ঘোষণ॥
ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে লিপি হইত বিক্রীত।
যেবা যত মূল্য দেয় ফল লভে তত॥
মূল্য দিয়া এই লিপি করিলে গ্রহণ।
সমুদায় পাপ তার হইবে মার্জ্জন॥
দূত পাঠাইয়া পোপ দেশ দেশান্তর।
প্রবঞ্চনাপূর্ণ লিপি ব্যাপে বহুতর॥
তেজেল নামেতে এক চতুর দূত।
জর্ম্মণীতে বিক্রয়ার্থ হল নিয়োজিত॥
নানা প্রলোভন বাক্যে সরল মানবে।
ভুলাইয়া অর্থলাভ করে নানা ভাবে।
সে দেশের জ্ঞানী লোক হেন দশা হেরে।
নীরবে দুঃখের অশ্রু বিসর্জ্জন করে॥
কিন্তু এই অত্যাচার হেরিয়া লুথার।
বীরদর্পে ধর্ম্মযুদ্ধে হলা অগ্রসর॥
নানাযুক্তিপূর্ণ বহু প্রতিবাদলিপি।
প্রচারিলা নানাস্থানে লুথার বিবেকী।
সুশিক্ষিত সম্প্রদায় আর ছাত্রগণ।
প্রতিবাদ শুনি হলা হরষিতমন॥
দলে দলে আসি তারা লুথারের সনে।
সম্মিলিত হইলেন আনন্দবদনে॥
এদিকে পোপের দূত মহা ক্রুদ্ধ হয়ে।
দগ্ধ করে প্রতিবাদ প্রফুল্লহৃদয়ে॥

---

* Leo তৎকালে রোমের পোপ ছিলেন। পোপ অর্থে পিতা। ইনি রোমের বিশপ এবং পার সমুদয় খৃষ্টানগণের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। পোপের অপরিসীম ক্ষমতা ছিল, সম্রাটগণও ইঁহাকে ভয় করিতেন।

† St. Paul ও St. Peter's গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে পোপ লিও প্রবৃত্ত হইলেন।

* এই পাপনিষ্কৃতি পত্রকে ইংরেজীতে Indulgence বলে। এই Indulgence এর ভিন্ন ভিন্ন মূল্য ছিল যথা যে ব্যক্তি ।৷৹ আনা দিয়া ইহা ক্রয় করিবে সে নিজের গত জীবনের, বর্ত্তমানের ও ভাবী কালের পাপ ক্ষমা পাইবে। ইহা হইতে অধিক দিলে পিতা পিতামহ প্রভৃতি নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে। ইত্যাদি।

লুথারের প্রাণনাশ করিবার তরে।
চারি দিকে শত্রুগণ ষড়যন্ত্র করে॥
মিছিনের * যাজকেরা করিল ঘোষণ।
যে কেহ করিতে পারে লুথারে নিধন॥
কিছু মাত্র পাপ তার না হবে কখন।
হায়! পাপ প্রতিহিংসা ঘৃণিত কেমন॥
একদা ভ্রমণকালে, কোন এক জন
গোপনে বন্দুক রাখি, লুথার-সদন॥
বলিল আসিয়া তাঁরে, কিহেতু একাকী।
করিছ ভ্রমণ হেথা বল মোরে দেখি?
শুনিয়া বিশ্বাসী ভক্ত বলিলা তখন।
ঈশ্বরের হস্তে মোর রয়েছে জীবন॥
তিনিই আমার বল ভরসা কেবল।
মানুষ আমার আর কি করিবে বল?
বিশ্বাসীর কথা শুনি ভয়ে ভীত হয়ে।
পলাইয়া গেল দুষ্ট কম্পিত-হৃদয়ে॥
আহা কি আশ্চার্য্য দেখ, বিশ্বাস তাঁহার।
ভাবিলে অবাক্ মুগ্ধ হই অনিবার॥
জর্ম্মাণীর কোন রাজ্যে লুথার এখন।
স্থান নাহি পেতে পারে ইহার কারণ॥
বিরোধীরা বিধিমতে করিল প্রয়াস।
কিন্তু নিরাপদ্ সদা ঈশ্বরের দাস॥
জর্ম্মাণীর কোন কোন ভূপতি সুজন।
করিতেন লুথারের পক্ষ সমর্থন॥
কেহ লিখিলেন এস মোর সন্নিধান।
সসৈন্যে করিব রক্ষা তোমার পরাণ॥
তাহাতে বলিলা ভক্ত, শস্ত্রে রক্তপাতে।
শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না জগতে॥
সুসংবাদ প্রচারিলে তাহাতে ভুবনে। †
হইবেক পরাজিত যেন শত্রুগণ॥

* The Priests of Miesseen.

† লুথার বন্ধুদিগকে বলিলেন, অস্ত্র ও রক্তপাত দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার হয় না।

পোপের ক্রোধের বহ্নি হয়ে প্রজ্বলিত।
লুথারেরে গ্রাসিবারে হল সমুদ্যত॥
লুথারের সর্ব্বনাশ করিতে সাধন।
"বুল" * নামে আজ্ঞাপত্র করিলা ঘোষণ॥
আদেশিলা পোপ লিউ. এর গ্রন্থচয়।
যথা পাও দগ্ধ কর হইয়া নির্ভয়॥
যদ্যপি লুথার তার উক্তি সমুদায়।
নাহি করে প্রত্যাহার, তোমরা নিশ্চয়॥
ধৃত করি লুথারেরে পাঠাইবে রোমে।
হবে না অন্যথা এর জেনো কোনক্রমে॥
নানাস্থানে বিশপেরা জ্বালিয়া অনল।
লুথারের গ্রন্থ দগ্ধ করে অবিরল॥
পক্ষান্তরে ছাত্রগণ হয়ে উত্তেজিত।
পোপের অনুজ্ঞাপত্র করে ভস্মীভূত॥
এইরূপে দুইদলে সংগ্রাম ভীষণ।
হইল আরম্ভ সেথা কাঁপায়ে ভুবন।
একদল চিরাগত প্রথা অনুসারে।
বিবেকের স্বাধীনতা নাশে বল করে॥
সুবিচার আর ধর্ম্ম-শাস্ত্র-অধ্যয়ন।
নিবারিয়া করে ধর্ম্ম-জ্ঞান আচ্ছাদন॥
মহামেঘ প্রায় ঢাকি জ্ঞানের তপন।
ভ্রান্তিজালে ঘেরে সদা মানবের মন॥
খৃষ্টের পবিত্র ধর্ম্মে বৃথা অনুষ্ঠান।
যোগ করি কলুষিত করয়ে বিধান॥
অন্য দল বিবেকের পতাকাধারণ।
করিয়া স্বাধীন পথে অগ্রসর হন॥
সকলেই অধিকারী ধর্ম্ম-শাস্ত্র-পাঠে।
মুক্তিদ্বার রুদ্ধ নহে কাহারো নিকটে॥
অধর্ম্মের প্রতিবাদ সত্য সমর্থন।
বিধানের দুই অঙ্গ জেনো ভক্ত জন॥

* Popes Bull বা পোপের ঘোষণা পত্র।

অসত্যের প্রতিবাদ ঈশ্বরের বিধি।
পালেন বিশ্বাসী ইহা প্রেমে নিরবধি॥
প্রভুর বিধানে তাই সংগ্রাম-অনল।
দগ্ধ করিবার তরে পাতক সকল॥
জ্বলিল য়ুরোপ মাঝে, দেব দৈত্যগণ।
আরম্ভিল মহাযুদ্ধ করি প্রাণপণ॥
বিধাতার কৃপাগুণে চিরদিন ভবে।
দেবগণ জয়লাভ করেন আহবে॥
শ্রীহরি আপনি হয়ে সেনাপতি রণে।
ন্যায়ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন ভুবনে॥
ধর্ম্মযুদ্ধে নব শাস্ত্র নূতন বিধান।
প্রেরণ করেন হরি করুণানিধান॥
তাই হেন যুদ্ধ হেরি বিশ্বাসি-নিচয়।
ভাবী জয় জানি হন প্রফুল্ল হৃদয়॥
শ্রীহরির মুখপানে চাহিয়া নিয়ত।
পাশরেন দুঃখ কষ্ট যতেক ভকত॥
সংগ্রামেতে পরাঙ্মুখ কভু নাহি হন।
সতত করেন যুদ্ধ করি প্রাণপণ॥
ধন্য ধর্ম্ম-যুদ্ধ নাথ ধন্য তুমি হরি।
ধন্য যোদ্ধৃ-বৃন্দ সব তব আজ্ঞাকারী॥
আশীর্ব্বাদ কর নাথ বিধানের রণে।
নীচাশয় ভীরু প্রায় এদাস কথনে॥
নাহি যেন কোন দিন করে পলায়ন।
কিন্তু তব আজ্ঞাধীন থাকে যেন মন॥
ভক্ত সঙ্গে মিলি করে বিধানের রণ।
করে যেন তব করে আত্মসমর্পণ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তি-যুক্ত-মনে॥

—:০:—

(DIET OF WORMS)

ওয়র্ম্‌স্‌ নগরীতে মহাসভা—
বিশ্বাসের জয়—নূতন
সম্প্রদায়ের সূত্রপাত।

জর্ম্মণীর অধিপতি, চারলস্ * নরপতি
পোপের একান্ত অনুগত।
লুথারেরে নির্য্যাতন, করিবারে আয়োজন
করিলেন হইয়া ত্বরিত॥
ভক্তের বিচার তরে, বিখ্যাত ওয়ার্ম্ স্† নগরে
মহাসভা হইল আহূত।
দেশদেশান্তর হতে, রাজগণ বিধিমতে
আসিয়া হলেন উপনীত॥
বিরোধী যাজকদল, ধর্ম্মান্ধ নর সকল
আসিলেক প্রতিহিংসা তরে।
যিশুর বিচার দিনে, ইহুদীরা প্যালেষ্টিনে
হয়েছিল যেমন মিলিত।
পোনর শত বর্ষ গতে, পুনরায় জর্ম্মণীতে
সেই দৃশ্য হল সমাগত॥
বন্ধুগণ লুথারেরে, বলিলেন প্রেমভরে
সভামাঝে যেও না কখন।
তব প্রাণ শত্রুগণ, করিতে পারে নিধন
তুমি হও দেশের রতন॥
কিন্তু তাহে ভক্তবর, প্রদানিলা সদুত্তর
মোর প্রাণ ঈশ্বরের হাতে।
জেনো সবে বাক্য মম, ফিরাবনা কোন দিন
পলাবনা কভু এথা হতে॥
এত বলি মতিমান্, নির্ভয়ে সভাতে যান
হেরি লোকে কহিল তাঁহারে।

* ইনি Charles the Fifth নামেখ্যাত।
† Worms নগরে এই মহা সভা হয়।

সেখানে বিশপ কত, পাদরিরা শতশত
রহিয়াছে সভার মাঝারে ॥
তোমারে মারিবে পুড়ি, যেওনা সে দুষ্টপুরী
কিন্তু তাহে ভক্ত ভীত নন।
লুথার বিশ্বাসভরে, চলি গেলা সে নগরে
সভামাঝে করিলা গমন ॥
সম্রাট্ নৃপতিচয়, যাজকাদি সমুদয়
অসংখ্য প্রধানগণ মাঝে।
ব্রহ্মের প্রিয়তনয়, বিশ্বাসে হয়ে নির্ভয়
চলিগেলা বিরোধী সমাজে ॥
ঈশ্বরের দাস যিনি, সর্ব্বদা সাহসী তিনি
ব্রহ্মবলে সদা বলীয়ান।
কি ভয় তাহার বল, শ্রীহরি যার সম্বল
হরিপ্রেম যার অন্ন পান ॥
স্তূপীকৃত গ্রন্থ তাঁর, দেখায়ে সভা মাঝার
বিরোধীরা জিজ্ঞাসে লুথারে।
এ সবার গ্রন্থকার, তুমি কি বল লুথার,
প্রত্যাহার করিবে কি তারে ?
প্রথমোক্ত প্রশ্ন শুনি, বলিলেন ভক্তমণি
এ সকল আমার লিখন।
অন্য প্রশ্ন গুরুতর, কল্য তার সদুত্তর
দিব আমি করিয়া মনন ॥
গৃহে গিয়া তার পর, ভক্তিভরে ভক্তবর
করেন প্রার্থনা নিরন্তর।
তার পর এক কর, রাখি বাইবেলপর
উঠাইয়া উর্দ্ধে অন্য কর ॥
করিলা প্রতিজ্ঞা মনে, প্রকাশ্যে আমি সেখানে
বিশ্বাস করিব অঙ্গীকার।
যা হয় হইবে মম, যায় যাক এ জীবন
না করিব সত্য পরিহার ॥
প্রতিজ্ঞায় শান্তি প্রাণে, লভিলেন সেই দিনে
পর দিন যাইয়া সভাতে।
বলিলেন বীরবর, শুনুন মম উত্তর
পোপ কিম্বা সমিতির হাতে ॥
প্রকৃত বিশ্বাস মম, স্থাপিনা আমি কখন
যেহেতু তাঁহারা ভ্রমশীল।
কিন্তু বাইবেল পরে, বিশ্বাস নির্ভর করে
মম উক্তি শাস্ত্র-অনুকূল ॥
তাই আমি প্রত্যাহার, করিতে না পারি আর
বিবেক-বিরোধী কোন কর্ম্ম।
প্রকৃত খ্রীষ্টান জন, করিতে নারে কখন
বিবেকই মানবের ধর্ম্ম ॥ *
লুথারের তেজপূর্ণ অপূর্ব্ব বচন।
শুনি মুগ্ধ চমকিত হল সভাজন ॥
বিশ্বাসের কথা শুনি ভূপ কতিপয়।
করিলেন লুথারের সত্যপথাশ্রয় ॥
লুথারের প্রতি প্রেম ভক্তি প্রদর্শন।
করিতে লাগিল তাঁরা যত্নে অনুক্ষণ ॥
কিন্তু জর্ম্মণীর সেই সম্রাট্ দুর্ব্বার।
লুথারের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল আবার ॥
বিশ্বাসীরে বিনাশিতে করিলা মনন।
কিন্তু হরি রক্ষা যারে করে অনুক্ষণ ॥
কে তারে বধিতে পারে সংসার মাঝারে।
ভক্তগণ চিরজয়ী এবিশ্ব-সংসারে ॥
স্যাকসনীর ভূপ আর অন্য নৃপগণ
সংগোপনে রক্ষা করে ভক্তের জীবন ॥
এই হতে জর্ম্মাণী আর অন্য খ্রীষ্ট ভূমে।
নবীন খ্রীষ্টীয় ভাব ব্যাপে ক্রমে ক্রমে ॥

---

* লুথার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলিলেন, "I neither can nor will retract anything; for it can not be right for a Christian to speak against his conscience." পরে বলিলেন :—Here I stand I can not do otherwise, God help me !—Amen.

নবতর সম্প্রদায় উদ্ভিল জগতে।
নবযুগ প্রবর্ত্তিত হল বিধিমতে ॥ *
ধর্ম্মরাজ্যে মানবের অধীনতা ছাড়ি।
শাস্ত্র আর বিবেকের সোজা পথ ধরি ॥
নবীন স্বাধীন পথে খৃষ্টপন্থিগণ।
চলিলেন মহোৎসাহে করি প্রাণপণ ॥
ইংলণ্ড জর্ম্মাণী আদি দেশ দেশান্তরে।
ব্যাপিল নবীন মত আশ্চর্য্য প্রকারে ॥
বিশ্বাসী লুথার হতে বিশ্বাসীর জাতি।
জনমিয়া ধরাধামে বিস্তারিল জ্যোতি ॥
প্রাচীনে নবীনে হল ঘোর বিসম্বাদ।
উপজিল সে বিবাদে ঘোর অবসাদ ॥
একদল অন্য দলে করে অত্যাচার।
শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হল আবার ॥
যে স্বাধীন পথ ভক্ত করিলা বিস্তার।
নহে কভু পূর্ণ তাহা জানিবেক সার ॥
পৌত্তলিক ভাব আর অযথা ধারণা।
গ্রন্থেতে বিশ্বাস আর কুসংস্কার নানা ॥
ছিল তার প্রচারিত মতে বহুতর।
সে সকল বর্জ্জনায় বটে নিরন্তর ॥
পূর্ণ-ধর্ম্ম-সমাগম করিবার তরে।
সূত্রপাত মাত্র ইহা অবনী ভিতরে ॥
খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্ম্ম অজ্ঞানতা-জালে।
হয়েছিল সমাচ্ছন্ন হায়! কালে কালে ॥

একটা বন্ধন তার হইল মোচন।
আর বহুতর পাশ রহিল এখন ॥
ক্রমে পাশমুক্ত তাহা করিবার তরে।
নানা স্থানে দয়াময় কত প্রেমভরে ॥
বিশ্বাসী ভকত জন করিয়া প্রেরণ।
খ্রীষ্টের অপূর্ণ ধর্ম্ম করেন শোধন ॥
চানিং পার্কার আর জ্ঞানী ইমার্সন।
উজলিলা ক্রমে ক্রমে পাতাল ভুবন * ।
ইংলণ্ডেতে নিউম্যান মার্টিনও আদি † ।
হইলেন খ্রীষ্টমতে এক-ব্রহ্ম বাদী ॥
কিন্তু তাতে বিধি নাহি হইল পূরণ।
উদিল ভারত মাঝে শ্রীরাম মোহন ॥
খ্রীষ্টের নৈতিক বিধি করিলা প্রকাশ।
খৃষ্ট কভু ব্রহ্ম নন, তিনি পুত্র দাস ॥
এই তত্ত্ব প্রচারিয়া জগত মাঝারে।
কাটিলেন ভ্রান্তিতরু জ্ঞানের কুঠারে ॥
অবশেষে পূর্ণ ধর্ম্ম লইয়া শ্রীহরি।
অবতীর্ণ হইলেন ভক্ত সিংহোপরি ॥
যিশুদাস শ্রীকেশবে ‡ করি ব্যবহার।
প্রকৃত খ্রীষ্টের তত্ত্ব করিলা উদ্ধার ॥

---

* মহাত্মা লুথার হইতে যে সম্প্রদায় উৎপন্ন হইল তাহাকে লুথারেন Lutheran of Protestant সম্প্রদায় বলে। বাইবেলই ইহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ বিবেক ও স্বাধীন বিচার শক্তি অনুসারে বাইবেলের অর্থ করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারিবেন। এই সম্প্রদায় মধ্যেও অনেক উপসম্প্রদায় হইয়াছে।

* আমেরিকাকে প্রাচীন হিন্দুগণ পাতাল বলেন।

† লুথারও একজন ত্রিত্ববাদী ছিলেন। তিনি মহর্ষি যিশুকে পাপত্রাতা ও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিতেন ও বাইবেল গ্রন্থকে অভ্রান্ত স্বীকার করিতেন. বাস্তবিক খৃষ্ট পবিত্রাতা, কি ঈশ্বরের অবতার নহেন ; বাইবেল গ্রন্থও সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে। খৃষ্টধর্ম্মের প্রচলিত ভ্রম দূরীকরণার্থ ভারতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও পাশ্চাত্য দেশে ইউনিটেরিয়ানগণ কার্য্য করিয়াছেন।

‡ শ্রীকেশব—ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন।

বলেছিলা ব্রহ্ম-পুত্র যাইবার আগে।
আমি গেলে পবিত্রাত্মা আপনি আসিবে॥
তিনি এসে মম তত্ত্ব আর সত্য যত।
বুঝাবেন মানবেরে নিজ ইচ্ছামত॥
তাই হরি [illegible] অগ্রগামী হয়ে।
অবতীর্ণ হলে আহা! কেশবহৃদয়ে॥
ব্রহ্মতত্ত্ব যোগতত্ত্ব স্বর্গের বারতা।
ঈশ্বরের পিতৃভাব, ভ্রাতৃত্বের কথা॥
ব্রহ্ম ইচ্ছা-পালনের তত্ত্ব সুমধুর।
নানা শিক্ষা দিয়া হরি দয়ার ঠাকুর॥
ঈশাধনে করিলেন পুন সঞ্জীবিত।
ভক্তহৃদয়ে ব্রহ্মজয় হইল বেষ্টিত॥
তাই দয়াময় হরি তোমার বিধান।
হেরিয়া এ চিরদাস হয় মুহ্যমান॥
খ্রীষ্টের অপূর্ব ধর্ম কেমনে হে হরি।
প্রচারিলে সংশোধিলে জীবে কৃপা করি॥
কত যে বিশ্বাসী দাস তোমার বিধানে।
ব্যবসৃত হইলেন ভবে নানা স্থানে॥
শারদীয় গগনের নক্ষত্রের মত।
কত না খ্রীষ্টীয় ভক্ত হলেন উদিত॥
প্রথম শতাব্দী হতে জলস্রোত প্রায়।
ভক্তজীবন-স্রোত সদা বয়ে যায়॥
লুথার আসিয়া সেই অপূর্ব বিধান।
সুমার্জিত পরি পুষ্ট করি মতিমান্॥
নব প্রাণ নব শক্তি করিলা সঞ্চার।
ধন্য হরি ধন্য তব বিশ্বাসী লুথার॥
তোমার অপূর্ব লীলা করি দরশন।
তব প্রেমে একেবারে মুগ্ধ হয় মন॥
আশীর্বাদ কর হরি ধর্মে ক্রমোন্নতি।
হেরিয়া বিশ্বাসী যেন হয় মোর মতি।
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্তমনে॥

মহাত্মা লুথারের শেষ জীবন—স্বর্গারোহণ এবং চরিত্র।

ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লুথার।
প্রচারকার্যে মনোযোগী হলেন এবার॥
স্যাক্সনীর ইলেক্টার * সহায় তাঁহার।
জর্মাণীর আর বহু নৃপতিকুমার †॥
লুথারের ন্যায় পক্ষ করিলা গ্রহণ।
ব্যাপ্ত হল নব মত জর্মাণ ভবন॥
ক্রমে কাথলিক দল ‡ ছাড়ি জনগণ।
উপাসনা তরে করে মন্দির নূতন॥
কাথলিক প্রতিবাদী নব খ্রীষ্টদল।
প্রটেষ্টাণ্ট § নামে খ্যাত হইল ভূতল।
কাথলিক সম্প্রদায় অতি পুরাতন।
জন্ম লভিয়াছে তাহে বহু সাধুগণ॥
অনেক বিশুদ্ধ রীতি সাধন ভজন।
আছে প্রবর্তিত যেথা জীবের কারণ॥
পঞ্চদশশত বর্ষ ব্যাপিয়া জগতে।
প্রচারিছে ধর্মতত্ত্ব নানা বিধিমতে॥
অগষ্টাইন আদি কত বিশ্বাসি-নিচয়।
শোভিয়াছে চিরদিন এই সম্প্রদায়॥
চিত্র আর অনুষ্ঠান করিয়া সহায়।
লভিয়াছে সুকোমল ভাব এ ধরায়।
কাথলিক সম্প্রদায় হিন্দুদের মত।
গুরু আর ক্রিয়াকর্মে রন সদা রত॥
কিন্তু নেত্র বিনা যথা সব অন্ধকার।
জ্ঞান বিনা সেইরূপ সকলি অসার॥

---

* The Elector of Saxony.

† Princes.

‡ Roman catholic সম্প্রদায়।

§ ইহাদিগকে Protestant Christian বলে।

জ্ঞানাভাবে এই দলে পশে ভ্রান্তিচয়।
ভ্রান্তি নাশিবারে হয় ভক্তের উদয় ॥
এই দলে যাজক যাজিকা সমুদয়।
বাধ্য হয়ে চিরদিন অবিবাহে রয় ॥
বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমে হইয়া বঞ্চিত।
একাকী কাটেন কাল জগতে নিয়ত ॥
পতিপত্নী দুইজন একপ্রাণ হয়ে।
সাধিবে ধরম কর্ম্ম মিলিতহৃদয়ে ॥
নারীর কোমল প্রাণে পুরুষজীবন।
প্রবেশিয়া নব ভাব করিবে ধারণ ॥
একবৃন্তস্থিত দুই ফুলের মতন।
পতিপত্নী একপ্রাণ হয়ে অনুক্ষণ ॥
করিবেন আত্মদান ব্রহ্মের চরণে।
হইবে স্বর্গের শোভা মরত ভুবনে ॥
বিবাহ-নিষেধ-বিধি নহে বাধাকর।
স্বাভাবিক নহে ইহা অবনী ভিতর ॥
বুঝিলেন ভক্তবর আপন জীবনে।
তাই বিবাহের ইচ্ছা হল তাঁর মনে ॥
ক্যাথেরিন বোরা নামে ধর্ম্মযাজিকারে *।
বিবাহ করিলা ভক্ত অতি প্রেমভরে ॥
বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমে বিশ্বাসী দুজন।
পরম সুখেতে ধর্ম্ম করেন সাধন ॥
পুত্র কন্যা হল তাঁর স্বর্গ শিশু প্রায়।
হারালেন সেই ধনে ভক্ত পুনরায় † ॥
দানশীল ধর্ম্মরত বিশ্বাসী উদার।
প্রার্থনায় সদা নিষ্ঠ ছিলেন লুথার ॥

তরু লতা ফুল ফল বিহঙ্গমগণ।
সবে হেরি ভক্তিভাবে হতেন মগন ॥
সম্মানেতে বীতস্পৃহ ছিলেন ভকত।
বিনীত দীনাত্মা তিনি প্রেমে অবনত ॥
স্তব স্তুতি গীত বাদ্য ছিল প্রিয় তাঁর।
খৃষ্টেতে বিশ্বাসী তিনি ছিলা অনিবার ॥
নৈতিক সাহস আর বিবেকে বাধ্যতা।
এ দুই বিশেষ ভাব ছিল তাঁর সদা ॥
দুঃখ শোকে পরীক্ষায় ছিলেন অটল।
বিশ্বাসে প্রার্থনা ভক্ত করে অবিরল ॥
কখন ভ্রমণকালে কিম্বা দাঁড়াইয়া।
ঊর্দ্ধনেত্রে দুই বাহু উপরে তুলিয়া ॥
প্রার্থনা করিত ভক্ত অনেক সময়।
হেরি বিমোহিত হত বন্ধুর হৃদয় ॥
এ ভাবে বিশ্বাসী ভক্ত যাপিয়া জীবন।
অবশেষে স্বর্গধামে করিলা গমন ॥
ব্রহ্ম-হস্তে নিজ আত্মা করিয়া অর্পণ।
সজ্ঞানে প্রার্থনা করি তাঁহার সদন ॥
গেলা শান্তি নিকেতনে, কাঁদায়ে সকলে।
শ্রীহরি আপন পুত্রে লইলেন কোলে ॥
জীবনের কার্য্য সাধি বীরের মতন।
যশের মুকুট পরি মোহিয়া ভুবন ॥
ঈশ্বরের প্রিয়দাস বিবেকি-প্রধান।
আনন্দে গেলেন চলি প্রিয় ব্রহ্মধাম ॥ *
ধন্য দয়াময় হরি, ধন্য ভক্ত তব।
তব কৃপাগুণে নাথ সকলি সম্ভব ॥
বিশ্বাসী লুথারে লয়ে লীলা মধুময়।
করিলা এবার ভবে ওহে লীলাময়।
আশীর্ব্বাদ কর হরি ইহার মতন।
বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করি অনুক্ষণ ॥

* Katherine Bora নামে একজন Nun বা ধর্ম্মযাজিকা ছিলেন। লুথার তাঁহাকে বিবাহ করেন।

† লুথারের একটী পুত্র ও এক কন্যার মৃত্যু হয়। বিশ্বাসের সহিত শোক দুঃখ বহন করিয়াছিলেন।

* ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৬৩ বৎসর বয়সে মহাত্মা লুথার স্বর্গারোহণ করেন।

তোমার আদেশ-বাণী পালি নিরবধি।
এই আশীর্ব্বাদ কর ওহে কৃপানিধি॥
বিবেকের কথা যেন না করি লঙ্ঘন।
পালি যেন সেই বাক্য বীরের মতন॥
ক্ষতিলাভ গণনায় দিয়া জলাঞ্জলি।
পালিহে আদেশ তব আত্মপর ভুলি॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্ত মনে॥

মহারাষ্ট্রীয় পরম ভক্ত মহাত্মা তুকারাম।

সকল দেশেতে হরি, সকল সময়ে।
আপনার সাক্ষিরূপে ভকত-নিচয়ে॥
জগতের পরিত্রাণ করিতে সাধন।
যুগে যুগে ধরাধামে করেন প্রেরণ॥
বিস্তৃত ভারতভূমে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে।
কত যে জাতীয় সাধু ব্রহ্মের আদেশে॥
অবতীর্ণ হয়ে এই আর্য্যরঙ্গ ভূমে।
ভক্তি-প্রেম-জ্ঞান-তত্ত্ব প্রচারিলা প্রেমে॥
অগণ্য অসংখ্য কত সতী সাধ্বী নারী।
পবিত্র ভারতাকাশে শোভিছে আমার॥
শারদীয় আকাশের নক্ষত্র-নিচয়।
যদিও গণনা করা সুসম্ভব হয়॥
তথাপিও ভারতীয় সাধু সাধ্বীগণে।
গণনা সম্ভব নহে, জেনে রেখো মনে॥
ভিন্ন ভিন্ন গুণে নানা দেশ ধরাতলে।
সতত বিখ্যাত বটে স্রষ্টার কৌশলে॥
কোন জাতি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, কেহবা শিল্পেতে
বিজ্ঞান-চর্চ্চায় কেহ, কেহ বা বিদ্যাতে॥
কেহ জ্ঞানে, কেহ মানে, বাণিজ্যেতে কেহ।
স্বাধীন ভাবেতে কেহ, খ্যাত অহরহ॥

কিন্তু এ ভারতভূমি, ধর্ম্মের কারণ।
চিরদিন সুবিখ্যাত বিদিত ভুবন॥
অন্যান্তত ধর্ম্মভাব, ভারত ভিতর।
সামুদ্রিক স্রোত প্রায় বহে নিরন্তর॥
স্বাধীনতা-হীনা দীনা দুঃখিনী ভারত।
সুধু ধর্ম্ম লয়ে কাল কাটে অবিরত॥
নাহি অন্য আশা প্রাণে, সুধু হরিধনে।
বক্ষে ধরি কাল কাটে এই সাধ মনে॥
পৃথিবীর নানা জাতি, করিলে দর্শন।
ভারতের জাতিভেদ হয় যে স্মরণ॥
ভারত ব্রাহ্মণ জাতি * এই ধরাতলে।
কিন্তু অন্য জাতি মধ্যে কেহ ক্ষত্র ব'লে॥
কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র ভাবেতে জগতে।
পরিচিত সুবিখ্যাত হয় বিধিমতে॥
এই হেতু বিধাতার কৃপার বিধানে।
অসংখ্য সাধুর জন্ম হয় হিন্দুস্থানে॥
হিন্দু মুসলমান আদি বিবিধ ধরমে।
কত যে আছেন সাধু ভারত-ভুবনে॥

---

* ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার জাতিভেদ বর্ত্তমান। যাঁহারা সত্ত্বগুণপ্রধান ও ধর্ম্মকার্য্যে নিরত তাঁহারা ব্রাহ্মণ, যাঁহারা রজোগুণপ্রধান ও বাহুবলের প্রতি নির্ভর তাঁহারা ক্ষত্রিয়, এইরূপ মূল সূত্র অবলম্বনে জাতিভেদপ্রথা ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যদিও এইরূপ ভেদ বংশানুক্রমিক হইতে পারে না কিম্বা বর্ত্তমানে উহা যে আকারে প্রচলিত তাহা কখন সমর্থন-যোগ্য নহে ও অশেষ জাতির অনিষ্টের মূল, তথাপি এই বিভাগের মূলে একটী মূল সত্য বিদ্যমান আছে। এই মূল ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেখিলে ভারতকে ব্রাহ্মণ জাতি, আরব আফগান প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি, ইংরেজ প্রভৃতিকে বণিক জাতি ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে।

কে তাহার সংখ্যা করে, সাধ্য আছে কার।
সাধুদের জন্মভূমি, ভারত-আগার ॥
সাধুগোষ্ঠী হতে মাত্র দুই একজন।
হরিলীলামৃতে দাস করিছে বর্ণন।
জানিত বা অজানিত সাধু-পদধূলি।
মেখে দাও এ মস্তকে, যাই স্বর্গে ভুলি ॥
তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাব বিন্দু দিয়ে।
পূর্ণ কর প্রেমময় এ পাপ হৃদয়ে ॥
সুমধুর মধু-পূর্ণ মধুচক্র যেন।
তব প্রেমরসে পূর্ণ কর মম মন ॥
এই ভিক্ষা করি হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্তমনে ॥

মহাত্মা তুকারামের জন্ম, বাল্যাবস্থা, যৌবন এবং সাধনারম্ভ।

সুবিস্তৃত আর্য্যদেশ, দুই ভাগে সবিশেষ
সুবিভক্ত, রবের কৌশলে।
উত্তরেতে আর্য্যাবর্ত্ত, দক্ষিণেতে দাক্ষিণাত্য
বিন্ধ্য শোভে মাঝে মধ্যস্থলে ॥
প্রথমেতে আর্য্যগণ, আর্য্যাবর্ত্তে স্থিত হন
ক্রমে জনসংখ্যা বাড়ে যত।
ছাড়িয়া আপন স্থল, দক্ষিণে করে গমন
ব্রাহ্মণাদি জাতি শত শত ॥
কাটিয়া অরণ্য-রাজি, নবীন উদ্যমে সাজি
স্থাপিলেন গ্রাম জনপদ।
ক্রমে রাজ্য সুবিস্তৃত, হইল সেথা স্থাপিত
সুসভ্যতা হল অভ্যুদিত ॥
সুবিশাল দেশ মাঝে, মলয় পর্ব্বত রাজে
আর কত নদ নদী চয়।
গোদাবরী নর্ম্মদাদি, শোভে তথা নিরবধি
মুগ্ধ করি মানবহৃদয় ॥
হিন্দু পারসিক আদি, বাস করে নানাজাতি
ক্রমে তথা মুসলমান গণে।
বীরদর্পে আসি হেথা, স্থাপে রাজ্য যথাতথা
জয় করি হিন্দুগণে রণে।
কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয়, মহারাষ্ট্র জাতিচয়
এক্ষণেও হয় বলীয়ান্।
শিবাজি শৌর্য্য-কৌশলে, পরাজয়ি জেতৃদলে
হিন্দুরাজ্য স্থাপে মতিমান্ ॥
বোম্বাই মান্দ্রাজ ভূমে, হিন্দু মুসলমান গণে
সুখে বাস করেন সতত।
আদিম নিবাসিগণ, তারমাঝে অনুক্ষণ
হীনভাবে সহে দুঃখ কত ॥
জাতির লৌহ-নিগড়ে অনার্য্য জাতি-নিকরে
বদ্ধ হয়ে জীবন কাটায়।
উচ্চ জাতি সম্প্রদায়, ঘৃণা করে অতিশয়
ছায়াস্পর্শে যেন মান যায় ॥
সেই দেশে শুভক্ষণে, জনমিলা ধরাতলে
ভক্ত কবি দাস তুকারাম।
পুণার অনতি দূরে, পবিত্র দেহু নগরে
জন্মভূমি যাঁর বর্ত্তমান।
বাহ্লোবা জনক যাঁর, কনকাই গুণাধার
সতী দেবী ভক্ত জননী।
এ দোঁহার পুণ্যবলে, জনমিল ধরণীতলে
দেবগুণ ভক্তচূড়ামণি ॥ *
হয়ে দশ বর্ষ যাঁর, সাংসারিক কার্য্যভার
পড়িল হইল তরুশিরে।
করি অর্থ উপার্জ্জন জনক-জননী-মন
তোষে ভক্ত আনন্দ অন্তরে ॥
বাল্যাবধি ধর্ম্মতরে, ব্যাকুল তুকা সংসারে
বৈরাগ্য বৈরাগ্যে প্রাণ তাঁর।

* ইনি ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

গৃহে সদা অলঙ্কৃত, তাঁর গুণে বিমোহিত
হয় সবে আহা অনিবার ॥
ভকতের পত্নী দুই, জীজাইয়া, রখুমাই,
তার মাঝে জীজাই সুন্দরী।
কর্কশ-স্বভাব অতি, মাঝে মাঝে ভক্ত প্রতি
করে নানা অত্যাচার ভারী ॥
একদিন ভক্তবর, বহু ইক্ষু মনোহর
পাইলেন কোথা উপহার।
গৃহে আসিবার কালে, বিতরিয়া শিশুদলে
একখণ্ড লয়ে যান তার ॥
একখণ্ড ইক্ষু হেরি, ক্রোধান্বিত হয়ে নারী
ইক্ষুদণ্ড ভক্ত-পৃষ্ঠোপর।
ভাঙ্গিলেন ক্রোধভরে, দুই খণ্ড দেখি তারে
হাসিমুখে কন ভক্তবর ॥
এত ভালবাস প্রিয়ে, তাই বুঝি একা খেয়ে
তৃপ্ত নয় তোমার হৃদয়।
আধটি দুখান করি, তাই দিলে হে সুন্দরী
এ দাসেরে হইয়ে সদয় ॥
গেলা বিংশতি বয়সে, জ্যেষ্ঠাপত্নী স্বর্গবাসে
এক পুত্র হল সঙ্গী তার।
পিতা মাতা ভ্রাতৃজায়া, সবে সংসারের মায়া
ত্যজি গেলা ভবনদী-পার ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তীর্থধামে,গেলেন ব্যাকুল প্রাণে
তার পরে দুর্ভিক্ষ ভীষণ।
অভাব দারিদ্র্য লয়ে, আসিল ভক্ত আলয়ে
জ্বালি প্রাণে দুঃখহুতাশন ॥
বিপদ পরীক্ষা রাশি, শ্রীহরির কৃপা-শশী
ভক্তপ্রাণে করে সমুদিত।
তাই সে ভকত জন, সংসারে বৈরাগী হন
সাধনায় হন সদা রত ॥
সংসারের অনিত্যতা, বুঝাইয়া দিতে পিতা
কাড়িয়া লইতে প্রাণ মন।
পরীক্ষা বিপদ আনি, সন্তানেরে কোলে টানি
লন হয়ে প্রেমেতে মগন ॥
আমরা দুর্মতি বশে, মায়ের প্রেম-আদেশে
না করিয়া আত্ম-সমর্পণ।
মায়ের ইঙ্গিত ঠেলি, রহি বিষয়েতে ভুলি
দুঃখ পাই আহা অগণন ॥
মোদের নিদ্রিত প্রাণ, জাগাইতে ভগবান্
পরীক্ষার তীব্র-ভেরী-যোগে।
ডাকেন নিয়ত সবে, তথাপি আমরা ভবে
মুগ্ধ থাকি নীচ-সুখ ভোগে ॥
বিপদ্ তরঙ্গময়, অনিত্য বিষয়চয়
তাহে দেহ ভগ্ন তরী প্রায়।
সংসারসাগর মাঝে, ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে
করে জীব সদা হায় হায় ॥
তথাপি হরিচরণ, মহাপোত সুশোভন
নাহি করে সন্ধানে আশ্রয়।
এহেন অবোধ মোরা, কিন্তু বুদ্ধিমান্ যাঁরা
তাঁরা লন হরিপদাশ্রয় ॥
বিপদের তাড়নায়, ভকত ব্রহ্মকৃপায়
ত্যজিলেন সংসার-আশ্রম।
প্রত্যূষে করিয়া স্নান, বিটোবা মন্দিরে যান
ভজন পূজনে মগ্ন রন ॥
কভু বা ভাণ্ডারী গিরি, গোপনে গমন করি
ধ্যানে যুক্ত হন ভক্তবর।
এইরূপে দিন তাঁর, চলে যায় অনিবার
কিন্তু চিত্ত তবু নয় স্থির ॥
একদিন রজনীতে, দীক্ষা লভে স্বপনেতে
তুকারাম হলেন মোহিত। *

* কথিত আছে মহাত্মা তুকারাম, "রামকৃষ্ণ হরি" এই মন্ত্রে স্বপ্নে দীক্ষিত হন। স্বপ্নে দীক্ষা লাভের বৃত্তান্ত বঙ্গদেশেরও কোন কোন সাধকের জীবন বৃত্তান্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ছিন্নহৃদিগ্রন্থিচয়, ঘুচিল সব সংশয়
আনন্দেতে হল মগ্ন চিত ॥
প্রমত্ত ভকতি প্রেমে, তুকারাম নিশিদিনে
হরিনাম করেন সাধন ।
একদিন দয়াময়, স্বপ্নযোগে ভক্তে কয়
"বৃথা কাল করো না হরণ ॥
* এই ছন্দে শ্লোকাবলী, রচ হয়ে কুতুহলী
শতকোটি করহ পূরণ ॥"
শ্রীহরির বাণী শুনি, তুকা ভক্তচূড়ামণি
করে কত 'অভঙ্গ' রচনা ।
ব্রহ্মের শকতি গুণে, তাঁহার অনুপ্রাণনে
মধুময় কাব্য শ্লোক নানা ॥
তাঁহার রসনা হতে, ঝরে সদা ভাবস্রোতে
শুনি সবে হয় বিমোহিত ।
কথকতা আর গানে, হরিনাম নিশিদিনে
করে ভক্ত সুখে বিঘোষিত ॥
সরল মানব-প্রাণ, শ্রীহরির প্রিয় স্থান
স্বভাবতঃ সত্যঅনুগত ।
পূর্ব্বসংস্কারআদি, সত্যগ্রহণের বাদী
তথাপিও হৃদয় নিয়ত ॥
দুর্জ্জয় প্রকৃতিবলে, সে সবারে দেয় ফেলে
স্রোতমুখে তৃণের মতন ।
বাহিরে ভিন্নতা যত, জাতি সম্প্রদায় কত
অবস্থার বৈষম্য কেমন ॥
কিন্তু সবাকার দেহে, যথা এক রক্ত বহে
সেইরূপ মানবের মন ।
গঠিত একই ছাঁচে, তাই এক তানে বাজে
সত্য যবে করয়ে শ্রবণ ॥
তুকারাম নীচ জাতি, তথাপিও ব্রাহ্মণাদি
সুমধুর উপদেশ শুনি ।
গুরুবৎ ভক্তি করে, তাঁর পদ শিরে ধরে
ভকতির মাহাত্ম্য এমনি ॥

তুকারামের প্রেমে শত্রুতা-জয় ।

ঈর্ষা হিংসা দুই রিপু মানব-অন্তরে ।
কতরূপে কতভাবে অত্যাচার করে ॥
অন্যের উন্নতি হেরি, ঈর্ষান্বিত মন ।
আপনি জ্বলিয়া পুড়ি হয় অচেতন ॥
অকারণে অপরেরে শত্রু মনে করি ।
করে নিন্দা অপমান দিবা বিভাবরী ॥
আপন অনিষ্ট সাধি, পরের অহিত ।
করিবারে দুষ্ট বুদ্ধি সতত চেষ্টিত ॥
জ্বালিয়া নরকঅগ্নি মানব-হৃদয়ে ।
দগ্ধ করে সুখশান্তি সকল সময়ে ॥
সাধুর সাধুতা হেরি, ধনাঢ্যের ধন ।
বিদ্বানের বিদ্যা আর প্রেমিকের মন ॥
অপরের যশকীর্ত্তি উন্নতি জীবন ।
হেরিয়া হিংসায় পোড়ে পাতকীর মন ॥
হেন হিংসা সনে যদি স্বার্থযুক্ত হয় ।
ভীষণ রাক্ষস মূর্ত্তি সেজন ধরয় ॥
যুগে যুগে সাধুভক্ত বিশ্বাসি-নিকরে ।
হিংসুক মানবগণ সদা দ্বেষ করে ॥
পৃথিবীর আধিপত্য হিংসা ঈর্ষা সনে ।
মিশিলে ভীষণ ভাব ধরে এ ভুবনে ॥
বিষধর সর্প প্রায় নির্দ্দোষ মানবে ।
কত যে দংশন করে মোহের প্রভাবে ॥
ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ আদি ভকত-নিচয় ।
হিংসুকের হস্তে কত উৎপীড়িত হয় ॥
মহাভক্ত তুকারাম তাঁহাদের মত ।
সহিলেন অত্যাচার অপমান কত ॥

---

* কি ছন্দে রচনা করিতে হইবে তাহাও ভগবান্ বলিয়া দেন ।

মম্বাজী নামেতে এক ব্রাহ্মণ-তনয় ।
তুকারাম প্রতি রুষ্ট হন অতিশয় ॥
প্রতিদিন তুকারাম বিটোবা-মন্দিরে ।
যাইতেন ভক্তিভরে ভজনের তরে ॥
শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্গচয়ে ।
উপদেশ দেয় তুকা নির্ভয়হৃদয়ে ॥
জাতিভেদ-দুষ্ট সেই অভক্ত ব্রাহ্মণ ।
পারে না সহিতে আহা দুর্গতি এমন ॥
যে পথেতে তুকারাম বিটোবা-মন্দিরে ।
যাইতেন প্রতিদিন ব্যাকুল-অন্তরে ॥
সে পথে মম্বাজী কাঁটা করিয়া অর্পণ ।
গমনের পথরুদ্ধ করে অনুক্ষণ ॥
পথেতে কণ্টক দেখি বিশ্বাসী ভকত ।
নিজহস্তে তুলে ফেলে হয়ে অবনত ॥
হেরিয়া মম্বাজী ক্রোধে হইয়া অধীর ।
কণ্টকের যষ্টি দিয়া ভক্তের শরীর ॥
প্রহারেতে করিলেন কত না লাঞ্ছিত ।
তবু ক্রোধে নাহি হয় বিচলিত চিত ॥
শান্তভাবে সব দুঃখ করিয়া বহন ।
নিত্যকর্ম্ম ভক্তবর করেন সাধন ॥
দুঃখ পেয়ে হরিপদে বলেন ভকত ।
ক্ষমাগুণ শেখাবারে ওহে বিশ্বপিত ॥
হানিলে শরীরে মোর কণ্টকের বাণ ।
করেছ বড়ই ভাল ওহে ভগবান্ ॥
রামেশ্বর ভট্ট নামে আর একজন ।
ভক্ত প্রতি অত্যাচার করে অনুক্ষণ ॥
মিথ্যা অভিযোগ করি ভকতের নামে ।
থাকিতে না দেয় তাঁরে আপনার গ্রামে ॥
অধ্যক্ষের কাছে করি অভিযোগ কত ।
তাঁর নির্ব্বাসন দণ্ড করে বিধিমত ॥
হীনজাতি বলি তাঁরে করে গালি দেয় ।
কবিতা রচিতে মানা করে নীচাশয় ॥
বলিলেন ভক্তবর দেবতা-আদেশে ।
লিখেছি কবিতা কিছু মেতে ভাবাবেশে ॥
এবে দেখি ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালনীয় ।
বলে দিন কিবা আছে এদাসের দেয় ?
শুনিয়া বলিল ভট্ট তব গ্রন্থাবলি ।
ইন্দ্রাণী নদীতে তুমি দাও শীঘ্র ফেলি ॥
শুনিয়া ভকতবর নিজ গ্রন্থচয় ।
ফেলে দেন জলগর্ভে বিষণ্ণ হৃদয় ॥
হেরিয়া বিদ্রূপ করি অন্য লোকে কয় ।
"গ্রন্থ ফেলি ধর্ম্মলোপ করিলে নিশ্চয় ॥"
শুনি দুঃখে অনাহারে বিটোবা মন্দিরে ।
প্রার্থনা করেন ভক্ত তিতি অশ্রুনীরে ॥
তের দিন অনাহারে বিশ্বাসী ভকত ।
প্রার্থনায় কাটে কাল সহি দুঃখ কত ॥
কি আশ্চর্য্য শ্রীহরির করুণা অপার ।
গ্রন্থগুলি জলে ভাসি উঠিল আবার ॥
একজন পেয়ে তাহা ভকতসদনে ।
এনে দিল ভক্তিভরে মহানন্দমনে ॥ *
হারাধন পেয়ে ভক্ত আনন্দ-অন্তরে ।
শ্রীহরিকে ধন্যবাদ দেন ভক্তিভরে ॥

এদিকে দেহুতে, ভট্ট রামেশ্বর
ভক্তে অপমান করি ।
অনুতাপানলে, লাগিল দহিতে
কি আশ্চার্য্য মরি মরি ॥
মানব-হৃদয় চুম্বকের প্রায়
সত্য পানে সদা ধায় ।
সত্যে জন্ম যার, সে কি চির দিন
পাপেতে থাকিতে চায় ?

---

* মহাত্মা তুকারাম গ্রন্থ দুইখানি প্রস্তর ফলকে রাখিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া উহা জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন ।

শ্রীহরি সতত, জননী হইয়া
অবসর খুঁজে লন।
কখন কি ছলে, মানবের প্রাণে
নিজে অধিষ্ঠিত হন॥
শত্রু ভাবাপন্ন, মানব সকলে
আত্ম-জ্ঞান দিয়া হরি।
ভক্ত করি লন, পরিত্রাণ দেন
নব নব লীলা করি॥
অনুতপ্ত হয়ে, ভট রামেশ্বর
তুকার সদনে আসি।
ক্ষমা ভিক্ষা লয়ে, ভক্ত শিষ্য হয়ে
সেবে তাঁরে দিবা নিশি॥
এইরূপ কত, শত্রু মিত্র হল
ভক্তের অপূর্ব্ব প্রেমে।
তাঁহার সুযশ, মহারাষ্ট্রময়
ব্যাপিলেক ক্রমে ক্রমে॥
অকপট ভক্তি, নির্ম্মল চরিত্র
শত্রু মিত্রে সমপ্রীতি।
দেখিয়া সকলে, তুকারাম প্রতি
আকৃষ্ট হলেন অতি॥
মধুগন্ধে যথা, ভ্রমর নিকর
করে পুষ্প অন্বেষণ।
তেমনি তুকার, ভকতি বিশ্বাসে
ধায় লোক অগণন॥
নৃপতি শিবাজী, ভক্ত-যশ শুনি
তাঁর দরশন তরে।
মহা সমারোহে, আপন সভায়
আমন্ত্রিলা সমাদরে॥
ভক্ত রামদাস, পরম সন্ন্যাসী
শিবাজীর গুরুদেব।
অনুগত শিষ্য, নৃপতি তাঁহার
রাজ্য ধন বিত্ত সব॥

গুরু পদে দান করে ভক্তিভরে
গুরু পুনঃ নৃপতিরে।
রাজা ধন দেন, সেহেতু শিবাজী
রাজ্য লয়ে নিজ করে॥
প্রতিনিধিভাবে, সে রাজ্য শাসন
করেন বীরত্ব সহ।
সন্ন্যাসীর রাজ্য, তাই বীরবর
গৈরিক-পতাকা বহ॥
মহারাষ্ট্র ধ্বজা, করেন ব্যভার
বীর দর্পে কাঁপে ধরা।
এহেন নৃপতি, শূদ্র তুকারামে
হেরিতে ব্যাকুল পারা॥
কিন্তু তুকারাম, ধন মান সুখে
কভু লালায়িত নন।
প্রমত্ত বৈরাগী, ব্রহ্ম-অনুরাগী
সতত তাঁহার মন॥
রাজ-নিমন্ত্রণ, করি অস্বীকার
পত্র উপদেশময়।
পদ্যছন্দে লিখি, পাঠালেন তথা
বিমোহি রাজ-হৃদয়॥
লিখিলেন তিনি, ঘোটক মশাল
ধন, মান, কোলাহল।
কিছুতে এ চিত, নহে লালায়িত
নাহি চাহি এসকল॥
অরণ্যপ্রবাসী দীনহীন জনে
কিবা তব প্রয়োজন?
আমি কদাকার, অন্নবস্ত্রহীন
পাপী দুঃখী অভাজন॥
নিবৃত্তির গ্রামে, অন্ন খাজানায়
পেয়েছি বিস্তৃত ভূমি।
সতীনারীপ্রায়, আমার হৃদয়
শ্রীহরির অনুগামী॥

বিষয়-বাসনা, সব বিসর্জ্জন
করিয়াছি এ সংসারে।
তবে বল মম কিবা প্রয়োজন
যাইবারে রাজদ্বারে ?
তুমি ভাগ্যবান্, রাজা সুমহান
শুন মোর উপদেশ।
যাহা ভাল বটে কভু তার প্রতি
করিও না মনে দ্বেষ॥
করিলে যে কাজ, হয় পাপ দোষ
তাহাতে দিওনা মন।
দুর্জ্জনের কথা, করোনা শ্রবণ
বন্ধু, শত্রু নির্দ্ধারণ।
করি সুবিচার, পাল প্রজাগণে
এই মোর নিবেদন॥

ভক্ত-পত্র খানি পেয়ে নৃপবর।
হইলেন অতি সন্তোষ-অন্তর॥
বহুমূল্য রত্ন মাণিক্য নিকর।
লয়ে গেল নৃপ ভকত-গোচর॥
উপহার রাজি পরিত্যাগ করি।
বলিলেন তিনি, ধন মোর হরি॥
অন্য ধনে মোর নাহি কোন আশ।
আমি উদাসীন, শ্রীহরির দাস।
আমার সদনে, মৃত্তিকা কাঞ্চন।
উভয়ে সমান, জেনো অনুক্ষণ॥
আশা মোহ মম হইয়াছে দূর।
এসকলে লোভ নাহি হয় মোর॥
তুমি মহারাজ হরি-ভক্ত হয়ে।
পাল প্রজাগণে নিকাম-হৃদয়ে॥
তাহলে কৃতার্থ হবে মম মন।
তব সন্নিধানে এই নিবেদন॥
তুকার বৈরাগ্য ভকতি নিরখি।
হ'লেন নৃপতি অতিশয় সুখী॥
হৃদয়ে বৈরাগ্য হইল উদয়।
রাজকার্য্য ছাড়ি নৃপ মহাশয়॥
অরণ্যে সময় করেন যাপন।
দেখি মাতা তাঁর হয়ে উচাটন॥
ভকতের কাছে বলিলেন গিয়ে।
শুনি তুকারাম সুবোধ বুঝিয়ে॥
বলিলেন নৃপে, প্রজার পালন।
তোমার ধরম, শুনহে রাজন্॥
সেই ধর্ম্ম তুমি সাধহ নিয়ত।
অন্য পথে ত্রাণ নাহি কদাচিত॥
আহা কি অপূর্ব্ব বৈরাগ্য তুকার।
ভাবিলে নয়নে বহে অশ্রুধার॥
যে সংসার লাগি, পৃথিবী পাগল।
যে রাজপ্রসাদ লাভে অবিরল॥
কতনা অকার্য্য করে নরগণ।
যে ধনের লোভে মত্ত অনুক্ষণ॥
আপনি সে নৃপ ভক্তের দুয়ারে।
ধন রত্ন লয়ে প্রেমের খাতিরে॥
আসি উপনীত, কিন্তু ভক্তবর।
তুচ্ছ করে সব আনন্দ-অন্তর॥
এ হেন বৈরাগ্য, অতুল জগতে।
ভক্ত বিনা আর কে পারে লভিতে ?
ব্রহ্মে রতি মতি হইয়াছে যার।
শ্রীহরি চরণ, যে করেছে সার॥
ধন বিত্ত যশঃ সম্ভ্রম সম্মান।
শবতুল্য তার হয় সদা জ্ঞান॥
মৃতদেহ হেরি যথা নরগণ।
ঘৃণা ভয়ে দূরে রহে অনুক্ষণ॥
ভকত বৈরাগী ধন মান জনে।
দেখে সেই ভাবে, এ ভব-গহনে॥
বিশেষ করুণা যারে কর হরি।
তারে হেন ধন, দাও কৃপা করি॥

কবে এ জীবনে লভিব সে ধন ?
বলে দাও মোরে ওহে প্রাণধন ॥
অভক্ত এ চিত, বদ্ধ মায়া-পাশে।
ভ্রমে ভবারণ্যে, ধন-মান-আশে ॥
বিষয় মদিরা পিয়ে মোহ-বশে।
কাটি কাল সদা উন্মত্তের বেশে ॥
বিপদ পরীক্ষা কিছুতেই মোরে।
জাগাতে না পারে এ ভব-সংসারে ॥
মোহ-ঘুম ভেঙ্গে দাও দয়াময়।
বৈরাগ্যেতে পূর্ণ কর এ হৃদয় ॥
ভক্তপদধূলি, মাখি দাও শিরে।
ভকতের ভক্তি দিয়ে এ পাপীরে ॥
তব প্রেম-ধামে এ দীন সন্তানে।
লয়ে যাও নাথ, তব কৃপাগুণে ॥
এই ভিক্ষা করি, তোমার চরণে।
প্রণমে এ দাস, ভক্তি যুক্ত মনে ॥

মহাত্মা ভক্ত তুকারামের শেষ-জীবনের আরও কতিপয় ঘটনা এবং শেষজীবন।

(১)

মানব-জীবনে প্রলোভন-চয়,
নব নব ভাবে সমুদিত হয়,
সুদৃঢ় করিতে জীবন মূল।
পাপের বাসনা সমূলে নাশিতে,
নব পুণ্যভূমি জীবেরে দেখাতে,
আসে দিবানিশি পরীক্ষাকুল ॥

(২)

যে বাসনা জীব করি পরিহার,
যে সুখ সম্পদ্ ত্যজি একবার,
অগ্রসর হয় সাধন-পথে।
কিছুদূর গেলে সেই সমুদয়,
অন্য বেশ ধরি সমাগত হয়,
জগতের নিত্য বিধান মতে ॥

(৩)

চতুর সাধক সব প্রলোভনে
পরাজয় করে বুঝি প্রাণপণে,
কাতরে হরির শরণ লয়।
কিন্তু মূর্খজন আপনা ভুলিয়ে,
প্রলোভন-হস্তে দেয় বিকাইয়ে,
ধর্ম্মরাজ্য হতে পতিত হয় ॥

(৪)

তুকার জীবনে কত প্রলোভন
আসিল, তাঁহার পরীক্ষিতে মন,
কিন্তু তাহে তিনি পরাস্ত নন।
তরুণবয়স্কা একটী যুবতী,
হইল আসক্ত ভকতের প্রতি,
মন্দ অভিলাষ তাঁহারে কন ॥

(৫)

মিষ্টবাক্যে তারে বলিলা ভকত,
এথা হতে তুমি, চলে যাও মাতঃ,
আমা হতে সুখ পাবে না কভু।
পরস্ত্রী জননী রুক্মিণী সমান,
কামিনী-আসক্তি দুঃখের নিদান,
পাপাসক্ত জনে বিরক্ত প্রভু ॥

(৬)

ছিল চৌদ্দ জন প্রিয় শিষ্য তাঁর,
বিদ্বেষ্টা তাঁহার ছিল অনিবার,
কিন্তু তাঁর দেব-স্বভাব হেরি ॥
লভিয়া তাঁহারা নবীন জীবন,
লইল সকলে তুকার শরণ,
ব্রহ্মকৃপাগুণে গেলেন তরি ॥

(৭)
শিবাজী নামেতে এক কংসকার,
তাঁর শিষ্য হয়ে ছাড়িয়া সংসার,
তুকা-সহবাসে কাটান দিন।
ইহা দেখি তাঁর অবলা কামিনী,
অতিশয় রুষ্টা হইলা এমনি,
ক্রোধেতে হইল প্রাণ মলিন ॥
(৮)
একদিন ভক্তে করি নিমন্ত্রণ,
আনিলা রমনী আপন ভবন,
তারপর নারী নিঠুর চিতে।
অতি উষ্ণ জল ভকত শরীরে,
ঢেলে দিল আহা [illegible] ভরে,
অসহ যাতনা হইল তাতে ॥
(৯)
শান্তভাবে ভক্ত অসীম বেদন,
সহিলা নীরবে শ্রীহরি-নন্দন,
স্তব স্তুতি করে ভক্তিভরে।
ভকতের ভাব হেরিয়া রমণী,
হইলা বি[illegible] আপনা আপনি,
পতি পত্নী ভক্তে সেবন করে ॥
(১০)
এইরূপে তিনি প্রেমে নবগণে,
পরাজয় করে ব্রহ্মরূপাগুণে,
পুণ্যবলে করে পাপের জয়।
শ্রীহরি-সেবায় হরিগুণ-গানে,
বিভোর হইয়া রহে নিশিদিনে,
তুকার জীবন ভকতিময় ॥
(১১)
ক্রমে শেষকাল উপনীত তাঁর,
ধ্যানমগ্ন তিনি রন অনিবার,
প্রেমের সম্বল মধুর ধ্যান।
বাহির হইতে অন্তরে গমন,
ধ্যান-যোগে ভক্ত করে অনুক্ষণ,
ধ্যানেতে নিমগ্ন তাঁহার প্রাণ ॥
(১২)
যোগে তনুত্যাগ করিলা ভকত,
স্বর্গধামে আহা গেলেন সুব্রত,
ভারত হইল আঁধারময়।
যাও দেব যাও অমর নগর,
হরি সনে কাল কাট নিরন্তর,
প্রাণভরে হের প্রিয় সখায় ॥
(১৩)
মধুর বিশুদ্ধ চরিত্র তোমার,
পুণ্য ভাগবত গীতারত্নসার,
ভক্তি-প্রস্রবণ ধরণীতলে।
ক্ষুদ্র বীজ হতে যথা তরুবর,
জন্মি উচ্চাকাশে ধায় নিরন্তর,
তোষে জীবগণে ছায়া ও ফলে ॥
(১৪)
অজ্ঞাত নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরে,
জন্মলভি নদী ক্রমে বেগভরে,
সাগর-সঙ্গমে ধাইয়া চলে।
জীবনের পথে পর উপকার,
সাধে স্রোতস্বতী বিবিধ প্রকার,
শেষে দেয় প্রাণ সখারে ঢেলে ॥
(১৫)
তেমতি হে তুমি জন্মি শূদ্রকুলে,
শত অপমান সহি কুতূহলে,
সখার চরণে রহিলে পড়ে।
তাঁহা হতে প্রেম পুণ্য সুধামৃত,
যাচিয়া আনিয়া বিলাইলে কত,
পাপী জগতের হিতের তরে ॥

(১৬)

বিশ্বাস দীনতা বৈরাগ্য ভকতি,
উজলিছে তব মধুর প্রকৃতি,
সুধাখণ্ড তুমি ভারতভূমে।
তব ধর্ম্মামৃত করি পানাহার,
কত সুখ শান্তি হয় অনিবার
যায় জীবগণ অমরধামে ॥

(১৭)

প্রেরিত বিশ্বাসী সুসংবাদ-দাতা,
ওহে ভক্তবর প্রিয়তম ভ্রাতা,
তোমার সমান কে আছে আর ?
ভারতের তুমি মুকুটের মণি,
তুমি প্রেম পুণ্য দীনতার খনি,
তুমি ভকতের গলার হার ॥

(১৮)

ওহে দীননাথ ভকতের ধন,
তুকার ভকতি দীনতা জীবন
দাওহে এ দাসে করুণা করি।
মরুভূমি সম আমার হৃদয়,
অহঙ্কার রূপ লুহ * তাহে বয়,
পাপ দাহে প্রাণ যাইছে পুড়ি ॥

(১৯)

বিষয়-বাসনা কুতর্ক জল্পনা,
বিধানে সংশয়, অবিশ্বাস নানা
সৃজে মরীচিকা জীবন-ভূমে।
তব প্রেমমেঘ হতে দয়াময়,
বরিষ হৃদয়ে ভক্তিবারিচয়,
ভাসুক এ প্রাণ তোমার প্রেমে ॥

(২০)

অমরবাঞ্ছিত সুদুর্লভ ধন
দেব সুরধুনী. ভকতি রতন
দাওহে কাঙ্গালে কাঙ্গালসখা ॥
দাও বল মোরে, যেন ও চরণে
পারি সঁপিবারে এ পাপ জীবনে,
পাই নিত্য হৃদে তোমার দেখা ॥

(২১)

এই ভিক্ষা মাগি তব শ্রীচরণে,
প্রণমিনু প্রভো ভক্তি-যুক্ত-মনে,
লয়ে যাও মোরে ভক্তির পথে।
তুকা পদধূলি মেখে দাও মাথে,
গুরু হয়ে তুমি থাক সাথে সাথে,
রাখ মতি মম তোমার পদে ॥

মহাত্মা তুকারামের উপদেশ। *

(১)

ওহে পতিত পাবন,
দীননাথ নারায়ণ,
তব রূপ হৃদিমাঝে
সদাই যেন বিরাজে,
ওহে ব্রহ্মাণ্ড-নায়ক,
ভকত-জন-পালক।
জীবের জীবন তুমি প্রাণাধার
দেব দেব তুমি তুকা কহে সার ॥

(২)

হে ঈশ্বর, এই কর তোমারে না ভুলি,
তব গুণগান যেন করি প্রাণ খুলি।

---

* মরুভূমির উপর দিয়া এক প্রকার বিষাক্ত তীব্র বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাকে লু বলে।

* ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত বোম্বাই চিত্র নামক গ্রন্থ হইতে এই উপদেশ গুলির অধিকাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

আর কিছু নাহি চাই, এই এক আশ,
ধন সম্পদের তরে না রাখি প্রয়াস।
নির্ব্বাণ করিতে লাভ বাসনা যে নাই,
দুর্লভ জনম হ'তে মুক্তি নাহি চাই।
বেঁচে থেকে করি শুধু তব গুণগান,
সাধুসঙ্গ ভোগ করি, এই চাহে প্রাণ।

(৩)

ভক্তিভরে গান কর, শুদ্ধ কর মন,
হরি যদি পেতে চাও, এই সে সাধন।
নম্র হও, থাক সদা সাধু-পদচ্ছায়,
কাণ পাতিও না কভু, পরচর্চায়।
তুকা বলে কর ভাই, পর উপকার,
অল্প হোক, বেশী হোক, যা সাধ্য তোমার।

(৪)

কথা অতি মিষ্ট, আর মন ভাল যাঁর,
নেই বা রহিল গলে, ফুলমালা তাঁর।
আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ করেছে যে জন,
সেই বা সে শিরে জটা করিল ধারণ।
আসক্তি নাহিক যাঁর পরস্ত্রীর প্রতি,
ভস্ম যদি না মাখে সে, কি তাহাতে ক্ষতি?
নিন্দায় যে মূক, আর অন্ধ পরধনে,
তুকা কহে, সন্ন্যাসী কহিও সেই জনে।

(৫)

সেই জন ভক্ত, যেই দেহেতে উদাস,
সংসারে বিরাগ যাঁর, ছিন্ন আশাপাশ।
বিষয় তাঁহার নাই, বিনা নারায়ণ,
মাতা পিতা নাহি চান, নাহি ধন জন।
গোবিন্দ সহায় তাঁর হন পদে পদে,
আগুলে রাখেন তাঁরে সম্পদে বিপদে।
তুকা কহে, এই জেনো ভক্তের লক্ষণ,
অন্য কাজে সদা তিনি থাকেন মগন।

(৬)

খণ্ডোবার ভিক্ষুক সে আছিল প্রথমে,
ভাগ্যগুণে সেনাপতি হল ক্রমে ক্রমে।
তবুও ভিক্ষার ঝুলি ঘুচিল না তার,
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে গণক ছিল, এমনি কপাল,
ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সে হইল ভূপাল।
পাঁজি পড়া তবুও ত ঘুচিল না তার,
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে ছিল যে দাসী, কে জানিত কবে,
সেই দাসী ভাগ্যগুণে পাটরাণী হবে।
তবুও ত হীনকর্ম্ম ঘুচিল না তার,
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে পাইল তুকা সাধুদের সঙ্গ,
ক্রমে পাণ্ডুরঙ্গ সাথে হল এক অঙ্গ।
তবু তাঁর গুণগান ঘুচিল না তার,
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।

(৭)

সেই পাপ, মনে যদি রহিল সংশয়,
পাপ পুণ্য দুই সে মনের ধর্ম্ম হয়।
ভাল চিন্তা পুণ্য অতি জানিও গো সবে,
বীজ যদি ভাল হয় ফল ভাল হবে।
তুকা কহে, মনেরে রাখিও শুদ্ধ সত্ত্ব,
সেই অতি ভাল কাজ, সেই সারতত্ত্ব।
ধন্য ধন্য সেই প্রাণী ক্ষমা যাঁর অঙ্গে,
ধৈর্য্যবল ধরে যেই সকল প্রসঙ্গে।
পরগুণ দোষ চর্চ্চা নাহি যাঁর ঠাঁই,
অহঙ্কার-গর্ব্ব-শূন্য যে জন সদাই।
অন্তর বাহির যাঁর সমান নির্ম্মল,
পুণ্যতোয়া গঙ্গাসম হৃদয় কোমল।
তুকা কহে, হেন জন দোসর আমার,
প্রণাম তাঁহার পদে শত শত বার।

(৮)

সদুপায়ে ধনরাশি করি উপার্জ্জন,
ভাল কোরে বুঝে সুঝে করো বিতরণ।
কটুবাক্য না কহে যে, পরহিতে রত,
পরস্ত্রীরে দেখে যেই, জননীর মত।
জীবজন্তু সবাপরে অতি দয়াবান,
মরুভূমে তৃষাতুরে করে জলদান।
সদা শান্ত, নাহি করে পর-অপবাদ,
গুরুজন সাথে কভু না করে বিবাদ।
সে লভে উত্তম গতি নাহি পায় দুখ,
পরম সৌভাগ্য তাঁর ভুঞ্জে সদা সুখ।
তুকা কহে, আশ্রমের রত্ন যাঁরে মানি,
এ হ'তে তপ না আর কি আছে না জানি।

(৯)

সবাই বলে গো দেব, আমি তব দাস,
তুমিই রাখিবে মোরে, এই মম আশ।
অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন,
এই নাম জপি আমি কাটাব জীবন।
ভজন পূজন মোর মুখেই কেবল,
অন্তরের কথা প্রভু জানিছ সকল।
তুকা কহে, তুমি ওহে করুণার সিন্ধু,
ভবপাশ নাশো মোর ওহে দীনবন্ধু।

বিধানের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা।

সিন্ধু পরপার হতে মুসলমানগণ।
বীরবেশে আর্য্যভূমে করে আগমন॥
বিধাতার সুকৌশলে অতুল বিক্রমে।
উড়িল ইছলাম-ধ্বজা ভারত-গগনে॥
পারস্য আরব তুর্কী আফগান স্থান।
এসব দেশের লোক সব মুসলমান॥
বীরজাতি বলবান্ সুখপ্রিয় অতি।
রাজ্য বিস্তারের তরে সমুৎসুক-মতি॥
ইছলাম ধর্ম্মের গুণে অসভ্য মানব।
লভিল অতুল কীর্ত্তি সভ্যতা বিভব॥
ভারতে প্রবেশি তারা আর্য্যগণসহ।
মহোদ্যমে মহারণ করে অহরহ॥
অন্তর বিবাদে মত্ত ছিল আর্য্যগণ।
সুযোগ পাইয়া তারে ঘেরে শত্রুগণ॥
স্বরাজ্য স্থাপন করি বিদেশী সকল।
শত শত বর্ষ দেশ শাসে কুতূহল॥
কেহ ভয়ে কেহ লোভে কেহবা ইচ্ছায়।
বহু আর্য্য মুসলমান হইল হেথায়॥
স্বরাজ্য বিস্তার আর মূর্ত্তিপূজা নাশ।
করিবারে মুসলমান করেন প্রয়াস॥
পবিত্র আচারশীল আর্য্যের সন্তান।
ম্লেচ্ছভাবাপন্ন আহা যত মুসলমান॥
দু জাতির ভিন্ন ভাব বিভিন্ন প্রকৃতি।
বিভিন্ন সাধন আশ জীবনের গতি॥
একত্র হইল আসি বিশাল ভারতে।
কিন্তু দুই না মিশিল হায় কোন মতে॥
অশান্তি বিরোধ পাপ হিংসা রক্তপাত।
বহিল ভারতভূমে যথা ঝঞ্ঝাবাত॥
একত্ববাদের পুণ্য ইছলাম ধরম।
ম্লেচ্ছাচারে কলঙ্কিত হয় অনুক্ষণ॥
প্রাণিহত্যা স্বেচ্ছাচার অবৈধ আহার।
ইন্দ্রিয়-আসক্তি আদি নানা পাপাচার॥
মহম্মদ-শিষ্যগণে করি অধিকার।
কলঙ্কিত করিলেক হৃদয় আগার॥
হইল জীবের গতি সংসারের দিকে।
বহিল পাপের স্রোত ভারতে চৌদিকে॥
অন্য দিকে হিন্দুগণ পৌত্তলিক-হ্রদে।
মজিয়া অনাথ-ভাবে দিবানিশি কাঁদে॥
জাতি ভেদ প্রপীড়িত শান্ত হিন্দু জাতি।
অনৈক্যের পঙ্কে মগ্ন রহে দিবা রাত্রি॥

অনৈক্য প্রভাবে তারা স্বাধীনতা ধন।
হারাইয়া অবিরত করয়ে ক্রন্দন॥
বিদ্যা বুদ্ধি ধন জন বিভব বিষয়।
শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম আছে সমুদয়॥
কিন্তু এক একতার অভাবে সকলে।
অনুক্ষণ ভাসে সবে দুঃখের সলিলে॥
আসিল অনেক বিধি ভারত অগারে।
জন্মিল অসংখ্য সাধু হেথা বারে বারে॥
তথাপি ভারতবাসী হলোনা চেতন।
ছাড়িল না এতদিন মূরতি-পূজন॥
নানা জাতি নানা বর্ণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে।
কান্দিছে ভারতবাসী ব্যাকুল-হৃদয়ে॥
মুসলমান ধর্ম্ম হয় বিশ্বাস-প্রধান।
সদাচারে আর্য্যধর্ম্ম সদা মহীয়ান॥
ম্লেচ্ছ বলি হিন্দুগণ মুসলমানগণে।
অপবিত্র হীনজাতি বলি সদা গণে॥
তাহাদের পরশনে নিজের জীবন।
কলঙ্কিত হয় বলি ভাবে মনে মন॥
অন্যদিকে মুসলমান যত হিন্দুগণে।
কাফের বলিয়া ঘৃণা করে নিশিদিনে॥
এক সঙ্গে পানাহার প্রেম-সম্মিলন।
প্রাণ খুলি নাহি হয় এদের কখন॥
ধর্ম্মের বাহ্যিক বেশ বাহ্য অনুষ্ঠান।
সার করি আছে যত হিন্দু মুসলমান॥
ধর্ম্মের আদিম ভাব সাররত্ন ধন।
গিয়াছে ভুলিয়া এবে যত নরগণ॥
ভারতের হেন দশা দেখি দয়াময়।
থাকিতে পারেন কিহে কভু নিরদয়?
হিন্দু মুসলমান দুই তাঁহারি সন্তান।
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রায় উভয়ে সমান॥
দুইজনে সম্মিলিত করিবার তরে।
আসিলেন দোঁহে হরি ভারত ভিতরে॥

হিন্দু মুসলমান দোঁহে তাঁহারি বিধানে।
প্রতিবেশী ভাবে বাস করে আর্য্য-ভূমে॥
একত্ববাদের শুদ্ধ ধরমের সনে।
আর্য্যদের যোগ ভক্তি মিলায়ে যতনে॥
হিন্দু আর মুসলমান দুই সম্প্রদায়।
মিলাইয়া এক মহাজাতি এ ধরায়॥
গড়িবারে দয়াময় করিলা মনন।
তাই নববিধি পুনঃ হল আগমন॥
বিনাশিতে মূর্ত্তি-পূজা হিংসা ম্লেচ্ছাচার।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীহরি এবার॥
শুদ্ধাচার সনে শুদ্ধ এক ব্রহ্ম-পূজা।
প্রবর্ত্তিত করিবারে জগতের রাজা॥
মহাভক্ত নানকেরে লইয়া ভারতে।
আরম্ভিলা নব লীলা ভবে প্রকটিতে॥
দৃঢ় একেশ্বরবাদী—সরস ভকত।
নানকের মত আর দেখেনি জগত॥
হেন ভক্তে পাঠাইয়া অবনী ভিতর।
করিলেন মহালীলা জগত-ঈশ্বর॥
উভয় জাতির শুদ্ধ উচ্চ প্রকৃতিতে।
সাজাইলা দয়াময় বিশ্বাসী ভকতে॥
দুই শক্তি দুই ভাব দুইটী জীবন।
মিলাইয়া দয়াময় পতিতপাবন॥
এক নব মহাশক্তি বিরচিয়া ভবে।
বিধানের নব লীলা দেখাইলা সবে॥
হিন্দুর হিন্দুত্ব আর ইছলাম বিশ্বাস।
মিলাইলা এ সংসারে প্রভু শ্রীনিবাস॥
দুই প্রতিবেশী শক্তি হ'লে সম্মিলিত।
বিচিত্র তৃতীয় শক্তি হয় সমুদ্ভূত॥
হিন্দু মুসলমান শক্তি মিলি একাধারে।
নানকে প্রকট এবে বিধান আকারে॥
নব ধর্ম্ম নব জাতি করিলা সৃজন।
হইল ব্রহ্মের ইচ্ছা মরতে পূরণ॥

অহঙ্কার অন্ধতায় হল যারা ছাই।
সেই ছাই মূষ্টি লয়ে জগত-গোঁসাই॥
অভিনব শিখ জাতি করিলা গঠন।
বহিল ভারতে পুনঃ বিধান-পবন॥
হেন বিধানের পুণ্য মহা ভাগবত
প্রভুর অনন্ত লীলা, ভকত-চরিত॥
কে বর্ণিতে পারে বল মরত মাঝারে?
তাই ওহে প্রেমময় ডাকিহে তোমারে॥
কৃপাকরি বিধানের মনোহর কথা।
শুনাইয়া নাশ নাথ, হৃদয়ের ব্যথা॥
তব অনুপম দয়া, প্রেমের ব্যাপার।
বুঝাও এ পাপী জনে ওহে প্রাণাধার॥
বিশ্বাসী প্রেমিক সাধু ভক্তের চরিত।
প্রকাশিয়া পাপ প্রাণে কর বিমোহিত॥
তব লীলাস্রোতে দেব ভাসিতে ভাসিতে।
যেতে যেন পারে নাথ অমর ধামেতে॥
এই ভিক্ষা করি হরি তব শ্রীচরণে।
প্রণিপাত করি মোরা ভক্তি-যুক্ত-মনে।

—:০:—

মহাত্মা নানকের জন্ম, শিক্ষা ও উপনয়ন।

ধরমের খনি, বীর-প্রসবিনী
পবিত্র পঞ্জাব ভূমি।
আদি আর্য্যস্থান, পবিত্র মহান
ভারতের শিরোমণি॥
আর্য্য সমুদয়, প্রথমে হেথায়
আসি সাম-বেদ-গানে।
আনন্দের স্রোত, ঢালিলা নিয়ত
তৃষিত জগত-প্রাণে॥
সিন্ধু-নদ-কূলে, বসিয়া বিরলে
রচিলেন বেদচয়।
তথা হতে পরে, দেশ দেশান্তরে
ব্যাপিলেন সমুদয়॥
বীর অগণিত, মুনি ঋষি কত
জনমিলা এই দেশে।
কত শাস্ত্র বিধি, হেথা নিরবধি
ঘোষে হরি প্রেমাবেশে॥
ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে, সদা মর্ত্তধামে
পরিচিত এই স্থান।
ব্রহ্মজয়-গীতি গায় নিরবধি,
হ'ত নিত্য ব্রহ্মনাম॥
হেন পুণ্য স্থানে, ব্রহ্মের বিধানে
নানকের জন্ম হল।
তাঁর সমাগমে, পুণ্য আর্য্য-ভূমে
সুখ-সূর্য্য সমুদিল॥
ক্ষত্রিয়-কুলেতে, পূর্ণিমা তিথিতে
ত্রিপতা মাতৃ উদরে।
জন্মিলা ভকত, ভাসিল জগত
অতুল আনন্দ-নীরে॥
তালবন্তী নাম, তাঁর জন্মধাম
কালু পিতৃদেব তাঁর।
নবীন কুমার, শোভার আধার
যেন প্রেম-অবতার॥
শিশুর লক্ষণ, দেখি সর্ব্বজন
ভাবিল আপন মনে।
ধর্ম্মপ্রচারক, বিধান-বাহক
হবে শিশু এ ভুবনে॥
কুমারে হেরিয়া, দণ্ডবৎ হয়ে
কত জন প্রণমিল।
আনন্দের স্রোত, গৃহে অবিরত
কত ভাবে উথলিল॥
কুলপুরোহিত, হয়ে সমাহিত
রাখে নিরঙ্কারী নাম।

যে নামের বলে, শিশু ভাবী কালে
হবে পূজ্য ভব-ধাম ॥ *
শশিকলা প্রায়, শিশুও ধরায়
বাড়ে আহা অনুক্ষণ॥
সন্তানের শোভা, মুনি-মনো-লোভা
দেখি মুগ্ধ সর্ব্বজন ॥
বাল্যকাল হতে, ব্রহ্মের ইঙ্গিতে
শিশুর হৃদয় মনে।
বৈরাগ্য-অনল, জ্বলে অবিরল
চমকি স্বজনগণে ॥
প্রশান্ত গম্ভীর, পরম সুধীর
ছিলেন নানক রায়।
তপস্বীর বেশে, সদা ভাবাবেশে
প্রমত্ত রহে সদায় ॥
সন্ন্যাসী দেখিলে, ডাকি কুতূহলে
আনিতো আলয়ে তাঁরে।
প্রফুল্ল-অন্তরে, অতি সমাদরে
তোষিতেন উপহারে ॥
পঞ্চবর্ষ হলে, পিতা কুতূহলে
বিদ্যারম্ভ দেন তাঁর।
তত্ত্বজ্ঞান সহ, বিদ্যা অহরহ
শিখে শিশু চমৎকার ॥
হলে বর্ষ নয়, পিতা মহাশয়
তাঁহার উপনয়ন। †
দিতে প্রেমভরে, বহু ব্যয় ক'রে,
করিলেন আয়োজন ॥
আত্মীয় স্বজন, সবে আগমন
করিলেন সেই ভবনে।
আনন্দ-হিল্লোল, উঠে অবিরল
জনক-জননী-মনে ॥
কুলপুরোহিত, যে আছে বিহিত
করি পূজা অনুষ্ঠান।
বালকের গলে, সূত্র কুতূহলে
দিতে হলা আগুয়ান ॥
নানক তখন, সূত্রের ধারণ
না করিলা কোন মতে।
হেন আচরণ, হেরি পুরজন
পড়িলা ঘোর বিপদে ॥
পুত্রের ব্যাভার, দেখিয়া পিতার
প্রাণে হল দুঃখ অতি।

* মহাত্মা নানকের পিতার নাম কালু, মাতার নাম ত্রিপতা এবং জন্মভূমি তালবণ্ডী গ্রামে ছিল; পুরোহিত তাঁহার নাম নিরঙ্কারী রাখেন। নিরঙ্কারী শব্দের অর্থ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক।

† বৈদিক সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর লোকের উপনয়ন সংস্কার নামে একটী বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ এই চারি আশ্রম তৎকালে নির্দ্দিষ্ট ছিল শিশু নির্দ্দিষ্ট বয়সে গুরুগৃহে প্রেরিত হইত; এই যে গুরুগৃহে উপস্থিত হইয়া বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষাকার্য্য আরম্ভের ব্যাপার ইহাই উপনয়ন নামে অভিহিত ছিল। শিশু চতুর্বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদ বেদান্তাদি বিবিধ শাস্ত্র এবং সদাচার ও ধর্ম্ম সাধনের প্রণালী সকল শিক্ষা করিতেন। এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া অনেকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবাহাদি পূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। কেহবা চিরকালের জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেন। এই আচারের নিদর্শন স্বরূপ শিষ্যগণ এক প্রকার সূত্র ধারণ করিতেন, তাহাকে উপবীত বলে। প্রাচীন প্রথা এক্ষণে এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে আর গুরুগৃহে গমন কি ব্রহ্মচর্য্য নাই। কেবল বাহ্য চিহ্নস্বরূপ উপবীত-ধারণ মাত্র আছে।

আনন্দের স্রোত, হল প্রতিহত
সবে হলা ক্ষুণ্ণমতি ॥
কুল-পুরোহিত, উপদেশ কত
দিলেন কালু-তনয়ে।
শুনি সে বচন, ক্ষত্রিয় নন্দন
বলিলা অকুতোভয়ে ॥
"ওহে মহাশয়, বলুন আমায়
তব এই উপবীত।
কি ধর্ম্ম ধারণে, হয় এ ভুবনে
ত্যজিলে কিবা অহিত?"
শুনিয়া বচন, বলিলা তখন
পুরোহিত প্রেম-ভরে।
এ সূত্র-ধারণে, ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে
অধিকার লভে নরে ॥
উপবীত বিনে, ক্ষেত্রীর জীবনে
দেহ নাহি শুদ্ধ হয়।
তব স্পৃষ্টবারি, অপবিত্র ভারি
জানিও ওহে তনয় ॥
শুনিয়া উত্তরে, শিশু ধীরে ধীরে
বলিলেন মহাশয়।
উপবীতে মন, শুদ্ধ সচেতন
কভু কি জগতে হয়?
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, দেখ কতজন
গলে উপবীত পরে।
অথচ নিয়ত, পাপ কার্য্য কত
প্রাণিহিংসা সদা করে ॥
এরা কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সুজন
বলু ওহে মহামতি?
চণ্ডাল কি নয়, এরা মহাশয়,
কি হবে এদের গতি?
ব্রহ্মের শাসনে, নরক-আগুনে
দহিবে যারা নিশ্চয়।
উপবীতে তবে, কি ফল লভিবে
সেই সব দুরাশয়?
নানকের বাণী, শুনিয়া অমনি
অবাক সভাস্থ জন।
পুরোহিত তাঁরে, পুছেন আদরে
বল সে সূত্র কেমন।
যাহার ধারণে, মর্ত্তে জীবগণে
লভে ধর্ম্ম সনাতন ॥
"যেই উপবীত, দয়ার কার্পাসে
সন্তোষের সূত্রে হয়।
ইন্দ্রিয়-দমন, গ্রন্থী অনুপম
সত্য দণ্ডী মহাশয় ॥
সেইতো প্রকৃত, শুদ্ধ উপবীত
অবিনাশী নিরমল।
এ সূত্র ধারণ করে যেই জন,
সেই ধন্য মহাবল ॥
তোমার সহিত, হেন উপবীত
থাকে যদি দাও আনি।
কার্পাসে নির্ম্মিত, তুচ্ছ উপবীত
কভু আমি নাহি মানি ॥"
ব্রহ্মের প্রভাবে, এইরূপ ভাবে
বলি তত্ত্ব সুধাময়।
সবে চমৎকৃত, করিলা ভকত
মোহিলা সব হৃদয় ॥
সভাজন যত, হয়ে বিমোহিত
বলিল আনন্দ ভরে।
ধন্য দয়াময়, তোমারি কৃপায়
শিশু হেন ভাব ধরে ॥
ভারত মাঝারে, ঘৃণার আকারে
জাতি, ভুজঙ্গম প্রায়।
সূত্রের আশ্রয়ে, মানব-হৃদয়ে
বাস করে সর্ব্বদায় ॥

সূত্রধারী জন, ঘৃণা অনুক্ষণ
করে অন্য নর-গণে।
হিংসা দ্বেষ ঘৃণা, কদাচার নানা
প্রবেশে আর্য্যের মনে॥
হেন উপবীত, করি বিদূরিত
শান্তি শাম্য প্রতিষ্ঠিতে।
হরি কৃপা করে, শিশুর অন্তরে
দিলা জ্ঞান বিধি মতে॥
তোমারি কৃপায়, সকলি ধরায়
সম্ভব হয় হে হরি।
যুগ যুগান্তর, যেই কুসংস্কার
রয়েছে ভারত ঘেরি॥
শিশু সুকুমার, প্রতিবাদ তার
করে আহা কি অদ্ভুত।
লীলাময় হরি, এলীলা তোমারি
এ শিশু তব আশ্রিত॥
ওহে দয়াময়, হইয়া সদয়
কর সবে আশীর্ব্বাদ।
আর্য্যজনগণ, সূত্রের বন্ধন
ছেদি যেন অপ্রমাদ॥
তব পদাশ্রয়, লভে দয়াময়
অনন্ত কালের তরে।
জাতি-ভেদ ভুলি, তব সত্য পালি
ধন্য হয় এ সংসারে॥
এই ভিক্ষা করি, ও চরণ ধরি,
করে দাস প্রণিপাত।
দীনজন-গতি, ও চরণে মতি
দাও মোরে ওহে নাথ॥

—:*:—

পরম ভক্ত নানকের ধর্ম্ম-জীবনের ক্রমোন্মেষ।

বয়ঃক্রম বৃদ্ধি যত হইল তাঁহার।
তত তাঁর প্রাণে হল প্রেমের সঞ্চার॥
দেবদারু তরু প্রায় তাঁর প্রাণ মন।
ঊর্দ্ধদিকে অবিরত ধায় অনুক্ষণ॥
শ্রীহরি গোপনে বসি তাঁর হৃদাগারে।
রচিছেন মধুচক্র সদা প্রেমভরে॥
শ্রীহরির পুণ্যানলে পাপ তাপ তাঁর।
একে বারে চিরতরে হয় ছার খার॥
ভক্তিবারি তার প্রাণে করিয়া সিঞ্চন।
ভকত-হৃদয় হরি করিলা হরণ॥
বিশ্বাস ভকতিরূপ সুরসাল ফল।
জীবন তরুতে তাঁর শোভে কুতুহল॥
কি মন্ত্রে দীক্ষিত হরি করিলা তাঁহারে।
মজিলা নানক তাঁর প্রেমে একেবারে॥
অনুরাগ সাধনের অঙ্গ মনোহর।
অনুরাগ হতে কিছু নহে মিষ্টতর॥
অনুরাগ-কুসুমের পুণ্য পরিমল।
ভক্তের জীবনে ব্যাপ্ত হয় অবিরল॥
সংসারে আবেশ নাই, অরুচি ক্রীড়ায়।
বালকের মন সদা ব্রহ্ম পানে ধায়॥
ঈশ্বরের অনুরাগে হইয়া বিহ্বল।
দিবা নিশি রহে ভক্ত যেমন পাগল॥
মুদিত-নয়নে সাধু হৃদয়ে নিরত।
ভক্তিভরে অনুধ্যান করে হরিপদ॥
বালকের হেন ভাব কে দেখে কোথায়?
কিন্তু হরি-কৃপাগুণে সব শোভা পায়॥
উদাসীন সন্ন্যাসীর সহবাস পেলে।
সংসারের কথা ভক্ত যাইতেন ভুলে॥
তিনি মাত্র জনকের এক পুত্রধন।
তাঁর দশা হেরি পিতা করেন রোদন॥

কিছু দিন পিতৃ-আজ্ঞা করিতে পালন।
মাঠে গিয়া করে ভক্ত গো মেষ চারণ॥
মাঠে গিয়া গাভীগণে মুক্ত করি দিয়া।
তরুতলে রহে শিশু ধেয়ান ধরিয়া॥
এইভাবে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন যখন।
তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার গোধন॥
কৃষকের ক্ষেত্রে গিয়া করে শস্য-হানি।
দেখিয়া কৃষক তাঁরে বলে কটুবাণী॥
শুনি কালু নন্দনের হেন ব্যবহার।
করিলেন ভক্তবরে কত তিরস্কার॥
সংসারে আসক্ত জীব, ভকত-চরিত।
বুঝিতে না পারি তাঁরে করে বিড়ম্বিত॥
ক্রমে নানকের হৃদে প্রেমের উচ্ছ্বাস।
উথলি নাশিল তাঁর সংসার পিয়াস॥
অহিফেন-সেবী ঘোর মাতালের প্রায়।
দিবানিশি ধ্যানাবেশে সময় কাটায়॥
ক্রমে ভাবাবেশ তাঁর বাড়িল এমন।
ত্যজি গেল লোক-সঙ্গ বাক্য আলাপন॥
নিস্তব্ধ নীরব হয়ে নিদ্রাহার ত্যজে।
নিরন্তর ভক্তবর ব্রহ্মপদ পূজে॥
আপাদমস্তক ঢাকি প্রকাণ্ড বসনে।
ধ্যানমগ্ন রহে ভক্ত থাকিয়া শয়নে॥
প্রেমধারা বহে তাঁর নয়ন-যুগলে।
হাসে কাঁদে মুগ্ধ রহে হরি-প্রেমে গলে॥
জনক জননী আর আত্মীয় স্বজন।
নানকের দশা হেরি হলো দুঃখমন॥
আধ্যাত্মিক ভাব তাঁর বুঝিতে না পারি।
কত কথা বলে লোকে অনুমান করি॥
কেহ বলে ক্ষেপিয়াছে কালুর নন্দন।
কেহ বলে ভূতগ্রস্ত হয়েছে এখন॥
কেহ উপদেশ দেয় চিকিৎসার তরে।
কেহ অনুযোগ করে ভক্ত-জনকেরে॥

সংসারে আসক্ত যত মানব-নিচয়।
বিশ্বাসী জনের ভাব বুঝিতে নারয়॥
বিশ্বাসীর ব্যবহার রহস্য-পূরিত।
বিশ্বাসীর বাক্যালাপ স্বর্গের অমৃত॥
বিশ্বাসী সংসার-পথে করেনা গমন।
সংসারের তুচ্ছ সুখে নহেন মগন॥
বিশ্বাসীর প্রাণ মন মর্ত্তধাম ছেড়ে।
গিয়াছে স্বর্গের পথে, আসিবেনা ফিরে॥
বিশ্বাসীর অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাভার।
বুঝিবে কেমনে বল সংশয়ী সংসার॥
তাই ভক্তে উৎপীড়ন লাঞ্ছনা গঞ্জনা।
করয়ে সংসার নিত্য তায় বিড়ম্বনা!
পুত্রের অবস্থা হেরি জনক জননী।
কাটেন গভীর দুঃখে দিবস রজনী॥
এক দিন পিতা তাঁর করিয়া ক্রন্দন।
বলিলেন নানককে ওহে বাছা ধন॥
তোমা তরে বেদীবংশ দুঃখের সাগরে।
ভাসিতেছে দিবানিশি দেখ চাহি ফিরে॥
উপযুক্ত যত্ন বিনা ক্ষেত্র সমুদয়।
শস্যহীন হইয়াছে দেখহ তনয়॥
তোমার অমনোযোগে মম ভৃত্যগণ।
করিতেছে কৃষিকার্য্যে কত অযতন॥
আলস্য ত্যজিয়া বৎস, উঠহ ত্বরিত।
কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দাও সাবহিত॥
বলদ, কৃষাণ লয়ে শস্যক্ষেত্রে গিয়ে।
করহ বপন বীজ সানন্দ-হৃদয়ে॥
ফলিবে প্রচুর শস্য বহু লাভ হবে।
তোমার প্রশংসা বৎস করিবেক সবে॥
পিতার বচনে ভক্ত না দিলা উত্তর।
পুনরায় কালু তাঁরে কহিলা বিস্তর॥
অবশেষে পিতৃবাক্য শুনিয়া নানক।
বলিলেন ওহে পিতঃ, নব ক্ষেত্র এক॥

পাইয়াছি এবে আমি, তাহারই কর্ষণ।
করিতেছি দিবানিশি করি প্রাণপণ॥
নবীন অঙ্কুর তাহে হতেছে উদ্গত।
তাহাতে যতন মম আছে অবিরত॥
অপরের ক্ষেত্রভার লইতে সময়।
কিছু মাত্র নাহি মম পিতা মহাশয়॥
নানকের বাক্য কালু বুঝিতে না পারি।
দুঃখ বিষাদেতে ক্ষুণ্ণ হইলেন ভারী॥
প্রলাপ ভাবিয়া পুন বলিলা বচন।
কোথা বৎস তব ক্ষেত্র কোথায় কর্ষণ?
আমার প্রচুর ক্ষেত্র রয়েছে প'ড়িয়া।
শীঘ্র কাজ কর তাহে আলস্য ত্যজিয়া॥
শুনিয়া পিতার বাক্য বলিলা ভকত।
জীবন নবীন ক্ষেত্র শুন ওহে পিতঃ॥
সৎসঙ্গ কৃষক সনে আমি অনুক্ষণ।
সাধু কার্য্যরূপ হালে করেছি কর্ষণ॥
অনুরাগরূপ জল করিয়া সেচন।
ব্রহ্মনাম বীজ তাহে করেছি বপন॥
সন্তোষের মৈ দিয়া ক্ষেত্র সমতল।
করিতেছি ওহে পিতঃ, আমি অবিরল॥
ভক্তি আসি মম কাজে হয়েছে সহায়।
এহেন সুযোগ পিতঃ, ছাড়া কি গো যায়?
ভকত-বৎসল হরি মম দেহ মনে।
থাকি নিত্য বর্ত্তমান এ পাপীর সনে॥
নিরাকার দেশে মোরে লইছে যতনে।
পেয়েছি আশ্রয় তাঁর চিন্ময় ভবনে॥
হইয়াছে বহু লাভ তাঁর সহবাসে।
আনন্দ-সাগরে প্রাণ ডুবেছে হরষে॥
হেন কার্য্য ছাড়ি বল কোন কার্য্যে আর।
হইবে অধিক লাভ হে পিতঃ, আমার?
এইরূপ যত কথা বলিলা নানক।
রূপকে উত্তর তার দিলেন নানক॥

আত্মরাজ্যে প্রাণ তাঁর বিহরে নিয়ত।
সংসার-বাসনা তাঁর হয়েছে বিগত॥
সুখময় নিরাকার চিন্ময় প্রদেশে।
নিত্য বাস করে ভক্ত প্রেমের আবেশে॥
নামসুধারস-পানে সতত বিহ্বল।
সংসারের সুখ দুঃখ ভুলেছে সকল॥
সংসারে আসক্ত পিতা তনয়ের ভাব।
বুঝিতে না পারি প্রাণে পান বড় তাপ॥
ক্রমে সুগভীর প্রেমে সমাধি-সাগরে।
ডুবিতে লাগিলা ভক্ত একান্ত-অন্তরে॥
অনাহারে শীর্ণ হল চারু কলেবর।
উন্মাদের মত ভক্ত রহে নিরন্তর॥
কত না কান্দিছে মাতা, কুটুম্ব স্বজন!
কত না আক্ষেপ করে তাহার কারণ॥
পুত্র-দশা হেরি পিতা অবসন্ন হয়ে।
নিরবধি কাটে কাল বিষণ্ণ-হৃদয়ে॥
অবশেষে উনমাদ বলি নানকেরে।
করিলেন স্থির সবে, আলোচনা ক'রে॥
নানকের সুচিকিৎসা করিবার তরে।
আনিলেন চিকিৎসক অতি সমাদরে॥
হায়রে সংসারী জীব অবোধ এমন।
স্বর্গীয় বিশ্বাস তত্ত্ব বুঝেনা কখন॥
ভবরোগে রুগ্ন যারা তারা সুস্থজনে।
চিকিৎসা করিতে চায় মোহের কারণে॥
জীবিতেরে উপদেশ দিতে মৃতগণ।
করয়ে সংসার মাঝে কত না যতন॥
নানক বিশ্বাসী ভক্ত, ব্রহ্মে সচেতন।
ভবরোগ হতে মুক্ত, সমাধি-মগন॥
কিন্তু সংসারীর ভাব অতি চমৎকার।
সুস্থজনে রোগী বলে ভাবে অনিবার॥
হরিদাস নামে এক বৈদ্য বিচক্ষণ।
আসিলেন নানকের চিকিৎসা কারণ॥

বৈদ্য গিয়া নানকের ধরিলেন নাড়ী।
নানক আপন হাত লইলেন কাড়ি॥
শয্যা হতে উঠি তারে কহে ভক্তবর।
কি রোগ হয়েছে মোর বলহে সত্বর॥
আমার চিকিৎসা তরে এসেছ এথায়।
কিন্তু ভব-রোগে তুমি জ্বল সর্ব্বদায়॥
যদি শক্তি থাকে তব, নিজ রোগ দূর।
করিবারে কর বৈদ্য যতন প্রচুর॥
ভবরোগে জীবগণ সতত অস্থির।
আমিত্ব-গরলে পূর্ণ জীবন দেহীর।
সেই রোগ যেই জন করে প্রতীকার।
বৈদ্যরাজ বলি তারে বাখানে সংসার॥
প্রিয়তম ব্রহ্মে আমি হইয়া মগন।
আনন্দ-সাগরে সদা করি সন্তরণ॥
ভবরোগ-দূর তরে ব্রহ্মানন্দ ধন।
পরম ঔষধি বলে জেনো অনুক্ষণ॥
সর্ব্বত্র আছেন হরি সদা বিদ্যমান।
ইহাতে বিশ্বাস করি ওহে মতিমান্॥
হিংসা আর মায়ারূপ মহারোগ হতে।
সত্বর মুকতি লাভ করহ জগতে॥
নানকের বাক্যে বৈদ্য হইলা মোহিত।
মোহপাশ ছিন্ন তাঁর হইল ত্বরিত॥
ভক্তের মহিমা বুঝি প্রশংসা তাঁহার।
করিলেন হরিদাস প্রেমে শতবার॥
কালুর সদনে আসি বৈদ্য মহাশয়।
বলিলা উন্মাদ কভু তব পুত্র নয়॥
প্রমত্ত ভকত ইনি অসামান্য নর।
বিতরি মুকতি ধন জীবে নিরন্তর॥
করিবে উদ্ধার সবে এ ভব মাঝারে।
অভ্রান্ত বচন মম বলিনু তোমারে॥
ধন্য দয়াময় হরি ভকত-চরিত।
সেই জন বুঝে যেই তোমাতে মোহিত॥

চিদাকাশে ভক্ত-পাখী উড়ে নিরন্তর।
বিশ্বাস-নয়নে তিনি হয়েন গোচর॥
দুজ্ঞেয় যেমন তুমি তেমনি ভকত।
তোমার কৃপায় তাঁরে হই অবগত।
তাইহে দয়াল হরি করুণা করিয়া।
দুজ্ঞেয় ভক্তের ভাব দাও বুঝাইয়া॥
তব কৃপাবলে বুঝি তোমার ভকতে।
ভক্ত সনে একীভূত হইয়া জগতে॥
তব পাদপদ্ম যেন পূজি অনুদিন।
এই ভিক্ষা যাচে তব সন্তান সুদীন॥
ভকত-বাঞ্ছিত তব চরণ-সরোজে।
প্রণিপাত করি নাথ তব প্রেমে মজে॥

—:০:—

ভক্ত নানকের পিতৃগৃহ-ত্যাগ, মুদীখানার কার্য্য ও বিবাহ।

জনকের অনুরোধে নানক সুজন।
বালা * সহ ব্যবসায়ে করিলা গমন॥
কিন্তু হরি-প্রেম-মদে যে জন পাগল।
অর্থেতে আসক্তি তাঁর কোথা রহে বল?
চলিতে চলিতে পথে নিরজন স্থানে।
উপনীত হলা দোঁহে প্রভুর বিধানে॥
দেখেন সাধক দল বসিয়া সেথায়।
নানা ভাবে শ্রীহরির চরণ ধেয়ায়॥
গগনবিহারী সুখী পাখীর মতন।
তাঁহাদের চিন্তাহীন সুখের জীবন॥

* বালা—ইনি নানকের পিতার একজন বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলেন। উত্তর কালে ইনি নানকের একজন প্রধান শিষ্য হন এবং তাই বালা নামে পরিচিত হয়েন।

সাধুজন-সন্নিধানে বসিলা ভকত।
তাঁহাদের ভাবে প্রাণ হল বিমোহিত ॥
শান্ত সাধকের শুদ্ধ সমাধি-লক্ষণ।
তাঁহাদের প্রেমালাপ পবিত্র জীবন ॥
দেখিয়া নানক-প্রাণে প্রেম উর্ম্মিমালা।
উঠিয়া হৃদয় তাঁর করিলা উতলা ॥
গূঢ় বৈরাগ্যের টানে তাঁহাদের সনে।
মিলিল তাঁহার প্রাণ মধুর বন্ধনে ॥
যূথভ্রষ্ট মেষ এক যূথে পুনরায়।
আসিলে তাহার প্রাণে যথা সুখ হয়।
প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসী ভক্ত নানক তেমন।
স্বদল পাইয়া হলা আনন্দিত-মন ॥
বলিলেন ভাই বালা এমন কোথায়।
উৎকৃষ্ট ব্যবসা বল পাইব ধরায় ॥
এত বলি পিতৃদত্ত সব অর্থ দিয়া।
শান্তজনে ভোজ্য আনি দিলেন কিনিয়া ॥
সাধু জনে হেন মতে করিয়া সেবন।
বালা সহ গৃহে ফিরি আসে ভক্ত জন।
নানকের পিতা কালু অতীব কৃপণ।
সংসারে আসক্ত চিত্ত তাঁর অনুক্ষণ ॥
সাধুর সেবায় পুত্র অর্থ সমুদায়।
তাঁহার প্রাণের রক্ত করিয়াছে ক্ষয় ॥
এই সমাচার শুনি ভক্তে বার বার।
করিলা জনক আসি দারুণ প্রহার ॥
বুলার নামেতে এক গ্রাম্য জমিদার।
নানকের প্রতি তাঁর পিতৃ-অত্যাচার ॥
শুনিয়া কালুরে ডাকি বলিলা বচন।
সামান্য মানব নহে তোমার নন্দন ॥
আর অত্যাচার তুমি করোনা ইঁহায়।
তব বংশে মহাসাধু এসেছে ধরায় ॥
এত বলি কালুদত্ত মুদ্রা সমুদয়।
দিলেন [illegible] হইয়া সদয় ॥

ধন্য দয়াময় হরি কেমন গোপনে।
সাধুতে অন্যের প্রাণ টান কৃপাগুণে ॥
ধন্য হে তোমার পুত্র বুলার সুমতি।
বিধান-বাহকে যাঁর হেন যত্ন অতি ॥
ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইল তাঁহার।
ততই বৈরাগ্য ক্রমে বাড়ে অনিবার ॥
সন্ন্যাসীর সহবাসে সদা মত্ত অতি।
বৈরাগী বলিয়া তাঁর হইল সুখ্যাতি।
এক দিন গ্রামে এক সন্ন্যাসী সুজন।
আসি উপনীত হলা সদানন্দ-মন ॥
নানকের হস্তে তিনি ঘটী ও অঙ্গুরী।
দেখিয়া সন্ন্যাসী বলে মনে ভাণ করি ॥
ওই দুই বস্তু মোরে কর প্রদান।
যেহেতু সকল জীব বটেহে সমান ॥
শুনিয়া অমনি ভক্ত দিলা বস্তুদ্বয়।
দেখিয়া সন্ন্যাসী মুগ্ধ হলা অতিশয় ॥
বলিলেন তব বস্তু লও পুনরায়।
হয়েছে গ্রহণ মম ওহে ভক্তরায় ॥
শুনিয়া বলিলা ভক্ত বিনয়-বচনে ॥
একবার ত্যাগ যাহা করেছি জীবনে ॥
কেমনে আবার তাহা করিব গ্রহণ ?
তব বস্তু মহাশয় লউন এখন ॥
নানকের ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাসী।
বিস্মিত হইয়া তাঁকে বলিলেন হাসি ॥
তুমিই যথার্থ সাধু বৈরাগী ভকত।
অহঙ্কার-শূন্য তুমি প্রেমিক উন্নত ॥
গৃহে প্রত্যাগত হলে বৈরাগী নানক।
কোথা তব স্বর্ণাঙ্গুরী জিজ্ঞাসে জনক ॥
তনয়ে নীরব দেখি জনক কৃপণ।
ক্রোধ-ভরে হইলেন যেন হুতাশন ॥
তব বহু অত্যাচার করেছি বহন।
আর সহিবারে আমি পারি না এখন ॥

মম গৃহ হতে দূর হও কুলাঙ্গার।
এত বুলি পুত্রে কালু করে তিরস্কার ॥
ভূস্বামী বুলাররায় করিয়া যতন।
নানকেরে পাঠাইলা ভগ্নী-নিকেতন ॥
নানকের ভগ্নী সাধ্বী নানকী সুন্দরী।
স্বামিগৃহে করে বাস ভ্রাতৃ-হিতকারী ॥
ভ্রাতার মহত্ত্ব হেরি তাঁহারে নিয়ত।
করিতেন স্নেহ ভক্তি হয়ে বিমোহিত ॥
জীবের উদ্ধার তরে দয়াময় হরি।
পাঠাইছে নানকেরে এ সব নগরী ॥
এ তত্ত্বে বিশ্বাস তার হয়েছিল মনে।
তাই নিজ গৃহে তারে রাখেন যতনে ॥
পল্‌তে তাহার স্বামী সাধু বুদ্ধিমান্।
ভকত নানকে তিনি করিত সম্মান ॥
অবশেষে শ্রীহরির পবিত্র আজ্ঞায়।
লইলেন কার্য্য ভক্ত মুদীর খানায় * ॥
ন্যায়পথে উপার্জ্জন করিয়া যে জন।
আপনার অন্ন বস্ত্র করে আহরণ ॥
সেই অন্ন সেই বস্ত্র সর্ব্বোত্তম জ্ঞানে।
মুসলমান সাধুগণ সতত বাখানে ॥
এই মূল সূত্র ধরি অভিনব কাজে।
প্রবৃত্ত হইল ভক্ত এ সংসার মাঝে ॥
রাজর্ষি জনক প্রায় নানক নিয়ত।
অনাসক্ত হয়ে কার্য্য করে বিধিমত ॥
রীতিমত পরিশ্রমে বহু লাভ হয়।
কিন্তু ভক্তবর তাহা না করে সঞ্চয় ॥
দীনদুঃখী সাধু ভক্তে করে বিতরণ।
আপনি বৈরাগী প্রায় রহে অনুক্ষণ ॥

পুত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছে শুনিয়ে।
আসিলেন কালু তথা সানন্দ-হৃদয়ে ॥
এত অর্থ পায় পুত্র কিছু না রাখয়।
শুনি পিতা হইলেন রুষ্ট অতিশয় ॥
পরে নানকীর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করিলেন কালু তাঁর ক্রোধ সংবরণ ॥
নানকী দেবীর যত্নে সুলক্ষণা * সহ।
মহাসমারোহে পরে হইল বিবাহ ॥
হরি-ভক্তি লাভ করি সাধু ব্রহ্মচারী।
জনকের প্রায় এবে হলেন সংসারী ॥
পূর্ব্ববৎ দোকানের কার্য্য সম্পাদন।
করিতে লাগিলা ভক্ত বিধান যেমন ॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে ডোম একজন।
নানকের সঙ্গে ক্রমে লভিলা মিলন ॥
মার্দ্দনা তাহার নাম সঙ্গীত-কুশল।
নানকের অনুগত প্রিয় নিঃসম্বল ॥
ভক্তের প্রসন্ন দৃষ্টি পেতেন যেজন।
ভক্ত-প্রেম-হ্রদে তিনি হতেন মগন ॥
নানকের মন প্রাণ প্রেমে বিগলিত।
সুন্দর নয়নদ্বয়, স্নেহেতে পূরিত ॥
যার প্রতি প্রেম দৃষ্টি পড়িত তাহার।
প্রেম-জালে বদ্ধ সেই হত অনিবার ॥
বলিলেন মার্দ্দনারে ভকত সুজন।
তোমা হতে আছে মোর বহু প্রয়োজন ॥
গীত-যোগে ধরা মাঝে বিধান প্রচার।
করিতে হইবে ভাই সতত তোমার ॥
মার্দ্দনার দীনতায় মুগ্ধ ভক্তবর।
মার্দ্দনা নানক-প্রেমে বদ্ধ নিরন্তর ॥
নিজ অঙ্গবস্ত্র দিয়া প্রিয় মার্দ্দনায়।
নানক সপ্রেমে কোল দিলেন তাহায় ॥

---

* মুদীখানা দোকানে নানক কার্য্য আরম্ভ করেন। এই মুদীখানা সুলতান পুরের নবাব [illegible] খাঁ। লোদীর ছিল।

* নানকের পত্নীর নাম সুলক্ষণা দেবী।

ভক্তের অপূর্ব্ব প্রেম কি বলিব আর।
তাঁর কাছে নাই বিপ্র চণ্ডাল বিচার॥
যেজন শ্রীহরি-পদে সমর্পে জীবন।
ভক্তের নিকটে সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ॥
বিধানের রঙ্গভূমে শ্রীহরির করে।
যেই জন ব্যবহৃত হয় এ সংসারে॥
সেই তো কুলীন সাধু ব্রহ্মের চিহ্নিত।
দেশে দেশে তাঁর নাম হয় প্রচারিত॥
যেজন ভক্তের করে জাতির বিচার।
তার মত মহাপাপী কেবা বল আর?
বালা আর মার্দ্দনা ভকত দুই জন।
লভিল নানক সহ মধুর মিলন॥
ছায়াপ্রায় নানকের অনুগত হয়ে।
রহেন দুজন সদা সানন্দ-হৃদয়ে॥
যথাকালে যে বিধান হইবে প্রচার।
পূর্ব্বেই করেন হরি আয়োজন তার॥
ধন্য দয়াময় প্রভো করুণা তোমার।
তুমি করিতেছ নিত্য জীবের উদ্ধার॥
তোমার অভয়পদ লভে যেই জন।
সেই হয় এ সংসারে কুলীন ব্রাহ্মণ॥
বৃথা জাতি জাতি বলি জীব অহঙ্কারে।
আপনার পদে নিজে কুঠার প্রহারে॥
এই মহাপাপ হতে, ওহে দয়াময়।
উদ্ধার করহ জীবে হইয়া সদয়॥
তোমার ভিতরে ভক্ত, তুমি ভক্ত প্রাণে।
করহ বিহার নিত্য অতি সঙ্গোপনে॥
তাই ভক্ত সহ নাথ তব শ্রীচরণে।
করিনু প্রণাম এবে ভক্তিযুক্ত-মনে॥
কর আশীর্ব্বাদ দাসে যেন ভক্তসহ।
মিলিয়া তোমার পূজা করি অহরহ॥
ভক্তের চরণ ধূলি মাখিয়া মাথায়।
যেন এ রসনা নিত্য তব গুণ গায়॥

ভক্ত নানকের প্রতি শ্রীহরির আদেশ এবং নানকের ব্রহ্মস্তব।

(১)

অনাসক্ত জিতেন্দ্রিয় হরিপরায়ণ।
হইয়া সতত ভক্ত জনকের মত।
পবিত্র সংসার ধর্ম্ম করেন পালন।
পালেন আত্মীয়গণে প্রেমে অবিরত॥

(২)

গৃহস্থ সন্ন্যাসী আহা তাঁহার মতন।
কে কবে দেখেছে বল এ পাপ ধরায়?
হস্তেতে করিছে কার্য্য জিহ্বা ঘন ঘন।
মত্ত হয়ে অবিরত ব্রহ্মনাম গায়॥

(৩)

ফকির সন্ন্যাসী ভক্ত দুঃখীর সেবনে।
মুক্ত হস্তে করে সাধু নিজধন ব্যয়।
না করে অন্যায় কিছু ধন-উপার্জ্জনে।
ভবিষ্যৎ তরে ধন না করে সঞ্চয়॥

(৪)

হরিভক্তিপরিপূর্ণ বৈরাগী জীবন।
সহস্র রসনা প্রায় ধরম ধরায়।
নীরবে গোপনে সদা করিছে ঘোষণ।
অন্তর-সলিলা ফল্গু তটিনীর প্রায়॥

(৫)

ভগীরথ মনোসুখ নামে দুইজন।
ভক্ত-চরিত্রের আহা গূঢ় আকর্ষণে।
নবীন ধর্ম্মের বিধি করিলা গ্রহণ।
লভিলেন দিব্যজ্ঞান ব্রহ্মকৃপাগুণে॥

(৬)

একদিন গুরুপদ সেবিতে সেবিতে।
মনোসুখ নানকেরে করে নিবেদন।

পাপের আঁধারে মজি রয়েছি জগতে।
তাই তব পদে আমি লয়েছি শরণ ॥

(৭)

ভকতের ভক্তিপূর্ণ মধুর বচনে।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন নানক সুমতি।
আমিত্বের হেতু জীব, ভবে নিশিদিনে।
ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, আর দুঃখ পায় অতি ॥

(৮)

দারা পুত্র পরিবার মোর মোর বলি।
আমিত্ব-প্রভাবে জীব মুগ্ধ এ সংসারে।
কিন্তু যেই ব্রহ্মপদে আমিত্বের বলি।
দিয়াছে, সে অনায়াসে যায় ভবপারে ॥

(৯)

অসার আমিত্ব-জ্ঞান করি পরিহার।
সত্য গুরু ব্রহ্মনাম জপ অনুক্ষণ।
ব্রহ্ম-ইচ্ছা ভক্তিসহ পাল অনিবার।
প্রেম কর, বল সবে সুমিষ্ট বচন ॥

(১০)

ব্রহ্মনাম রসে সদা থাকহ মগন।
দৃঢ়রূপে এই পথে চল অনিবার।
অনায়াসে পাবে তুমি শ্রীহরি-চরণ।
পাবে শান্তি মুক্তি সুখ আনন্দ অপার ॥

(১১)

একদিন বিপণিতে আছেন ভকত।
হেন কালে একজন সন্ন্যাসী সুজন।
নানক-সদনে আসি হলেন আগত।
দেখি সমাদরে তাঁরে করিলা গ্রহণ ॥

(১২)

নানকের জীবনের লক্ষ্য সুগভীর।
বুঝিয়া বলিল সেই তাপস-প্রবর।
নিরঙ্কারী নাম তুমি পেয়েছ সুধীর।
উদ্ধারিবে তুমি সব পাপী তাপী নর ॥

(১৩)

সামান্য দোকানে তব অমূল্য জীবন।
সাজে কি যাপন বল ওহে মহাশয় ?
জগতের হিততরে যার আগমন।
সে কি হেন কার্য্যে কাল করিবে হে ক্ষয় ?

(১৪)

সন্ন্যাসীর তেজোময় এ হেন বচনে।
ভক্তের হৃদয়তন্ত্রী উঠিল বাজিয়া।
মেঘে সৌদামিনী প্রায় তাঁর প্রাণ মনে।
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য উঠে চমকিয়া ॥

(১৫)

ঈশ্বর-প্রেরিত শুদ্ধ স্বরগের দূত।
ভক্তে জাগাবার তরে হইল আগত।
এত ভাবি ভক্ত-প্রাণ হয়ে চমকিত।
সাধিতে প্রাণের লক্ষ্য হলা উন্মাদিত ॥

(১৬)

তদবধি মহাভক্ত বিশেষ সাধনে।
নিয়োজিলা আপনার শক্তি মনপ্রাণ।
প্রতিদিন গিয়া তিনি অতি নিরজনে।
করিতেন প্রেমভরে পূজা যোগ ধ্যান ॥

(১৭)

একদিন নদীগর্ভে করিবারে স্নান।
প্রবেশ করিল ভক্ত মহানন্দ-ভরে।
হেন কালে দয়াময় করুণানিধান।
দরশন দিলা তাঁরে নিজ কৃপাগুণে ॥

(১৮)

দেখিলেন মহাভক্ত ব্রহ্ম-দরবারে।
হয়েছেন উপনীত ব্রহ্মের কৃপায়।
সত্য ঠাকুর রূপে শ্রীহরি তাঁহারে।
দরশন দিলা আসি মোহিয়া হিয়ায় ॥

(১৯)

ব্রহ্মের আদেশে ভক্ত ব্রহ্মনামামৃত।
পান করিলেন সুখে আনন্দ-হৃদে।

নিরাকার হরি হয়ে নানকেতে প্রীত।
বলিলেন প্রত্যাদেশ চিন্ময়-বচনে॥

(২০)

"তব সঙ্গে হে নানক আছি অনুক্ষণ।
সর্ব্বত্র তোমার সনে রব বর্ত্তমান।
করহ আমার নাম সতত জপন।
জপাও অপরে নাম যত্নে মতিমান্॥
করিব তোমারে আমি ভবে মহীয়ান্।
তব প্রচারিত ধর্ম্মে চলিবে যেজন।
তাহারে করিব আমি সুমতি প্রদান।
পাবে সেই সুখ শান্তি পুণ্য মহাধন॥
সংসারে নির্লিপ্ত থাক, পাল দয়াব্রত।
ধর্ম্ম দান স্নান জপ পর উপকার।
করহ আনন্দে আর প্রেমে অবিরত।
লভিবে মুকতি শান্তি আনন্দ অপার॥
আমার অমূল্য নাম দিতেছি তোমারে।
মুক্তিপ্রদ মহামূল্য জেনো নামধন।
জপাও এ নামমালা নিখিল সংসারে।
অনুক্ষণ কর তুমি এ নাম সাধন॥"

(২১)

ব্রহ্মের আদেশ বাণী করিয়া শ্রবণ।
বলিলা নানক, "ওহে ব্রহ্ম সনাতন।
সংসারে রয়েছে কত মায়া প্রলোভন।
রক্ষা কর তব দাসে দিয়ে ও চরণ॥"

(২২)

বলিলেন দয়াময় পতিতপাবন।
"কিছু ভয় নাহি তব সংসার মাঝারে।
দিতেছি তোমারে আমি যে নামরতন।
তাহে কি বিপদ আর আসিবারে পারে?
মম কৃপা-পরাক্রম দিতেছি তোমারে।
সতত আমার নাম করিবে স্মরণ।
স্বর্গ-মর্ত্তে তব পথ পারে রোধিবারে।
এ বিশ্ব-সংসারে বৎস নাহি হেন জন॥"

(২৩)

দয়াময় শ্রীব্রহ্মের অমিয় বচন
শুনি দণ্ডবৎ হয়ে প্রেমিক ভকত।
প্রণতি বন্দনা করে ব্রহ্মের চরণ।
তাঁহার অপার স্নেহে হয়ে বিগলিত॥

(২৪)

নিরাকার প্রভু পরে বলিলা ভকতে।
আমার নামের স্তব কর প্রেমভরে।
শুনিয়া ব্রহ্মের আজ্ঞা হয়ে অবনত।
ব্রহ্ম-স্তব গায় ভক্ত সানন্দ-অন্তরে॥

স্তব।

"ব্রহ্মসনাতন, তোমার সদন,
কত কোটী কোটী প্রার্থনা আমার।
তোমার মহিমা, কে করিবে সীমা,
তুমি বিশ্বপতি অনন্ত অপার॥
কোটী বর্ষ ধরে, বসিয়া গহ্বরে,
সদা একমনে করিলে সাধন।
তথাপি তোমারে জানিতে কে পারে,
তব ভাব বল কে করে ধারণ?
যে তোমারে ভজে, সে তোমাতে মজে,
করে তব ইচ্ছা জীবনে পালন।
এই বিশ্বমাঝে, অসীম কাগজে
বনস্পতি যোগে লিখিলে পবন।
তথাপি তোমার মাহাত্ম্য অপার,
বল কোন জন ফুরাইতে পারে?
এমনি মহান্, ওহে বিশ্বপ্রাণ,
তোমার মহিমা এ বিশ্বমাঝারে॥"

(২৫)

নানকের স্তুতি স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি।
বলিলেন, "ওহে প্রিয় ভকত আমার।

হইবে তোমার কৃপা যাহার উপরি।
লভিবে সে জন মম করুণা অপার ॥
পরব্রহ্ম পরেশ্বর এ নাম আমার।
সদ্গুরু তোমার নাম রেখ সদা মনে।
'ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য সত্যসারাৎসার।
কর্ত্তা নিত্য' এই নাম জপ নিশিদিনে ॥"

(২৬)

নিবেদিলা মহাভক্ত শ্রীহরি-চরণে।
ওহে ব্রহ্ম কৃপাবারি কর মোরে দান।
জপিবে তোমার নাম দাস অনুক্ষণে
করিবে তোমার যশ ভবে মহীয়ান্ ॥

(২৭)

বলিলেন নিরাকার পরব্রহ্ম তাঁরে।
"দোকানের কার্য্য এবে করি পরিহার।
মম মুক্তিপ্রদ নাম সতত সংসারে।
নির্ভয়-নিশ্চিন্ত-মনে করহ প্রচার ॥"

(২৮)

নিরাকার শ্রীহরির প্রসন্ন আনন।
প্রমত্ত হৃদয়ে ভক্ত করিলা দর্শন।
তাঁর সুধামাখা বাণী করিয়া শ্রবণ।
ছিন্ন হল একেবারে বিষয়-বন্ধন ॥

(২৯)

কে বলে চিন্ময় রাজ্য দেখা নাহি যায় ?
কে বলে তাঁহার বাণী মানস-কল্পিত ?
কে বলে চিন্ময় দেশ কবি-কল্পনায়
হইয়াছে ভুলাইতে কেবল চিত্রিত ?

(৩০)

নিরাকার রাজ্যে যদি পশিবারে চাও।
নানকের পদধূলি লও ওরে মন।
নরপূজা মূর্ত্তিপূজা সব ছেড়ে দাও।
অকপটে লও এক ব্রহ্মের শরণ ॥

(৩১)

নিজে নিজ চক্ষু অন্ধ করি ওরে মন।
কি সাহসে বল ব্রহ্মে দেখা নাহি যায় ?
সর্ব্বত্র যাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র আনন।
তাঁহার দর্শন কিহে কঠিন ধরায় ?

(৩২)

থাকে যদি এক বিন্দু বিশ্বাস তোমার।
পাইবে সহজে তুমি ব্রহ্ম-দরশন।
দয়াময় কৃপাসিন্ধু জীবন-আধার।
বলিবেন তোমা সবে অমিয় বচন ॥

(৩৩)

জননীর কোলে বসি সন্তান যেমন।
মাতার শ্রীমুখ দেখে শুনয়ে বচন।
তেমতি বিশ্বাসী সাধু ভকত সুজন।
করে নিত্য শ্রীহরির দর্শন শ্রবণ ॥

(৩৪)

সাকার জগতে থাকি মন দুরাশয়।
ভুলিয়াছ নিরাকার সাম্রাজ্য কেমন।
কূপের মণ্ডূক প্রায় ক্ষুদ্র জলাশয়।
হইয়াছ একেবারে মোহে বিস্মরণ ॥

(৩৫)

তাইতো সাকার রাজ্যে সাকার কল্পনা।
করিয়া স্বদেশ মন গিয়াছ ভুলিয়া।
অন্তরে বাহিরে তাই কত না প্রতিমা।
রচিয়াছ ওরে মন মায়াতে মজিয়া ॥

(৩৬)

অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভরা রাজ্য নিরাকার।
চিন্ময় চন্দ্রমা সেথা হরি দয়াময়।
নিরাকার অমরাত্মা শোভার আধার।
তারাগণ প্রায় শোভে সকল সময় ॥

(৩৭)

পুণ্যের বসন্ত হেথা চির-বিরাজিত।
ফুল্ল প্রেমকোকনদ হেথা চিরদিন।

ফুটিয়া ভকত মন করে বিমোহিত।
ভক্তি-সরোবরে খেলে বিশ্বাসের মীন॥

(৩৮)

ব্রহ্মপাদপীঠ ঘেরি অমরাত্মাগণ।
নিরন্তর ব্রহ্মযশ করিছে ঘোষণ।
ব্রহ্মানন ব্রহ্মবাণী দর্শন শ্রবণ।
করি সবে ব্রহ্মানন্দে হতেছে মগন॥

(৩৯)

এ রাজ্যের পুণ্য বায়ু লাগে যার গায়।
সেকি কভু তুচ্ছ সুখে থাকেহে মগন?
গর্ত্তের পঙ্কিলবারি কভু সেকি খায়?
অমৃত সরসী আহা পেয়েছে যেজন॥

(৪০)

ধন্য দয়াময় হরি করুণা তোমার।
তাই নিরাকাররূপে তুমি ভক্ত-হৃদে।
দেখা দিয়ে শুনাইলে বচন অপার।
স্থান দিলে নানককে তোমায় শ্রীপদে॥

(৪১)

ধন্য ভক্ত যিনি ঋষি জনকের মত।
পতিত ভারতে পুনঃ পূজা নিরাকার।
প্রচারিলা তব প্রেমে হয়ে উদ্দীপিত।
উড়াইলা তব ধ্বজা ভারতে আবার॥

(৪২)

তাই হরি তব পদে করি নমস্কার।
এই ভিক্ষা যাচি নাথ, যেন চিরদিন।
মনপ্রাণ-মুগ্ধকর ওরূপ তোমার।
হেরি, আর থাকি যেন তব প্রেমাধীন॥

(৪৩)

তুমি শুদ্ধ নিরাকার, তোমার আনন।
চিন্ময় সৌন্দর্য্যে মাখা ভকতরঞ্জন।
অনিমেষে ঐ মুখ করি নিরীক্ষণ।
হই যেন সংসারের সব বিস্মরণ॥

(৪৪)

বীণাবিনিন্দিত তব সুস্বর-লহরী।
শুনে যেন মুগ্ধ রহে মম প্রাণমন।
যাই যেন দয়াময় আপনা পাসরি।
সঙ্গীত-তরঙ্গে মুগ্ধ মাতঙ্গ যেমন॥

মহাত্মা নানকের দোকান ত্যাগ ও সন্ন্যাসাবলম্বন এবং নবাব দৌলৎখাঁ লোদীর সহিত সাক্ষাৎ ও নমাজ।

ব্রহ্ম-কৃপাগুণে, ভকতের মনে
জ্বলিল বৈরাগ্যানল।
দোকানের যত, দ্রব্য নানামত
বিতরিলা সে সকল॥
পুত্র পরিবার, সুখের সংসার
ত্যজিয়া ভকতজন।
ব্রহ্মের আদেশে, সন্ন্যাসীর বেশে
শ্মশানে কবরে রন॥
নবাব তাঁহারে, আনিবার তরে
পাঠাইলা দূত এক;
দূতের বচন, করিয়া শ্রবণ
বলিলা ভক্ত নানক॥
নবাব কে বল, আছে ধরাতল
চিনিনা আমি তাঁহারে।
শুনিয়া একথা, দূত পেয়ে ব্যথা
বলে গিয়া রাজদ্বারে॥
ক্রোধে হুতাশন, হইয়া রাজন্
আদেশিলা ভৃত্যগণে।
ধরি নানকেরে, অতি ত্বরা করে
আনহ মম সদনে॥

শুনি পুনরায়, দূত চলি যায়
শ্মশানে ভকত-পাশে।
যাইয়া সেথায়, দূত পুনরায়
"ভকত নানকে ভাষে॥"
দেখ তব প্রতি, বিরক্ত নৃপতি
হয়েছেন অতিশয়।
তাই তাঁর দ্বারে, চলহ সত্বরে
ওহে ভক্ত মহাশয়॥
শুনি ভক্ত রায়, অমিয় ভাষায়
বলিলেন দূতজনে।
হয়ে নৃপদাস, নবাবের পাশ
ছিলাম আমি যখনে॥
তাঁর কথা শুনি, যেতেম অমনি
ভয়ে ভয়ে তাঁর পাশ।
যিনি অন্তর্য্যামী, সত্য প্রভু স্বামী
এবে আমি তাঁর দাস॥
শুনি এ বচন, দূত গিয়া কন
পুনরায় নবাবেরে।
পুনঃ নরপতি, বলে দূত প্রতি
বল গিয়া নানকেরে॥
"তুমি দাস যাঁর, নামেতে তাঁহার
দেখা কর মম সনে।"
রাজ-আজ্ঞা মতে, আবার ভকতে
বলে দূত হৃষ্টমনে॥
দূতের বচন, শুনিয়া তখন
বিলম্ব না করি আর।
চলিলা নির্ভয়ে, সানন্দ-হৃদয়ে
যথা রাজদরবার॥
দেখি নানকেরে, নৃপ রোষভরে
বলিলা, নানক কেন?
ডেকেছিনু আমি, তবু বল তুমি
করিলে আপত্তি হেন?

শুনহ রাজন্, এ দাস যখন
ছিল হে তোমার দাস।
তোমার আহ্বানে, ভয়-স্বার্থ টানে
আসিত তোমার পাশ॥
কিবু এবে আমি, যিনি বিশ্বস্বামী,
হইয়াছি দাস তাঁর।
সংসারের আশা, বিষয়-লালসা
গিয়াছে সব আমার॥
বলিলা নৃপতি, সত্য তুমি যদি
হইয়াছ দাস তাঁর।
তবে চল আজ, পড়িগে নমাজ
মস্‌জিদে একবার॥
নবাবের সঙ্গে, ভক্ত হৃষ্ট-মনে
মস্‌জিদে নমাজ তরে।
করিলা গমন, হেরি পুরজন
ডুবে বিস্ময়-সাগরে॥
দলে দলে দলে, সবে কুতুহলে
সে দৃশ্য দেখিতে যায়।
আত্মীয় স্বজন, নানক কারণ
কান্দে করি হায় হায়!
রাজ-প্রলোভনে, নানক এক্ষণে
বুঝি হল মুসলমান।
এত ভাবি মনে, যত হিন্দুগণে
হল দুঃখে ম্রিয়মাণ॥
কিন্তু সমুদায়, হৃদয় যাঁহার
হরিপ্রেমে মাতোয়ারা।
যিনি চিত্ত মন, হরিতে অর্পণ
করি হন আত্মহারা॥
সে কিহে কখন, আপন জীবন
গণ্ডীতে আবদ্ধ করে?
অনন্ত উদার, মণ্ডলী যাঁহার
কূপে কি সে কাল হরে?

অনন্ত গগনে, সদা হৃষ্ট-মনে
সে পাখী বিহরে হায়!
সামান্য পিঞ্জরে, থাকিবার তরে
তার কি হৃদয় ধায়?
হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান
নানাদলে নরগণ।
বদ্ধ হয়ে সবে, এ বিপুল ভবে
জ্বালে দ্বেষ-হুতাশন॥
ভাব রূপ জল ফেলে জীবদল.
মতরূপ বালু লয়ে।
মৃগতৃষ্ণিকায়, জীবন হারায়
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে॥
এ হেন গণ্ডীতে, কভু কি ভকতে
বাঁধিয়া রাখিতে পারে?
প্রমত্ত বারণে, বল কোন জনে
পারে ভবে রোধিবারে?
নবাবের সনে, ধর্ম্ম-নিকেতনে
গেলেন ভকতবর।
নরপতি কাজি, * পূজাবেশে সাজি
নমাজ পড়ে সত্বর॥
কিন্তু ভক্তরাজ, † করেন বিরাজ
নিজ স্থানে নিজ ভাবে।
নমাজের পরে, হেরি নানকেরে
বলে নৃপ মহাকোপে॥
নমাজের তরে, আসিয়া মন্দিরে
কেন দাঁড়াইয়া রলে?
হেন প্রতারণা, এ পাপ ছলনা
করিছ ঈশ্বরে ভুলে?

শুনিয়া ভকত, হয়ে অবনত
বলিলা মিষ্ট-বচনে।
ওহে নররাজ, করিব নমাজ
বলহে কাহার সনে?
তুমি কান্দাহারে, ঘোড়া কিনিবারে
গিয়াছিলে সুখে আজ।
বলহে কেমনে, তবে তব সনে
হইবে মম নমাজ?
শুনি নরপতি হয়ে ক্রুদ্ধ-মতি
বলিলা আমি হেথায়।
তবে মিথ্যা হেন, বলিতেছ কেন
বল হে মোরে ত্বরায়॥
শুনি ভক্ত কয়, শুন মহাশয়
শরীর তোমার হেথা!
নমাজ সময়ে, ছিল দাঁড়াইয়ে
সুস্থির হইয়ে সদা।
কিন্তু মন তব, ভেবে দেখ নৃপ
গিয়াছিল কান্দাহারে।
যাইয়া সেথায়, অশ্ব-ব্যবসায়
করেছিল বারে বারে॥
নানকবচন, শুনিয়া রাজন্
সত্য বলি মানি লয়।
শুনি কাজি বলে, জ্বলি হিংসানলে
মোর সনে মহাশয়।
কেন না নমাজ, পড়িলে হে আজ
আমি হেথা অনুক্ষণ?
শুনি ভক্তজন, বলিল তখন
কাজির হৃদয় মন।
নমাজ সময়ে, আপন আলয়ে
ছিল ব্যস্ত অনুক্ষণ॥
ক্ষুদ্র শিশু তার, কূপের মাঝার
পড়িবে পড়িবে ভয়ে।

---

* মুসলমানদিগের ব্যবস্থাদাতা ও বিচারকদিগকে কাজি বলে।

† ভক্তরাজ—ভক্তশ্রেষ্ঠ মহর্ষি নানক।

কাজি মহাশয়, চিন্তামগ্ন রয়
নমাজের সুসময়ে॥
নানকের কথা, শুনি কাজি মাথা
লাজে করে অবনত।
ভকতের প্রতি, নবাবের প্রীতি
হল আহা উচ্ছ্বসিত॥
ওহে দয়াময়, কিবা মধুময়
লীলা কর ভক্ত-প্রাণে।
জ্ঞানদৃষ্টিবলে, জাগাও সকলে
বিদ্ধ কর জ্ঞান-বাণে॥
ওহে জ্ঞানময়, পূজার সময়
কজি নবাবের মত।
অসার কামনা, বিষয় ভাবনা
করি আমি নাথ কত॥
চক্ষু মুদে থাকি, কিন্তু মন-পাখী
বিষয়-আকাশে উড়ে।
অন্যচিন্তা-জলে, মন-মীন খেলে
নিরন্তর প্রেমভরে॥
উপাসনা ধ্যান, ব্রত অনুষ্ঠান
কিছু নাহি হয় হরি।
তোমারে সদাই, ফাকি দিতে চাই
আপনি ফাকিতে পড়ি॥
ভাবে বন্ধুগণ, আমি অনুক্ষণ
করিতেছি যোগ ধ্যান।
কিন্তু দয়াময়, জান সমুদয়
আমার সকল ভাণ॥
তাই ওহে নাথ, কর আশীর্ব্বাদ,
যেন এ চঞ্চল মন।
ও পদ-সরোজে, সতত বিরাজে
আনন্দে হয়ে মগন॥
হেরে তব রূপ, পরাণ মধুপ
অন্য চিন্তা পরিহরি।
তব প্রেমসুধা, পিয়ে নাশে ক্ষুধা
অনুদিন প্রাণ ভরি॥
এই ভিক্ষা করে, অতি সকাতরে
প্রণমি চরণে তব।
মনের কল্পনা, বিষয়-ভাবনা
দূর কর ভবধব॥

—:০:—

মহাত্মা নানকের বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার।

ধর্ম্মসমাচার, বিদেশে প্রচার
করিবারে নরবর।
স্বদেশ ভবন, পুত্র পরিজন
ত্যজিলা হয়ে সত্বর॥
ব্রহ্ম-প্রেমানলে, যার হিয়া গলে
জীবপ্রেমে সে হৃদয়।
পূর্ণ হয়ে যায়, পার্থক্য কোথায়
বল সে জীবনে রয়?
ধর্ম্মপিপাসায়, জীব হায়! হায়!
করিতেছে অনুক্ষণ।
সে দশা হেরিয়া, ভকতের হিয়া
নীরবে করে রোদন॥
নির্ম্মল-সলিলা, নদী স্রোতঃশীলা
কভু কি গিরিকন্দরে।
বদ্ধ হয়ে ফিরে, রহে এ সংসারে
শুধু আপনার তরে?
উন্মাদিনী-প্রায়, যথায় তথায়
ভ্রমিয়া সে স্রোতস্বিনী।
জীব-উপকার, সাধে অনিবার
যথা প্রেমিকা জননী॥
তেমনি প্রেরিত, বিশ্বাসী ভকত
জীবের উদ্ধার তরে।

অটনীর প্রায়, যথায় তথায়
চলিলেন প্রেমভরে ॥
হিন্দু মুসলমানে, একই বন্ধনে
বাঁধিবারে দয়াময়।
উভয়ের ভাবে, বিশেষ স্বভাবে
রচিলা তাঁর হৃদয় ॥
ব্রহ্মপ্রেরণায়, ভক্ত মহাশয়
সাজিলা অপূর্ব্ব বেশে।
কটিতে কৌপীন, গৈরিক নবীন
চারুশিখা শিরোদেশে ॥
ফকিরের প্রায়, আলখেল্লা গায়
টুপি শোভে শিরোভাগে ॥
এবেশে ভকত, সাজিয়া নিয়ত
প্রচারেন অনুরাগে ॥
কেহ মুসলমান, বলিয়া সম্মান
করে সদা ভক্তবরে।
কেহ হিন্দু বলে, ভকতিতে গলে
চরণে প্রণাম করে ॥
হিন্দুশাস্ত্রযোগে, প্রেম অনুরাগে
হিন্দুরে বুঝান তিনি।
কোরাণবচনে, মুসলমানগণে
ভকত বলেন বাণী ॥
বেদতন্ত্র যাঁর, গায় অনিবার
কোরাণ তাঁহারি কথা।
পৃথিবীমাঝার, করয়ে প্রচার
এই তত্ত্ব যথা তথা ॥
এক অদ্বিতীয়, মহান্ অজেয়
হরি শুদ্ধ নিরাকার।
তাঁর প্রেমকথা, সুধাময় গাথা
ভকত করে প্রচার ॥
বালা [illegible], ভক্তসঙ্গে নানা
দেশে ভ্রমণ করে।
মার্দ্দনা সঙ্গীতে, বালা সেবাব্রতে
নিয়োজিত প্রীতিভরে ॥
বহু স্থান ক্রমে, ভ্রমি দিনে দিনে
হিমালয়ে তিন জনে।
আসি উপনীত, হইলা ত্বরিত
সকলে আনন্দমনে ॥

মহাত্মা ভর্ত্তৃহরির নবধর্ম্ম গ্রহণ।

যোগিজনপ্রিয়, চারু হিমালয়
শান্তি শোভার আধার।
উন্নত শিখরে, ভারতের শিরে
শোভা পায় অনিবার ॥
অটল অচল, প্রকাণ্ড ধবল
হেরিয়া মুগধ মন।
পিপাসিত প্রাণে, অনন্তের পানে
ধায় সুখে অনুক্ষণ ॥
সংসারের যত, বাসনা নিয়ত
ছাড়িয়া ব্যাকুল প্রাণ।
আসিয়া হেথায়, ব্রহ্মসাধনায়
মগ্ন হয় অবিরাম ॥
রাজা ভর্ত্তৃহরি, রাজ্য পরিহরি
যোগসাধনের তরে।
হেথাতে বসতি, করে নিরবধি
একান্ত ব্যাকুলান্তরে ॥
ভর্ত্তৃহরি তাঁর, চারু রূপভার
ভাগবতী তনু হেরি।
পরিচয় লয়ে, দণ্ডবৎ হয়ে
প্রণমিলা ভক্তি করি ॥
বিনীত অন্তরে, বলিলা ভক্তেরে,
"ওহে গুরু মহাশয়।
হয়ে শুদ্ধ মন, সুকৃতি সাধন
করিবারে সুনিশ্চয় ॥

হটযোগপথে, * চলি বিধিমতে,
কিন্তু তাহে মম মন।
সংসারবন্ধন, করিতে ছেদন
না পারিল কদাচন॥
প্রাণের পিয়াস, হৃদয়ের আশ
পূরিল না কোন দিন।
বৈরাগ্য হলো না, ভকতি এলনা
হায়! আমি দীনহীন॥"
শুনিয়া ভকত, প্রেমে বিগলিত
হয়ে কন নৃপবরে।
"তুমি সুচতুর, তাই সুমধুর
জিজ্ঞাসিলে প্রশ্ন মোরে॥
যোগ বিনা মন, শুদ্ধ নাহি হন
সুখ না লভে হৃদয়।
তাই দয়াময়, হইয়া সদয়
কলিযুগে এসময়॥
ভক্তিযোগধন, করিলা প্রেরণ
জীবের উদ্ধার লাগি।
মুমুক্ষু যে জন, মুক্তির কারণ
হবে ইথে অনুরাগী॥
মুদ্রা † ব্রহ্মবাণী, কন্থা ক্ষমা জানি,
বিনাশি ইচ্ছা আপন।
ব্রহ্মের বিধান, সার সুমহান
বিশ্বাস করে যে জন॥

---

* অস্বাভাবিক উপায়ে মন স্থির করিবার জন্য যোগপথাবলম্বী কোন কোন সম্প্রদায় হটযোগ আশ্রয় করেন। এই পথ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ও ইহা দ্বারা অশেষ অনিষ্ট উৎপন্ন হয়।

† বাহিরের শব্দ যাহাতে শ্রবণ করা না যায় তন্নিমিত্ত হটযোগিগণ কর্ণে এক প্রকার ঘণ্টা ধারণ করেন, তাহাকে মুদ্রা বলে এবং দেহে কন্থা ধারণ করেন। মহাত্মা নানকের মতে ব্রহ্মবাণীই মুদ্রা এবং ক্ষমাই কন্থা।

হরিসংকীর্ত্তন, পরম সাধন
একমাত্র উপাসনা।
ইথে পাপ তাপ, সংসার-সন্তাপ
যায় হে সব যাতনা॥
আনন্দময়ের, মধুর রূপের
প্রেমসুধা করি পান।
ভক্তিতে প্রমত্ত, ব্রহ্মে যোগযুক্ত
হইয়াছে মোর প্রাণ॥
অনাহত ধ্বনি, দিবানিশি শুনি
প্রেমযোগে মগ্ন হয়ে।
তাঁহারে দর্শন, করিবারে মন
রহে তাঁর পানে চেয়ে॥
তাঁহারি দর্শন, মম সারধন
বৈকুণ্ঠ মুকতি হায়।
সে অমিয় পান, করি মম প্রাণ
হয়েছে পাগল প্রায়॥"
ভক্তের দুর্জ্জয়, বাণী মধুময়
শুনি সাধু ভর্ত্তৃহরি।
প্রেমে বিগলিত, হইলা ত্বরিত
ধন্য দয়াময় হরি॥
ভর্ত্তৃহরিমনে, হরিকৃপাগুণে
ভক্তিযোগ সঞ্চারিল।
প্রভুর বিধান, হল মহীয়ান্
ভক্তিনদী প্রবাহিল॥
ভকতি বিতরি, বিধান প্রচারি
ভক্তবর তথা হতে।
বন্ধুদ্বয় সনে, আপনার মনে
চলিলা আনন্দে মেতে॥
ধন্য ভগবান্, তোমার বিধান
ধন্য হে ভকত তব।
আহা কি কৌশলে, বিধানের ফাঁদে
বাঁধিছ মানব সব॥

তোমার চরণে, ভক্তি-যুক্ত-মনে
করি হরি প্রণিপাত।
ভকতিতে যেন, এপাপীর মন
মত্ত হয় ওহে নাথ॥

কোতোরাক্ষলীর দেবজীবন লাভ।

নানকের প্রিয়শিষ্য বালা ও মার্দ্দনা।
ভক্তসঙ্গে চলিলেন ভ্রমি স্থান নানা॥
যদিও ভকতসনে রঙ্গে নিশি দিন।
তথাপি মার্দ্দনা চিত্ত বিষয়ে মলিন॥
সহজে বিষয়াসক্তি যায় না কখন।
সুযোগ পাইলে করে চিত্ত আক্রমণ॥
সাধুসঙ্গে সদালাপে সতত থাকিয়া।
বিষয় ভাবয়ে মন রহিয়া রহিয়া॥
প্রবল ইন্দ্রিয়গণ মানবের মন।
সহজে বিষয়-পঙ্কে করে নিমগন॥
বিষয়ের নীচাসক্তি মার্দ্দনার প্রাণ
টানিছে সংসারপানে, বিনাশিয়া জ্ঞান॥
একদা মার্দ্দনা আসি নানকসদনে।
বলিলেন করযোড়ে বিষণ্ণ-বদনে॥
"গৃহ পরিবার ছাড়ি, আপনার সনে।
ভ্রমিতে বাসনা মম নাহি হয় মনে॥
আদেশ করুন মোরে গৃহে ফিরি যাব।
স্ত্রীপুত্র লইয়া আমি জীবন কাটাব॥"
বিধানে চিহ্নিত যাঁরা, তাঁদের হৃদয়।
সংসারের সুখভোগে লালায়িত হয়।
সংসারের প্রলোভন ভীষণ এমন।
হয় তাহে বিচলিত যোগীদের মন॥
মার্দ্দনার বাক্য শুনি প্রেমিক ভকত।
বলিলেন কোথা যাবে ওহে প্রিয় ভ্রাতঃ॥
কত বিঘ্ন প্রলোভন আছে লুকাইয়া।
পড়িবে বিপদে তুমি সেথায় যাইয়া॥
কিন্তু মার্দ্দনার মন বিষয়ে মগন।
নাহি স্থান পেল মনে ভক্তের বচন॥
ভক্তে ছাড়ি গৃহপানে চলিলা ত্বরিত।
কিন্তু অবিলম্বে হলা বিপদে পতিত॥
পথে যেতে কুহকিনী পতিতা রমণী।
মার্দ্দনার চিত্ত মুগ্ধ করিলা অমনি॥
আপনার মায়াহ্রদে মজাইয়া তাঁরে।
পিষিতে লাগিল আহা ঘোর অত্যাচারে॥
পাপ-প্রলোভনে মগ্ন হইয়া মার্দ্দনা।
নিজ অবাধ্যতা স্মরি কান্দিলেন নানা॥
পরম হিতৈষী বন্ধু নানকের কথা।
না শুনিয়া পাইলেন প্রাণে বড় ব্যথা॥
ঘোর দুঃখ বেদনায় অবোধ মার্দ্দনা।
বুঝিল আপন দোষ লভিল চেতনা॥
কিন্তু দয়াময় হরি একবার যাঁরে।
রেখেছেন দাস ক'রে বিধান-আগারে॥
শত প্রলোভনে কিগো তাঁহার হৃদয়।
শ্রীহরির পাদপদ্ম ত্যজি দূরে রয়?
বিধানের প্রবর্ত্তক ভকতের সনে।
মার্দ্দনার প্রাণ বাঁধা আছে নিশি দিনে॥
তাই মার্দ্দনার দশা যেন তার-যোগে।
পৌঁছিল নানকহৃদে প্রেম অনুরাগে॥
আচম্বিতে ভক্ত প্রাণ হল উচাটন।
পুত্রের বিপদে যথা জননীর মন॥
অজ্ঞাতে আপনা হতে হয় যে চঞ্চল।
তেমনি ভকত-প্রাণ হইল বিকল॥
আধ্যাত্মিক ভাবক্রিয়া আশ্চর্য্য কেমন *।
মনে মনে প্রাণে প্রাণে গাঁথা অনুক্ষণ॥

---

* যেমন বাহ্যজগতে Telegraph (তারের সংবাদ), তেমনি মনোজগতে Telepathy বা আধ্যাত্মিক ভাবক্রিয়া আছে।

মার্দ্দনার অন্বেষণে চলিলা ভকতগণ।
অবশেষে কোতাগৃহে হলা উপনীত ॥
কোতাকে দেখিয়া ভক্ত কহিলা তখন।
"মায়া আর ভ্রমরূপ ডিম্ব অগণন ॥
পরম গুরুর নামে আশু ভেঙ্গে যায়।
কারারুদ্ধ জন আহা কারামুক্ত হয় ॥'
নানকের শোভাময় অপূর্ব্ব মূরতি।
তাঁহার অমৃত-বাণী তেজোময় অতি ॥
দেখে শুনে ব্রহ্মকৃপাগুণে তার মন।
অনুতাপে জর্জ্জরিত হইল তখন ॥
নানকের পদতলে পড়িয়া রমণী।
নিজ পাপ স্মরি কান্দে হয়ে অনাথিনী ॥
শ্রীহরির করুণায় পাপীনীর মন।
বিশ্বাস ভকতি প্রেমে হয় সচেতন ॥
পাপ দূর গেল তার নবীন জীবন।
পাষাণ ভেদিয়া যেন ফুটিল তখন ॥
নানক বলিলা তারে, মার্দ্দনার প্রতি।
করিয়াছ অপরাধ তুমি কোতা * অতি ॥
তাঁর কাছে ক্ষমা লও নৈলে দয়াময়।
ক্ষমা নাহি করিবেন জানিও নিশ্চয় ॥
শুনিয়া বলিল কোতা আজ্ঞা যদি হয়।
সকলের পদধূলি লব মহাশয় ॥
এত বলি মার্দ্দনার চরণে পড়িল।
ক্ষমা ভিক্ষা লন কোতা কাতরে মাগিয়া ॥
কোতার রাক্ষস ভাব দূরে চলি গেল।
দেবত্বকুসুম তার হৃদয়ে ফুটিল ॥
ব্রহ্মজ্ঞানালোকে তার দেহ মন প্রাণ।
অনুপম শোভা আজ করিল ধারণ ॥

পাপ পথ পরিহরি জন্মের মতন।
শ্রীহরির পদে কোতা লইল শরণ ॥
ধন্য লীলাময় হরি তোমার বিধান।
কি সূত্রে কাহার তুমি হরি লও প্রাণ ॥
মহাপাপে দিবানিশি মজিয়া যেজন।
আত্মপর সর্ব্বনাশ করিছে সাধন ॥
কি গুণে তাহারে হরি নিমেষ ভিতরে।
স্বর্গরাজ্যে স্থানদান কর প্রেমভরে ॥
পাষাণ মানবী হয়, রাক্ষসী দেবতা।
মুহূর্ত্তে তোমার প্রেমে দয়াময় পিতা ॥
ধন্য হে তোমারে নাথ, তব শ্রীচরণে।
প্রণিপাত করি মোরা ভক্তিযুক্তমনে ॥
যেন নাথ এই ভাবে এ পাপ হৃদয়।
তব কৃপাগুণে সদা বিগলিত হয় ॥
এ পাপীর পশু ভাব দূর করি হরি।
তব দাস কর নাথ, রাখ দয়া করি ॥
নূতন জীবন লভি, তোমার কৃপায়।
কাটাই জীবন যেন তোমার সেবায় ॥

বিশ্বম্ভরপুরে নবধর্ম্ম সংস্থাপন ॥

পরীক্ষা বিপদে পড়ি মার্দ্দনার মন।
সংসার আসক্তি হতে ফিরিল তখন ॥
মাতৃসম নানকের সপ্রেম ব্যভার।
হেরি তার চিত্ত মুগ্ধ হল অনিবার ॥
অনুতপ্ত-হৃদে তিনি নানকের সনে।
চলিলেন পুনরায় দেশ পর্য্যটনে ॥
বিশ্বম্ভরপুরে শেষে সবে উপনীত।
মার্দ্দনা তথায় হলা ক্ষুধায় পীড়িত ॥
বহুমূল্য হীরাখণ্ড পাইয়া তথায়।
বিক্রয়ের তরে ভক্ত দিলা মার্দ্দনায় ॥

---

* যে মায়াবিনী নারীর কুহকে ভাই মার্দ্দনা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কোতা। মূল গ্রন্থে কোতা রাক্ষসী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

মার্দ্দনা হীরক লয়ে গেলেন বাজারে।
বণিক সালস রায় দেখিল তাঁহারে॥
বহুমূল্য হীরাখণ্ড অতি তেজোময়।
দেখি হল তাঁর চিত্তে আনন্দ উদয়॥
হীরাতরে শত মুদ্রা দর্শনী প্রদান।
করিয়া জিজ্ঞাসে রায় হয়ে সাবধান॥
কত মূল্য এ হীরার বল মহাশয়।
কিনিতে এ ধন মম সাধ অতিশয়॥
শুনিয়া মার্দ্দনা বলে কি মূল্য ইহার।
জানিনা, জানেন মম প্রভু গুণাধার॥
মার্দ্দনা শতেক মুদ্রা লইয়া তখন।
মূল্য জানিবারে যান গুরুর সদন॥
নানক বলিলা তারে এ অমূল্য ধন।
সালসের সাধ্য নাই দিতে এর পণ॥
সালসের শত মুদ্রা কর প্রত্যর্পণ।
শুনিয়া মার্দ্দনা যান বণিকভবন॥
মার্দ্দনা দিলেন তাঁর মুদ্রা ফিরাইয়া।
সালস অবাক্ হল বৈরাগ্য হেরিয়া॥
এ হেন বৈরাগী যেবা তাঁর গুরুজনে।
দেখিতে বাসনা হল সালসের মনে॥
নানাবিধ খাদ্য আর শত মুদ্রা লয়ে।
ভক্তে দেখিবারে এল ব্যাকুলহৃদয়ে॥
আসিয়া দেখেন রায়, ভকতপ্রবর।
রয়েছেন মগ্ন হয়ে যোগের ভিতর॥
মার্দ্দনা নিকটে বসি হরিসঙ্কীর্ত্তন।
করিছেন ভক্তিভরে আহা অনুক্ষণ॥
ভক্ত বালা ভকতের সদনে বসিয়া।
শুনিছেন হরিগুণ আনন্দে মাতিয়া॥
হেরিয়া অপূর্ব্ব শোভা সালসের মন।
স্বরগের ভাবে পূর্ণ হইল তখন॥
অবাক স্তম্ভিত হয়ে রহিলা দাঁড়ায়ে।
মহা ভাবান্তর হল তাঁহার হৃদয়ে॥

দূর হতে বারম্বার করি নমস্কার।
রাখিলেন সেই স্থানে যত উপহার॥
করযোড়ে কহিলেন সালস তখন।
আপনি হীরার এই বণিক সুজন॥
জানি নাই মহাশয় ক্ষমা কর মোরে।
লউন শতেক মুদ্রা দাসে কৃপা করে॥
শুনিয়া ভকত তাঁরে বলিলা বচন।
স্বর্গের মাণিক হরি, এ মাণিক ধন॥
করেছে নির্ম্মাণ এই সংসার ভিতরে।
সে মাণিক-জ্যোতিঃকণা হীরা ব্যক্ত করে॥
সে মাণিকে যেই পায় অন্য হীরা তার।
পৃথিবীর ধূলিসম সামান্য অসার॥
সে অমূল্য মাণিকেরে জানহ যতনে।
অসার মাণিক কেন বাঁধিবে বসনে?
পরম মাণিক হরি শম্বুকে প্রস্তরে।
অম্লান মাণিক কত সংসার ভিতরে॥
সেই মহাধনে তুমি জান মতিমান।
দূরে যাবে মায়া মোহ পাপ অকল্যাণ॥
বৃথা মোহে বদ্ধ কেন রহ নিরন্তর।
তাঁর ভজনায় হবে বিমল অন্তর॥
শুনিয়া ভকত-বাণী সালসের প্রাণ।
গলি গেল একেবারে সলিল সমান॥
বলিলেন, "তব সম সাধুসন্ত আর।
দেখি নাই আমি কভু পৃথিবী মাঝার॥
শুভ আশীর্ব্বাদ মোরে কর মহাশয়।
মজুক তোমাতে মম মন অতিশয়॥"
বলিলা ভকত তাঁরে, "আমি নিরঙ্কারী।
নানক আমার নাম, ব্রহ্মের ভিখারী॥
নিরাকার পুরুষের লোক আমি হই।
নিরাকার দেশ হতে আসিয়াছি ভাই॥"
ভকতের প্রেমপূর্ণ অমূল্য বচন।
করিলা সালস রায় আনন্দে শ্রবণ॥

অধরকা সালসের দাস একজন।
ভক্তবাক্যে বিগলিত হইয়া তখন॥
নানকের পদতলে হইল পতিত।
জানিলেন ভক্ত তারে বিশ্বাসী বিনীত॥
অধরের পদচিহ্ন প্রেমে অনুসরি।
সালস নানক পদে পড়িলেন গড়ি॥
কিন্তু উভয়ের ভাব দেখি ভক্তবর।
বুঝিলেন অধরকা ভক্ত উচ্চতর॥
ধনী বলি সালসের মনে অভিমান।
তাই তিনি অধরের নহেন সমান॥
বলিলা নানক তাঁরে হে সালস রায়।
দাস-পদধূলি তব মোক্ষের উপায়॥
অধরের পদতলে হও নিপতিত।
তাহলে পাইবে ভক্তি অমরবাঞ্ছিত॥
শুনিয়া সালস রায় ভক্তি প্রেমে মেতে।
কিঙ্করের পদধূলি লইলেন মাথে॥
দূরে গেল অভিমান তৃণের সমান।
নীচ হয়ে গেল তাঁর কঠিন পরাণ॥
ভকতির শত্রু মান, পাপ অহঙ্কার।
দূরে গেল, উপজিল আনন্দ অপার॥
সালসের প্রেম ভক্তি হেরিয়া ভকত।
হইলেন সালসের প্রতি অতি প্রীত॥
নিজের মার্জ্জনী * তাঁরে করিয়া প্রদান।
দলের নেতৃত্ব তাঁরে করিলেন দান॥
বলিলেন, "যতদিন রহিবে জীবিত।
নেতা হয়ে মণ্ডলীরে কর সুশাসিত॥
অধরকা তব পরে মণ্ডলীর ভার।
লইয়া করিবে সেবা প্রেমে অনিবার॥"
পুন বলিলেন তাঁরে, "শুন মতিমান্।
জীবের সদ্‌গুরু এক পূর্ণ ভগবান্॥
তাঁর নামে খুলে যায় হৃদয় দুয়ার।
জীবের অভাব কিছু থাকে নাকো আর॥
অন্তরের নেত্র তার হয় প্রস্ফুটিত।
অনন্ত ব্রহ্মের বিধি হয় প্রকটিত॥
এক ভগবান্ ধনী, নাম মূলধন।
প্রচারিতে সেই নাম আমার জীবন॥
প্রার্থনা নিয়ত কর যাঁহার সদনে।
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তুমি লভিবে ভুবনে॥
হরিনাম ভবপারে যাবার তরণী।
তাহে চড়ি ভবপারে যাও রায় ধনী॥"
সেই স্থানে কিছুদিন করি অবস্থান।
ভকতমণ্ডলী এক করিলা স্থাপন॥
সালস স্বরগধামে করিলে প্রয়াণ।
অধরকে করিলেন সে পদে স্থাপন॥
এইরূপে বিশ্বস্তরে প্রচারি বিধান।
তথা হতে ভক্তবর করিলা প্রস্থান॥

মহাত্মা নানকের নানাদেশে ধর্ম্ম-প্রচার।

বিশ্বম্ভরপুর হ'তে হইয়া বাহির।
নানাদেশ পর্য্যটন করেন সুধীর॥
প্রাণসম প্রিয়সঙ্গী বালা ও মার্দ্দনা।
ভকতের সঙ্গে ভ্রমে হইয়া উন্মনা॥
অবশেষে বিসতরি দ্বীপে উপনীত।
হইলেন তিনজন ব্রহ্মের আশ্রিত॥
রাজার ভাগিনা ইন্দ্রসেন একজন।
ঝাণ্ডা নামে অন্য এক সূতের নন্দন॥
ছিলেন ধার্ম্মিক অতি সেদেশ মাঝারে।
শ্রীহরির কৃপাপাত্র বিশ্বাসী সংসারে॥
নানকের কথা শুনি মার্দ্দনা-সদনে।
ধর্ম্ম জিজ্ঞাসিতে এলা তাঁহারা দুজনে॥

* গাত্রমার্জ্জনী—গামছা।

তাঁহাদেরে দরশন করিয়া ভকত।
বলিলেন মহাবাণী অমিয়পুরিত ॥
"কাষ্ঠের ভিতরে যথা রহে বৈশ্বানর।
কিন্তু কাষ্ঠ অগ্নি নয়, ভিন্ন পরস্পর ॥
সেইরূপ চরাচরে ব্রহ্ম বিদ্যমান।
কিন্তু চরাচর হ'তে ভিন্ন সুমহান্ ॥
ওহে মুগ্ধজন ব্রহ্মে দিবস যামিনী।
ধ্যান কর অনিমেষে আপনা আপনি ॥'
বলিলেন ঝাণ্ডা তাঁরে, ওহে ভক্তবর।
দরিদ্র ভিখারী আমি দীন সূত্রধর ॥
সর্ব্বদা ভজনা যদি করি দয়াময়ে।
স্ত্রী পুত্র পালিব তবে কেমন উপায়ে?
বলিলেন ভক্ত তারে হইয়া সদয়।
ভূমিষ্ঠ হবার আগে সেই দয়াময় ॥
মাতৃস্তনে দুগ্ধ সৃষ্টি করেন যতনে।
তাঁহাতে বিশ্বাসী হলে কি ভয় জীবনে?
তাঁহাতে বিশ্বাস করি নির্ভয় হইয়া।
ঈশ্বরের নাম কর প্রেমেতে মাতিয়া ॥
বলিলেন ঝাণ্ডা পরে, ওহে মহাশয়।
জড়বস্তু এ নয়নে সদা দৃষ্ট হয় ॥
নিরাকার শ্রীহরিরে দেখিব কেমনে।
তাহার উপায় মোরে বল কৃপাগুণে ॥
ঝাণ্ডার সরল প্রশ্ন শুনিয়া তখন।
বলিলেন ভক্ত তারে হয়ে হৃষ্টমন ॥
চিন্ময় শ্রীহরি বটে নিত্য দৃশ্যমান।
অসৎ জগৎ এই মায়ার নিদান ॥
স্থূলবস্তু দেখে জীব ভ্রমেতে পড়িয়ে।
ব্রহ্মেরে অদৃশ্য বলি ভাবে মুগ্ধ হয়ে ॥
জগৎ অসৎ, আর তিনি দৃশ্যমান।
যে জানে, সে লভে গতি শুদ্ধ সুমহান্ ॥
ভক্তমুখে ব্রহ্মবাণী শুনি সূত্রধর।
লভিলেন দিব্যজ্ঞান প্রাণ-মুগ্ধকর ॥

ব্রহ্মকৃপাগুণে আজ ঝাণ্ডার অন্তর।
হল শুদ্ধ বিগলিত প্রেমে মনোহর ॥
বলিলা নানক তারে, ঝাণ্ডারে এখন।
আচার্য্যের পদে আমি করিনু বরণ ॥
আধ্যাত্মিক রাজ্যে রাজা হইবে এ জন।
করিবে এদেশে ঝাণ্ডা বিধান ঘোষণ ॥
নানকের ভক্তি আর আশ্চর্য্য ব্যাপার।
শুনি সবে হইলেন অতি চমৎকার ॥
অবশেষে সে দেশের নৃপতি সুজন।
আসিলেন দলসহ নানক-সদন ॥
ঝাণ্ডা, ইন্দ্রসেন, রাজা আর বহু জন।
এইরূপে নববিধি করিল গ্রহণ ॥
তথা হতে আসিলেন ব্রহ্মপুর দেশে।
মধুবাণী রাজা দেশ পালেন হরষে ॥
নানকের সুমধুর পবিত্র মূরতি।
হেরিয়া আনন্দ অতি লভিলা নৃপতি ॥
বলিলেন নানকেরে আমার ভবনে।
কর নিত্য অবস্থান সদানন্দমনে ॥
যাহা কিছু প্রয়োজন সেই সমুদয়।
ভাণ্ডার হইতে আমি দিব মহাশয় ॥
বলিলা নানক তারে, ওহে নরপতি।
হরিনাম ভাণ্ডার মম সুবিশাল অতি।
যাহা কিছু প্রয়োজন লভি সেথা হতে।
কিছুর অভাব মম হয় না জগতে ॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করি শ্রীহরি আমারে।
লয়েছেন চিরতরে আপনার করে ॥
হরির মতন মম বন্ধু নাই আর।
করেন মোচন যত অভাব আমার ॥
মুক্তহস্তে দান তিনি করেন সতত।
না চান হিসাব তার কভু কোন মত ॥
সাধুর প্রসাদ আমি করেছি ভোজন।
সুশীতল-নীর-পানে শান্ত মম মন ॥

ব্রহ্মরূপ বস্ত্রে মোর দেহ আবরিত।
হরিনাম মম সঙ্গে রয়েছে নিয়ত॥
দৃশ্যমান যাহা কিছু হইবে বিনাশ।
রহিবেন এক ব্রহ্ম নিত্য অবিনাশ॥
মানবের চিরসঙ্গী হরিনাম-ধন।
ছেড় না ছেড় না তুমি ছেড় না কখন॥
নরপতি মধুবাণী এই কথা শুনি।
নানকের শিষ্য আহা হলেন তখনি॥
বলিলেন ভক্তবরে থাকন এখানে।
তোমার সেবায় ধন্য হইব জীবনে॥
বলিলেন ভক্তবর, তুমি এই স্থানে।
ধর্ম্মশালা করে দেও বিহিত বিধানে॥
ক্ষুধিত তৃষিত জন পাবে অন্ন জল।
বস্ত্রহীন পাবে বস্ত্র পথিক সকল॥
ধর্ম্মের প্রসঙ্গ গ্রন্থপাঠ সংকীর্ত্তন।
করিবে আনন্দে সবে হেথা অনুক্ষণ॥
হেথায় আসিয়া নরনারী সমুদয়।
লভিবে পরম ধন মুক্তির উপায়॥
তাই হেন উপদেশ দিয়া নৃপতিরে।
দল সহ ভক্তবর গেলা স্থানান্তরে॥
তথা হতে পার্ব্বতীয় অন্য এক স্থানে।
চলিলা বিশ্বাসী বীর বন্ধুদ্বয় সনে॥
রাক্ষসের রাজ্য বলি খ্যাত সেই দেশ।
অতীব ভীষণ স্থান নাই প্রেমলেশ॥
সেদেশের নরনারী রাক্ষসপ্রকৃতি।
দয়া-মায়া-হীন সবে ভয়ঙ্কর অতি॥
পাপ আর হিংসারত অসভ্য সকল।
হেরিলে সে দশা, প্রাণ হয় যে বিকল॥
প্রমত্ত বিশ্বাসী ভক্ত গেলেন তথায়।
হরিনাম বর্ম্ম যার বিপদ কোথায়?
সেদেশের রাজা আর অধিবাসী জন।
চেষ্টিল ভক্তের প্রাণ করিতে নিধন॥
কিন্তু দয়াময় হরি রক্ষা করে যারে।
কে আছে জগতে পারে তারে বধিবারে?
কিন্তু শ্রীহরির কৃপা হইল এমন।
ভক্তের জীবন দেখি তাহাদের মন॥
একেবারে হরিপ্রেমে বিগলিত হল।
নিমেষে রাক্ষস ভাব দূরে চলি গেল॥
অমৃত-সাগরে তারা করি যেন স্নান।
একেবারে হয়ে গেল দেবতা-সমান॥
আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি মার্দ্দনা তখন।
বলিলেন নানকেরে, গুরু, এ কেমন!
কি আশ্চর্য্য মরি মরি পশু হেন নর।
হয়ে গেল একেবারে স্বর্গের অমর॥
মার্দ্দনার কথা শুনি বলিলা ভকত।
চুপ কর ব্রহ্মলীলা দেখ অবিরত॥
তাঁহার কার্য্যের সাক্ষী হও অনুক্ষণ।
লীলা হেরি তাঁর প্রেমে হও নিমগন॥
লীলারসময় হরি করুণা-নিধান।
কেমন আশ্চর্য্য নাথ, তোমার বিধান॥
তোমার বিধানরশ্মি পশে যার প্রাণে।
মৃত প্রাণ পায় যেন অমৃত-সিঞ্চনে॥
অসভ্য বর্ব্বর জন সভ্য হয়ে যায়
পাপী তাপী নরনারী অমরত্ব পায়॥
অসভ্যতা অন্ধকার পাপ দুরাচার।
বিধানপ্রভাবে হরি হয় ছারখার॥
জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ পশিলে সেথায়।
সঞ্চিত অজ্ঞানরাশি দূর হয়ে যায়॥
দেশের উদ্ধার হয় বিধান-গ্রহণে।
সভ্যতা বিস্তৃত হয় বিধানের গুণে॥
মানবীয় যত্নে যাহা হইতে না পারে।
তব কৃপা-গুণে তাহা হয় এ সংসারে॥
তাই তব শ্রীচরণে ওহে দয়াময়।
ভক্তিভরে অবনত হউক হৃদয়॥

যেন এই পাপ প্রাণ তোমার বিধানে।
গ্রহণ করিয়া হয় শুদ্ধ জ্যোতিষ্মান্॥
পতিত ভারত যেন তোমার লীলায়,
বিশ্বাস করিয়া ভবে সদা তরে যায়॥
এই ভিক্ষা করি দেব তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তি-যুক্ত-মনে॥

মহাত্মা নানকের সহিত যোগীদিগের সৎপ্রসঙ্গ।

ভারত যোগের ক্ষেত্র, বিশ্বাসী সুজন
যোগধর্ম্ম লভিবারে করে আকিঞ্চন ;
তাই পর্ব্বতের মূলে, যোগার্থীরা দলে দলে
ভারত মাঝারে কত করেন ভ্রমণ,
তাঁদের প্রভাবে সবে সদা মুগ্ধ রন।

যোগ বিনা মুক্তি লাভ হয় না সংসারে,
সংসারী যোগের ঘরে পশিবারে নারে ;
এ বিশ্বাসে কত জন ছাড়ি গৃহ পরিজন,
সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমে দেশ-দেশান্তরে,
পিপাসিত হয়ে সদা ব্যাকুল অন্তরে।

প্রকৃত যোগের তত্ত্ব লভিতে না পারি,
অসংখ্য সন্ন্যাসী জ্ঞানী ছিন্ন-কন্থাধারী,
বহুক্লেশ সহকারে, কুযোগ সাধন করে,
কৃত্রিম উপায় কত সদা অনুসরি,
হয়েন ব্যাকুল সদা পাইতে শ্রীহরি।

করিবারে মন বুদ্ধি চিত্ত সংযমন,
করে নিত্য কতজন মাদক সেবন।
কেহ ভস্ম মাখে গায়, কেহবা সিঙ্গা বাজায়,
কেহ তীর্থপর্য্যটন করে অনুক্ষণ,
কেহবা করেন সদা মস্তক মুণ্ডন।

দেহ-নিপীড়নে হয় ইন্দ্রিয়-দমন,
এই ভাবি কতজন জ্বালি হুতাশন,
তার পাশে বসি রয়, অকথ্য যাতনা সয়,
কিন্তু তাহে লাভ নাহি হয় সেই ধন,
যোগিগণ করে সদা যাঁর অন্বেষণ।

আশ্চর্য্য শকতি লাভ করিবার তরে,
প্রাণায়াম আদি করি কৌশল-নিকরে,
যোগ বলি ভাবি মনে সাধে তাহা সযতনে,
অবাক্ স্তম্ভিত করে অজ্ঞ নারী নরে,
আপনি যশস্বী হন সংসার ভিতরে।

কিন্তু হঠযোগে কিম্বা বাহ্য সুকৌশলে,
যোগীর দুর্ল্লভ ধন কভু কিহে মিলে?
নির্ব্বাণ-অভ্যাসযোগে প্রেম ভক্তি অনুরাগে,
শ্রীহরি-চরণে আত্মত্যাগ না ঘটিলে,
ব্রহ্মসহ সম্মিলন হয় না ভূতলে।

প্রকৃত যোগের বিধি শিখাইতে নরে,
মহাযোগী দয়াময় নানকে সংসারে,
পাঠালেন কৃপা করে, যেন সত্য পথ ধ'রে
যোগের জলধি-জলে পশিবারে পারে,
হয় শুদ্ধ সুখী তারা সংসার-মাঝারে।

যোগীর সাধন-ভূমি পর্ব্বত-নিচয়,
তথায় গোরখ নামে সাধু সদাশয়,
সাধিবারে হঠযোগ, করেন শিষ্য নিয়োগ,
তথায় ভকতবর উপস্থিত হয়,
গোরখ তাঁহাকে দেখি প্রীত অতিশয়।

ভকতের রূপ দেখি বলিলা সাধক,
মনোহর রূপগুণ তোমার বালক ;
ছেড়েছ কেন সংসার, কে বল গুরু তোমার?
থাক এথা, পড় মুদ্রা, সাধ হঠযোগ,
লভিবে অদ্ভুত শক্তি শুনহে বালক।

কিছুমাত্র শক্তি মম নাই মহাশয়,
ঈশ্বর জগতে সব শকতি-আলয়,
করিলে দেহকে বশ, অথবা লভিলে যশ,
হয় বল এ সংসারে কিবা ফলোদয়?
যদি তাহে শ্রীহরির দেখা নাহি হয়।

দেবতরুসম স্বচ্ছ ব্রহ্ম নিরাকার,
জাগিছেন প্রাণে মম দেখ অনিবার;
তাঁহার চরণামৃত পান করি অবিরত,
মোহিত প্রমত্ত সদা মানস আমার,
লভিতে লোকের পূজা চাহিনাকো আর।

বলিলা গোরখনাথ হে বালকবর,
যোগ সাধনের আছে রীতি পূর্ব্বাপর;
অঙ্গে ভস্ম বিলেপন, সমস্ত শিরোমুণ্ডন
না করিলে সেই সব যোগ মনোহর,
লভিতে নারিবে কভু সংসার ভিতর!

শুনিয়া বলিলা ভক্ত অমিয় বচনে,
হয় না কখনও যোগ দণ্ডের ধারণে;
ছিন্নকন্থা ভস্ম গায়, দিলে যোগ নাহি হয়,
নাহি যোগ হয় কভু মস্তক-মুণ্ডনে,
যোগী সেই যেইজন নির্লিপ্ত জীবনে।

বহুবাক্য-ব্যবহারে যোগী নাহি হয়,
কিন্তু সমদর্শী জন যোগী সদাশয়;
শ্মশান সমাধিস্থানে, বসিলে ধ্যান-নয়নে,
কিম্বা তীর্থপর্য্যটনে যোগ নাহি হয়,
নিষ্পাপ জীবন জেনো যোগের আলয়।

সত্য গুরু শ্রীহরির পাইলে দর্শন,
সহজে যোগের স্বরে প'শে যায় মন;
জীবনের প্রস্রবণ ঝরে প্রেম অনুক্ষণ,
মনেতে আপনি জ্বলে ধুনির আগুন,
অনাহত ধ্বনি প্রাণে হয় অনুক্ষণ।

শুনিয়া গোরখনাথ বলিল আবার,
যোগী যদি তবে কেন করিছ সংসার?
শুনিয়া বলে ভকত, পানিকৌড়ি পাখী যত
থাকে জলে, জল দেহে লাগে না তাহার,
তেমতি সংসার আমি করি অনিবার।

বলিতে বলিতে ভক্তে হল প্রত্যাদেশ,
ভক্ত-জিহ্বা ব্যবহার করি হৃষীকেশ
বলিলেন, ভক্ত মোর কিছু চিন্তা নাহি তোর,
তব রসনায় আমি থাকি সবিশেষ,
জানাব তোমারে আমি আমার আদেশ।

আর বহু যোগী সনে বিশ্বাসী ভকত,
করিলেন আলাপন ব্রহ্ম-ইচ্ছা-মত;
নবযোগ-বার্ত্তা শুনে, প্রীত সবে অনুক্ষণে,
যোগিমণ্ডলীতে বিধি হল প্রচারিত,
হইল ভক্তের গুণে সবে বিমোহিত।

সুমধুর ব্রহ্মযোগে প্রমত্ত ভকত,
তাঁর দেহ মন প্রাণ ব্রহ্মে নিবেদিত;
অন্তরে বাহিরে তিনি দেখেন দিবাযামিনী,
শ্রীহরির প্রেমমুখ ত্রৈলোক্যবাঞ্ছিত,
সে আনন্দে দিবানিশি প্রাণ বিমোহিত।

শ্রীহরির দরশন মিলয়ে যখন,
সাধুগণ পারে কিহে থাকিতে গোপন?
হরি সনে হরিদাস, বাঁধা রহে বার মাস,
হরি বক্ষে ভক্তগণ করে বিচরণ,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে রহে অনুক্ষণ

প্রহ্লাদ নারদ ধ্রুব আদি ভক্তচয়,
নানকের প্রাণে তাঁরা হলেন উদয়;
নিরাকার ভাবরূপে, বিশ্বাসে প্রেমে নীরবে,
সাধু-সমাগমে পূর্ণ হইল হৃদয়,
যেন দেবলোক প্রাণে হল অভ্যুদয়।

ঘটেন অদেহী সত্তা অমরাত্মাগণ,
তাঁদের সম্ভব নয় এ দেহ ধারণ;
কিন্তু তাঁহাদের ভাব পবিত্র দেব স্বভাব,
লভেন যাঁহারা এই ভবে অনুক্ষণ,
সে জীবনে দেবগণ করে বিচরণ।

স্বর্গলোকগত সাধু ভক্তের চরিত,
সমভাবাপন্ন ভক্তে হয়ে সংক্রমিত,
করেন উৎসাহ দান টানেন ভক্তের প্রাণ,
ব্রহ্মসহবাস-সুখ তরে অবিরত,
বিশ্বাসীর সঙ্গী তাঁরা জীবনে নিয়ত।

শাক্যসিংহ ঈশারায় আদি ভক্তগণ,
লভেছেন এ জগতে সাধু-সমাগম;
পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুগণে, ভাবে আর আচরণে
যে জন ভকতি করে, তাঁহার (ই)জীবন
সাধুসঙ্গ-স্বর্গবাস লভে অনুক্ষণ।

হেন ভাবে দেবসঙ্গ লভি ভক্তবর,
দেখেন অন্তরে তাঁর শ্রীহরি সুন্দর;
বেষ্টিত দেবনিকরে, রন স্বর্গ দরবারে,
স্বর্গীয় সে দৃশ্য দেখি মোহিল অন্তর,
করিলা প্রণতি স্তুতি ব্রহ্মের বিস্তর।

ভক্তে দেখি দয়াময় বলিলা তখন,
ঘোষিলা আমার নাম নিখিল ভুবন;
শুনিলা নানক তবে বলিলেন স্তবরবে,
তোমার আদেশে হরি তব নামধন,
যথাসাধ্য করিয়াছি জগতে ঘোষণ।

এত বলি বিমোহিত হয়ে ভক্তবর,
করিলেন শ্রীহরির স্তুতি বহুতর;
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে হরি বলেন, তব উপরি
লভিয়াছি প্রীতি আর সন্তোষ বিস্তর,
দিলাম তোমায় যোগে বিধি নবতর।

এই নববিধি যেবা করিবে গ্রহণ,
লভিবে মুকতি সেই জানিও সুজন;
এইরূপে ব্রহ্মবাণী শুনিয়া ভক্ত অমনি
ভক্তিভরে ব্রহ্মপদ করিল বন্দন,
কৃতার্থ হইলা ভক্ত হেরি সে চরণ।

রসিক পাঠকগণ, তোমাদের মনে
সংশয় না হয় যেন হেন দরশনে;
ব্রহ্মের মিলন যোগ, আর সব কষ্ট-ভোগ,
সত্যযোগে হয় হরি দর্শন শ্রবণ,
ব্রহ্ম-দরশনে হয় সাধু-সমাগম।

মহাপাপী চিরদাসে হরি কৃপা করি,
দরশন দিয়া লও প্রাণ-মন হরি;
দেবদেবীগণ সনে যেন প্রভু ও চরণে,
দাস হয়ে পড়ে থাকি হইয়া ভিখারী,
তব পদে এই ভিক্ষা যাচি ওহে হরি।

ভক্ত নানক এবং সম্রাট্ বাবর।

ইব্রাহিম লোদী নামে দুর্ব্বল নৃপতি,
করেন আনন্দ-মনে দিল্লীতে বসতি।
রাজ্যলোভে হিন্দুস্থানে মুসলমানগণ,
পঙ্গপাল প্রায় সদা করে আক্রমণ।
তুরস্ক আফগানিস্থান আরব তাতার,
এ সব দেশের লোক অতি দুর্নিবার।
রাজ্যলোভে ধনাশায় শার্দ্দুলের প্রায়,
ভারত-শোণিত পানে মত্ত হয়ে ধায়।
মহম্মদ স্বরগেতে করিলে গমন,
ওসমান নামেতে তাঁর শিষ্য এক জন,
পোত্তযুক্ত তরে তার সৈন্য অগণন
বোম্বায়ের উপকূলে করিল প্রেরণ।

কাশীম নামেতে এক যুবা বীরবর,
এথায় আসিয়া যুদ্ধ করে ঘোরতর।
মহাযোদ্ধা রাজপুত ক্ষত্রিয় সকল,
করিলা কাসিম সনে যুদ্ধ অবিরল।
স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবার তরে,
ত্যজিল অসংখ্য বীর জীবন সমরে।
মহাসতী রাজপুত রমণী সকল
জ্বালিয়া নগর মাঝে ভীষণ অনল,
পুত্র কন্যাসহ তাহে আপন জীবন
বিনাশিল, সবে ভাবি কল্যাণ মরণ।
জ্বলন্ত অনল প্রায় বীর রাজপুত,
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুভয়ে নহে বিচলিত।
অন্তঃপুরে রাজপুত ললনা-নিচয়,
সতীত্ব-রক্ষণ হেতু সকল সময়
মহাসতী সীতা আর সাবিত্রীর মত,
পতি-প্রেমে অনুক্ষণ রহে সঞ্জীবিত;
সতীত্ব-রতন রক্ষা করিবার তরে,
ধন প্রাণ সব তুচ্ছ করিত সংসারে।
স্বামী পুত্রগণ হ'লে সমরে বিজিত,
শত্রু-হস্তে ধর্ম্মরক্ষা অতি অনিশ্চিত,
আলিঙ্গন করিতেন জ্বলন্ত পাবন;
সতীত্বের তরে তাই ভীম হুতাশন,
হায় স্নিগ্ধ সুশীতল দিত ক্রোড়ে স্থান,
সতীত্ব-যজ্ঞেতে হত পূর্ণাহুতি দান।
সতীত্বের তরে হেন প্রাণ উপহার,
হিন্দুস্থান বিনা বল কোথা আছে আর?
এইরূপে কোন যুদ্ধে মুসলমানগণ,
কোন যুদ্ধে রাজপুত-সৈন্য অগণন,
জয়ী হ'য়ে আর্য্যাবর্ত্ত করিত শাসন,
অশান্তি পুরিত হ'ল ভারত-গগন।
জয়পাল নামে এক হিন্দু নরপতি
শাসিতেন আর্য্যাবর্ত্ত হয়ে দৃঢ়ব্রতী।

আফগান দেশে গজনীর সিংহাসনে
ছিলেন সবক্তগিন নিযুক্ত শাসনে।
তিনি আক্রমণ করি আর্য্যাবর্ত্ত দেশ,
জয়পালে পরাজয় করিলা বিশেষ।
তারপর তাঁর পুত্র মামুদ গজনী,
ভারতের ধনক্ষয় করিলা এমনি;
সপ্তদশ বার করি দেশ আক্রমণ,
ভারতের বহু রত্ন করিলা লুণ্ঠন।
দেবমূর্ত্তি অগণন করিলা বিনাশ,
ছাড়িল ভারত ভূমি দুঃখের নিশ্বাস।
কিন্তু হায় ধনরত্ন যশ সুশোভন,
করিতে নারিল সুখী সুলতানের মন।
অন্তিম শয্যায় শুয়ে মহাবীরবর
বলিলেন ভৃত্যগণে, ধন সুবিস্তর
আমার সম্মুখে সবে কর আনয়ন;
হেরিব সে সব আমি জন্মের মতন।
ধন রত্ন সমুদয় হইলে আনীত,
হেরিলা নৃপতি সব হয়ে বিষাদিত;
বলিলেন মহামূল্য মানিক রতন,
কিছুতেই এবে মোর নাহি প্রয়োজন।
এত বলি অশ্রুজল ফেলি সুলতান,
অনন্ত শয্যায় শেষে হইলা শয়ান।
হায়রে ধনাশা, তুই মানবের মন
প্রতারিত বিড়ম্বিত কর অনুক্ষণ।
হায়রে দুরাশা, তোর মায়ার ছলনে
চিরশান্তি চিরসুখ ছাড়ি নরগণে,
অসার ছায়ার পাছে হয়ে ধাবমান,
সহিয়া অশেষ দুঃখ হারায় পরাণ।
রাজ্যধন যশমান সঙ্গী কিয়ে হয়?
দেয় পরিতাপ এরা করে শান্তিক্ষয়।
রামধনু-লোভে যথা অবোধ বালক,
দৌড়িত প্রমত্ত হয়ে না বুঝি কুহক;

সেইরূপ জীবগণ রাজ্য ধন তরে,
আপনার দেহ মন আয়ুঃ ক্ষয় করে।
কিন্তু খ্রীষ্ট মহম্মদ চৈতন্যের মত,
পুণ্যপ্রেম উপার্জ্জন করিয়া নিয়ত,
বিশ্বাস-ভকতি-খড়্গে পাপাসুরচয়
বিনাশিয়া, ব্রহ্মরাজ্য স্থাপে নিরভয়।
তাহারাই ধন্য বটে সংসার মাঝারে,
তাহাদের রাজ্য নাশ হইতে কি পারে?
জীবগণ সেই রাজ্যে প্রজা হয়ে রয়,
ভোগ করে নিত্য শান্তি প্রেম নিরাময়।
অসার ধনের তরে ব্যস্ত যেই জন,
বাতুল তাহার মত নাহিক এমন।
মামুদের বংশধর বর্ষ অর্দ্ধশত,
করিলেন আর্য্যাবর্ত্ত শাসন নিয়ত।
মহম্মদঘোরী নামে অন্য একজন,
সুলতানের বংশধরে করি বিতাড়ন,
হিন্দু নৃপতির সনে করিয়া সংগ্রাম,
করিলেন পরাজয় আর্য্যাবর্ত্ত ধাম।
যুদ্ধে সুকৌশলী বটে রাজপুতগণ,
কিন্তু অনৈক্যের পঙ্কে ভারত মগন।
স্বার্থ হ'তে স্বদেশের হিত প্রিয় নয়,
এই দোষে ভারতের হল পরাজয়।
পৃথ্বীরাজ দিল্লীপতি ঘোরীর সহিত
করিলেন প্রাণপণে যুদ্ধ সুবিহিত;
কিন্তু কণোজের রাজা মিলি ঘোরী সনে,
বাঁধিল ভারত মায়ে দাসত্ব-বন্ধনে।
অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈনিক সহিত
বক্তার খিলিজি গিয়া বঙ্গেতে ত্বরিত,
অনায়াসে বঙ্গদেশ করি অধিকার,
উড়াইলা ইস্‌লামের ধ্বজা অনিবার।
দাসবংশ-সমুদ্ভূত কুতুবউদ্দীন,
ঘোরী-প্রতিনিধি হয়ে দেশ বহুদিন

করিলেন সুশাসন, ঘোরী মৃত্যু পরে
হইলেন নিজে রাজা ভারত ভিতরে;
তাঁর বংশধরগণ শত বর্ষ প্রায়,
শাসন করিলা দেশ সদর্পে হেথায়।
এই বংশে নাসিরুদ্দি (ন) নামে একজন
ছিলেন নৃপতি, অতি ধার্ম্মিক সুজন।
পরম বৈরাগী ধীর নিরাকাঙ্ক্ষ অতি,
তাঁর মত কোথা বল আছয়ে নৃপতি?
সুবিস্তীর্ণ রাজত্বের সমুদয় আয়
রাজ্যরক্ষা প্রজাহিতে করিতেন ব্যয়;
ঈশ্বরের দাস হয়ে দরিদ্রের মত,
শান্তি ধর্ম্মে নরপতি সময় যাপিত।
রাজপত্নী নিজ হস্তে আহার্য্য-নিকর
ক'রত প্রস্তুত, হয়ে কর্ত্তব্য-তৎপর।
রুটিকা-প্রস্তুতি-কালে মহিষীর কর
হল দগ্ধ, ইথে রাণী হইয়ে কাতর
বলিলেন নৃপতিরে, দাসী একজন
আমার সাহায্য তরে কর নিয়োজন।
বলিলেন নরনাথ, আমি দীনহীন,
কিরূপে পুরাব তব বাসনা কঠিন!
শুনিয়া ঈষদ্ হাসি বলিলা ললনা,
তুমি রাজ্যেশ্বর ভূপ, ধনরত্ন নানা
পূরিত রয়েছে সদা ভাণ্ডারে তোমার;
তুমি দীন হীন বল একি চমৎকার!
শুনিয়া বলিলা ভূপ ধনরত্ন সব
আল্লার ঐশ্বর্য্য সব, তাঁহারি বিভব;
তিনি স্বামী, আমি মাত্র ন্যাসধারী তাঁর,
এ সব সম্পদে মম কিবা অধিকার?
প্রজাহিত তরে ইহা আমার সদনে
রয়েছে গচ্ছিত, ইহা ভেবে দেখ মনে।
নিজ সুখ স্বার্থ তরে বলগো কেমনে
করিব ব্যয়িত ইহা, ওগো প্রিয়তমে!

আহা কি মধুর ভাব নৃপতি জীবনে
হইয়াছে প্রকাশিত, ব্রহ্ম-কৃপাগুণে।
জনকের প্রায় সদা হইয়া ফকির,
কাটাত জীবন এই নৃপতি সুধীর।
তৎপর খিলিজি বংশে জালালউদ্দীন,
বংশধর সহ রাজ্য করে কিছুদিন।
তোগলক্ সৈয়দ লোদী বংশ ক্রমে ক্রমে,
তার পরে করে রাজ্য পুণ্য আর্য্যভূমে।
এইরূপে প্রায় চারিশত বর্ষকাল,
পাঠানের বশে রহে ভারত বিশাল।
মাঝে মাঝে অন্য দেশ হ'তে বীরগণ,
ধনলোভে আর্য্য-রক্ত করিত মোক্ষণ।
জঙ্গিস তাইমুর আদি দুষ্ট বীরগণ,
শ্যেনপক্ষী প্রায় আসি ভারত ভুবন,
ভারতের ধন রত্ন লইত লুটিয়া,
মানব-শোণিতে দেশ যাইত ভাসিয়া।
এ সব রাজত্বকালে বহু হিন্দুগণ
পবিত্র ইসলামধর্ম্ম করিল গ্রহণ।
বাহ্য দৃষ্টে এ সকল ভাবি অকল্যাণ,
অনেক ভারতবাসী হন মৃহ্যমান;
রসিক বিশ্বাসী জন কিন্তু এ সকলে
ব্রহ্মলীলা দে'খে, যান প্রেমভরে গ'লে।
নবলীলা-অভিনয় হবে আর্য্য-ভূমে,
হবে ব্রহ্ম-জয়-গীতি নিখিল ভুবনে।
এই হেতু, প্রেমময় মুসলমানগণে
আনিলেন, যথাকালে মধুর আহ্বানে;
রাজ্য-ধন-লোভ শুধু উপলক্ষ হয়,
ঐ প্রলোভন ধরি হরি দয়াময়,
বিধানের মহালীলা দেখাবার তরে,
আনিলেন ডেকে নিজ সন্তান-নিকরে।
কঠিন পাষাণ-সম যাদের হৃদয়,
কেবল শোণিত-পাতে সদা তুষ্ট রয়,
ভারতের পুণ্যভূমি করি পরশন,
গ'লে যাবে তার হিয়া জলের মতন।
সুকোমল আর্য্যধর্ম্ম ইস্‌লামের সনে
মিশে, এক হয়ে যাবে ব্রহ্মের বিধানে;
এই হেতু রক্তপাত অত্যাচার আদি,
সতত ভারত ভূমে ঘটালেন বিধি।
গর্ভের যন্ত্রণা বিনা প্রসূতি কখন,
দেখিতে কি পারে বল সন্তান বদন?
রসিক পাঠকবর, ইতিহাস মাঝে
হরিলীলা দেখি, মুগ্ধ হওহে অব্যাজে;
প্রতি ঘটনায় যাঁর করুণাবিধান,
ইতিহাসে তিনি কিগো নহে বিদ্যমান?
ইতিহাসে ব্রহ্মহস্ত না দেখে যে জন,
হয় সেই নাস্তিকতা-কূপে নিমগন।
জগতে ভৌতিক বস্তু যাঁর বিরচিত,
যাঁর হস্তে চন্দ্র সূর্য্য রয়েছে বিধৃত,
তরু লতা পশু পক্ষী নরনারীগণ
যাঁর সুকৌশল নিত্য করে প্রদর্শন,
তাঁহারি অভ্রান্ত লিখা ঘটনা-নিচয়,
করেনা বিশ্বাসী ইথে কদাচ সংশয়।
সহস্র বরষ পরে যে লীলা-বিধান
হইবে জগত মাঝে, ব্রহ্ম জ্ঞায়বান্
তার বীজ ঘটনায় করেন বপন,
যথাকালে বীজে হয় বৃক্ষ সুশোভন!
অজ্ঞে অকল্যাণ বলি ভাবে যাহা মনে,
প্রকৃত কল্যাণ তাহা ব্রহ্মের বিধানে!
বিশ্বাসী ভকত জন, কখন (ও) ধরায়
নাহি করে অবিশ্বাস ব্রহ্মের লীলায়।
এইরূপে শ্রীহরির অপূর্ব্ব বিধানে,
হইলা বাবর নৃপ ভারত ভুবনে।
সৈদপুরে ভক্তবর রহেন যখন,
তখন বাবর করে তথা আগমন।

ভারত বাসীর প্রতি নানা অত্যাচার
করিলেন, নরপতি অতি দুর্নিবার।
বালবৃদ্ধ নরনারী বহু প্রজাগণ.
বাবরের অত্যাচারে হইল নিধন।
আর বহু প্রজাগণে বন্দী ক'রে তিনি,
লইয়া গেলেন সবে নিজ রাজধানী।
এই সঙ্গে ভক্ত আর তাঁর সহচর,
বন্দী হ'য়ে চলিলেন নৃপতিগোচর।
নানকের শিরে ভার দিলেক বিস্তর,
কিন্তু তারে ভক্তবর নহেন কাতর।
হরি-প্রেম-সুরা-পানে হ'য়ে মাতোয়ারা,
চলিলেন ভক্ত হ'য়ে প্রেমে আত্মহারা।
বালা ও মার্দ্দানা দুই চির সহচর,
ভক্তসঙ্গে চলিলেন হইয়া কাতর।
চলিছেন ভক্ত পথে আনন্দে বিহ্বল,
মার্দ্দানা সঙ্গীত-ধারা ঢালে অবিরল।
দেখিয়া এ হেন ভাব সকলের মন,
ভক্তি-প্রীতি-রসে আহা হ'ল নিমগন।
জাঁতাতে চণক চূর্ণ করিবার তরে,
হইলা নিযুক্ত ভক্ত রাজ-কারাগারে।
নানকের ভাব দেখি তাঁহার বিষয়,
অমাত্য বলিল নৃপে হইয়া নির্ভয়।
বাবর ভকতে ডাকি আপন সদনে,
লইলেন মহাযত্নে পরম সম্ভ্রমে।
সম্রাট্-সদনে গিয়া বলিলা ভকত,
কত রমণীর প্রাণ হইল নিহত।
কত লজ্জাবতী সতী ভীম অত্যাচারে,
অশেষ যাতনা সহি মরিল সমরে।
অমূল্য জীবন যারা পাইয়া সংসারে,
শ্রীহরির সেবা পূজা কভু নাহি করে,
ত্যায় ধর্ম্ম দয়া প্রেম দুষ্কর্ম অজ্ঞার
করিয়া অযত মাঝে জীবন কাটায়,
ব্রহ্মসহ বৈরী ভাব করে অনুক্ষণ,
হইবে তাদের দশা নিশ্চয় এমন।
সুখৈশ্বর্য্য-ভ্রষ্ট তারা হইবে জগতে,
হইবে দুর্দ্দশা, দণ্ড পাবে নানা মতে;
নানকের ধর্ম্মভাব সুগম্ভীর বাণী-
শ্রবণে স্তম্ভিত ভীত হ'লা নৃপমণি।
বলিলেন হে সন্ন্যাসী, কিছু দান মম,
কৃপা করে একবার করুন গ্রহণ।
শুনিয়া বলিলা ভক্ত অন্য কোন দান,
নাহি চাহি নরপতি তব বিদ্যমান।
পুরায় বাবর মীর নামে একজন.
ছিলেন নৃপতি অতি ধার্ম্মিক সুজন।
সন্ন্যাসীর বেশ ভূপ করিয়া ধারণ,
দিবাভাগ রাজকার্য্যে করিত যাপন;
সমস্ত রজনী কিন্তু উর্দ্ধপদ হ'য়ে,
করিতেন ব্রহ্ম-পূজা ব্যাকুল-হৃদয়ে।
প্রভাতে কোরাণ পাঠ করি নরপতি,
দিতেন রাজ্যের কার্য্যে আপনার মতি।
তিনিই ছিলেন ধন্য. আপনি তাঁহার
পদচিহ্ন অনুসরি পালুন সংসার।
বন্দীদের দশা হেরি নানকের মন,
শোকে দুঃখে একেবারে হল নিমগন;
গৃহ পরিবার ছাড়ি দুঃখে অনাহারে,
যাপিছে সময় তারা নৃপতি দুয়ারে।
তাহাদের দশা হেরি বলিলা ভকত,
ওহে ভূপ, তুমি তুর্কী হতে সমাগত
হইয়া, ভারত ভূমি করেছ বিজয়;
তুর্কীসনে ভারতের হ'ল পরিণয়।
আর্য্যাবর্ত্তরূপ নব বধূর সহিত,
তুরস্ক বরের হ'ল বিবাহ বিহিত।
জগতের অধিপতি ব্রহ্মকৃপা-গুণে,
হইল এ হেন কার্য্য ভারত ভবনে।

নূতন বপুর প্রতি বল কোন বর—
ক'রে থাকে অত্যাচার ওহে নরবর ?
শ্রীহরির ইচ্ছা মূল জানিও রাজন,
তাঁহার (ই) ইচ্ছায় ইহা হইল ঘটন।
মানবীয় দম্ভ কিংবা অহঙ্কার ইথে,
জানিবেন নরনাথ নাহি কোন মতে।
সকল (ই) অনিত্য ভাব সত্য হরিনাম,
তাঁহার (ই) চরণে সবে করুক প্রণাম।
সুগভীর-ভাব-পূর্ণ নানক-বচন—
শুনিয়া প্রসন্ন হ'ল সম্রাটের মন।
আপনার গৃহ মাঝে লইবারে তাঁরে,
করিলা আদেশ নৃপ আনন্দ-অন্তরে।
বলিলা সম্রাট্ তাঁরে, সন্ন্যাসী প্রবর—
সহিয়াছ এতদিন যাতনা বিস্তর,
কিছু সিদ্ধি পান করি দূর কর ক্লেশ ;
বলেন নানক শুনি নৃপের আদেশ,
মাদক সেবন আমি করিনা কখন,
কিন্তু হেন সিদ্ধি পান করি অনুক্ষণ,
যাহার মত্ততা দূর কভু নাহি হয়,
আনন্দ-পূরিত রহে সতত হৃদয়।
বলিলা সম্রাট্ তাঁরে, বলহ আমারে
এ হেন মাদক দ্রব্য কি আছে সংসারে ?
শুনি বলিলেন ভক্ত ভক্তি সিদ্ধি মম,
হৃদয় তাহার ফল পরম উত্তম।
ব্রহ্ম-দরশন তরে ত্যজেছি সকল,
পুণ্যময় তাঁর নাম অতি সুবিমল।
ওহে রাজ্যেশ্বর ভূপ, সংসারে কাহার
অচল না থাকে রাজ্য, জানিবেক সার ;
কিন্তু যদি হরিনাম জপ কর তুমি,
হইবে হে শত শত সম্রাটের স্বামী।
করিলে অন্যায় আর পাপ অত্যাচার,
হবে অবিলম্বে তব রাজ্য ছারখার।

নানকের কথা শুনি বাবরের মন—
একেবারে বিগলিত হইল তখন।
বিনীত দীনাত্মা হ'য়ে বলিলেন তিনি,
আর কিছু বল সাধো ধরমের বাণী।
দয়া ধর্ম্ম ন্যায় আদি পবিত্র বিষয়ে,
উপদেশ দিলা ভক্ত নানা কথা কয়ে।
শেষে বন্দীদের দশা করি দরশন,
প্রকাশিলা ভক্তবর মানস-বেদন।
অবশেষে সুগভীর সমাধি ভিতরে—
ডুবিল ভকত প্রাণ জীব-দুঃখ-ভরে।
আত্মায় পরম ব্রহ্ম করি দরশন,
প্রার্থনা করিলা বন্দীদিগের কারণ।
হায়রে ভকত-প্রাণ কেমন কোমল,
মাতৃসম জীব-দুঃখে কাঁদে অবিরল।
জননীর সম যিনি দয়ায় পূরিত,
পাপি-দুঃখে অনুক্ষণ হন ব্যাকুলিত।
জীব-দুঃখ নাশ তরে যাঁর আগমন,
জীব-দুঃখে স্থির কিহে থাকে তাঁর মন ?
হরিপ্রেমে যেই জন আত্মহারা হন,
জীবপ্রেমে তাঁর হৃদি ভাসে অনুক্ষণ।
জীবপ্রেম নাহি, কিন্তু হরি হরি বলে,
প্রকৃত ভকত সেই নহে ধরাতলে।
জীবের সেবার তরে যথা দয়াময়,
অন্ন বস্ত্র সুখ শান্তি দেন সমুদয়,
আপনি নিষ্কাম হয়ে জীব-সুখ তরে,
রহেন সতত ব্যস্ত নিখিল সংসারে ;
তেমনি ভকতজন জীবের (ই) কারণ,
ঢালি দেন আপনার দেহ প্রাণ মন।
জীবসনে ভক্তপ্রাণ নিগূঢ় বন্ধনে—
বাঁধা থাকে অনুক্ষণ ব্রহ্মের বিধানে।
জীবে ভক্ত, ভক্তে জীব, উভে' ব্রহ্মমাঝে—
একীভূত হয়ে সদা ব্রহ্মেতে বিরাজে।

তাই জীবময়। আহা ভকত-জীবন,
জীব ছাড়ি ভক্ত প্রাণ রহে না কখন।
ভকত-প্রার্থনা শুনি, হরি দয়াময়—
বলিলা নানক প্রতি হইয়া সদয়।
বন্দীদের দুঃখ হবে অচিরে মোচন,
আশ্বস্ত হইলা ভক্ত শুনিয়া বচন।
ব্রহ্ম-সহবাসে তাঁর অপরূপ জ্যোতি,
কোটী সূর্য্য সম হ'ল মুখে প্রতিভাতি।
বাবর নানক প্রতি পাইলেন প্রীতি,
অবিলম্বে বন্দীগণে দিলেন মুকতি।
ধন্য দয়াময় হরি তোমার বিধান,
মোহিলে এরূপে তুমি বাবরের প্রাণ।
বলিলা বাবর ভক্তে, ওহে মহাশয়,
আশীষ করহ মোরে হইয়া সদয়,
যেন মম বংশে রাজ্য থাকে স্থিরতর।
শ্রবণে ভকতবর করিলা উত্তর—
এইরূপ ব্রহ্ম-ইচ্ছা জানিও রাজন,
যতদিন তব বংশে দয়া-ধর্ম্ম-ধন,
আর ন্যায় সুবিচার রবে প্রতিষ্ঠিত,
ততদিন তব রাজ্য রহিবে নিশ্চিত।
ইহার অভাব হলে রাজত্ব নঃ রবে,
অধর্ম্মের জয় কভু নাহি হয় ভবে।
আহা কিবা উচ্চতম শুদ্ধ রাজনীতি—
প্রকাশ করিলা হরি বাবরের প্রতি।
ব্রহ্মের বিধান, এই রাজ্য বিত্তধন—
ধর্ম্মের ভিত্তিতে স্থির রহে অনুক্ষণ।
ভিত্তি-হীন গৃহ যথা দাঁড়াতে না পারে,
ধর্ম্মহীন রাজ্য তথা না রহে সংসারে।
জাতীয় জীবন আর উত্থান পতন,
সবাকার মূল এই নীতির বন্ধন।
জগতের ইতিহাসে হে পাঠকবর,
এ নীতির যথা খেলা দেখ নিরন্তর।

যথা ধর্ম্ম তথা জয় তথায় স্থিরতা,
এ নীতির কোন দিন নাহিক অন্যথা।
পাপী অত্যাচারী নৃপ ভাবে অনুক্ষণ,
পাপে হবে তাঁহাদের সাম্রাজ্য-বর্দ্ধন;
কিন্তু নাহি জানে হায় নিত্য পাপসনে,
মৃত্যু বিচরণ করে সতত ভুবনে।
পাপেতে বিনাশ ঘটে, পাপে হয় ক্ষয়,
তাই ধীরগণ করে ধরম আশ্রয়।
বাবরের অনুরোধে তাঁহার আগারে—
তিন দিন রহে ভক্ত আনন্দ-অন্তরে।
পুন তথা হতে চলি গেলা সৈদপুরে,
শ্রীহরির পুণ্য ইচ্ছা পালিবার তরে।
ধন্য দয়াময় হরি তোমার বিধান,
ফিরাও কেমনে তুমি মানব-পরাণ!
দুর্গম কঠিন স্থান নৃপতি-ভবন,
বৈষয়িক কোলাহলে পূর্ণ অনুক্ষণ,
বিধানের কথা বল কেমনে তথায়,
পশিবে কেমনে জীব বুঝিতে না পায়;
কিন্তু হে কৌশলময়, কিবা সুকৌশলে—
ভকতে লইয়া যাও আপনার কোলে।
ভকত-চরিতে তথা হয়ে প্রকাশিত,
ভূপের পরাণ কাড়ি লও ওহে পিতঃ!
রাজরাজেশ্বর তুমি, নৃপতি-নিচয়—
তব প্রিয়তম পুত্র ওহে দয়াময়।
তাই হেন সুকৌশলে তাঁদের সদনে,
পাঠাও প্রেরিতজনে সতত গোপনে।
তোমার নিগূঢ় প্রেম দেখি যেইজন,
পবিত্র বিধান তব করেছে গ্রহণ।
ধন্য বটে সেই আহা! তোমার কৃপায়,
এ ভবসাগরে যেই পরিত্রাণ পায়।
করহ আশীষ নাথ যেন মোরা সবে,
বিধান-বিশ্বাসী হয়ে তরি এই ভবে।

এই ভিক্ষা করি মোরা ভক্তিযুক্ত-মনে
প্রণিপাত করি হরি, তোমার চরণে।

নানকের ভগিনী নানকী দেবীর স্বর্গারোহণ।

বিধানের মহাকার্য্য সাধিবার তরে,
ভক্তসঙ্গে ভগবান্ সংসার ভিতরে,
গাঁথি ভকতের সনে, মিলাইয়া প্রাণে প্রাণে,
বিশ্বাসী সন্তানগণে করেন প্রেরণ,
যাঁহাদের প্রেমে মুগ্ধ হয় জগজন।

প্রথমে শ্রীহরি-প্রেম ভকতের মন,
করিল বিষয় হ'তে যবে আকর্ষণ,
সংসারে প্রমত্ত প্রায়, তাঁর কাল কেটে যায়;
সকলে বিরূপ ভাবি করেন নিন্দন,
করিল জনক তাঁরে কত উৎপীড়ন।

নানকের যশঃসূর্য্য হয়নি উদিত,
স্বদেশে বিদেশে তিনি নহেন বিদিত;
ধরম গ্রহণ তাঁর করে নাই কেহ আর,
অজ্ঞাত বালক তিনি ঘৃণিত নিন্দিত,
সহ অনুভূতি কোথা নাহি পায় চিত।

সে সময়ে হে ভগিনী তুমিই কেবল,
ছিলে মাত্র নানকের প্রাণের সম্বল;
জানি না কেমন করে পশিয়া তাঁর অন্তরে,
তাঁহার মহত্ত্ব প্রেম সাধনার বল
বুঝিয়া, করিলা তাঁরে যত্ন অবিরল।

গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত নানক যখন,
তুমিই আশ্রয় তাঁর ছিলেগো তখন;
তব সুধামাখা স্নেহ, তব পুণ্যময় গেহ,
একমাত্র নানকের আশ্রয় তখন,
তোমা হেন দয়াবতী কে আছে এমন?

যদিও কনিষ্ঠ তব নানক সুজন,
তবু তাঁর গুণে হয়ে মুগ্ধ-অন্তর,
ভকতিতে বিগলিত হয়ে যেত তব চিত,
করিতে নানকে তুমি প্রণাম বিস্তর;
কোথা বল হেন ভক্তি সংসার ভিতর!

গিয়াছ স্বরগে চলি ওগো সুভাগিনি,
জগতের পূজ্যা তুমি আশ্চর্য্য রমণী!
তোমা হেন ভগ্নী বল, আছে ধরাতলে কিগো?
স্বরগের দেবী তুমি ব্রহ্মের নন্দিনী—
ভকতির প্রস্রবণ বিশ্বাসের খনি।

যথাকালে চলি গেলা তুমি স্বর্গপুরে;
যাও ভগ্নি, যাও যথা অমর নিকরে—
হরি-পাদপীঠ ঘে'রে, স্তুতি করে বিশ্বেশ্বরে,
যথা রোগ শোক মৃত্যু কিছু না বিচরে,
পুণ্য সমীরণ যথা সতত সঞ্চরে।

জগতের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী তুমিগো ললনে,
পুণ্য হয় তব পদধূলি-পরশনে;
আশীষ করগো বোন, মাতা পত্নী ভগ্নী যেন
তব সম গুণবতী হইয়া ভুবনে,
স্বজনে সাহায্য করে ধরম-সাধনে।

কর আশীর্ব্বাদ ওহে প্রেমময় হরি,
নানকীর মত যত পুণ্যবতী নারী,
জগতের ঘরে ঘরে, যেন সদা শোভা করে,
ভ্রাতা পুত্র জনকের ধরম-জীবনে,
উত্তর সাধিকা যেন হয় এ ভুবনে।

শারদীয় চন্দ্রমার জোছনার মত,
নারী যেন ঢালে প্রাণে অমিয় সতত,
পরীক্ষা-বিপদকালে পুণ্যবারি প্রাণমূলে—
ঢালে যেন অনুক্ষণ সহায়বদনে,
ধর্ম্মফুল ফুটে যেন প্রতি নিকেতনে।

ভাই মার্দ্দানার স্বর্গারোহণ।

বালা ও মার্দ্দানা ভকতের সনে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বোগদাদ ভবনে,
আসি উপনীত হলেন ত্বরিত
হল হরিলীলা তথায় অদ্ভুত।
কি উদ্দেশ্যে কারে লয়ে যান তিনি,
জানেন কেবল সেই অন্তর্য্যামী,
কোথায় তাঁহার কিবা লীলা হবে,
তিনি বিনা কেবা জানে এই ভবে ?
তিব্বত হইতে 'ব্রহ্মপুত্র' যথা
জনমিয়া, আহা ভারতে সর্ব্বদা
করি বিচরণ, ভারত ভুবন
স্বীয় পুণ্য-নীরে ধোয় অনুক্ষণ ;
পঞ্জাব-সঞ্জাত বিধান-তটিনী
বিদেশের তৃষা নাশিবে অমনি।
এই হেতু হরি ভকত সকলে
লয়ে গেলা প্রেমে বোগদাদ অঞ্চলে,
'খুরমা' সহরে হলে আগমন,
হল মার্দ্দানার স্বরগ-গমন।
বলিলা মার্দ্দানা প্রিয় ভক্তবরে,
হইয়াছি ক্লান্ত গুরু-দেহভারে ;
চলেনা এদেহ, চলিতে না পারি,
অন্তিম সময় নিকট আমারি।
পাঁচদিন সেথা রহিলা সকলে,
হরিলীলা হেরি সবে গেল গলে।
জিজ্ঞাসিলা ভক্ত প্রেমে মার্দ্দানারে,
কেমনে আছহে বল এবে মোরে ?
পরলোকে যেতে র'য়েছি প্রস্তুত,
শেষ শ্বাস মম এবে প্রবাহিত,
এত বলি তিনি ত্যজিলা জীবন ;
শ্রীহরির ইচ্ছা হইল পূরণ।
নানক তখন-করতা পুরুষে
করিয়া প্রণাম, ভকতি আবেশে
বলিলা বালারে, দেখ হরিলীলা,
খেলিলেন তিনি কি অপূর্ব্ব খেলা !
ভাগ্যবান্ সাধু প্রেমিক মার্দ্দানা,
পাইলা হরির কতনা করুণা।
শুনি বালা বলে ধন্য দয়াময় !
ধন্য হে মার্দ্দানা, যিনি অতিশয়
করিতেন তোমা ভকতি বিশ্বাস,
থাকি চিরদিন বিধানের দাস।
বালা ও নানক আপন বসন
দিয়ে দেহ তাঁর করি আবরণ,
শুষ্ক খোর্ম্মা কাষ্ঠ করিয়া সংগ্রহ
মার্দ্দানার দেহ করিলেন দাহ।
তাঁর অন্তক্রিয়া করি সমাধান,
স্বদেশে তাঁহারা করিলা প্রস্থান।
মার্দ্দানার পুত্র পত্নী পরিবারে
দেশে গিয়া দোঁহে আনিয়া সবারে,
খুরমা নগরে সমাধির পাশে
স্থাপিলা তাদেরে মনের উল্লাসে।
সেই পরিবার বোগদাদের দেশে
হ'লা অধিবাসী ব্রহ্মের আদেশে।
ভক্তের সমাধি, ভক্ত-জন্ম-স্থান
সামান্য বলিয়া ক'রনাকো জ্ঞান।
এজগতে ইহা পুণ্যতীর্থ ঠাঁই,
হেন স্থান বল আর কোথা পাই।
তাই জগতের বিশ্বাসি-নিকর,
করে হেন স্থানে সম্মান আদর।
ভক্ত-জন্মভূমি দেখিলে পরাণ,
প্রেমের হিল্লোলে হয় ভাসমান।
ভকত-সমাধি হেরিলে নয়ন,
ভাবযোগে পূর্ণ হয় [illegible]।

ভক্ত-জীবনের ঘটনা-নিচয়,
ভকতি-বিশ্বাস দুঃখ-সুখচয়,
দেশ কাল ভেদ করি বিদূরিত,
একে একে প্রাণে হয় সমুদিত!
ভকত-জীবনে শ্রীহরির ক্রিয়া
দরশনে, হৃদি যায় যে গলিয়া,
ভক্তসনে প্রাণ এক হয়ে যায়,
দূরত্ব প্রভেদ সব দূর হয়।
বিধানের যোগে ভকতের সনে
ভাবযোগে প্রাণ রহে অনুক্ষণে,
ব্রহ্ম-রঙ্গভূমে যবনিকা প্রায়
পরলোক-দ্বার আহা খুলে যায়।
বিধান-নাটকে অভিনেতৃগণ
যুগ যুগান্তরে খেলেন যেমন,
সেই ভাবে আহা হৃদয় মাঝারে
হয়ে সমুদিত, বিশ্বাসি-নিকরে
দেন দেখাইয়া মুকতির দ্বার,
লয়ে যান জীবে স্বর্গে অনিবার।
প্রিয়তম যাঁরা, তাঁদের সমাধি
হেরিলে, হৃদয়ে ভাবের জলধি—
উঠে উথলিয়া কতনা প্রকারে,
ভুলে যায় জীব অনিত্য সংসারে;
জনমে বৈরাগ্য ভকতি বিশ্বাস,
সংসার-আসক্তি হয় সব নাশ।
বটে পান্থশালা এই ভবধাম,
নিত্য বাসভূমি স্বরগ স্বধাম;
সংসার-বাসনা ত্যজি সমুদয়,
ব্রহ্ম-পাদপদ্ম করিয়া আশ্রয়,
পরকাল তরে হইতে প্রস্তুত,
সমাধি-চিন্তনে ব্যগ্র হয় চিত।
হেন সমাধিরে করিতে আদর,
স্বতঃই ব্যাকুল হয় যে অন্তর;
তাই দেশে দেশে কত পুণ্যস্থানে,
রয়েছে সমাধি নির্ম্মিত সম্মানে।
কিন্তু পৌত্তলিক ভাবে যেইজন,
অন্ধতায় করে সমাধি অর্চ্চন,
কৃপাপাত্র সেই জানিও সংসারে,
উচ্চ ফল সেত লভিতে না পারে;
পাপ অন্ধতায় হইয়া জড়িত,
করে কুসংস্কার জগতে বিস্তৃত।
তাই আশীর্ব্বাদ কর ওহে নাথ,
যেন সমাধিরে মোরা যথাযথ
করিহে যতন আদর সম্মান,
হেন শুভমতি কর সবে দান;
এই ভিক্ষা করি তোমার চরণে,
করি প্রণিপাত ভক্তিযুক্ত-মনে।

মার্দ্দানার চরিত্র।

ভকতের সহচর, ব্রহ্মের চিরকিঙ্কর,
সরল বিশ্বাসী ভক্ত মার্দ্দানা যেমন,
বল এ সংসার মাঝে, তাঁর সম কেবা আছে,
কেবা হেন সুপ্রেমিক শিশুর মতন।

বিধান-প্রচার তরে, শ্রীহরি ডাকিলা তাঁরে;
ভকত শুনিয়া তাঁর মধুর আহ্বান,
ব্রহ্মের পবিত্র করে, সঁপি প্রাণ প্রীতিভরে,
বীণাযোগে প্রচারিলা প্রভুর বিধান।

সুমিষ্ট সঙ্গীত-ধারে, মজাইলা নানকেরে,
তরাইলা কত শত পাপী জীবগণ;
পবিত্র সঙ্গীত-স্বরে জগত মোহিত করে,
যথাকালে চলি গেলা স্বরগ-ভবন।

স্বরগের বিহঙ্গম, গায়ক তুমি উত্তম,
সার্থক তোমার তাই পবিত্র সুস্বর ;
সুমিষ্ট সুস্বর পেয়ে, ব্রহ্মপদে তা সঁপিয়ে,
হলে ধন্য তুমি দেব জগত ভিতর।

সঙ্গীত ব্রহ্মের দান, ব্রহ্মশক্তি সুমহান্,
ব্রহ্মকার্য্যে ব্যবহার না করি যে জন,
আপনার সুখতরে নিয়ত ব্যভার করে,
কেবা কৃপাপাত্র বল তাহার মতন ?

তুমি নারদের মত, গান-বাদ্যে অবিরত,
করিলা নূতন বিধি জগতে প্রচার ;
ভক্তের সহায় হ'য়ে, ব্রহ্মের মহিমা গে'য়ে,
কাটালে জীবন তুমি সংসার মাঝার।

যদিও দুর্ব্বল হও, কদাচ নিষ্পাপ নও,
তবু আপনার দৃঢ় বিশ্বাসের গুণে—
হইলে নিজে উদ্ধার, লভিলে যশ অপার,
র'লে বাঁধা চিরদিন বিধানের সনে।

হ'য়ে তুমি মুসলমান, ঘোষিলা নববিধান,
হিন্দু মুসলমানে তুমি মিলন-সাধনে—
হ'য়ে সেতু সুমহান্ রহিলে হে ভাগ্যবান্ ;
তব পথ ধরি সবে ভারত ভুবনে—

হিন্দু মুসলমানগণ লভিবে শুভমিলন,
বিচ্ছেদ অনৈক্য যত যাইবে চলিয়া,
এক জাতি হ'য়ে সবে, ব্রহ্মের ইচ্ছা পালিবে,
হবে তব যশোগীতি জগত ব্যাপিয়া।

হিন্দু মুসলমানগণে মিলাইতে এ ভুবনে,
প্রেরণ করিলা হরি ভক্ত মার্দ্দানারে ;
যেন তব ইচ্ছা নাথ, পূর্ণ হয় দীননাথ,
এই ভিক্ষা তব পদে যাচি সকাতরে।

মার্দ্দানার প্রেমভক্তি, বিধানেতে অনুরক্তি,
অকপট আত্মত্যাগ সরলতা ধন,
দিয়ে এই পাপিগণে ব্যভার কর বিধানে,
তব ইচ্ছা হ'ক্ নাথ জীবনে পূরণ।

ভক্ত নানকের কর্ত্তারপুরে বাস।

কাশী বৃন্দাবন, গোকুল মথুরা,
কুরুক্ষেত্র জগন্নাথ—
তীর্থস্থান কত, গয়া গঙ্গা আদি
ভ্রমি ভক্ত অপ্রমাদ—
নূতন বিধান করিয়া প্রচার,
সত্যনামে সুদীক্ষিত—
করি বহু নরে, করতারপুরে
ফিরিয়া এলা ভকত।
হিন্দু মুসলমান ব্রহ্মের সন্তান,
হরি পিতামাতা এক ;
এই মহাতত্ত্ব ঘোষিলা ভকত,
করি প্রেমে অভিষেক।
হিন্দু সাধুগণ, মুসলমান পীর,
সবাই ভক্তের প্রতি—
তাঁহার পবিত্র উদার স্বভাব
দেখিয়া, লভিলা প্রীতি।
ব্রহ্মের আদেশে সন্ন্যাসীর বেশ
ত্যজিলেন ভক্তবর ;
গৃহস্থের বেশে রহিয়া সেথায়,
কাটে কাল নিরন্তর।
পত্নী চৌনী দেবী পুত্র লক্ষ্মীদাস
আসি পদতলে তাঁর,
লইল শরণ হইল মিলন
সহ তাঁর পরিবার।

বিচ্ছেদ সময়ে হরিভক্তময়
চৌনীর হৃদয় মন,
বিষয় হইতে ভকতের প্রতি
করেছেন আকর্ষণ।
চৌনীর এখন নাহি পূর্ব্বভাব,
গিয়েছে সে সব চ'লে,
পতির দেবত্ব বুঝিয়া এখন
গিয়েছেন প্রেমে গলে।
ভক্তের আদেশে তালবন্তী হ'তে,
বৃদ্ধ পিতা জননীরে—
আনিবার তরে, গেলা ভাই বালা
ত্বরা করি প্রেমভরে।
আঠার বরষ গিয়াছে চলিয়া
না দেখিয়া পুত্র-মুখ,
জনক জননী পারে কি কখন
সহিতে এহেন দুখ?
প্রাণের সম্বল, অঞ্চলের নিধি,
একমাত্র পুত্রধন—
এসেছে আবার, শুনিয়া তাঁহারা
আনন্দে হ'লা মগন।
ওহে প্রেমময়, পিতামাতা প্রাণে
কি প্রেম-জলধি তুমি—
করেছ সৃজন, ভাবিলে হৃদয়
মোহিত হয় অমনি।
আসিয়া দুজনে প্রিয় পুত্রধনে
লইলেন কোলে তু'লে,
মস্তক চুম্বন করিলেন দোঁহে
তনয়ের স্নেহে গলে।
মা বাপের কাছে, তনয় কখন
হয় বৃদ্ধ সুপ্রবীণ?
স্নেহের নিকট যুবা বৃদ্ধ জ্ঞানী
রহে শিশু চিরদিন।

প্রাণ হ'তে প্রিয় তনয় তনয়া,
প্রাণে বাঁধা অনুক্ষণ,
জননী জনকে মিশি সদা রহে
তাদের জীবন মন।
এ প্রেম কাহার জান কিহে ভাই,
এ যে হরি-প্রেমস্রোত—
পিতা মাতা হৃদে করিছে বিরাজ,
ধরামাঝে অবিরত।
বলিলেন কালু পুত্রে সম্বোধিয়া,
এথা পীর একজন—
আছেন অদূরে, তথা গিয়া তাঁরে
দেখে এস বাছাধন।
শুনিয়া নানক বলিলা পিতারে,
হরিনাম ধন সার;
হরিনাম বিনা এ তিন ভুবনে,
সকলি জেন অসার।
শুনিয়া জনক বলিলা তাঁহারে,
সংসার-বন্ধন কিসে—
ছিন্ন হয়ে যায়, বল বাছাধন,
পাপতাপ সব নাশে?
শুনিয়া ভকত বলিলা পিতারে,
হরির নামে বিশ্বাস,
হরিপদ পূজা করিলে মানব,
কেটে যায় মায়াপাশ।
নিজ জীবনের অবস্থা স্মরিয়া
বলিলা জনক তাঁরে,
হরিনাম যেই করেনি স্মরণ
মত্ত হয়ে এ সংসারে,
সাধুকার্য্য কোন করেনি যে জন
সংসার সংসার বলি,
যাহার জীবন এ সংসার মাঝে
গিয়াছে বিগত চলি,

কি দশা তাহার হবে অন্তে বৎস!
বলে দাও তুমি মোরে।'
অন্তে বহু দুখ পাইবে সেজন
বলিলা ভকত তাঁরে।
ব্রহ্ম-কৃপাগুণে পুত্র-বাক্য শুনি
কালুর হৃদয় মন,
দিব্যজ্ঞানালোকে হল আলোকিত,
ছিঁড়িল ভববন্ধন।
বলিলেন পিতা চিনিতে নারিনু
তুমি কিবা মহাধন,
ব্রহ্ম-কৃপাগুণে এ পাপীর ঘরে
করেছ জন্মগ্রহণ।
কভু হরিনাম করি নাই মোরা,
কি হবে মোদের গতি ?
বল বাছাধন, যাহাতে আমরা
লভিতে পারি মুকতি।
শুনি অনুরাগে বলিলা নানক
কিছু চিন্তা নাহি আর,
হবে তোমাদের সেই গতি ভবে—
যে গতি হবে আমার।
আশার বচন শুনি সেইক্ষণ,
সংসার-ভাবনা ভয়—
দূরে চলি গেল, প্রেমে পূর্ণ হল
কালুর শুষ্ক হৃদয়।
আপন নন্দনে মহাজন বলি,
হইল বিশ্বাস মনে ;
ভকতি বিনয়, বিশ্বাস বিবেক,
ফুটিল হৃদি-কাননে।
পুত্রে প্রণিপাত করিলেন তাত,
পুত্র হতে মন্ত্র লয়ে,
সে মন্ত্র সাধন করে পিতামাতা,
বিশ্বাস-পূর্ণ-হৃদয়ে।

পিতার আদেশে গৃহস্থের বেশে
পরিবার মাঝে তিনি,
জনকের মত অনাসক্ত মনে
যাপেন দিবারজনী।
কর্ত্তারপুরেতে দিবস রজনী
পূজা পাঠ সংকীর্ত্তন,
সাধুসঙ্গ আদি হয় নিরবধি,
হেরে মুগ্ধ হয় মন।
হল সেই স্থান মহা পুণ্যধাম,
দেশ দেশান্তর হ'তে—
আসি দলে দলে নরনারী কত,
লভে ধর্ম্ম এ জগতে।
এইরূপে হরি অপার কৌশলে
পিতা মাতা পত্নীগণে,
বিধানের জালে বাঁধি কুতুহলে,
মিলাইলা ভক্তসনে।
এতদিন যাঁরা বিধান-মহিমা,
ভক্তের মহত্ত্ব-জ্ঞান,
না পারি বুঝিতে করিতেন কত
অনুযোগ অপমান ;
তাঁরা আজ আহা হরি প্রেমানলে
গলি সোণা হ'য়ে গেল,
বিধানে আবার পত্নী পিতামাতা
এক পরিবার হল।
প্রকৃত বিশ্বাসি, কাঁদে প্রাণ তব
প্রিয় পরিজন তরে ;
পিতামাতা ভাই, ভগ্নী খুল্লতাত,
স্বজন বন্ধু নিকরে—
তব প্রাণপ্রিয় পবিত্র বিধান
করে না গ্রহণ ব'লে,
হয় উচাটন হৃদয় তোমার
কাঁদহ তুমি বিরলে।

নাহি ভয় তব, হইবে সম্ভব
অসম্ভব এ জীবনে,
যদি খাটী তুমি প্রেমের ভিখারী
হয়ে থাক এ ভুবনে।
তোমার বিশ্বাস, ভকতি বিনয়,
চরিত অমিয় মাখা,
বিনা আড়ম্বরে স্বজনের প্রাণে
দিবে যথাকালে দেখা।
কাপট্য-বিহীন নির্ম্মল চরিতে
মুগ্ধ হয় ত্রিসংসার,
বিশ্বাস বিনয় করে অধিকার
নীরবে প্রাণ সবার।
দেহে রক্ত যথা নীরবে সকরে,
বৃক্ষে রস অনুক্ষণ,
অন্তঃস্রোতঃশীলা ধরণীর গর্ভে
করে নিত্য বিচরণ;
সেইরূপ হরি গোপনে গোপনে,
সকলের প্রাণ মন—
করিয়া হরণ, বিধান-স্তবকে
করেন প্রেমে বন্ধন।
দূরে ছিল যারা প্রাণে এল তারা,
স্বরগ প্রকাশ পে'ল;
আছে পরিবার, বন্ধন তাহার
এক হরি প্রেম হ'ল।
হইল বিশ্বাসী যত পরিজন,
স্বর্গ হ'ল ধরাধাম;
হরিলীলা পূর্ণ হইল সংসারে,
হলা ভক্ত পূর্ণ-কাম।
ওহে লীলাময়, কর আশীর্ব্বাদ
যেন তব কৃপাগুণে—
আত্মীয় স্বজন প্রাণ-প্রিয়তম
লভে স্থান ওচরণে।
লয়ে সবাকারে নাথ হে তোমারে
পারি যেন পূজিবারে,
প্রাণ প্রিয়ধনে ছাড়িয়া কেমনে
রহিব বল সংসারে?
সকলের প্রাণ কর অধিকার
আনহ বিধানে ডাকি,
তাঁহাদেরে ল'য়ে এক প্রাণ হয়ে
পূজিব ও মুখ দেখি।
এই ভিক্ষা করি, ওপদ-পল্লবে
প্রণিপাত করি নাথ,
দয়া করে প্রভু, তুমি আমাদের
পূরাও হে মনসাধ।

মহাত্মা নানকের জপজী প্রচার ও ভক্ত অঙ্গদের জীবনী।

পরম প্রেমিক ভক্ত নানক সুধীর
মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ প্রায়, পদ শ্রীহরির
করেন অর্চ্চনা সদা সানন্দ-হৃদয়ে,
রন ব্রহ্ম-প্রেমে মগ্ন সকল সময়ে।
নিরাকার ব্রহ্ম-পূজা তাঁহার মতন
জগতে কে পারে বল করিতে এমন?
অরূপ ব্রহ্মের রূপ মানস-মোহন
হেরিয়া, ভক্তের প্রাণ হ'ত সচেতন।
ব্রহ্ম-মুখে ব্রহ্ম-বাণী শুনিয়া ভকত,
হইতেন একেবারে প্রেমে বিগলিত।
বিশ্বাসে বিজ্ঞান-নেত্রে ব্রহ্ম-দরশন
করিতেন ভক্তবর প্রেমে অনুক্ষণ।
পরম শ্রীগুরুরূপে ব্রহ্মের চরণ,
করিত প্রেমিক সাধু আনন্দে পূজন।

হরি গুরু শিষ্য আমি এই তত্ত্ব সার,
করিলেন ভক্তবর জগতে প্রচার।
তাঁর যত শিষ্যগণ জগত মাঝারে
শিখ নামে খ্যাত আছে এই চরাচরে।
গুরু যথা শিষ্য সনে করে আলাপন,
পিতামাতা পুত্রে যথা করে সম্বোধন,
সখা সনে সখা কথা বলেন যেমত,
এইভাবে দয়াময় হরি অবিরত
করিতেন ভক্তসনে কথোপকথন,
মোহিত হইত তাহে ভকতের মন।
একদিন ভক্তবর ব্রহ্ম-দরশনে,
প্রমত্ত হইলা আহা সুখ-সম্মিলনে।
মত্ত হয়ে ব্রহ্মস্তোত্র করিলেন গান,
হয়ে গেল প্রেমে মত্ত ভকতের প্রাণ।
ব্রহ্মের আদেশে ভক্ত লোক-হিততরে,
জপজী নামেতে গ্রন্থ জগতে প্রচারে।
পরম সুমিষ্ট গ্রন্থ সত্যের ভাণ্ডার,
জীবের সম্বল ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-সার।
বেদ তন্ত্র কোরাণ বাইবেল গ্রন্থ প্রায়,
এই গ্রন্থ অনুক্ষণ আদৃত ধরায়।
যে শুনে গ্রন্থের সত্য, যে করে পালন,
ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর হৃদে করে সঞ্চরণ।
তাঁর নাম সত্য, তিনি পুরুষ নির্ভয়,
জন্মহীন কালাতীত কর্ত্তা দয়াময়।
কেহ নাহি পারে তাঁরে করিতে স্থাপন,
আপনি আছেন তিনি শুদ্ধ নিরঞ্জন।
করিলে বিশ্বাস তাঁরে মোক্ষলাভ হয়,
বিশ্বাসেতে গুরু শিষ্য উভয়ে তরয়।
পরিবার সহ হয় সবার উদ্ধার,
বিশ্বাসী ফকির কভু হয় নাক আর।
সকলি তোমার গুণ শুনে দয়াময়।
আমি কেহ নই তবে, জানিনু নিশ্চয়।

তব গুণ না পাইলে ভকতি না হয়,
ভক্তি বিনা এজীবনে বৃথা সমুদয়।
জলে ধৌত শুদ্ধ হয় মানব শরীর,
হরিনামে পাপ মল ধোয়েন সুধীর।
মনোজয় হলে হয় ব্রহ্মাণ্ড বিজয়,
ব্রহ্মের মন্দির বিশ্ব জানিও নিশ্চয়।
পুণ্য আচরণে মুক্তি লাভ নাহি হয়,
হরিনামে হয় শত কোটী পাপক্ষয়।
এইরূপ মহামূল্য উপদেশ কত,
ব্রহ্মের আদেশে হল পুস্তক-নিহিত।

নানকের প্রিয়ভক্ত শিষ্য অঙ্গদেরে
বলিলেন, মহাভক্ত প্রেমে সমাদরে ;
হয়েছে ব্রহ্মের ইচ্ছা, আমরা সকলে
তাঁহার মহিমা গান করিব ভূতলে,
পাপী পুণ্যবান্ যাহে মুক্তিলাভ করে,
কঠোর বৈরাগ্য স্রোত বহে এ সংসারে।
এ সংসার হতে শীঘ্র যাইব চলিয়া,
জপজী * রাখহ সবে হৃদয়ে পুরিয়া।
ভক্তিসহ এই গ্রন্থ পড়িবে যেজন,
হবে তার সনে মম আত্মাতে মিলন।
ব্রহ্ম-পূজা বিনা নাই মুকতির দ্বার,
নাম-জপ মুকতির সোপান সুন্দর।
এইরূপ অঙ্গদেরে করি শিক্ষাদান,
সাধিলেন ভক্তবর জীবের কল্যাণ।
অভ্রান্ত নহেক গ্রন্থ, তার শব্দচয়
মানবীয় বাক্য তুমি জানিও নিশ্চয়।
কিন্তু গ্রন্থগত সত্য ব্রহ্মের বচন,
শব্দ বটে একমাত্র ভাবের বাহন।
দেহসনে প্রাণ যথা, তথা ভাষাসনে
ভাবরূপে সত্য আহা রহে অনুক্ষণে।

* জপজী—একখানা গ্রন্থের নাম।

ভ্রমভ্রান্তি পরিহরি বিশ্বাসী ভকত,
তাহারে আদর করি সদা সত্যামৃত
লইবারে, লালায়িত হন এজগতে ;
না করেন গ্রন্থে ঘৃণা তিনি কোন মতে।
গ্রন্থে গ্রন্থকার সদা রহেন জীবিত,
তাঁর ভাব রহে গ্রন্থে সদা প্রস্ফুটিত।
তাই গ্রন্থ অনাদর ক'রনা কখন,
ব্রহ্ম-দান জানি ইহা করিও চুম্বন।
সাধুগ্রন্থ সুশিক্ষক, বন্ধু এ সংসারে,
জিহ্বা নাই তবু বাক্য বলে বারে বারে ;
কিন্তু হে পাঠকবর রাখিও স্মরণ,
গ্রন্থ যেন নাহি হয় ভ্রান্তির কারণ।
শ্রীহরির প্রিয়ভক্ত বিশ্বাসী অঙ্গদ।
জীবন তাঁহার এক স্বর্গীয় সম্পদ॥
কি আশ্চর্য্য হরিলীলা বুঝিতে না পারি।
হেরি তাঁর মহারঙ্গ যাই বলিহারি॥
লহিনা তাঁহার নাম, বিষয়ে নিরত।
নাহি জানে কিবা হবে তাঁর ভবিষ্যত॥
কিন্তু হরি যে বিধানে ডাকেন যাহারে।
পারে কি থাকিতে সেই ঘুমায়ে সংসারে?
বীজ যথা নিজ হতে হয় অঙ্কুরিত।
সেইরূপ যে বিধানে যিনি মনোনীত॥
শ্রীহরির লীলাময় কৌশলে সেজন।
আপনি বিধান মাঝে আসে অনুক্ষণ॥
এক পরিবারে লোক একে অন্য জনে।
চিনে লয় স্বাভাবিক সম্বন্ধ-বন্ধনে॥
সেইরূপ বিধানের চিহ্নিত ভকতে।
চিনে লন ভক্তবর ব্রহ্মের ইঙ্গিতে॥
একদিন ভক্তসাধু দেখি লহিনারে।
বলিলেন ভক্তিকত বচন তাঁহারে॥
শুনিয়া বিমুগ্ধ হল লহিনার মন।
লহিনারে বলিলেন ভকত সুজন॥
কি নাম তোমার বল ওহে যাদুধন?
লহিনা-আমার নাম বলিলা তখন॥
শুনিয়া ভকতবর বলেন তাঁহারে।
হল এবে তব নাম অঙ্গদ সংসারে॥
মম অঙ্গ হতে তব হইল জনম।
গৃহে যাহ পুন এস ওহে প্রিয়তম॥
ভক্তসহ আলাপন, শ্রীহরি কৃপায়।
লভিল লহিনা নব জীবন ধরায়॥
বলিলেন সঙ্গিগণে দেবী * দরশনে।
যাইতে নারিব আর, যাব নিকেতনে॥
এত বলি গৃহে গিয়া, পরিবার হতে।
লইয়া বিদায় এলা নানক সাক্ষাতে॥
ভক্তের সেবায় আর বিধান সাধনে।
সঁপিলা অঙ্গদ প্রাণ আনন্দ বদনে॥
ঈশ্বর-পিপাসু ধীর সেবা-পরায়ণ।
অঙ্গদের মত ভক্ত দেখিনি কখন॥
একদিন ভক্তবর লয়ে লহিনারে।
নিশিযোগে উপনীত রেবতীর তীরে॥
স্নান করি ব্রহ্মধ্যানে হলেন মগন।
বলিলেন প্রাণনাথে করি সম্বোধন॥
"রাজগণ-রাজা তুমি মোরা প্রজা তব।
তব হস্ত বিনির্ম্মিত এই জীব সব॥
দেহ মন প্রাণ দিয়া তোমার আশ্রয়।
গ্রহণ করেন যারা ওহে প্রাণময়॥
তোমাতে নির্ভর করি তব স্তবস্তুতি।
করেন সতত যাঁরা ওহে প্রাণপতি॥
ধন্য তাঁরা ধন্য তাঁরা ধন্য এ সংসারে।
হেন ভাগ্যবান্ আর দেখি না কাহারে॥"

---

* লহিনা কতিপয় সঙ্গী সহ কাংড়ার দেবী প্রতিমা দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। তৎকালে মহাত্মা নানকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

এইরূপে ভক্তিভরে ব্রহ্মসনাতনে।
করিলেন স্তবস্তুতি ভক্ত কায়মনে॥
বলিলা অঙ্গদ তাঁরে, "কোথায় শ্রীহরি।
থাকেন কোথায় গুরু বল কৃপা করি॥"
বলিলা নানক তাঁরে "জগতে, শরীরে।
বিরাজ করেন ব্রহ্ম বিশ্ব-চরাচরে॥
ভক্তিভরে যেবা তাঁরে করে অন্বেষণ।
সেই পায় শ্রীহরির পবিত্র দর্শন॥
দেখিবে ব্রহ্মেরে তুমি হবে মহীয়ান্।
বিধানে তোমার কার্য্য আছে সুমহান্॥
শীলতা সংযম দয়া শব্দ * অধ্যয়ন।
করিয়া নিয়ত কর ব্রহ্মের সাধন॥
থাকিতে প্রহর রাত্রি হয়ে সচেতন।
করিয়া নির্ম্মল জলে স্নানাবগাহন॥
সংসারে বিরাগী হয়ে সংযত হৃদয়ে।
করহ জপজী পাঠ প্রেমে মুগ্ধ হয়ে॥
সাধুসঙ্গে বাস আর নাম সংকীর্ত্তন।
করিবে আনন্দ মনে প্রেমে অনুক্ষণ॥
ধেয়ান ধারণ নিত্য কর প্রাণপণে।
থাকহ নিরত সদা বাগুরু † সাধনে॥
ব্রহ্মবাণী পৃথিবীতে হয়েছে প্রচার।
জীবগণে ডাকি আন তাহে অনিবার॥
নিরাকার শ্রীহরির এইতো বিধান।
করিবে এ বিধি নিত্য জীবে মুক্তিদান।"
রেবতী নদীর তটে মহা উপাসনা।
করিলা ব্যাকুল প্রাণে ভকত লহিনা॥
পবিত্র সাধকদল হইল গঠিত।
ব্রহ্মনামে অনুদিন তাঁরা বিমোহিত॥

ভক্তসেবা অনুরাগ বাধ্যতা বিনয়।
অঙ্গদের মত কার(ও) দেখা নাহি যায়॥
নিজ পুত্র হতে ভক্ত শিষ্য অঙ্গদেরে।
করিতেন স্নেহ সদা পরম আদরে॥
একদিন সাধুসঙ্গে শিখ বহুজন।
ভকতের সন্নিধানে করে আগমন॥
অবিশ্রান্ত তিনদিন বৃষ্টিপাত হয়।
দেখিয়া নানক নিজ পুত্রদ্বয়ে কয়॥
নগরে যাইয়া করি ভিক্ষা বাছাধন।
শিখগণে আজ দোঁহে করাও ভোজন॥
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে ভয় করি মনে।
পুত্রদ্বয় অনিচ্ছুক হইলা গমনে॥
পুত্রগণে অনিচ্ছুক দেখি ভক্তবর।
অঙ্গদেরে বলিলেন হইয়া সত্বর॥
ভক্তের আদেশ শিরে করিয়া বহন।
ভিক্ষাতরে গ্রামমাঝে করিলা গমন॥
ভিক্ষা করি নানা দ্রব্য করি আহরণ।
শিখগণে করালেন আনন্দে ভোজন॥
অঙ্গদের গুরুভক্তি সাধুসেবা দেখি।
সকলেই হইলেন অতিশয় সুখী॥
একদিন অঙ্গদেরে বলিলা ভকত।
করিলা আমার সেবা তুমি বিধিমত॥
কিন্তু কিছু না চাহিলে আমার সদন।
চাহ যাহা ইচ্ছা তব হয় বাছাধন॥
নানকের কথা শুনি কহে যোড়করে।
যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল এ সংসারে॥
সকলি করেছ পূর্ণ ওহে ভক্তবর।
কিছু বাঞ্ছা নাহি মোর সংসার ভিতর॥
অঙ্গদের মত হেন নিষ্কাম ভকত।
বড়ই দুর্ল্লভ এই জগতে নিয়ত॥
একদিন অঙ্গদেরে নিজ কোলে লয়ে।
গলা ধরি বলিলেন প্রেমার্দ্র হৃদয়ে॥

---

* জপজী পাঠ।
† বাগুরু—পরম গুরুর নাম সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাক।

এর অঙ্গ মম অঙ্গ কভু ভিন্ন নয়।
এহেতু অঙ্গদ, একে জানিবে নিশ্চয়॥
আহা হরি কিবা লীলা কে বুঝিতে পারে।
কেবা আত্ম কেবা পর বিধান মাঝারে॥
বিদেশী অজ্ঞাত নর বিধানমন্দিরে।
কেমনে আইসে নাথ কে বুঝিতে পারে॥
আত্মজন পর হয়, পর যারা রহে।
প্রাণাধিক প্রিয় হয় বিধানপ্রবাহে॥
যেজন তোমার বিধি করিতে পালন।
ধন মান দারা পুত্র জীবন যৌবন॥
করে সমর্পণ হরি, তোমার চরণে।
প্রেরিতের প্রিয় সেই মরত ভুবনে॥
তাইতো তোমার পুত্র ঈশা যশোধন।
বলিলেন, কেবা মাতা কেবা ভ্রাতা হন?
যেজন পিতার ইচ্ছা করেন পালন।
সেইতো আমার ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন॥
দৈহিক সম্বন্ধ বটে অতি গুরুতর।
বিশ্বাসী ভকত তার করেন আদর॥
কিন্তু আধ্যাত্মিক উচ্চ সম্বন্ধ-বিজ্ঞান।
দৈহিক সম্বন্ধ হতে অতি গরীয়ান॥
হরিতে বিশ্বাসী যাঁরা হরিগত-প্রাণ।
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তাঁরা জেন মতিমান॥
শ্রীহরির জন তাঁরা, তাই মোর প্রাণ।
ভাল বাসে অনুক্ষণ আপনা সমান॥
আধ্যাত্মিক পরিবার হইবে গঠন।
ভকতে ভকতে প্রীতি তাইতো এমন॥
কোটী জীব হ'তে এক ভক্তসহবাস।
জগতে অমূল্য বলি জানে হরিদাস॥
তাই হরি চিরদাসে কর আশীর্ব্বাদ।
ভক্তজনে ভাল যেন বাসি ওহে নাথ॥
দারা পুত্র ধন হতে ভক্ত পদধূলি।
করেছে চুম্বন যেন বিশ্বাসিমণ্ডলী॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি হরি ভক্তিযুক্তমনে॥

ভক্ত অঙ্গদকে গুরুপদে বরণ এবং মহাত্মা নানকের স্বর্গারোহণ।

ব্রহ্মের ইঙ্গিতে, বুঝিলা প্রেরিত শীঘ্র ভবধাম হতে।
যাবেন চলিয়া, কার্য্য শেষ তাঁর হইয়াছে এ জগতে॥
হয়েছে বিস্তৃত, বিধানমণ্ডলী তাদের সেবার তরে।
গুরু মনোনীত, হওয়া সমুচিত, বুঝিলা নিজ অন্তরে॥
সেনাপতি বিনে, সৈন্যদল কিহে পারে কভু যুঝিবারে?
মেষযূথ বল, রাখাল বিহনে, পারে প্রাণ রাখিবারে?
ব্রহ্মের আদেশ, বলি অঙ্গদেরে প্রেরিত ভকত-বর।
কিছু উপহার, * প্রদানি তাঁহারে করিলেন নমস্কার॥
শিখ-মণ্ডলীর, গুরু বলি তাঁরে করিলা প্রেমে বরণ।
প্রেরিতের ভাব, তাঁর প্রণিপাত হেরি অঙ্গদের মন॥
লজ্জা ভয় দুঃখে, হইল মলিন, বলিলা ভকতবরে।

---

* মহাত্মা নানক অঙ্গদের সমক্ষে পাঁচটী পয়সা ও একটী নারিকেল রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ গুরুপদে বরণ করিলেন।

একি ব্যবহার, বলহে তোমার,
কেন নতি কর মোরে ?
শুনিয়া প্রেরিত, বলিলা তাঁহারে,
জেনে লও নিজ তত্ত্ব।
আমার'এ দেহ, তোমার শরীর,
মম চিত্ত তব চিত্ত ॥
এত বলি তিনি প্রিয় অঙ্গদেরে,
করিলেন আলিঙ্গন।
নিজ সিংহাসনে, বসাইয়া তাঁরে
করিলেন নিবেদন ॥
মণ্ডলীর সবে, কর অঙ্গদেরে
ভক্তিভরে প্রণিপাত।
পুত্রগণে ডাকি, বলিলা প্রেরিত,
অতুল প্রেমের সাথ ॥
স্থানান্তরে গিয়া, করহ বসতি,
নতুবা বিরোধ হবে।
অনৈক্যের স্রোতে, বিধানমণ্ডলী
একেবারে ডুবে যাবে ॥
আহা কি মধুর, প্রেরিতজীবন,
শিষ্য সনে আপনারে।
প্রেমে একীভূত, করিয়া নিয়ত,
নিরত বিধি প্রচারে ॥
ব্রহ্মপুত্র ঈশা, দ্বাদশ শিষ্যের
যথা পদ ধৌত করে।
বিশ্বাস বিনয়, দেখালেন ভবে,
প্রেম-অনুরাগ-ভরে ॥
মম রক্ত মাংস, করহ ভোজন,
বলে প্রিয় শিষ্যগণে।
আপন চরিত্ত, করিতে গ্রহণ,
কহিলা আনন্দ মনে ॥
তেমতি নানক, মণ্ডলীর হিত,
জগতের পরিত্রাণ।
সাধিবার তরে, এ হেন প্রকারে,
অঙ্গদে দিলা সম্মান ॥
ওরে মূঢ় মন, দেখহ ভাবিয়া,
বিধানে প্রেরিত জন।
জগতের বন্ধু, জীবের শিক্ষক
আমার প্রাণরতন ॥
হেন প্রিয়ধনে, বিশ্বাসী মানব,
সদা শ্রেষ্ঠ বলি জানে।
তাইতো তাঁহারে, ভকতি সম্মান
করেন আপন জ্ঞানে ॥
একদিন ভক্ত বলিলা ভৃত্যেরে
পৃথিবীতে কাল মম।
হইয়াছে শেষ, যাব চলে আমি
শীঘ্র পরলোকধাম ॥
শুনি এ বারতা, পুত্র * পরিজন,
পত্নী শিষ্য প্রতিবেশী।
আসিলেন সবে, দেখিতে ভকতে
নিদারুণ দুঃখে ভাসি ॥
মুসলমানগণ, পীররূপে † তাঁরে
হিন্দুগণ গুরু বলি।
করিত সম্মান, তাই তাঁরা সবে
আসিলেন প্রেমে গলি ॥
পরম বৈরাগী, প্রেমিক ভকত
হরি-গত প্রাণ যাঁর।
দেহের পতনে, হয়কি কখন,
তাঁহার শোক সঞ্চার ?
সন্ধ্যাকালে যথা, বিহঙ্গমদল
গাইয়া সানন্দ-প্রাণে।

---

* মহাত্মা নানকের দুই পুত্র—শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মী দাস।

† মুসলমানগণ সাধু বা গুরুকে পীর বলেন।

আপন কুলায়, মহোৎসাহে ধায়,
নাহি চায় পিছু পানে॥
শান্তি নিকেতনে, ব্রহ্মের সদনে
যাইবারে ভক্ত মন।
বুঝি উল্লসিত, তাই মুখচন্দ্র,
হল হেন সুশোভন॥
কোটী চন্দ্র যেন, বদনে প্রকাশি
ঢালিছে কিরণ-মালা।
সে মুখচন্দ্রমা, অপরূপ শোভা
ধরিয়া হল উজালা॥
ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন, শাস্ত্র-পাঠ, নাম
হইতেছে অবিরাম।
হেরিলে সে দৃশ্য, প্রকাশে হৃদয়ে
দিব্য পরলোকধাম॥
দর্শক সেবক, শিষ্য প্রতিবেশী,
সবাকারে আশীর্ব্বাদ।
করিলা প্রেরিত আনন্দে মাতিয়া
হয়ে সদা অপ্রমাদ॥
বলিলেন পরে, বিশ্বাসী সেবক
করহ স্থান লেপন।
তদুপরি কুশ, করিয়া স্থাপন
কর অন্য আয়োজন॥
হইলে এ সব, পুত্রত্রয় আসি,
বলিলেন করযোড়ে।
ওহে পিতৃদেব, মোরা পুত্র তব
কিন্তু তুমি লহিনারে॥
উচ্চপদ মান, করিয়াছ দান,
মোদের কি হবে গতি।
শুনি ভক্তবর, বলিলা সস্নেহে
দাতা এক বিশ্বপতি॥
এক ব্রহ্ম বিনে, উচ্চ পদ দানে
আর কার সাধ্য নাই।
জন্মমৃত্যু আদি, যাঁর হস্তগত
তিনিই দাতা গোঁসাই॥
অন্ন বস্ত্র লাগি, না ভাবিও বাছা,
অন্ন বস্ত্র গৃহে তব।
রহিবে প্রচুর, প্রভুর কৃপায়,
লভিবে সব বিভব॥
তোমারা আমার, স্নেহের সন্তান,
যাহারা আদর মম।
করিবে সংসারে, তারা তোমাদেরে
আদরিবে অনুক্ষণ॥
আহা অনুপম, স্বার্থগন্ধহীন,
বৈরাগ্য তব ভকত।
ব্রহ্মের আদেশ, করিতে পালন
সহ তুমি বিচলিত॥
গুরুপদে তুমি, ভক্ত লহিনারে
স্থাপিলা ব্রহ্ম-আদেশে।
মণ্ডলীর হিত, জীবের কল্যাণ
সাধিলা তুমি অক্লেশে॥
সব আয়োজন, হইলে প্রস্তুত
স্নান করি ভক্তবর।
পদ্মাসন করে', নববস্ত্র পরে'
বসিলা কুশ-উপর॥
তাঁহার সদনে, আসিতে সবারে
নিষেধিয়া প্রীত-মনে।
সমাধিতে মগ্ন, হইয়া প্রেরিত
গেলা শান্তি-নিকেতনে॥
পার্থিব জীবন, শেষ হল তাঁর
আহা কি মধুর ভাবে।
জননীর কোলে, হাসিতরা মুখে
গেলা ত্যজি শোক তাপে॥
জীবন্মুক্ত জন, তোমার মতন
আছে বল কে সংসারে।

হাসিতে হাসিতে, ইহলোক হতে
কে বল যাইতে পারে ?
জীবনের লক্ষ্য, বিধান প্রচার
তোমার মতন বল।
কে পারে সাধিতে, ওহে ভক্তবর
থাকি এই ধরাতল ॥
তোমার মতন, হরি-প্রেমানলে
কেবা আর ঝাঁপ দেয়।
সে অনলে পুড়ে, খাটি সোণা বল
আর কোন জন হয় ?
ধন্য দয়াময়, তব প্রেমলীলা,
ধন্য তব ভক্তনাথ।
ধন্য সেই দেশ, বর্দ্ধিত যেখানে
তোমার দেব প্রসাদ ॥
সহস্র বরষ পূরবে যেখানে,
জ্ঞানী আর্য্যঋষিগণ।
বৈদিক সুস্বরে, অদ্বিতীয় রূপে
করিত তব পূজন ॥
সে ব্রহ্মর্ষি দেশে, পুণ্য আর্য্যভূমে
বিজয় নিশান তব।
স্থাপিলে আবার, কি কৌশলে পুন
ওহে নাথ ভবধব ॥
পাপের নিগড়ে, বদ্ধ আর্য্যভূমি
পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে।
মত্ত হিন্দুগণ, কেহ নাহি পূজে
তোমারে অদ্বৈত জ্ঞানে ॥
ভারতের হরি, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম
তুমি ভারতের পতি।
ভারতের দুঃখ, করিবারে দূর
ভক্তসহ বিশ্বপতি ॥
হলে অবতীর্ণ, পবিত্র বিধানে
করিলা প্রেমে প্রচার।
ভক্তের চরিত্র, জীব শিক্ষা তরে
আনিলা ভবে আবার ॥
তব সুধামাখা পবিত্র চরিত,
ভকত তাহার ছায়া।
তব প্রতিবিম্ব, পড়িয়া ভকতে
উজলে তাহার কায়া ॥
ভক্তসনে তুমি, নিত্য বিচরণ
কর জীব-হিত লাগি।
ভক্ত মুখে তুমি প্রচার বিধান,
কর সবে অনুরাগী ॥
হেন ভক্তজনে, স্বর্গধামে যবে
লয়ে যাও দয়াময়।
কত যে আনন্দ, হয় সেথা নাথ
জান তুমি সমুদয় ॥
মুণি ঋষিগণ, যোগী তপোধন
স্বর্গবাসী নরনারী।
তোমার সন্তানে, আলিঙ্গন দানে
আনন্দে লয়েন বরি ॥
তব পাদপীঠ, ঘেরিয়া তাঁহারা
নবাগত ভক্ত লয়ে।
তোমারে হেরিয়া, তব যশোগীতি
গান তাঁরা নিরন্তরে ॥
কত যে আনন্দ, কত যে সান্ত্বনা
কত আলিঙ্গন স্নেহ।
লভেন ভকত, তার পরিমাণ
বলিতে কি পারে কেহ ?
ওহে প্রেমময়, এ দীন সন্তান
তোমার ভক্তের মত।
বিধানের কাজ, তোমার আদেশ
পালি প্রভো বিধিমত ॥
তব হস্তে প্রাণ, করি সমর্পণ
রয়ে চির সমাহিত।

ত্যজি এই দেহ, তব পুণ্যধামে
যেতে কি পারিবে নাথ ?
হেন ভাগ্য হরি, হবে কি আমার
তব প্রেম-নিকেতনে।
দেখিয়া তোমারে, ভক্তদল সহ
বিকাব তব চরণে॥
তব পদে শির, করিয়া স্থাপন
ভক্ত পদধূলি লয়ে।
প্রাণ-প্রিয়জনে, লইয়া সকলে
রহিব তব আলয়ে॥
পাপী দীনহীন, কাঙ্গাল সন্তানে
কর হেন আশীর্ব্বাদ।
নানকের মত, ইহ-পরকালে
লভিহে তব প্রসাদ॥
ভক্তের মতন, প্রেমিক জীবন
বিশ্বাস নিষ্ঠা ভকতি।
দাও দয়াময়, যেন এ হৃদয়
লভে তব পদে রতি॥
এই ভিক্ষা করি, মোরা ওচরণে
করি নাথ প্রণিপাত।
পাতকী সন্তানে, করুণা করিয়া
কর কর আশীর্ব্বাদ॥

এই বিধানের বিশেষত্ব।

হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চিম উত্তরে।
সিথিয়া * প্রদেশ শোভে শৈলের মাঝারে॥
আর্য্যজাতি নরনারী সে আদিম ভূমে।
করিত বসতি সদা আনন্দ উদ্যমে॥
গিরি হতে নদীস্রোত বহিয়া যেমন।
নানা দিকে সমুদ্রেতে করয়ে গমন॥
তেমতি সিথিয়া হতে আর্য্যজাতিগণ।
উরোপ * ভারত আদি দেশে অগণন॥
বাস করিবারে গেলা ত্যজি জন্মস্থান।
উড়িল সর্ব্বত্র আহা আর্য্যের নিশান॥
প্রথমেতে পঞ্জাবের নদ নদী তীরে।
আর্য্যগণ বাসভূমি করিলা আদরে॥
ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ বলি সে দেশ জগতে।
পরিচিত সমাদৃত ছিল নানা মতে॥
তথা হইতে আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য আদি।
নানা স্থানে আর্য্যগণ করিলা বসতি॥
প্রাথমিক আর্য্যগণ দীর্ঘদেহধারী।
সুন্দর ধবলকান্তি প্রমুক্ত বিহারী॥
মহাবীর বলবান্ স্বাধীন সুবেশ।
ব্রহ্মপরায়ণ জ্ঞানী তেজস্বী বিশেষ॥
ঋক্ সাম আদি বেদ ঋষিগণ প্রাণে।
ব্রহ্মের কৃপায় ব্যক্ত হয় ত্রই স্থানে॥
ব্রহ্মস্তবে সামগানে এই পুণ্য স্থান।
কেমন পবিত্রভাবে হত শোভমান॥
ভারতীয় আর্য্যদের হেন প্রিয়ভূমি।
জগতে দ্বিতীয় বল দেখেছ কি তুমি ?
কালক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হইল মলিন।
মূর্ত্তিপূজা আর্য্যভূমে ব্যাপে অনুদিন॥
নিরাকার জ্ঞানময় শ্রীহরিরে ভুলে।
আর্য্যগণ পূজে নানা মূর্ত্তি কুতূহলে॥
এদিকে যবনগণ † অদম্য বিক্রমে।
পশিলেন দলে দলে পুণ্য আর্য্যভূমে॥
অদ্বিতীয় শ্রীহরির পবিত্র নিশান।
লয়ে তাঁরা আর্য্যভূমে হলা আগুয়ান॥
বিজাতীয় ব্রহ্মবাদ ভারত সন্তান।
গ্রহণ করিতে নহে কভু যত্নবান্॥

---

* অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মত যে সিথিয়া আর্য্যগণের আদিম নিবাস ছিল।

* ইউরোপ।

† মুসলমানগণ।

বিশেষতঃ যাবনিক আচার ব্যভারে।
করিত ভারতবাসী ঘৃণা এ সংসারে॥
ভারতের স্পর্শমণি এক ব্রহ্মবাদ।
বিশ্বাসীর প্রিয়ধন ব্রহ্মের প্রসাদ॥
হেন রত্ন সমুদ্ধার করিবার তরে।
শ্রীহরি ভকতবরে পাঠান সংসারে॥
হিন্দু আর মুসলমান উভয় বিধানে।
উপাস্য পরম ব্রহ্ম বিদিত ভুবনে॥
সাত্ত্বিক আচার রক্ষা করিয়া জীবনে।
দুই ব্রহ্মবাদ এক করি সযতনে॥
ভক্তিযোগে নিরাকার শ্রীহরি-চরণ।
করিবে বিশ্বাসিগণ আনন্দে ধারণ॥
এই পথে হিন্দু আর মুসলমানগণ।
লভিবে ভারত মাঝে অপূর্ব্ব মিলন॥
এই হেতু দয়াময় ভক্ত নানকেরে।
নূতন বিধান দিয়া পাঠাল সংসারে॥
আর্য্যদের মূলধন ব্রহ্মদরশন।
অন্তরে বাহিরে সদা শুদ্ধতা-সাধন॥
দেহ মন প্রাণ সব শুদ্ধ করি লয়ে।
যোগ-ভক্তিজ্ঞানে আর্য্য হেরে প্রাণময়ে॥
মহম্মদী ধর্ম্ম হয় বিশ্বাস-প্রধান।
জগতের স্রষ্টা পাতা ব্রহ্ম সুমহান্॥
ব্রহ্ম প্রভু ব্রহ্ম রাজা ব্রহ্ম সখা হন।
বিশ্বাসী করেন তাঁর আদেশ পালন॥
ব্রহ্ম সেনাপতি আর যত মুসলমান।
তাঁহার বিশ্বাসী সৈন্য অতি বলীয়ান্॥
এক আল্লা বিনা তাঁরা কিছু নাহি মানে।
সদা রত রন ব্রহ্ম-আদেশ-পালনে॥
নিরাকার অংশহীন অনন্ত ঈশ্বরে।
অর্চনা বন্দনা করে মমীন নিকরে॥
কল্পিত দেবতা, অস্তে কিম্বা প্রতিমায়।
পূজা নাহি করে কভু মুসলমানচয়॥

দৃঢ় একেশ্বরবাদী মুসলমানগণ।
ধর্ম্ম প্রাণ শুদ্ধাচারী হিন্দু অনুক্ষণ॥
এই দুই ভিন্ন ভাব করিয়া মিলন।
নানক-চরিত্র হরি করিলা গঠন॥
পৌত্তলিক ভাবে আর মূরতি পূজনে।
অবনত আর্য্য জাতি ভারত-ভুবনে॥
কিন্তু সুসাত্ত্বিক ভাব হিন্দুর হৃদয়ে।
জাগিছে নীরবে আহা সকল সময়ে॥
প্রাণিহত্যা কুভোজন ইন্দ্রিয়-বিলাস।
এ সব ব্যাপারে নাই হিন্দুর পিয়াস॥
হিন্দুর সাত্ত্বিক ভাব, ইছলাম বিশ্বাস।
এই দুই উপাদানে হরি শ্রীনিবাস॥ *
সৃজি ভক্ত নানকেরে মিলনের তরে।
পাঠাইলা দয়াময় ভারত ভিতরে॥
নিরামিষ-ভোজী শান্ত যোগ-ভক্তিযুত।
প্রেমিক বৈরাগী জ্ঞানী গৃহস্থ সুব্রত॥
আর্য্যভাবাপন্ন সাধু একেশ্বরবাদী।
পৌত্তলিক-গন্ধহীন শুদ্ধ ন্যায়বাদী॥
ছিলেন ভকতবর, ব্রহ্ম সনাতনে।
হেরিতেন জ্ঞান প্রেম বিশ্বাস নয়নে॥
মহম্মদ প্রায় তিনি ব্রহ্মের আদেশ।
শুনিতেন অনুদিন করিয়া বিশেষ॥
সেই বাণী শিষ্যগণ অতি সমাদরে।
লিখিয়া রাখিত সদা পুস্তক আকারে॥
ব্রহ্মবাণী পূর্ণ সেই গ্রন্থ সুমহান্। †
নীরবে ঘোষিছে এই নবীন বিধান॥
এইরূপে এ বিধানে হিন্দু মুসলমান।
মিলাইতে করে যত্ন ভক্ত সুমহান্॥

* শ্রীনিবাস—সুখসৌন্দর্য্যাদির আকর যিনি তিনি শ্রীনিবাস।

† শিখগণ গ্রন্থ সাহেব বলিয়া এই গ্রন্থকে বিশেষ মান্য করেন।

এ বিধানে একমাত্র নিরাকার হরি।
জীবের উপাস্য পুজ্য হৃদয়বিহারী ॥
তিনিই জীবের গুরু পথপ্রদর্শক।
তিনি উপদেষ্টা বন্ধু জগতপালক ॥
তাঁহার শরণ নিলে জীব সমুদায়।
অনায়াসে মুক্তি লভি স্বর্গধামে যায় ॥
শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান সনে সাত্বিক আচার।
নব একেশ্বরবাদ করিলা প্রচার ॥
দলে দলে হিন্দু আর মুসলমানগণ।
প্রেমভরে এ বিধান করিল গ্রহণ ॥
এই ভাবে দুই ধর্ম্ম-বিধান ভিতরে।
মিলনের সূত্রপাত হল এ সংসারে ॥
ধন্য হরি অপরূপ তোমার বিধান।
হেরিয়া তোমার লীলা মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥
কত রঙ্গ কর মাগো, তব রঙ্গ হেরি।
বিমোহিত হয়ে থাকি আপনা পাসরি ॥
জীবের কল্যাণ তুমি করিতে সাধন।
কত ভাবে কর তুমি বিধান প্রেরণ ॥
দেশের জীবের ভাব অবস্থা নিচয়।
দেখি উপযোগী বিধি দেহ দয়াময় ॥
এইরূপ কত লীলা, কত না বিধান।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তুমি কর ভগবান্ ॥
তোমার বাহনরূপে কত না ভকত।
প্রচারেন তব বিধি ভবে অবিরত ॥
তাই ওহে লীলাময় তোমার চরণে।
এই ভিক্ষা করি হরি বিনম্র-বদনে ॥
ভক্ত নানকের যোগে সে পুণ্য বিধান।
প্রকাশিলা আর্য্যভূমে ওহে ভগবান্ ॥
সে বিধি পারি হে যেন করিতে গ্রহণ।
চিরদাস তব পদে করে আকিঞ্চন ॥
বাল্য হতে হিন্দু আর মুসলমানগণে।
মিলাইতে আর্য্যভূমে প্রেমের বন্ধনে ॥
যে বাসনা এ হৃদয়ে করেছ সঞ্চার।
পূর্ণ কর দয়াময় সে ভাব আমার ॥
যেন দুই মহাজাতি নূতন বিধানে।
একীভূত হয়ে যায় প্রেমের মিলনে ॥
এক নিরাকার ব্রহ্মে পূজে যেন সবে।
মূর্ত্তিপূজা কভু আর নাহি রয় ভবে ॥
আর্য্যের সাত্বিকাচার যোগ ভক্তি জ্ঞান।
একেশ্বরবাদ সনে মিলায়ে, মহান্ ॥
একজাতি রূপে নাথ, হিন্দু মুসলমানে।
পরিণত কর হরি নিজ কৃপাগুণে ॥
অংশিবাদ মূর্ত্তিপূজা কর বিদূরিত।
অসাত্বিক স্বেচ্ছাচার হৌক অপগত ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং ধ্বনি সুমহান্।
উঠুক ভারত মাঝে ওহে ভগবান ॥
মতভেদ জাতিভেদ সম্প্রদায়ভেদ।
অপ্রেম অনৈক্য পাপ ভীরুতা বিচ্ছেদ ॥
নাহি যেন রহে হেথা ওহে দয়াময়।
সর্ব্বত্র হউক তব বিধানের জয় ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ, তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি মোরা ভক্তিযুক্ত-মনে ॥

ঊনত্রিংশ লহরী।

ভক্তি-বিধানের অগ্রদূত ভক্তসাধু মহাত্মা হরিদাস।

বিধানের মহালীলা আরম্ভের আগে।
অগ্রদূত ভক্তগণ আসে অনুরাগে ॥
অদূরে বসন্ত হেরি কোকিলাদি কত।
সুকণ্ঠ বিহগ যত হয় সমাগত ॥
ক্রমে বিকশিত হয় রসাল মুকুল।
ক্রমশঃ ফুটিতে থাকে নানা জাতি ফুল ॥

সেইরূপ বিধান-বসন্ত-সমাগমে।
পূর্ব্বরাগরূপে এই ভববৃন্দাবনে॥
আসিয়া ভকতপিক বিধানবারতা।
ঘোষেণ আনন্দমনে জগতে সর্ব্বথা॥
অভিনয় আরম্ভেতে যথা নটগণ।
অভিনয় সমাচার করেন ঘোষণ॥
তেমনি দয়াল হরি ভবরঙ্গভূমে।
পাঠান ভকতচয়ে বিভূষিয়া প্রেমে॥
শ্রীঈশার আগে যথা সন্ন্যাসী জোহন।
স্বর্গরাজ্য-সমাগম করিলা কীর্ত্তন॥
সেইরূপ ভাবময় ভক্তির বিধান।
প্রচারের আগে হরিদাসে ভগবান্॥
পাঠালেন বঙ্গভূমে অগ্রদূত করি।
বাজিল ভারতে পুন বিধানের ভেরী॥
পবিত্র রহস্যময় ভকতচরিত।
শ্রীহরির লীলামাখা প্রেমেতে পূরিত॥
বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার তরে।
পাঠালেন হেন জনে শ্রীহরি সংসারে॥
শুনিয়াছি "ইতিহাস রথচক্র প্রায়।
পুনঃ পুনঃ সমাগত হয় এ ধরায়"॥ *
পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুদের চরিত্র ভূষণে।
সাজাইয়া লীলাময় নব ভক্তগণে॥
বারে বারে ধরাধামে করেন প্রেরণ।
তাঁহার পবিত্র বিধি করিতে ঘোষণ॥
পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তগণে ভুলিতে না পারে।
এই হেতু স্বাভাবিক নিয়মে সংসারে॥
পূর্ব্ব ভক্তভাবে হয়ে জীবনে রঞ্জিত।
অভিনব ভক্তদল হয় সমাগত॥
বিশ্বাস ভক্তিতে আহা প্রহ্লাদের প্রায়।
আসিলেন হরিদাস ব্রহ্মের কৃপায়॥

সংসার-শ্মশানে পুনঃ বিশ্বাসের ফুল।
ফুটিয়া ভকতবৃন্দে করিল আকুল॥
বহিল ভারতে পুনঃ মলয়পবন।
আলোকিত হল পুনঃ আঁধার গগন॥
বিশ্বাস ভক্তির ভেরী ভারতে বাজিল।
শ্রীহরিকৃপায় মৃত জীবন পাইল॥
ভকতের সুধাময় পবিত্র জীবন।
বিমোহিত করিলেক সবে অনুক্ষণ॥
আশার হিল্লোল ভবে বহিল আবার।
ধরে বঙ্গ নবভাব কিবা চমৎকার॥
এ হেন ভক্তের কথা ওহে লীলাময়।
শুনাইয়া এ পাপীর ঘুচাও সংশয়॥
ভকতচরিত যদি না বুঝাও মোরে।
কেমনে বুঝিবে পাপী থাকি পাপঘোরে॥
তাই হে বিশ্বাসী হরিদাসের জীবন।
প্রকাশ আমার প্রাণে অধমতারণ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ, তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি হরি ভক্তিযুক্ত-মনে॥

বিশ্বাসী ভক্ত হরিদাসের জীবন, সাধন এবং প্রচার।

বীরভূমি যশোহরে, বুড়ন' পল্লি ভিতরে
জন্মলাভ করিলা ভকত।
মুসলমানকুলে তিনি, জনমিয়া এ ধরণী
সমুজ্জ্বল করিলা নিয়ত॥
হিন্দু মুসলমান যবে, অনৈক্য বিবাদ ভাবে
ঘৃণা করে একে অপরেরে।
হিন্দু ম্লেচ্ছ বলি তারে, ছায়াস্পর্শে ঘৃণা করে
তারা বলে কাফের হিন্দুরে॥
ভারতের এ দুর্দ্দিনে, দয়াময় ভক্তজনে
বঙ্গভূমে করিলা প্রেরণ।

---

* History repeats itself.

হিন্দুর যোগ ভকতি, ইছলাম বিশ্বাস রতি
এই দুই করিয়া মিশ্রণ॥
নবীন চরিত্র গড়ি, পুণ্যময় লীলাকারী
হরিদাসে আনিলা ভুবনে।
তাঁহার হৃদয়াসনে, বসি হরি নিশিদিনে
উদ্ধারিলা মর্ত্তবাসী জনে॥
মানবের অগোচরে, থাকি মৃত্তিকা ভিতরে
বীজ যথা হয় অঙ্কুরিত।
তেমতি থাকি গোপনে, আহরিয়া প্রেমধনে
যথাকালে হলা প্রকাশিত॥
সুন্দর প্রকৃতি তাঁর, প্রেম পুণ্যে অনিবার
মাখা থাকে সংসারে সতত।
সদা হরিনামরসে, রহে মত্ত ভাবাবেশে
ভাব হেরি হই পুলকিত॥
তিন লক্ষ হরিনাম, উচ্চৈঃস্বরে অবিরাম
দিনরাত্রে করেন জপন।
নামরূপ দুর্গে বসি, হরিদাস দিবানিশি
ধ্যানগানে রহেন মগন॥
রামচন্দ্র খান নামে, জমিদার বনগ্রামে *
অনুক্ষণ করেন বসতি।
একে যুবা ধনবান, ভোগাসক্ত হতজ্ঞান
বিলাসী পাষণ্ড দুরমতি॥
পেচক রবি কিরণে, বিরক্ত যেমন দিনে
সেইরূপ ভক্তজনে দেখি।
নীতিহীন দুরাচার, ভীত হয় অনিবার
অনুক্ষণ হয় হে অসুখী॥
যেন সাধু ভক্তজন, নীরবেতে অনুক্ষণ
পাপাচারে করে প্রতিবাদ।
তাঁহাদের অবস্থানে, সদা পাতকীর প্রাণে
হয় অনুতাপ অবসাদ॥

পাপাচার অব্যাহত, রাখিবারে পাপী কত
ভক্তজনে করে নিপীড়িত॥
কেহ বধ করে তাঁয়, কেহ থুথু দেয় গায়
হন তাঁরা কত না লাঞ্ছিত॥
ভকতের অধিষ্ঠানে, রামচন্দ্র খাঁর মনে
জনমিল দ্বেষ ঘোরতর।
ভক্তের দর্শন তরে, দলে দলে নারীনরে
যায় তাঁর কাছে নিরন্তর॥
"হরিদাস সাধু নয়, পাষণ্ড কপটী হয়"
রামচন্দ্র বলে সবাকারে।
তাঁর ধর্ম্মনাশ তরে, এক বেশ্যা রমণীরে
পাঠাইলা ভকতের দ্বারে॥
তার প্ররোচনা মতে, সেই নারী বিধিমতে
নানাবেশে হইয়া সজ্জিত।
ভক্ত-মন ভুলাইতে, তাঁর ধর্ম্ম বিনাশিতে
চলি গেলা ভক্ত-সন্নিহিত॥
ভকত কুটিরে বসি, ডাকে ব্রহ্মে দিবানিশি
মহানন্দে প্রাণমন ভরে।
হেনকালে পাপীয়সী, ভকতের দ্বারে আসি
প্রণমিল কপট অন্তরে॥
দেখি সাধু রমণীরে, বুঝিলা নিজ অন্তরে
কামিনীর মন্দ অভিপ্রায়।
তবু অবিরক্ত-চিত্তে, বলিলেন অবহিতে
প্রেমভরে সুমিষ্ট ভাষায়॥
মম জপ সাঙ্গ হলে, তব কথা কুতূহলে
করিব শ্রবণ বরাননে!
এত বলি জপে মন, পুনঃ দিলা ভক্তজন
প্রাতে সূর্য্য উদিল গগনে॥
জপ সাঙ্গ নাহি হল, বারাঙ্গনা গৃহে গেল
পুনঃ এল পর সন্ধ্যাকালে।
তাহারে ভকত দেখে, বলিলা প্রসন্ন-মুখে
বড় কষ্ট পেয়েছ সকালে॥

* বনগ্রাম নামে একটী গ্রাম ছিল, উহা এখনও আছে।

অপেক্ষা করহ বসি, তব বাঞ্ছা এই নিশি
হতে পারে অবশ্য পূরণ।
শুনিয়া পতিতা নারী, কাটাইল বিভাবরী
ভকতের কুটির সদন॥
ভক্তসহবাসে তার, ক্রমে টুটে মোহভার
সেও নাম করিল গ্রহণ।
ক্রমে নিশি ভোর হল, ভকত তারে বলিল
কোটী নাম জপ সমাপন॥
হইবে কাল আমার, আসিবে তুমি আবার
শুনি নারী চলি গেল ঘরে।
সন্ধ্যাকালে পুনঃ এসে, বসিলা কুটির পাশে
আশান্বিত আনন্দ অন্তরে॥
এদিকে ভকতজন, সদা জপে নিমগন
বাহ্যজ্ঞান নাহিক তাঁহার।
ভকতের ভাব হেরি, ভ্রষ্টা কলঙ্কিনী নারী
সচেতন হইল এবার॥
বসিলে অগ্নির পাশে, তার তেজ দেহে পশে
তপ্ত করে শরীর যেমন।
প্রকাণ্ড বরফ রাশি, তপন-কিরণে মিশি
গলে হয় জলের মতন॥
কাল লৌহ লাল হয়, অনল যদ্যপি তায়
একবার করয়ে প্রবেশ।
সমল অঙ্গার কণা, সবে যারে করে ঘৃণা
সেও ধরে অগ্নিময় বেশ॥
সেইরূপ সাধুসঙ্গে, পাপীর মলিন অঙ্গে
পুণ্য তেজ হয়ে বিকীরণ।
পাপ দুঃখ দূর করে, জীবের ত্রিতাপ হরে
পণ্ড হয় ব্রহ্মের নন্দন॥
ব্রহ্মকৃপা সাধুসনে, বিহরিছে নিশিদিনে
ব্রহ্ম-পুণ্যে সাধুর জীবন।
সদা পরিপূর্ণ রয়, তাই পাপতাপ তয়
দূর তাহে হয় অনুক্ষণ॥

পাপী পৃথিবীর ভার, বহে সাধু অনিবার
মর্ত্তে সাধু ব্রহ্ম-প্রতিনিধি।
ব্রহ্মে সাধু সঞ্জীবিত, পাপীতে সাধু শোণিত
এ সংসারে বহে নিরবধি॥
সাধুহীন এ সংসার, মরুভূমি দুনিবার
একমাত্র মৃত্যুর নিদান।
মানব পিশাচ হয়ে, নৃত্য করে নিরভয়ে
সদা লুই * হয় বহমান॥
মৃতজন প্রাণ পায়, সাধুসঙ্গে এ ধরায়
সাধুজন ব্রহ্মের করুণা।
হেন করুণার স্রোতে, স্নান করে এ জগতে
দূরে যায় পাপের যাতনা॥
ব্রহ্ম-করুণার ফলে, সাধুসঙ্গ ধরাতলে
লাভ হয় জীবের নিয়ত।
সাধুর হৃদয় দিয়া, ব্রহ্মকৃপা বাহিরিয়া
নাশ করে পাপ তাপ যত॥
নির্ম্মল দর্পণ প্রায়, সাধুগণ এ ধরায়
শ্রীহরির চরিত্র সুন্দর।
সাধুতে প্রকাশ হয়, হেরি তাহা জীবচয়
হরিপ্রেমে মজে নিরন্তর॥
নির্ম্মল সলিলপ্রায়, পরকাল দেখা যায়
সাধুর চরিত্র-সরোবরে।
জীবের উদ্দেশ্য গতি, আত্মার সব নিয়তি
ব্যক্ত হয় মানব অন্তরে॥
সাধুজনে দেখাইয়া, বলেন শ্রীহরি গিয়া
সংগোপনে পাপীর হৃদয়ে।
"তুইতো আমার ছেলে, তবে কেন রলি ভুলে
সংসারের মোহেতে মজিয়ে?

* আফ্রিকার প্রকাণ্ড মরুভূমিতে লু নামক এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু সময় সময় প্রবাহিত হয়। তাহা শরীরে লাগিবামাত্র মনুষ্যের মৃত্যু হয়।

যুগে যুগে তোর তরে, আমি সাধু ভকতেরে
এজগতে করি যে প্রেরণ।
তোর ভাই সাধুজন, তবে তুই কি কারণ
পাপ তাপে রহিস মগন॥
আমারে আদর্শ করি, সাধুজনে অনুসরি
হ'য়ে জীব তাদের মতন।
আমি লয়ে সবাকারে, শুদ্ধ করি এ সংসারে
স্বর্গরাজ্য করিব স্থাপন॥"
ধন্য সাধুদের গতি, তুমি হরি প্রাণপতি
ধন্য তব কৌশল অপার।
আপন চরিত্র দিয়া, সাধুজনে নির্ম্মাণিয়া
কর তুমি জীবের উদ্ধার॥
দৃষ্টান্ত না হলে নর, হয় না ধর্ম্মে তৎপর
তাই সাধুজনে আনি হরি।
দৃষ্টান্ত দেখায়ে সবে, উদ্ধার করহ ভবে
কিবা দয়া আহা মরি মরি॥
হেন সাধুসঙ্গ গুণে, নারীর মলিন মনে
অনুতাপ হইল উদয়।
ব্রহ্মের কৃপাপ্রসূত, অনুতাপ দেবদূত
করিল নারীর পাপক্ষয়॥
বুঝিল পাপিনী মনে, পাপের দাবদহনে
জ্বলিতেছে হৃদয় তাহার।
ভুলি ব্রহ্ম বিশ্বভূপে, ডুবেছে পাপের কূপে
পাপেতে হয়েছে ছারখার॥
স্বর্গবাসী ব্রহ্ম-কন্যে, নরকে কিসের জন্যে
রহিয়াছ হেথা নিপতিত।
এই বলি হরি তারে, উঠাইলা করে ধরে
নারী এবে হলা জাগরিত॥
রোধিল পাপের স্রোত, জনমিল পাপবোধ
চলি গেল দুর্ম্মতি সকল।
যেমন বায়ু তাড়নে, পলায় মেঘ গগনে
সেইরূপ গেল রিপুদল॥
হইয়া নির্ম্মল মন, ধরিয়া সাধু চরণ
কান্দে নারী অনুতাপ ভরে।
পাপীরে উদ্ধার কর, ওহে সাধু ভক্তবর
মহাপাপী আমি এ সংসারে॥
বলিলেন হরিদাস, তোমার উদ্ধার আশ
করিয়া ছিলাম এইখানে।
নতুবা এখান হতে, যাইতাম অন্য পথে
কি কাজ ভেটিয়া প্রলোভনে।
যদি প্রায়শ্চিত্ত চাও, আপনার ধন দাও
ব্রাহ্মণ দরিদ্র জনগণে।
সর্ব্বস্ব ত্যেয়াগ করি, পতিতপাবন হরি
রত হও সেনাম সাধনে॥
এই কথা বলি তারে, গেলা ভক্ত স্থানান্তরে
এদিকে সে অনুতপ্তা নারী।
ত্যজিয়া সকল ধন, করিয়া শিরোমুণ্ডন
হয়ে ব্রহ্মকৃপার ভিখারী॥
এক বস্ত্রা হয়ে তিনি, কুটিরে দিবারজনী
বসিয়া সাধেন হরিনাম।
সেই দৃশ্য দেবোপম, দেখিলে হৃদয় মম
হরি-প্রেমে মজে অবিরাম॥
নরকের কীট প্রায়, যেজন সদা ধরায়
পাপপঙ্কে ছিল মগ্ন হয়ে।
আপন রূপ যৌবন, করি বিক্রী অনুক্ষণ
বিষপান করে নিরভয়ে॥
যথা মৃত্যু রোগ পাপ, অজ্ঞান দুঃখ প্রলাপ
প্রাণহর আমোদ নিয়ত।
মানবে নরক ঘোরে, রাখে নিমগন করে
জীবে করে প্রেতে পরিণত॥
হেন স্থান হতে হরি, আনিলে কৌশল করি
তোমার একটী কন্যাধনে।
অপার করুণাগুণে, মিলাইয়া সাধুসনে
বাঁচাইলা তাহারে জীবনে॥

ফেলি অনুতাপাগুনে, শুদ্ধ করি পাপী জনে
নিলা তুমি কোলে আপনার।
পাপের আকর হতে, দেবকন্যা এজগতে
প্রসবিলে জননি আমার॥
মলিন সুবর্ণ-কণা, হল আজ শুদ্ধ সোণা
সমুজ্জ্বল অতি মনোহর।
তব পুণ্যক্রোড়ে পশি, দেবকন্যা সনে মিশি
হল নারী বিশুদ্ধ-অন্তর॥
পতিতপাবন তুমি, তুমি সবাকার স্বামী,
তুমি প্রভো করুণা-সাগর।
পাপী জনে সাধু কর, জীবের ত্রিতাপ হর,
তুমি নাথ ভবে নিরন্তর॥
যারে সবে ঘৃণা করে, তারেও তোমার ঘরে
স্থান দেও ওহে দয়াময়।
যদি অনুতাপ ভরে, কান্দে সে তোমার দ্বারে
তব পদে শরণ সে লয়॥
কতনা কৌশল করি, পাপী জনে আন ধরি
পিয়াও স্বর্গের সুধামৃত।
শুনিলে সে লীলাকথা, দূর হয় সব ব্যথা
ফুটে ফুল পাষাণে নিয়ত॥
ওহে দয়াময় হরি, এজগতে কত নারী
আছে মগ্ন পাপের সাগরে।
পশুপ্রায় এজীবন, করিছে সদা যাপন
কৃপা কর তুমি তাহাদেরে॥
পাপ-বাঘিনীর মুখে, পড়ে যারা কান্দে দুখে,
আমার সে ভগিনী সকলে।
তব প্রেম-নিকেতনে, ডেকে আন সবজনে,
স্থান দাও তব পদতলে॥
আর নাথ কৃপা করে, এ পাপ দুষ্ট অন্তরে
দাও হরিদাসের প্রকৃতি।
মহর্ষি ঈশার মত, কেমন তিনি নিয়ত
জীবে প্রেম দেখাইলা অতি॥
ইন্দ্রিয়-বিকার-হীন, পবিত্র সাধু সুদীন,
অনুদিন তব প্রেমে রত।
পাতকী পতিত জনে, ভালবাসে সদা মনে,
সাধে সদা তাহাদের হিত॥
তাঁর পদধূলি মোরে, দাও হরি কৃপা করে
প্রেমপূর্ণ তাঁহার চরিতে।
সাজাইয়া দাও সবে, হউক সফল ভবে
তব প্রিয়দাস এ মরতে॥
এই ভিক্ষা করি নাথ, তব পদে প্রণিপাত
করি মোরা ভক্তিযুক্ত-মনে।
হয়ে হরিদাস মোরা, হেরি রূপ নিরাধারা
মত্ত থাকি তব গুণগানে॥

বিশ্বাসী ভক্ত হরিদাসের নানা স্থান ভ্রমণ এবং প্রচার।

নানা স্থান নানা গ্রাম করিয়া ভ্রমণ।
হরিদাস হরিনাম করেন ঘোষণ॥
বহুভাগ্যে হয় যার হরি-দরশন।
জীব-দুঃখে গলে যায় তার প্রাণমন॥
জীবের উদ্ধার তরে পাগলের প্রায়।
চারিদিকে সেই জন ইতস্ততঃ ধায়॥
স্বরগের প্রেমসুধা নিজে পান করে।
তৃপ্ত নাহি হয় কেহ সংসার ভিতরে॥
মাতাল যেমন মদ্য দশজন সনে।
পান করি হাস্যামোদ করে নিশিদিনে॥
তেমতি ভকত জন স্বর্গের অমৃত।
বিতরিয়া মহানন্দ লভেন নিয়ত॥
শান্তিপুর নবদ্বীপে করিয়া গমন।
অদ্বৈতাদি ভক্তসনে লভিয়া মিলন॥
সুমধুর হরিকথা কহেন সকলে।
সে দৃশ্য দেখিলে আহা যার প্রাণ গলে॥

পরম বিশ্বাসী ভক্ত অদ্বৈত পণ্ডিত।
বিপ্রকুলজাত জ্ঞানী ধরমে মণ্ডিত॥
হরিদাসে দেখি তিনি মগানন্দ মনে।
আদর করেন 'নত্য নিজ-জন-জ্ঞানে॥
নীচজাতি হরিদাস, আপ'ন ব্রাহ্মণ।
অদ্বৈত এ ভ্রান্ত বুদ্ধি দিয়া বিসর্জ্জন॥
লোকাচার বেদাচার করিয়া লঙ্ঘন।
পিতৃশ্রাদ্ধ-পিণ্ড * তাঁরে করেন অর্পণ॥
অদ্বৈতেরে বলিলেন ভকত সুজন।
বড়ই আশ্চর্য্য দেখি তব আচরণ॥
"ঘৃণিত যবন আমি, তুমি বিপ্রোত্তম।
প্রত্যহ আমারে দাও অন্ন অনুপম॥
কুলীন সমাজে তব নিত্য অবস্থিতি।
নাই কি হৃদয়ে তব কিছুমাত্র ভীতি॥
আপনার আত্মরক্ষা যাহা হতে হয়।
উচিত তোমার করা সকল সময়॥"
শুনিয়া অদ্বৈত তাঁরে বলিলা বচন।
"একবার করাইলে তোমারে ভোজন॥
কোটী বিপ্র ভোজনের ফললাভ হয়।
নাহিক ইহাতে আর কখন সংশয়॥"
ধন্য ওহে সীতানাথ † সাধু-সমাদর।
জানহ প্রকৃত তুমি সংসার ভিতর॥
বিষধর সর্প প্রায় জাতিভেদ যবে।
বঙ্গ-জননীরে গ্রাস করেছিল ভবে॥
অনুমাত্র সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন।
করিলে হইত যবে সমাজে বর্জ্জন॥

হেন দুঃসময়ে তুমি লোকাতীত জ্ঞান।
দেখাইলে বঙ্গভূমে ওহে মতিমান্॥
পরম প্রেমিক তুমি হরিগত প্রাণ।
প্রেমিকের সহ তব নাহি ভেদজ্ঞান॥
"ভগবদ্‌ভক্ত জন শূদ্র কভু নয় *।
পরম শ্রদ্ধেয় তিনি ভাগবত হয়॥
কিন্তু সর্ব্ববর্ণে যেই হরিভক্তি-হীন।
অতি হীন শূদ্র বলে জেন চিরদিন॥"
এই মহাতত্ত্ব তুমি করিয়া সাধন।
জীবনের ব্যবহারে কর প্রদর্শন॥
যেন তব প্রিয়তম বঙ্গবাসী জন।
তোমার দৃষ্টান্ত সদা করিয়া গ্রহণ॥
সাধুজনে তোমা হেন করয়ে সম্মান।
হেন আশীর্ব্বাদ তুমি কর মতিমান্॥
আচার্য্য অদ্বৈত আর ভক্ত হরিদাস।
কিছুদিন এক সঙ্গে করিলেন বাস॥
পণ্ডিত আচার্য্য ভক্তে নানা শাস্ত্র হতে।
ভক্তিতত্ত্ব শুনাইত প্রেমানন্দে মেতে॥
দুই জনে হরিকথা করি আস্বাদন।
হরি প্রেমানন্দে সদা র'তেন মগন॥
হরিপ্রেমে পরিপূর্ণ দোঁহার হৃদয়।
তাই দুই জনে আহা হেন প্রীতি হয়॥
সংসারে স্বার্থের আশে যে প্রীতিবন্ধন।
চিরস্থায়ী সুখকর নহে তা কখন॥
দূর্ব্বাদলস্থিত ক্ষুদ্র জলবিন্দু প্রায়।
সংসার-আতপ-তাপে শুখাইয়া যায়॥
কিন্তু যে প্রেমের ভিত্তি শ্রীহরির প্রীতি।
কভু না লঙ্ঘয়ে উহা সংসারের গতি॥
সুগভীর সুনির্ম্মল সরোবর প্রায়।

* হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পিতৃশ্রাদ্ধের পিণ্ড সদাচারপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিতে হয়।

† সীতানাথ:—মহাত্মা অদ্বৈত সীতানাথ নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম সীতা ছিল।

* "ন শূদ্রা ভগবদ্‌ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"
শ্রীমদ্ভাগবত

সমভাবে শীত গ্রীষ্মে সতত ধরায়॥
মানবের তৃপ্তিদান করে অনুক্ষণ।
মরণেও সে বন্ধন না হয় ছেদন॥
হেন সুমধুর প্রেমে ভক্ত দুই জন।
ব্রহ্ম-কৃপাগুণে ভবে লভিলা মিলন॥
যেন মোরা ভক্তসনে এই ভাবে মিশি।
করি ভক্তি আস্বাদন ব্রহ্ম-কোলে বসি॥
হেন আশীর্ব্বাদ হরি কর আমাদেরে।
তব পদে এই ভিক্ষা যাচিহে কাতরে॥

হরিদাস চান্দপুরে হলা উপনীত।
বঙ্গদেশে সে নগর অতি সুবিদিত॥
গোবর্দ্ধন হিরণ্য নামেতে দুই ভাই।
ধনী জমিদার সেথা রহেন সদাই॥
সদাচার-পরায়ণ বদান্য উদার।
সাধুতে তাঁদের প্রীতি অতি চমৎকার॥
হরিদাসে দুই ভাই ব্রাহ্মণের মত।
করিলেন ভক্তিনতি সমাদর কত॥
ভক্তমুখে নামের মাহাত্ম্য শুনিবারে।
হইল বিরাট সভা তাঁদের আগারে॥
অনেক পণ্ডিত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ সজ্জন।
করিলেন আগমনে সভা সুশোভন॥
পরিপূর্ণ সভাস্থল সজ্জন বিদ্বানে।
তার মাঝে শোভে হরিদাস ভক্তিগুণে॥
বিনীত দীনাত্মা সাধু ভকত-প্রবর।
তৃণের মতন নীচ শুদ্ধ মনোহর॥
ব্রহ্মবাদী ভক্ত ঋষি হরিদাস-বেশে।
আর্য্যভূমে পুনঃ যেন সমুদিত এসে॥
সেই ঋষিভাব শান্তি ঋষির বিনয়।
ভক্তমুখচন্দ্রিমায় ব্যক্ত অতিশয়॥
হরিনাম-প্রসঙ্গ উঠিল সভাস্থলে।
নানাজনে নামতত্ত্ব নানা ভাবে বলে॥
কেহ বলে হরিনামে পাপক্ষয় হয়।
কেহ বলে হরিনামে মুকতি মিলয়॥
অবশেষে হরিদাস গদ্‌গদ্ হয়ে।
নামের মাহাত্ম্য কহে আনন্দ-হৃদয়ে॥
"হরিদাস কহে নামে হেন ফল হয়।
নামফলে হরিপদে প্রেম উপজয়॥
আনুষঙ্গি ফল তাতে মুক্তি পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যথা সূর্য্যের প্রকাশ॥
হরিদাস কহে যথা সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হতে হয় তমোরাশি ক্ষয়॥
চোর-প্রেত-রাক্ষসাদি-ভয় হয় নাশ।
উদয়েতে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ॥
ঐরূপ নামারম্ভে পাপআদি ক্ষয়।
উদয়েতে হরিপদে হয় প্রেমোদয়॥"
নামের যথার্থ তত্ত্ব অতি সুধাময়।
ভকতের মুখে শুনি পণ্ডিত-নিচয়॥
আর যত সমাগত দর্শক সকল।
হইলেন পুলকিত আনন্দে বিহ্বল॥
কিন্তু সভামাঝে ছিল লোক একজন।
বিপ্রকুলজাত কিন্তু অতি অভাজন॥
নবাবের ভৃত্য সেই অতি অভিমানী।
পদের গৌরবে স্ফীত অভক্ত অজ্ঞানী॥
হরিদাস-বাক্যে যেন তাহার হৃদয়।
বৃশ্চিক-দংশন প্রায় হল দুঃখময়॥
"ক্রুদ্ধ হয়ে বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবুক-সিদ্ধান্ত শুন সুপণ্ডিতগণ॥
কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি না পায়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥"
হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্র কহে নামাভাসমাত্র মুক্তি হয়॥
ভক্তি-সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি না ইচ্ছয় *॥

* ভক্ত বৈষ্ণবগণ মুক্তিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান

বলে "হরিদাস একি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার ?
মনে মনে জপিলেই সেই ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয় ?
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এইতো পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে ॥"
হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ত্ব।
"তোমরা সে জান হরিনামের মাহাত্ম্য ॥
তোমাদের সবাকার মুখে শুনি আমি।
বলিলাম নামতত্ত্ব যেবা কিছু জানি ॥
উচ্চ করি ল'লে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয় ॥
শুন বিপ্র সকৃৎ শুনিলে হরিনাম।
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥
পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তরে ॥
জপিলে সে হরিনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ।
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন—
জন্তু মাত্র শুনি তাহা পায় বিমোচন ॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন ॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্ত্তনে ॥"
নামের মাহাত্ম্য আর কীর্ত্তনের ফল।
এইরূপে ঘোষিলেন ভক্ত কুতূহল ॥
কিন্তু তাহে গোপালের * প্রবোধ না হ'ল।
বিবিধ দুর্ব্বাক্য কত ভক্তেরে কহিল ॥
তাহার বচন শুনি ভক্ত হরিদাস।
হরি বলি বদনেতে প্রকাশিলা হাস ॥
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না বলিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি কীর্ত্তন গাইয়া ॥
ভক্ত-নিন্দা শুনি যত সভাসদজন।
হইলেন ক্রোধে দুঃখে একান্ত মগন ॥
গোপালেরে নানারূপ তিরস্কার করি।
ভকতের পদতলে পড়িলেন গড়ি ॥
সবাকারে বলিলেন প্রেমিক ভকত।
ব্রাহ্মণের দোষ নাই শুন বিপ্র যত ॥
তর্কনিষ্ঠ মন তার, ভকতি কথন।
তর্কের গোচর নহে শুন বন্ধুজন ॥

করেন। তাঁহারা ভক্তি চান, মুক্তি চান না। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে সচরাচর মুক্তি অর্থে ব্রহ্মে বিলীনতা বুঝায়। জলে যেমন জল মিশিয়া যায়, তাহার যেমন আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, তেমতি মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যান, আর ভিন্নতা থাকে না। বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী, তাঁহারা চিরদিন প্রভু ও ভৃত্য, উপাস্য ও উপাসক, স্বামী ও পত্নী প্রভৃতি সম্বন্ধ রক্ষা করিতে চান, তাঁহারা উল্লিখিত ভাবে মুক্তি ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা বলেন চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই; কিন্তু ভগবানের কৃপায় নববিধানের মুক্তির প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে যে অবস্থা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাও মুক্তির একাংশ বটে। নববিধানে মুক্তির অর্থ সর্ব্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া জীব ভগবানের সহিত নিত্যযোগে যুক্ত হওতঃ ব্রহ্মের সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্য আনন্দ শান্তি প্রভৃতি স্বরূপে পরিপুষ্ট হইয়া যে অনন্ত উন্নতি তাহাই মুক্তি। বৈষ্ণবগণ মুক্তির প্রচলিত অর্থ গ্রহণ না করায় কিছুই অসঙ্গত হয় নাই। নববিধানে চতুর্ব্বিধ মুক্তির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

* এই ব্যক্তির নাম গোপাল চক্রবর্তী

এত বলি সবাকারে আশীর্ব্বাদ করি।
বলিলা কুশলে সবে রাখুন শ্রীহরি ॥
মোর তরে দুঃখ যেন না হয় কাহার।
এ মিনতি সবাকার সদনে আমার ॥
এরপরে কিছুদিন গুহার ভিতরে।
জপিলেন হরিনাম ভক্ত প্রেমভরে ॥
সপ্তগ্রামে ভক্ত জন যে বীজ বপন।
করিলেন শ্রীহরির আদেশে এখন ॥
উর্ব্বরা ক্ষেত্রের মত রঘুনাথ * হৃদে।
পড়িয়া গোপনে এবে ব্রহ্মের প্রসাদে ॥
এক ভাবী ভক্তি-বৃক্ষ করিল সংঞ্চার।
লীলা দেখি ভক্ত হন মুগ্ধ অনিবার ॥
এইরূপ কতশত ব্যাকুল হৃদয়ে।
অমৃত বৃক্ষের বীজ বপি নিরভয়ে ॥
তথা হতে ভক্তজন লইয়া বিদায়।
চলি গেলা স্থানান্তরে ব্রহ্ম-করুণায় ॥
হিন্দুর সমাজ রূপ সাগর মাঝারে।
উঠিল তরঙ্গ এক ভক্তের প্রচারে ॥
স্বভাবতঃ হিন্দু মন পবিত্র উদার।
হরিপদ অন্বেষণে ব্যস্ত অনিবার ॥
যদিও জাতির সূত্রে আবদ্ধ সকলে।
তথাপি সাত্বিক ভক্তি মানবে দেখিলে ॥
সকল বন্ধন ছিড়ি উচ্চ চিদাকাশে।
হিন্দুর সরল প্রাণ উড়ে ভাবাবেশে ॥
যেখানে প্রকৃত ধর্ম্ম বিশ্বাস ভকতি।
সেখানে হিন্দুর লক্ষ্য নাই জাতি প্রতি ॥
তৃষ্ণাতুর জীব যথা গঙ্গার সলিলে।
পশি তৃষ্ণা নাশ করে সদা কুতুহলে ॥

যথা মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ পুষ্পের বিচার।
না করিয়া সব ফুলে খোজে পুষ্পসার ॥
তেমতি হিন্দুর প্রাণ সব সাধু হতে।
করে ধর্ম্ম আহরণ সতত জগতে ॥
হিন্দু বিনা হরিদাসে ভকতি যতন।
কে পারে করিতে বল সংসারে এমন ॥
আছে হিন্দুসমাজেতে কুনীতি কুরীতি।
আছে তাহে পাপ তাপ জাতীয় দুর্গতি ॥
ভীরুতা অনৈক্য আদি পাপ শত শত।
দংশিতেছে হিন্দুবক্ষে বৃশ্চিকের মত ॥
তবু হিন্দুজাতি অতি প্রিয় বিধাতার।
বড় ভাল বাসি আমি তারে অনিবার ॥
হিন্দুর কোমল প্রাণে দয়াময় বসি।
রচেন বিধান-চক্র আহা দিবানিশি ॥
অবশেষে এ জাতিতে করুণা-নিধান।
প্রবর্ত্তিত করিলেন নূতন বিধান ॥
চৈতন্যে প্রেমের বিধি করিয়া প্রকাশ।
অবশেষে লীলাময় হরি শ্রীনিবাস ॥ *
সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বজাতি সব ভক্তগণে।
মিলাইয়া একাধারে ভারত ভুবনে ॥
নববিধানের লীলা, প্রাণ-মুগ্ধকর।
প্রকটিলা ধরাধামে শ্রীহরি সুন্দর ॥
যে জাতিতে শ্রীহরির বিধান প্রচার।
যাহে নববিধানের লীলা চমৎকার ॥
এ হেন জাতির প্রতি আমার হৃদয়।
ইহ পরকালে যেন সকৃতজ্ঞ রয় ॥
যেন চিরদাস সদা সম্পদে বিপদে।
এ জাতির পদসেবা করি নিরাপদে ॥

---

* মহাত্মা গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস। ইঁহার ন্যায় সংসারত্যাগী ব্যাকুল-চিত্ত প্রেমিক ভক্ত অতি বিরল। মহাত্মা হরিদাস যখন সপ্তগ্রামে বাস তখন রঘুনাথ বালক ছিলেন। হরিদাসের পবিত্র সহবাসে তাঁহার ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

* শ্রী শব্দের অর্থ—ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য। এই ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের আবাসস্থল বা আধার যিনি সেই ব্রহ্মই শ্রীনিবাস।

শ্রীহরির পুণ্য ইচ্ছা করেছে পালন।
তব পদে প্রেমময় এই আকিঞ্চন ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি হরি ভক্তিযুক্তমনে ॥

বিশ্বাসী হরিদাসের মহা পরীক্ষা এবং হরিনামের জয়।

ক্রমে চারিদিগে হরিদাসের কাহিনী।
বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হল আপনা আপনি ॥
একে মহা ভক্ত তাহে মুসলমান জাতি।
সহজে প্রচার তাই হল তাঁর খ্যাতি ॥
দলে দলে যে সময়ে হিন্দু সমুদয়।
প্রবল ইছলাম ধর্ম্ম করিত আশ্রয় ॥
রাজধর্ম্ম বলি যার বিশেষ সম্মান।
হেন ধর্ম্ম ত্যজে কেবা হয়ে হতজ্ঞান ?
পরাধীন বিদলিত দুঃখী হিন্দুগণ।
কাফের বলিয়া ছিল ঘৃণিত যখন।
সে সময়ে বল ভবে মূর্খ আছে কেবা।
রাজধর্ম্ম ত্যজি করে হিন্দুধর্ম্ম সেবা ?
কিন্তু বিধাতার লীলা বুদ্ধির অতীত।
মানসে ভাবিলে হই অবাক মোহিত ॥
আপনার মহালীলা সাধিবার তরে।
বিধানের গূঢ় সত্য দেখাইতে নরে ॥
অদ্ভুত ব্যাপার হরি করেন জগতে।
হেরি ভক্তজন মুগ্ধ হল বিধিমতে ॥
উচ্চ বটে মুসলমান ধরম-বিধান।
ঘোষে তাহা একত্বের বিজয়-নিশান ॥
কিন্তু শুষ্ক শাস্ত্রবদ্ধ ভাব অনুদার।
প্রাণিহিংসা বিলাসিতা পাপ অনাচার ॥
মণ্ডলীর মাঝে পশি মণ্ডলী-জীবন।
বৃশ্চিকের মত সদা করিছে দংশন ॥

এ দিগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেমে সুপ্রধান।
প্রেম ভিন্ন বাঁচে কিগো ভকতের প্রাণ ?
কিন্তু এক ব্রহ্মে যদি প্রেম নাহি হয়।
অসতীর প্রেম তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
নারী যদি একমাত্র পতির আশ্রয়।
লইয়া তাঁহারে নাহি বিকায়ে হৃদয় ॥
অন্য জনে করে প্রেম পতির মতন।
অসতী পতিতা বেশ্যা হেন সেই জন ॥
সেইরূপ সমগ্র হৃদয় দেহ মন।
একমাত্র শ্রীহরিতে যে করে অর্পণ ॥
সেইতো প্রেমিক ভক্ত সাধক-প্রধান।
তার পদধূলি মম মাণিক্য সমান ॥
এরূপ প্রেমিক ভক্ত ছিল হরিদাস।
ছিল তাঁতে খাটিভাবে বিধানে বিশ্বাস ॥
ইছলাম-বিশ্বাস আর হিন্দু-ভক্তিনীতি।
হরিদাসে সমন্বয় করিলেন বিধি ॥
অহিন্দু নহেন তিনি নহেন কাফের।
নাহি তাঁহে বিন্দুমাত্র বিকার পাপের ॥
দেশাচার লোকাচার শাস্ত্রীয় আচার।
সবার অতীত ভক্ত জেন অনিবার ॥
ব্রহ্মের আদেশে ভক্ত লোকাতীত পথে।
চলেন সতত প্রেমে ব্রহ্মবিধিমতে ॥
গতানুগতিক * নীতি করিলে পালন।
পৃথিবীর চক্ষে তিনি ধার্ম্মিক সুজন ॥
চিরপ্রচলিত প্রথা করিলে লঙ্ঘন।
ধার্ম্মিক হলেও তিনি নিন্দার ভাজন ॥
পৃথিবীর এই শাস্ত্র এই বেদ বিধি।
এ পথে বিষয়ী সবে চলে নিরবধি ॥

---

* সাধারণতঃ লোকে যাহা করিয়া থাকে কি পূর্ব্বে করিয়াছে তাহাই করা অর্থাৎ দেশাচার লোকাচার ইত্যাদি অনুসারে চলাই গতানুগতিক ভাবের অনুসরণ।

কিন্তু পৃথিবীর বিধি বিশ্বাসী কখন।
না পারেন এ সংসারে করিতে পালন॥
গগন-বিহারী মুক্ত বিহঙ্গমগণ।
চাহে কি পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিতে কখন?
প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত সাধু হরিদাস।
চলিলা নবীন পথে করিয়া বিশ্বাস॥
মুসলমান সমাজের বাহ্যরীতিনীতি।
পালেনা ভকত তাহা, নাহি তাহে প্রীতি॥
হিন্দুদের সদাচার অহিংসা কীর্ত্তন।
হরিনাম জপধ্যান ভকতি সাধন॥
ভকতের এসকল আচরণ দোষ।
হইল গোড়াই * কাজি অতিশয় দুঃখী॥
মুসলমান শাস্ত্রমতে বিচার শাসন।
আর মুসলমান ধর্ম্ম রক্ষার কারণ॥
মুসলমান নরপতি কাজি-নামধারী।
নিয়োজিত করিতেন বহু কর্ম্মচারী॥
গোড়াই নামেতে কাজি কুলে † শান্তিপুরে।
মেষযুথ মাঝে যথা শার্দ্দূল বিহরে॥
সেইরূপ বাস করি শান্ত নরগণে।
চমকিত করিতেন কঠোর শাসনে॥
এ হেন কাজির রাজ্যে এক মুসলমান।
হয়েছে স্বধর্ম্মত্যাগী কাফের সমান॥
আল্লা নাম না বলিয়া করে হরিনাম।
শুনিয়া জ্বলিয়া উঠে কাজির পরাণ॥
হেন ধর্ম্মভ্রষ্টজনে দণ্ডদান তরে।
করিল সঙ্কল্প কাজি আপন অন্তরে॥
লঘু শাসনেতে দণ্ড হবে না তাহার।
এত ভাবি গেল কাজি নৃপতির দ্বার॥

* ফুলিয়া ও শান্তিপুরের ভারপ্রাপ্ত তাৎকালিক কাজির নাম গোড়াই কাজি ছিল। মুসলমান বিচারককে কাজী বলে।

† ফুলে—ফুলিয়া নামক গ্রামে।

নৃপতি হোসেন সাহ গৌড় সিংহাসনে।
বাঙ্গলা শাসন করে আপনার মনে॥
ক্রোধ অভিমানে জ্বলি কাজি দুরাশয়।
দুষ্টবুদ্ধি-প্রেরণায় নৃপতিরে কয়॥
"গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি লইয়া বেড়ায় সর্ব্বস্থান॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার * ॥"
ধন্য ধর্ম্মান্ধতা তুই মানবের মন।
করিস পাষাণ সম কঠিন নির্ম্মম॥
মন তোর কবলিত হলে একবার।
বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্ম জ্ঞান দয়া সদাচার॥
মানব-হৃদয় হতে দূরে চলি যায়।
প্রেম কোমলতা আদি অকালে শুকায়॥
তোর শিষ্যগণে তুই রাখিস্ আঁধারে।
পাপ-পুণ্য-বোধ তার যায় একেবারে॥
ধর্ম্মান্ধতা সনে মিশি স্বার্থ অভিমান।
মানব সকলে করে পশুর সমান॥
ধর্ম্মে স্বাধীনতা আর দয়া উদারতা।
মানব-হৃদয়ে ত্যাগ করয়ে সর্ব্বদা॥
তাই যুগে যুগে আহা দুর্ম্মতি সকল।
পার্থিব শকতিবলে, ভক্তে অবিরল॥
অশেষ যন্ত্রণা দুঃখ দেয় অবিরাম।
কভু বা হরণ করে তাঁদের পরাণ॥
"সব সত্য পবিত্রতা মম সম্প্রদায়ে।
করে অবস্থান ভবে সকল সময়ে॥
অন্য সম্প্রদায়ে শুধু পাপ অন্ধকার।
নাহি পরিত্রাণ তাহে" ভাবে দুরাচার॥
এই ভাবে ধর্ম্মান্ধতা উপজে সংসারে।
ধর্ম্মান্ধতা হতে মৃত্যু সংসারে বিহরে॥

* মহাত্মা বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্য ভাগবত দেখুন।

ধর্ম্মান্ধতারূপ মহা দুর্দ্দান্ত রাক্ষস।
কত সাধু ভকতের করে প্রাণ গ্রাস ॥
কিন্তু বিধাতার গূঢ় পবিত্র বিধানে।
কল্যাণ সাধিত হয় হেন উৎপীড়নে ॥
সাধুর শোণিত বিন্দু পড়ি ধরাতলে।
নবভক্ত-বংশ জন্মি ব্রহ্মকৃপাবলে ॥
পৃথিবীর ধর্ম্মান্ধতা পাপ অবিশ্বাস।
ব্রহ্মের করুণাগুণে করে সব নাশ ॥
কাজির বচন শুনি বঙ্গের নৃপতি।
হরিদাসে ধৃত করি আনে শীঘ্রগতি ॥
ধৃত করি আনি তাঁরে রাজকারাগারে।
নিক্ষেপ করিল ভক্তে প্রথা অনুসারে ॥
কত পাপী অপরাধী অপরাধ তরে।
কারাগার-দণ্ড ভোগে সংসার ভিতরে ॥
কিন্তু আজ হরিভক্ত সাধু দোষহীন।
হইলেন কারাগার-প্রবাসী সুদীন ॥
যাঁর পদধূলি স্পর্শে পাপী তরে যায়।
যাঁর পুণ্য সহবাসে ত্রিতাপ পলায় ॥
যাঁর চরিত্রের বলে নরনারীচয়।
প্রেম শান্তি পুণ্য জ্ঞানে সমুন্নত হয় ॥
স্বর্গবাসী পুণ্যবান্ হেন ভক্তজন।
অবিচারে কারাগারে করিলা গমন ॥
কিন্তু হরিপ্রেমে ভক্ত সতত মগন।
পার্থিব বিপদে মন নহে উচাটন ॥
মাতৃকোলে শিশু যথা রহে কুতূহলে।
তেমতি ভাসেন ভক্ত আনন্দ-সলিলে ॥
বিপদ-ভঞ্জন-হরি-চরণে যে জন।
আপনার দেহ মন করে সমর্পণ ॥
কি ভয় ভাবনা বল হয় তার মনে।
সতত নিশ্চিন্ত তিনি হরি দরশনে ॥
হেন শ্রীহরির পুণ্য চরণ-সরোজে।
যে জনার প্রাণ মন সতত বিরাজে ॥
দুঃখ ক্লেশ অত্যাচার কি করিবে তাঁর।
বিপদে কি জন্মে তাঁর হৃদয়ে বিকার ?
রাজাজ্ঞায় কারাগারে গেলেন ভকত।
প্রশান্ত প্রফুল্ল তাঁর বদন নিয়ত ॥
দেখি তাঁরে কারাগারবাসী জনগণ।
ভক্তিভরে করিলেক চরণ বন্দন ॥
অন্ধকার গিরিগুহা আলোক ছটায়।
অকস্মাৎ যে প্রকার বিভাসিত হয় ॥
সেইরূপ বন্দীদের হৃদয়-কন্দর।
ভক্ত দরশনে হল পবিত্র সুন্দর ॥
ঘনীভূত মেঘাচ্ছন্ন আকাশে যেমন।
সৌদামিনী দান করে ক্ষণেক শোভন ॥
তেমনি ভক্তের পুণ্য সহবাস-গুণে।
ভাতিল পুণ্যের জ্যোতিঃ পাপদগ্ধ মনে ॥
ভক্ত-দরশনে তারা গদ্‌গদ্ হয়ে।
প্রণমিল হরিদাসে বিনীত হৃদয়ে ॥
আশীর্ব্বাদ করি সবে বলিলা ভকত।
থাক সবে অনুদিন হয়ে এই মত ॥
যে প্রকার ভক্তি এবে হল সবাকার।
এইরূপ ভক্তি যেন থাকে অনিবার ॥
এইরূপে প্রেমভরে দুঃখী ভ্রাতৃগণে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন প্রফুল্ল-বদনে ॥
অতঃপর হরিদাস নৃপতি-আহ্বানে।
উপস্থিত হইলেন নৃপ-সন্নিধানে ॥
পরিপূর্ণ রাজসভা, পাত্রমিত্র যত।
বসেছেন নৃপতিরে করিয়া বেষ্টিত ॥
মৌলবী মলানা * কাজি আদি মুসলমান।
প্রস্তুত পালিতে সদা সরার † বিধান ॥

* কোরাণে যাঁহারা পারদর্শী তাঁহারা মৌলবী এবং মৌলবীগণ অপেক্ষা যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহাদিগকে মলানা বলে।

† মুসলমানদিগের স্মৃতি বা ব্যবস্থা শাস্ত্রকে সরা বা হদিস বলে।

নানাজাতি নানাশ্রেণী দর্শক সকল।
বিচার দেখিতে এল হয়ে কুতূহল ॥
হেন সভামাঝে সাধু ভক্ত বীরবর।
হইলেন শান্ত মনে ধীরে অগ্রসর ॥
প্রফুল্ল বদন তাঁর প্রশান্ত মূরতি।
শ্রীহরির প্রেমমাখা মধুর প্রকৃতি ॥
নাহি চিন্তা নাহি ভয় শিশুর মতন।
নির্ব্বিকার শান্ত ধীর আনন্দে মগন ॥
দেখিলে ও প্রেমমুখ পাষাণ হৃদয়।
অন্ততঃ তিলেক তরে বিগলিত হয় ॥
হরিভক্তে শ্রীহরির প্রসন্ন আনন।
প্রকাশিত হয় ভবে আহা অনুক্ষণ ॥
ব্রহ্মজ্যোতিঃ ব্রহ্মপ্রেম সৌন্দর্য্য তাঁহার।
ভক্তমুখশ্রীতে ব্যক্ত হয় অনিবার ॥
তাইতো ভক্তের শোভা দেখিয়া জগত।
সমাকৃষ্ট মন্ত্রমুগ্ধ হয় অবিরত ॥
তাই হরিদাসে দেখি নৃপতির মনে।
সম্মান করিতে ইচ্ছা হল সেইক্ষণে ॥
সসম্মানে প্রেমভরে নৃপতি তাঁহারে।
জিজ্ঞাসিলা কহ তুমি আমার গোচরে ॥
"কত ভাগ্যে দেখ তুমি হয়েছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তুমি কেন অকারণে কর জাতিপাত ॥
জাতিধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবে নিস্তার ॥
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলমা উচ্চার * ॥"
মায়া-মোহিতের বাক্য শুনি হরিদাস।
অহো বিষ্ণুমায়া † বলি প্রকাশিলা হাস ॥

বলিতে লাগিলা তবে মধুর উত্তর।
"শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর ॥
নাম মাত্র ভেদ কহে হিন্দু ও যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পূর্ণ করি আছে বৎস সবার হৃদয় ॥
সেই প্রভু যারে যদা, লওয়ায় যেমন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন ॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে ॥

* * * *

মহাশয় এবে তুমি করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে দণ্ড করহ আমার ॥" *
ভকতের মধুমাখা যথার্থ বচন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হল মুসলমানগণ ॥
শ্রীহরির বিরচিত মানব-হৃদয়।
স্বভাবতঃ সত্য ধর্ম্মে অনুরক্ত রয় ॥
ভ্রান্তি দেশাচার আদি সকল ত্যজিয়া।
সত্যকে বিশ্বাস করে প্রেমেতে মজিয়া ॥
সকল বিধান হয় একের বিধান।
সব শাস্ত্রে একমাত্র ব্রহ্ম মহীয়ান ॥
"শ্রীহরি ভজনা কর, তাঁর আজ্ঞা পাল।
করিয়া তাঁহারে প্রীতি কাট পাপজাল ॥
সর্ব্বজীবে দয়া কর, ধর্ম্ম প্রেম জ্ঞানে।
সদা সমুন্নত হও এ ভব ভবনে ॥"
এই সব মহাতত্ত্ব সকল বিধানে।
সমভাবে প্রচারিত হয় ভবধামে ॥
সব বৃক্ষে যথা এক রস সঞ্চারিত।
সবদেহে যথা রক্ত হয় প্রবাহিত ॥

---

* মহাত্মা বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্য ভাগবত।
† বিষ্ণু—যিনি সকলকে বেষ্টন করিয়া আছেন, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর। মায়া শব্দে এখানে লীলা বা কার্য্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
* মহাত্মা বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্য ভাগবত।

সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্ম ইচ্ছাপ্রোত।
সবধর্ম্ম বিধানেতে হয় সঞ্চালিত ॥
বিশ্বাসী সে ইচ্ছা দেখি হয় বিমোহিত।
কিন্তু ভ্রান্ত অবিশ্বাসী সেই তত্ত্বামৃত ॥
না পারি করিতে পান রাহুর মতন।
চন্দ্রে গ্রাস করিবারে চাহে অনুক্ষণ ॥ *
ভকতের বাক্য শুনি সভাস্থ সকল।
হইল সন্তুষ্ট সুখী আনন্দে বিহ্বল ॥
কিন্তু সভামাঝে ছিল একটী হৃদয়।
হিংসাদ্বেষে পরিপূর্ণ আবিলতাময় ॥
গোঁড়ামীর অবতার গোঁড়াই দুর্জ্জন।
ভক্তবাক্য করে তারে বৃশ্চিক দংশন।
অর্থলোভী মৃতদেহ বাহক যেমন।
ক্ষণে ক্ষণে করে হরি নাম উচ্চারণ ॥
কিন্তু তাহে ভকতি বৈরাগ্য নাহি হয়।
শ্মশান দর্শনে প্রাণ হয় নিরদয় ॥
ধরাগর্ভ মাঝে গুপ্ত ধনের ভিতরে।
মহা বিষধর সর্প যেমন বিহরে ॥
নিজে না সম্ভোগ করে না দেয় অপরে।
সম্ভোগ করিতে ধন পৃথিবী মাঝারে ॥
সেইরূপ স্বার্থপর বহু জনগণ।
ধর্ম্মের নামেতে করে মণ্ডলী শাসন ॥
নিজ স্বার্থ অভিমান সিদ্ধির কারণ।
ধর্ম্মশাস্ত্র সমাশ্রয় করে অনুক্ষণ ॥

* পুরাণে রূপকপূর্ণ আখ্যায়িকা আছে—দেবতা ও অসুরগণ একদা সমুদ্রমন্থন করেন। সেই মন্থনে সমুদ্র হইতে অমৃত ও বিষ উৎপন্ন হয়। দেবতারা অমৃত পান করেন ও অসুরগণ বিষ ভক্ষণ করে। রাহু নামক অসুর গোপনে কিছু অমৃত পান করায় চন্দ্র তাঁহার মস্তক ছেদন করেন; রাহু সেই ছিন্ন মুণ্ডেই চন্দ্রকে গ্রাস করিতে প্রয়াস পায়। এই রূপকের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক সত্য আছে।

প্রকৃত ধর্ম্মের পথে তাহারা নিয়ত।
কণ্টক রোপণ করে হয়ে বুদ্ধিহত ॥
হেন প্রকৃতির লোক তত্ত্বজ্ঞানহীন।
আছিল গোঁড়াই কাজি ভাবভক্তি-হীন ॥
ভক্তবাক্যে সভাজনে দেখিয়া বিহ্বল।
ভাবিল তাহার চেষ্টা হইল বিফল ॥
শিকার চলিয়া গেলে শিকারী যেমন।
দুঃখিত সন্তপ্ত-চিত্ত হয় অনুক্ষণ ॥
সেইরূপ ভগ্নপ্রাণ কাজি দুরাচার।
বলিল নবাব কাছে করি আবদার ॥
"এই দুষ্ট আরো দুষ্ট করিবে অনেক।
যবন কুলের অগৌরব আনিবেক ॥
এহেতু ইহার শাস্তি কর ভালমতে।
নতুবা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে ॥"
কাজির বচন শুনি নৃপতির মন।
পুনরায় বিচলিত হইল তখন ॥
দুর্ব্বলপ্রকৃতি নৃপ স্বাধীনতাহীন।
সাগরে তৃণের প্রায় ভাসে অনুদিন ॥
অপরের কথা শুনি বিবেক আপন।
পুনঃ পুনঃ বিচারেতে করে বিসর্জ্জন ॥
ইহুদি যাজক হস্তে পাইলট * মত।
হোসেন কাজির হস্তে হলা ব্যবহৃত ॥
ন্যায়ধর্ম্ম সুবিচারে দিয়ে জলাঞ্জলি।
করিতে লাগিলা কার্য্য যেমন পুত্তলী ॥
হায় হেন অবিচার হয় যেই স্থানে।
তাহার মঙ্গল নাহি হয় কোন দিনে ॥
অবিচারে রাজ্য ধন ধরম রতন।
কিছু না থাকিতে পারে জেন অনুক্ষণ ॥

* মহর্ষি ঈশার বিচারক পাইলট ছিলেন। তিনি বলিলেন আমিতো ঈশার কোন দোষ দেখি না, অথচ ইহুদী ধর্ম্মযাজকদিগের উত্তেজনায় বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নিরপরাধ দেবমনুষ্যের প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন।

কিন্তু ভকতের আহা স্বর্গীয় ব্যভার।
ভাবিলে অবাক মুগ্ধ হই অনিবার॥
যাহারা প্রহার করে সেই দুষ্টগণে।
আশীর্ব্বাদ করে ভক্ত কায়বাক্যমনে॥
প্রার্থনা করেন তিনি শ্রীহরিসদনে।
ওহে প্রভো ক্ষমা কর এই দাসগণে॥
কি করিছে এরা তার কিছু নাহি জানে।
ক্ষমা কর দয়াময় এ সব অজ্ঞানে॥
এই তো স্বর্গীয় প্রেম অমরব ঞ্ছিত।
এই তো স্বর্গের শোভা যাহে মুগ্ধ চিত॥
এই তো ব্রহ্মের প্রেম আহা মধুময়।
আত্মপর শত্রু মিত্রে ভেদ নাহি রয়॥
সকলের দোষ ত্রুটি ভুলিয়া সে জন।
আত্মবৎ প্রীতি করে সবে অনুক্ষণ॥
পাপী তাপী অপরাধী সকলের প্রতি।
মাতার মতন ভক্ত করে সদা প্রীতি॥
পুনরায় বঙ্গভূমে করিলা বিধান।
ধন্য ধন্য লীলাময় করুণা-নিধান॥
তব প্রেমলীলা হেরি ওহে প্রেমময়।
একেবারে এ হৃদয় বিগলিত হয়॥
ইহার চরিত পাঠ করিতে করিতে।
শ্রীঈশার কথা মনে উঠে আচম্বিতে॥
কোথা প্যালেষ্টাইন্ আর কোথা বঙ্গভূমি।
পঞ্চদশ শতাব্দীর দূরত্ব এমনি॥
তবু ব্রহ্ম-কৃপা-গুণে দুইটী জীবন।
হইয়াছে একীভূত আশ্চর্য্য কেমন॥
আধ্যাত্মিক রাজ্যে আহা একই নিয়মে।
হইছে শাসিত সবে ব্রহ্মের বিধানে॥
শ্রীঈশার লয়ে হরি যেই অভিনয়।
করিলেন ধরাধামে তাই প্রেমময়॥
পুনঃ বলে মুলুকের পতি আরে ভাই।
"আপনায় শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই॥
নতুবা করিবে শাস্তি সব কাজিগণে।
লঘু শাস্তি নাহি হবে ভাবি দেখ মনে॥"
শুনি বলিলেন হরিদাস মহাশয়।
"ঈশ্বর করেন যাহা তাই মাত্র হয়॥
অপরাধ অনুরূপ ফল পায় নর।
ঈশ্বরের বিধি ইহা যেন নিরন্তর॥
খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি কখন না ছাড়ি হরিনাম॥" *
শুনিয়া তাঁহার বাক্য মুলুকের পতি।
বলিলেন সম্ভাষিয়া কাজিদের প্রতি॥
তোমাদের ইচ্ছা কিবা বলহ এখন।
করিব ইহার প্রতি কিবা আচরণ॥
"কাজী বলে বাইস বাজারে বেড়ি মারি।
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি॥
এতেক প্রহারে যদি এর বাঁচে প্রাণ।
তবে এর বাক্য সত্য হবে সপ্রমাণ॥"
কাজীর বচনে সেই দুর্ব্বল নৃপতি।
আদেশিলা মারিবারে হরিদাস প্রতি॥
যেন সত্য যুগ পুন আসিল ভারতে।
ভকত প্রহ্লাদ যেন পিতার সাক্ষাতে॥
হইছেন পরিক্ষীত, সুরনরগণ।
করিছেন ভকতের পরীক্ষা দর্শন॥
হরিনামপ্রতিবাদী কাজী নৃপ আর।
হিরণ্যকশিপু স্থান করি অধিকার॥
শিশুর মতন ভক্ত হরিদাস প্রতি।
পাপে মুগ্ধ হয়ে করে অত্যাচার অতি॥
ডাকাইয়া ভৃত্যগণে করিয়া তর্জ্জন।
বলে মেরে ফেল এরে করিয়া পীড়ন॥

---

* উপরোক্ত বাক্যগুলি ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের রচিত চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

রাজাজ্ঞায় ভৃত্যগণ হরিদাসে লয়ে।
গেল চলে প্রহারিতে বাজার বেরিয়ে ॥
প্রকাণ্ড গোউড় পুরী জনতাপূরিত।
হিন্দু মুসলমান তাহে বসে অবিরত ॥
দুর্দ্দান্ত অসুরসম পাইকসকল।
বাজারে বাজারে মারে ভক্তে অবিরল ॥
দয়ার্দ্রহৃদয় কত বঙ্গ নর নারী।
ভক্তের দুর্দ্দশা হেরি ত্যজে অশ্রুবারি ॥
কেহ নৃপে অভিশাপ করে অবিরত।
ভৃত্যগণে অনুনয় করে কেহ কত ॥
বাজারে বাজারে তাঁরে বেড়ি দুষ্টগণে।
নির্জীব করিতে মারে মহাক্রোধমনে ॥
ভক্ত দুঃখ দেখি আহা দুঃখী বঙ্গমাতা।
বিরলে কান্দিছে যেন হইয়া দুঃখিতা ॥
অনুক্ষণ হরিনাম করিছে ভকত।
নামানন্দে প্রাণ তাঁর সতত পুরিত ॥
ব্রহ্মে মগ্ন হয়ে আহা চিদানন্দ দেশে।
বিহরিছে অবিরাম ভাবের আবেশে ॥
বিষয়ে আসক্ত জন দেহের অধীন।
দেহের ক্লেশেতে তাঁরা একান্ত মলিন ॥
কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিহরে যে জন।
আত্মার অধীন হয় তাঁর দেহ মন ॥
জীবনমুক্ত দ্বন্দ্বাতীত বিশ্বাসী সুজন।
ব্রহ্মানন্দে দেহক্লেশ হন বিস্মরণ ॥
এত যে প্রহার করে তবু হরিদাস।
নাহি মরে নাহি ত্যজে সকাতর শ্বাস ॥
দেখিয়া পাইক সবে অবাক হইল।
কি আশ্চর্য্য লোক ইনি ভাবিতে লাগিল ॥
কত লোক দেখিলাম দু তিন বাজারে।
মারিতে না মারিতেই যায় যম ঘরে ॥
কিন্তু বাইস বাজারেতে করিনু প্রহার।
তবু নাহি মরে এই কিবা চমৎকার ॥
বলাবলি করে তারা না মরিলে ইনি।
বলিবে সকলে এরে আমরা মারিনি ॥
ভৃত্যদের কথা শুনি ভকতের মন।
তাদের বিপদ ভাবি গলিল এখন।
ধর্ম্মার্থে পরার্থে যার উৎসর্গ জীবন।
আশ্চর্য্য রহস্যময় তারা অনুক্ষণ ॥
পৃথিবীর ঊর্দ্ধদেশে অতি উচ্চ স্থানে।
স্থিতি করে সে জীবন ব্রহ্মকৃপাগুণে ॥
বদ্ধজীব আপনাতে কেন্দ্রীভূত রয়।
তার চেষ্টা তার কার্য্য ভাবনা নিচয় ॥
আপন সুখ সাধনে নিত্য নিয়োজিত।
অপরের দুঃখ হেরি নহে ব্যাকুলিত ॥
কিন্তু আত্মত্যাগী সাধু ভক্ত মহাজন।
কেবল জীবের জন্ত সদা ব্যস্ত রন ॥
জীবদুঃখে তাঁর দুঃখ জীবসুখে সুখ।
আপনার সুখতরে সতত বিমুখ ॥
বলিলেন ভৃত্যগণে প্রেমিক ভকত।
আমি মলে যদি হয় তোমাদের হিত ॥
দেখ সবে, আমি তবে মরিব এখন।
এত বলি হলা ভক্ত ধ্যানেতে মগন ॥
মহাধ্যানে নিমগন কিবা চমৎকার।
মৃতবৎ দেহ তাঁর হইল অসাড় ॥
ভৃত্যগণ মৃত ভাবি প্রেমিক ভকতে।
নৃপতির সন্নিধানে লইল ত্বরিতে ॥
মৃতদেহ দেখি তবে বলিল নৃপতি।
মাটীতে প্রোথিত এরে কর শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়া বলিল সেই কাজী দুরাশয়।
সমাধি প্রদানে হবে স্বরগ নিশ্চয় ॥
অতএব নদীগর্ভে ফেলে দাও এরে।
তাহলে পাইবে শাস্তি নরক মাঝারে ॥
হায় ধিক্ ধর্ম্মান্ধতা! মরিলেও নরে।
করুণা না হয় তোর সংসার ভিতরে ॥

তোর শিষ্যগণে তুই প্রতিহিংসানলে।
পোড়াইয়া ভস্মরাশি করিস্ ভূতলে ॥
নাহি রহে মনুষ্যত্ব সে সব জীবনে।
পশু হতে নীচ তারা হয় এ ভুবনে ॥
ধর্ম্মে অন্ধ হয়ে তারা অপর বিধান।
অসত্য বলিয়া সদা করে হেয় জ্ঞান ॥
নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অপর সকলে।
ভাবে দগ্ধ হবে সদা নরক অনলে ॥
"লোকাচার দেশাচার হদিস পালন।
ধর্ম্মান্ধের মূলমন্ত্র ইহা অনুক্ষণ ॥"
কিন্তু নীতি সদাচার প্রেম পুণ্য জ্ঞান।
সারল্য বিশ্বাস ভক্তি দয়া সুমহান ॥
এ সবার প্রতি তারা হয়ে দৃষ্টিহীন।
অন্ধকূপে পড়ি কাল কাটে অনুদিন ॥
কবে ওহে দীননাথ ধরাধাম হতে।
ধর্ম্মান্ধতা দূরে যাবে তোমার কৃপাতে ॥
বিশ্বাস উদার নীতি সহিষ্ণুতা প্রীতি।
বর্ষিবে অমৃতধারা বিশ্বে নিরবধি ?
বাহ্য অনুষ্ঠান হতে নীতি ভকতিতে।
অনুরাগী হবে জীব কবে এ জগতে ?
অবাধে মানব কবে বিশ্বাস আপন।
নীতিমান হয়ে সদা করিবে পালন ?
হেন শুভদিন হরি আন এ জগতে।
এই ভিক্ষা চিরদাস যাচে তব পদে ॥

বিশ্বাসের জয় এবং ভক্ত বিশ্বাসী হরিদাসের জীবনের প্রভাব বিস্তার।

কাজীর বচনে, সাধু ভক্ত জনে,
মৃতজ্ঞানে নদী জলে।
রাজভৃত্যগণ, করিল ক্ষেপণ,
নিরদয় অবহেলে ॥
ভাসিতে ভাসিতে, দেহ তথা হতে,
নদিতীরে উত্তরিল।
হয়ে সচেতন, ভকত সুজন,
জল হতে তীরে গেল ॥
তটিনীর তীরে, গোফার ভিতরে,
বসিয়া ভকতবর।
প্রেমে মত্ত হয়ে, সানন্দ হৃদয়ে,
করে নাম নিরন্তর ॥
দশ দিক ভরি, উঠিল আমরি,
ভকত প্রশংসাধ্বনি।
মরে পেল প্রাণ, হেন ভাগ্যবান,
কোথা নাহি দেখি শুনি ॥
অসম্ভব কথা, মধুর বারতা,
শুনি কত নরনারী।
অনুরাগ ভরে, ভক্তে দেখিবারে,
এল সবে ত্বরা করি ॥
হোসেন নৃপতি, ভক্তের সুখ্যাতি,
শুনি বিচলিত হল।
হায় কি করিনু ভক্তে প্রহারিনু,
কেন এ দুর্ম্মতি হল ॥
এহেন প্রকারে, অনুতাপ করে,
ভক্তে হেরিবার তরে।
চলিলেন সেথা, ভক্তজন যথা,
মগন নামসাগরে ॥
ভক্তের সদনে, গিয়া ক্ষুণ্নমনে,
বলিলেন নরপতি।
আমি অভাজন, তোমারে পীড়ন,
না বুঝি করিনু অতি ॥
প্রকৃত ভকত, প্রেমিক সুব্রত,
সিদ্ধ মহাজন তুমি।

তোমার মতন, ধার্ম্মিক এমন,
দেখি নাই কভু আমি ॥
অজ্ঞান পাপীরে, ক্ষম কৃপা করে,
ওহে ভক্ত নির্ব্বিকার ॥
শত্রু মিত্র জন, কিম্বা পরিজন,
সকলি তুল্য তোমার ॥
যেখানে যেমন, সাধন ভজন,
করিবারে ইচ্ছা হয়।
কেহ বাধা তায়, দিবেনা তোমায়,
বলিনু হে মহাশয় ॥
নৃপ-বাক্য শুনে, ভক্ত হৃষ্টমনে,
ক্ষমা আশীর্ব্বাদ করে।
হরি নাম করে, প্রফুল্ল-অন্তরে,
গেলা ফুলিয়া নগরে ॥
তথা ভক্তদল, ব্রাহ্মণ সকল,
ভকতে করি বেষ্টন।
হেরিয়া তাঁহারে, আনন্দ-সাগরে,
হইলা সবে মগন ॥
বলিলা ভকত, ওহে বিপ্র যত,
ভেবনা মম কারণ।
প্রভুর নিন্দন, করিয়া শ্রবণ,
হইল মোর শাসন।
অল্প দণ্ড দানে, এপাপী সন্তানে,
মুক্ত কৈলা নিরঞ্জন।
হরিনিন্দা শুনে, জীব নিশিদিনে,
নরকে করে গমন ॥
তাই কৃপা করে, শ্রীহরি আমারে,
করি লঘু দণ্ড দান।
করিলা উদ্ধার, হরি গুণাধার,
ধন্য সে কৃপানিধান ॥
বিপ্রদের সঙ্গে, শ্রীহরি-প্রসঙ্গে,
কাটে কাল ভক্তবর।
তাঁরে পেয়ে সবে, সুখী এই ভবে,
হইলেন নিরন্তর ॥
যে বিধান তরে, সংসার ভিতরে,
প্রেরিত ভকত জন।
তাহার জোয়ার, বহিল আবার,
সাগর-তরঙ্গ হেন।
নদীয়া-গগনে, ব্রহ্মকৃপাগুণে,
উদিল গৌরাঙ্গ শশী।
যার আকর্ষণে, ভকত-জীবনে,
উথলিল উর্ম্মি রাশি ॥
এর প্রাণনদী, সে প্রেমবারিধি,
মাঝারে পশিল আজ।
একাকী যে ছিল, এবে সে পশিল,
ভকতসমাজ মাঝ ॥
ভক্তির তরঙ্গে, মিশি নিত্যরঙ্গে,
সদা সহচর সনে।
শ্রীহরির বিধি, পালে নিরবধি,
সপ্রেম সানন্দ মনে ॥
ভক্তির বিধান, দলে মূর্ত্তিমান,
দলে ভকতের প্রীতি।
পক্ষিজাতিপ্রায়, ভকত ধরায়,
চাহে দল নিতি নিতি ॥
এ হেন দলেতে, শ্রীহরি ভকতে
আনিলেন কৃপাকরে।
ভকতসমাজ, অপরূপ সাজ
ধরিল বঙ্গ মাঝারে ॥
ধন্য গুণাধার, বিধান তোমার
ধন্য হে ভকত তব।
ধন্য বঙ্গভূমি, যাহে নাথ তুমি
করিলে এ লীলা সব ॥
ভক্ত যেই কুলে, জন্মিলা ভূতলে
সেই মুসলমান জাতি।

ধন্য ধন্য আজ, হল ধরামাঝ
বাড়িল তার সুখ্যাতি ॥
ওহে প্রেমময়, হইয়া সদয়
দুঃখিনী বঙ্গের প্রতি।
হিন্দু মুসলমানে, প্রেমের বন্ধনে
বাঁধ নাথ শীঘ্রগতি ॥
আমা সবে নাথ, কর আশীর্ব্বাদ
যেন হরিদাস প্রায়।
পরীক্ষা তোমার, বহি অনিবার
হই তব এ ধরায় ॥
পরীক্ষা বিহনে, বিশ্বাস জীবনে
নাহি হয় দৃঢ়তর।
পরীক্ষা বিহনে, আত্মা এ ভুবনে
না হয় উন্নততর ॥
তোমা ধন লাগি, ভক্ত অনুরাগী
পরীক্ষা দুঃখ বিপদ!
পার্থিব যে ধন, ত্যজে অনুক্ষণ
পান দুঃখে সুখ কত ॥
তোমার কারণ, দুঃখ উৎপীড়ন
সহিতে পারি হে যেন!
বিপদ আঁধার, রাজকারাগার
দারিদ্র্য দুঃখ মরণ ॥
কিছুতেই যেন, তোমার বিধান
নাহি ত্যজি দীননাথ।
তব ও চরণে, কায়বাক্যমনে
যাচি এই আশীর্ব্বাদ ॥

ত্রিংশ লহরী।

প্রেমভক্তির মহাবিধান।

বিশ্বপ্রেমিক মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ।

বঙ্গদেশ।

প্রকৃতির প্রিয়স্থান, সুচারু শোভানিদান
বঙ্গদেশ ভারত-রতন।
পৃথিবীর তীর্থভূমি, অনন্ত ঐশ্বর্য্যখনি
মুগ্ধ যাহে জগতের মন ॥
সরোবরে পদ্মপ্রায়, শোভে দেশ এ ধরায়
প্রকৃতির মহাবক্ষস্থলে।
ব্রহ্মের করুণাস্রোত, বহে তেথা অবিরত
দিবানিশি প্রেমের হিল্লোলে ॥
উত্তরে গিরীশ ক্রোড়ে, অপরূপ শোভা ধরে
নেপাল ভোটান আদি দেশ।
গভীর বঙ্গোপসাগর, ধৌত করে নিরন্তর
দক্ষিণেতে বঙ্গপাদদেশ ॥
পূর্ব্বে চীন ব্রহ্মদেশ, ধরি মনোহর বেশ
শোভা পায় তথা অনুক্ষণ।
ধরম-বীরত্ব-খনি, পশ্চিমে বিহার ভূমি
মহাশোভা করিছে ধারণ ॥
বঙ্গের অর্দ্ধাঙ্গ প্রায়, আসাম নিত্য ধরায়
বঙ্গের গৌরব করে গান।
উড়িষ্যা বিহার দেশ, বঙ্গসনে সবিশেষ
যোগযুক্ত রহে অবিরাম ॥ *

---

* বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা একশাসনসূত্রে বহুকাল যাবৎ গ্রথিত থাকিয়া বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সী নামে অভিহিত ছিল। মুসলমান শাসন সময়ে ইহা সুবে বাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত ছিল। এক্ষণে বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গের প্রাণের ধন, প্রাগ্‌জ্যোতিষ* অনুক্ষণ
এক দেশ, ভিন্ন কভু নয়।
এক ভাষা এক জাতি, দোঁহার একই গতি
এক ভাবে সঞ্জীবিত রয়॥
হিমাদ্রির গর্ভ হতে, ব্রহ্মপুত্র তিব্বতেতে
জন্ম লভি বঙ্গে অবিরাম।
ঢালিছে জীবনস্রোত, শীতলিছে অবিরত,
বাঁচাইছে বাঙ্গালীর প্রাণ॥
পশ্চিমেতে ভাগীরথী, বহিতেছে নিরবধি
সুপবিত্র সলিল তাহার।
ব্রহ্ম করুণার গাথা, তরঙ্গে গাহিয়া তথা
করিতেছে মহিমা প্রচার॥
কত নদী প্রস্রবণ, গিরি বন উপবন
শোভা করে বঙ্গের মাঝারে।
শ্যামল শস্যের ক্ষেত্র, বিরাজ করে সর্ব্বত্র
দেয় অন্ন বাঙ্গালী সবারে॥
সুজলা সুফলা স্থান, ধনশালী ভাগ্যবান্
সমতল অতি সুবিস্তৃত।
সুমিষ্ট সুস্বাদু ফল, তরুগণ অবিরল
দান করে জীবে অবিরত॥
হেথা ষড়ঋতুগণ, করে ক্রমে সঞ্চরণ
সুখী করে মানবে নিয়ত।
অল্প শ্রমে বহু ফল, লভে কৃষকের দল
অল্পে হয় জীবিকা সঞ্চিত॥
পাখীর কাকলী স্বরে, পরাণ আকুল করে
প্রকৃতির সুষমা নেহারি।
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, ভক্ত কবি নিরবধি
রহে হেথা আপনা পাসরি॥
এদেশের নরনারী, কোমল প্রকৃতিধারী
দয়ামায়া আদিতে ভূষিত।
অল্পে তুষ্ট বুদ্ধিমান, সরল ভাব প্রধান
গৃহসুখে সুখী অবিরত॥
প্রশান্ত মহাসাগর, রহে স্থির নিরন্তর,
কিন্তু যদি ঝড় বহে তায়।
পর্ব্বত পরাস্ত করি, উত্তাল তরঙ্গ মরি
উঠি করে আকুল ধরায়॥
স্বভাবতঃ এই জাতি, হীনবল শান্তমতি
সাহসবিহীন অনুদার।
কিন্তু ভক্তি ঝড় যদি, বহে বঙ্গে নিরবধি
ধরে বঙ্গ প্রচণ্ড আকার॥
বারুদ রাশির মাঝে, অনল যদ্যপি পশে
মহানল উপজে তাহায়।
তেমনি বঙ্গের মাঝে, ঘুমন্ত শকতি আছে
জেগে উঠে শ্রীহরিকৃপায়॥
বঙ্গের প্রাণের ধন, হিন্দু মুসলমানগণ
আর যত গারো কুকি খসি।*
ব্রহ্মের প্রসাদ-বারি, হেথা দিবা বিভাবরী
পান করে বঙ্গক্রোড়ে বসি॥
দুর্ব্বল সন্তানতরে, মাতা যথা এ সংসারে
সদা যত্ন করে অতিশয়।
তেমতি বিশ্বজননী, দেখে বঙ্গে অনাথিনী
যুগে যুগে ধর্ম্ম বিধিচয়॥
পাঠালেন হেথা কত, সে বিধিতে সঞ্জীবিত
হইতেছে বঙ্গবাসী যত।
বহু সাধু মহাজন, প্রেরিত ভকতগণ
কবি দার্শনিক আদি কত॥
বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল, করিতেছে অবিরল
শ্রীহরির করুণার গুণে।
হেথায় গৌরাঙ্গ মোর, হইয়া প্রেমে বিভোর
মহাভক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ সনে॥

---

* আসামকে প্রাগ্‌জ্যোতিষদেশ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

* গারো কুকী, খসিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণও বঙ্গের অধিবাসী।

প্রেম ভকতির বিধি, প্রচারিলা নিরবধি
শ্রীহরির পবিত্র আদেশে।
সবার মুকতি তরে, প্রেমধন ঘরে ঘরে
বিতরিলা সন্ন্যাসীর বেশে॥
আপন শোণিতে যথা, শ্রীঈশা পাপীর ব্যথা
নিবারিলা করি আত্মদান।
তেমতি প্রেমাশ্রুস্রোতে, পাপী জগতের চিতে
আঁকিলেন নূতন বিধান॥
হেথা শ্রীরামমোহন, ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুপম
ঘোষিলেন সিংহপরাক্রমে।
দেবেন্দ্র তাঁহার পরে, ব্রহ্ম-অনুরাগ ভরে
ব্রাহ্মধর্ম্ম পালিলা জীবনে॥
ব্রহ্ম জ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান
করিল আবার আর্য্য ভূমি।
নবযুগে পুনরায়, ঋষিবংশ এ ধরায়
আনিলেন ভারতের স্বামী॥
হরিলীলা-রসময়, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়
করিবারে পৃথিবী মাঝারে।
দলসহ শ্রীকেশবে, পাঠাইয়া এই ভবে
নববিধি করিলা প্রচার॥
নববিধানের স্রোত, বঙ্গ হতে অবিরত
গোমুখীর ধারার মতন।
চারি মহাদেশ পানে, ব্রহ্মের কৃপা-বিধানে
ছুটিতেছে আহা অনুক্ষণ॥
নানা দল এক করি, ভকত-বিহারী হরি
ভিক্টোরিয়া * পদ্ম মনোহর।
সৃজিলেন বঙ্গভূমে, যাহার মধুরাঘ্রাণে
পরিপূর্ণ দিগ্‌দিগন্তর॥

যেমন সিথিয়া * হতে, জনস্রোত এ জগতে
পুরাকালে হয়েছে সঞ্চার।
সেইরূপ বঙ্গ হতে, নবশক্তি এ ধরাতে
নবযুগে হইল প্রচার॥
পৃথিবীর নরনারী, লয়ে সবে বিশ্বেশ্বরী
করিবেন এক পরিবার।
নিজে পবিত্রাত্মা হয়ে, সকল জীবহৃদয়ে
করিবেন আনন্দে বিহার॥
হবে ধরা স্বর্গধাম, পাবে জীব পরিত্রাণ
গাবে সবে জননীর নাম।
হিংসা দ্বেষ অভিমান, হবে সব অন্তর্ধান
পূর্ণ হবে জীবমনস্কাম॥
এ হেন পবিত্র দেশে, এসেছি তব আদেশে
ওগো বিশ্বজননী আমার।
এদেশের ধূলি মম, স্বর্গীয় কাঞ্চন সম
এই দেশ প্রেমের ভাণ্ডার॥
তাই নাথ ও চরণে, যাচি ভিক্ষা কায়মনে
কর দাসে হেন আশীর্ব্বাদ।
বঙ্গবাসী নারীনরে, ভালবাসি অকাতরে
লভি যেন তোমার প্রসাদ॥
বঙ্গের উন্নতিতরে, এ জীবন প্রেমভরে
করি যেন ও পদে অর্পণ॥
জীবনে নববিধান, পালি নাথ অবিরাম
করি তব বিধান ঘোষণ॥
প্রিয় বঙ্গবাসী জনে, তোমার প্রেম-আহ্বানে
আনি যেন তব পদতলে।
গৌরাঙ্গ কেশবদাস, হয়ে যেন চিরদাস
ভাসি যেন প্রেমের হিল্লোলে॥

* ভিক্টোরিয়া নামে একপ্রকার পদ্ম আছে তাহা অত্যন্ত বৃহৎ এবং পরম মনোহর। এরূপ পদ্ম আর দৃষ্ট হয় না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি দল এক করিয়া নববিধানরূপ ভিক্টোরিয়া পদ্ম ঈশ্বর বঙ্গদেশে সৃষ্টি করিয়াছেন।

* পুরাতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, এই স্থানে প্রথমে মনুষ্যগণ ভগবানকর্ত্তৃক সৃজিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান হইতে ক্রমে পৃথিবীর নানা স্থানে মানববংশ বিস্তৃত হইয়াছে।

হে প্রভো করুণাসিন্ধু, পতিতজনের বন্ধু,
বঙ্গদেশ করহ উদ্ধার।
মূর্ত্তিপূজা জাতিভেদ, সম্প্রদায়ে ভেদাভেদ,
অবিশ্বাস অপ্রেম বিচ্ছেদ ॥
দূর করি প্রেমময়, কর ধর্ম্মসমন্বয়,
নাশ কর পাপ তাপ খেদ।
তোমার চরণে ধরি, এই ভিক্ষা করি হরি,
পাদপদ্মে করি নমস্কার ॥
তুমি অখিলের পতি, তুমি এ দাসের গতি.
এক তুমি সম্বল আমার ॥

বিধানের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা।

(১)

বঙ্গদেশরূপ সোণার তরণী,
দুঃখের সাগরে দিবস রজনী,
ভাসিতেছে আহা, অবশ হয়ে।
অধীনতা-মেঘ, অজ্ঞান আঁধার,
ঘেরিয়াছে হায় তার চারিধার,
কান্দে বঙ্গবাসী প্রাণের ভয়ে ॥

(২)

নাই হাল, নাই দিগ্দরশন,
করিছে ঝটিকা বিকট স্বনন,
সমাজের বক্ষে, তরঙ্গ তুলি।
তরঙ্গ আঘাতে ডুবু ডুবু তরি,
আশার আলোক, কোথা নাহি হেরি,
আছে বঙ্গবাসী, আপনা ভুলি ॥

(৩)

কুশাসনে ঝরে নয়নের নীর,
পাপ অত্যাচারে সবাই অধীর,
অন্তরে বাহিরে যাতনা-[illegible]।
বোবার বেদনা যেমন জগতে,
না পারে সহিতে না পারে কহিতে,
তেমনি দুর্দ্দশা, হল বাঙ্গলার ॥

(৪)

জাতির পীড়নে, ভয় প্রলোভনে,
দলে দলে হিন্দু, সমাজ বন্ধনে
ছেদিয়া হইল, মুসলমান।
নিম্নশ্রেণী হিন্দু চির পদানত,
উচ্চশ্রেণী তারে ঘৃণে অবিরত,
সমাজে তাহার নাহিক মান ॥

(৫)

সাধু ভক্ত হোক, তথাপি তাহার
সহবাসে পাপ ভাবি অনিবার,
ত্যজিছে তাহারে ব্রাহ্মণগণ।
চণ্ডাল মেথর আদি নরগণে,
অস্পৃশ্য বলিয়া ত্যজিছে ব্রাহ্মণে,
সহিছে নীরবে দুঃখ-দাহন ॥

(৬)

বিদ্যা-জ্ঞান-হীন পশুর মতন,
কাটে কাল তারা ভবে অনুক্ষণ,
পশুর মতন ঘৃণিত হয়ে।
সমাজের ভিত্তি, দেশের সম্বল,
যারা সমাজের পদশক্তিবল,
তার হেন দশা বঙ্গ আলয়ে ॥

(৭)

সম্মান উন্নতি ধর্ম্মে অধিকার,
মানব হৃদয় চায় অনিবার,
ঘৃণিত জীবন কে চাহে বল?
হিন্দু সমাজের হেন দশা হেরি,
দলে দলে কত হিন্দু নরনারী,
ত্যজি হিন্দুধর্ম্ম, বিধর্ম্মী * হল ॥

* ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। অধার্ম্মিক এরূপ অভিপ্রায় উদ্দেশ্য নহে।

(৮)

সকলের প্রতি সহ অনুভূতি,
সম্পদে বিপদে সবাকারে প্রীতি,
জাতীয় বন্ধন, ঐক্যের মূল।
সে প্রীতি অভাবে, হায় হিন্দুজাতি,
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে দিবারাতি,
কি দশা হয়েছে, পাঠককুল ॥

(৯)

শুধু ইহা নয় বাহ্য অনুষ্ঠান,
হরিছে সতত ধরমের প্রাণ,
ভাবহীন হয়ে, বঙ্গমাঝারে।
উচ্চ নীচ শ্রেণী সবাই সমান,
করে ভাবহীন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
পৌত্তলিক হয়ে মতি একেবারে ॥

(১০)

কাম্যকর্ম্মে প্রায় সবাই মগন,
অতি অল্প করে নিষ্কাম সাধন,
বিষয়সুখেতে প্রমত্ত নর।
ভক্তিহীন শুষ্ক ভাবে নর নারী,
কাটায়ে জীবন দিবা বিভাবরী,
দেহের সেবায় হয়ে বিভোর ॥

(১১)

কাশী নবদ্বীপ প্রভৃতি নগরে,
আছে বিদ্যাচর্চ্চা বিবিধ আকারে,
কিন্তু প্রেম তাহে দেখিনা আর।
স্মৃতি-ন্যায়চর্চ্চা হয় টোলে টোলে,
বেদান্তের শুষ্ক মত নানা স্থলে,
কত জ্ঞানী জন করিছে সার ॥

(১২)

প্রেমপূর্ণ শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ভুলি,
"অহংব্রহ্ম" বাদে, পণ্ডিতমণ্ডলী,
আত্মহারা হয়ে, রয়েছে ভবে।
ছাড়ি কর্ম্মকাণ্ড সন্ন্যাসীর দল,
নানা তীর্থভূমে ভ্রমে অবিরল,
পরম আনন্দ না পেয়ে সবে ॥

(১৩)

অমার ন্যায়ের * কঠিন প্রহারে,
প্রকৃত বিশ্বাস বঙ্গের মাঝারে,
হইয়াছে যেন অন্তরধান ॥
বিদ্যাবান্ জন তর্কপ্রিয় অতি,
হইয়াছে বঙ্গে; প্রকৃত ভকতি,
লুকায়েছে হায়, প্রেম বয়ান ॥

(১৪)

লোকাচার রক্ষা করিবার তরে,
আপনার স্বার্থ, ভবে সাধিবারে,
করিতেছে কেহ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ॥
কেহ ভয়ে কেহ ফল কামনায়,
গতানুগতিক † ভ্রান্ত ধারণায়,
বাহ্যিক ক্রিয়াতে আছে মুহ্যমান ॥

(১৫)

শুদ্ধব্রহ্মজ্ঞান করিতে প্রচার,
বিনাশিতে জাতি-ভেদ অনিবার,
আসিল যে বিধি বঙ্গভুবন।
শিবপ্রবর্ত্তিত ‡ হেন পুণ্যবিধি,
ত্যজি শাক্তগণ বঙ্গে নিরবধি,
স্বেচ্ছাচারে এবে হল মগন ॥

---

* ন্যায়শাস্ত্রের।

† গতানুগতিক অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ও পূর্ব্ব পুরুষগণ এই কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং ইহা করিতে হয়, এই ধারণায় অনেকে কার্য্য করিতেন।

‡ মহাযোগী মহাজ্ঞানী মহাত্মা শিব ভারতে ব্রহ্মজ্ঞান বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কালসহকারে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মধ্যে নানাপ্রকার অনাচার প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমান তান্ত্রিক পূজাদি তাহার প্রমাণ।

* (১৬)

সুবিধানুসারে, তন্ত্রবিধি সনে,
বেদ পুরাণেরে মিশায়ে যতনে,
ধর্ম্মের মস্তকে আঘাত করি।
মদ্যমাংসাহারে পাপ ব্যভিচারে,
মজিল অনেকে, বুদ্ধির বিকারে,
পাপেতে ডুবিল, বঙ্গের তরি ॥

(১৭)

বিপদ একাকী না আসে কখন,
পাপ অন্ধকারে বঙ্গ নিমগন,
স্বাধীনতাহীন দীন মলিন।
তাহে জাতিভেদ কঠোর আকার
ধরি, বঙ্গবক্ষে করিছে প্রহার,
আহা বাঙ্গলার কিবা দুর্দ্দিন ॥

(১৮)

যদি হিন্দু কেহ রাজার পীড়নে,
মুসলমান অন্ন খায় কোন দিনে,
তখনি সমাজ ত্যজিছে তারে।
মৃত্যু বিনা অন্য প্রায়শ্চিত্ত তার,
হত না বঙ্গেতে কখনও আর,
কে হেন অন্যায় সহিতে পারে ?

(১৯)

এইরূপে কত আর্য্যের সন্তান,
সমাজপীড়নে হল মুসলমান,
জাতীয় বন্ধন শিথিল হল।
এদিকে প্রবল ঝটিকার মত,
মুসলমান তেজ বাড়ে অবিরত,
যেন প্রলয়ের ভীম অনল ॥

(২০)

মূর্ত্তিপূজাত্যাগী একেশ্বরবাদী,
কঠোরপ্রকৃতি মুসলমানজাতি,
ম্লেচ্ছাচারে রত ভারত মাঝে।
হিন্দুপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নিয়ত,
বিষয় উল্লাসে রহে সদা স্ফীত,
গ্রাসিবারে ব্যস্ত হিন্দু সমাজে ॥

(২১)

দয়া কোমলতা স্বপ্রেম ব্যভার,
হিন্দুপ্রকৃতির ভাব সমুদায়,
ত্যজিয়াছে যেন তাদের প্রাণ।
কঠিন প্রস্তরে গঠিত হৃদয়,
দয়ামায়াহীন নীরসতাময়,
জনহীন মরুভূমি সমান ॥

(২২)

কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় হিন্দুদের মত,
ক্ষত্রভাবাপন্ন জীবহিংসারত,
চিত্রবিদ্যা আর সঙ্গীতহীন।
মানবের প্রাণে প্রেমকোমলতা,
দেবদূতপ্রায় ঢালে যাহা সদা,
তা'বিনে হৃদয়, হয় মলিন ॥

(২৩)

বাঙ্গলার হেন দুরগতি মাঝে,
একটী দেউটী অপরূপ সাজে,
আঁধার প্রান্তরে দীপের মত।
আঁধার গগনে তারকার প্রায়,
শোভে সে জীবন আহা এ ধরায়,
বিশ্বাসীর প্রাণ করি পুলকিত ॥

(২৪)

ভক্ত কমলাক্ষ শ্রীহট্টনিবাসী,
পরম ভকত পণ্ডিত বিশ্বাসী,
শান্তিপুরে আসি করিলা বাস ॥

---

* শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের প্রণীত বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস নামক মূল্যবান্ গ্রন্থ আমরা পাঠক মহোদয়দিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে তাৎকালিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মাধবেন্দ্র * কাছে হইয়া দীক্ষিত,
অদ্বৈত নামেতে হয়ে পরিচিত,
হইলেন বঙ্গে হরির দাস ॥

(২৫)

স্থানীয় দেশীয় ভক্তগণ সনে,
প্রচারিতা হরি ভকতি গোপনে,
কান্দিতেন বঙ্গ দুর্দ্দশা হেরি।
স্বদেশানুরাগী তাঁহার মতন,
কেবা আছে বল বঙ্গনিকেতন,
কেবা বাসে ভাল পরাণ ভরি ॥

(২৬)

দেশের দুর্গতি পাপ অবিশ্বাস,
হেরি ভক্ত ত্যজি দুঃখের নিশ্বাস,
জীবন-বল্লভে কাতর প্রাণে,
ডাকিতেন সদা ব্যাকুল অন্তরে,
নানারূপ ব্রত উপবাস করে,
নিযুক্ত সতত জীব-কল্যাণে ॥

(২৭)

প্রার্থনা করিত প্রেমিক ভকত,
"ওহে দয়াময়, হয়ে প্রকাশিত,
জীবের দুর্গতি ত্রিতাপ হর।
ভকতি হীনতা পাপ অবিশ্বাস,
ওহে দীননাথ কর এসে নাশ,
পতিত-পাবন তুমি ঈশ্বর ॥

(২৮)

এহেন প্রেমিক স্বদেশ-বৎসল,
ভকত বিশ্বাসী কোথা আছে বল ?
কেবা আছে আর, অদ্বৈত মত ?

জীবদুঃখে আহা হয়ে বিগলিত,
শ্রীহরিচরণে কে যাচে নিয়ত,
সাধিতে দেশের প্রকৃত হিত ॥

(২৯)

ব্রহ্মকৃপাবিনে দেশের মঙ্গল,
কে পারে সংসারে সাধিবারে বল ?
একমাত্র তিনি জীবের গতি।
হেন কৃপাভিক্ষা করে যেই জন,
স্বদেশ-হিতৈষী সেই তো সুজন,
তাহাতে কৃতজ্ঞ থাকুক মতি ॥

(৩০)

ভারতের হেন দুঃখ বিড়ম্বনা,
তাহে ভকতের ব্যাকুল প্রার্থনা,
জীবের নীরব ক্রন্দন ধ্বনি।
হেরিয়া পিতার প্রেমপারাবার,
উচ্ছ্বসিত হয় ভবে অনিবার,
বিধান আকার ধরে অমনি ॥

(৩১)

যাঁহার করুণা বহিছে নিয়ত,
জাহ্নবীর পুণ্য সলিলের মত,
যাঁর করুণায় পাষাণ গলে।
মরুভূমি যাঁর করুণার গুণে,
ভেসে যায় সদা প্রেমের প্লাবনে,
মৃতজন প্রাণ পায় ভূতলে ॥

(৩২)

যাঁর করুণায় পাপী পুণ্যবান,
সমভাবে ভবে পায় পরিত্রাণ,
যিনি দীনবন্ধু পাপি-বৎসল।
জীবদুঃখ হেরি, করুণা তাঁহার,
উদাসী হয়ে কি পারে থাকিবার ?
তিনি বিশ্বমাতা, জীবের বল ॥

* মাধবেন্দ্রপুরী নামক একজন মাধ্বাচার্য্যের মতাবলম্বী ভক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন।

(৩৩)

তাই ভারতের দুর্গতি নেহারি,
ভারতের বন্ধু পাপি-সখা হরি,
পাঠাল বঙ্গেতে, গৌরাঙ্গ ধনে।
আঁধারে আলোক ফুটিল আবার,
প্রেমচন্দ্রিমায় ছাইল সংসার,
বহে আশাবায়ু, নিরাশ মনে॥

(৩৪)

দীর্ঘ অনাবৃষ্টি পরেতে আবার,
শ্রাবণের ধারা সম চারিধার,
প্রেমের প্লাবন বঙ্গে বহিল।
গৌরচন্দ্রোদয়ে জীবনজলধি,
প্রেমে উচ্ছ্বসিত হল নিরবধি,
নবীন আনন্দে বঙ্গ পূরিল॥

(৩৫)

আনন্দের হাসি বঙ্গওষ্ঠাধরে,
পুন দেখা দিল বহু দিন পরে,
পাপ অন্ধকার চলিয়া গেল।
গৌরাঙ্গপ্রমুখ ভক্তগণ লয়ে,
চিন্ময় শ্রীহরি নিজে বঙ্গালয়ে,
ভকতজীবনে প্রকট হল॥

(৩৬)

হেন বিধানের তত্ত্বসুধামৃত,
তব ভকতের পবিত্র চরিত,
কেমনে বুঝিব হে প্রেমময়।
আমি পাপে কাল কলঙ্কী পামর,
প্রেমভক্তিহীন কঠোর-অন্তর,
হৃদয় আমার পাষাণময়॥

(৩৭)

ওহে প্রেমময় তুমি কৃপা করে,
ভকতচরিত্র বুঝাও পামরে,
তব প্রেমবিধি শিখাও মোরে।
মম কাল অঙ্গ গৌর অঙ্গ সনে,
মিশে থাক্ হরি তব কৃপাগুণে,
তব প্রেমে পাপী, যাউক তরে॥

(৩৮)

গৌর-প্রেমানলে গ'লে খাঁটি হই,
গৌর-প্রেমানন্দে সদা মত্ত রই,
গৌর-ভাবে নাথ পূজি তোমারে।
এই আশীর্ব্বাদ দাসে নিরন্তর,
কর দয়াময় করুণাসাগর,
প্রণমি ওপদে পরাণ ভরে॥

আনন্দ স্বরূপের বিধান।
মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম ও শৈশবকাল।

নবদ্বীপে মায়াপুরে, পুণ্য ভাগীরথীতীরে
লীলারস করিতে প্রচার।
ফাল্গুনের পূর্ণিমায়, উদিলা আসি ধরায়
গৌরচন্দ্র প্রেমের আধার॥
ঘোর অমানিশাপরে, যেন পুন এসংসারে
পূর্ণচন্দ্র হইল উদয়।
ভারতের অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার
ঘুচাইতে হরিলীলাময়॥
আপন অগাধ প্রেমে, বিরচিলা বঙ্গভূমে
মধুময় নতন বিধান।
বিশ্বাসী ভকতজনে, আনিলেন এভুবনে
করিবারে লীলা সুমহান্॥
জগন্নাথমিশ্র তাঁর, জনক গুণআধার
বৈদিক ব্রাহ্মণকুলজাত।
ধরম-সতীত্বখনি, শচী তাঁহার জননী
ধর্ম্ম কার্য্যে সতত নিরত॥

শ্রীহট্ট প্রদেশ হতে, আসিয়া দোঁহে হেথাতে
কহিলেন নিবাস স্থাপন।"
গঙ্গাতীরে দিবারাতি, পবিত্র ভক্ত দম্পতি
হরিভক্তি করেন সাধন॥
এহেন মাতাপিতার, সুন্দর দেবকুমার
জনমিলা যখন ভূতলে। *
পূর্ণিমার পূর্ণ শশী, রাহুতে ফেলিল গ্রাসি†
হরিধ্বনি উঠে উভরোলে॥
যেন অকলঙ্ক শশী, গৌরচন্দ্র রূপরাশি,
হেরি তাঁরে সকলঙ্ক চাঁদ।
ঢাকিলা নিজবয়ান, ক্ষণ কাল অন্তর্ধান
হইলেন গণি পরমাদ॥
শিশুরূপ অনুপম, যেন কাঁচা সোনা সম
দেখি সবে হলা পুলকিত।
নানা উপহার লয়ে, দলে দলে মিশ্রালয়ে‡
আসিতে লাগিল লোক কত॥
রাজপুত্রে ভেটিবারে, যথা লোক এসংসারে
মহানন্দে করে আগমন।
সেইরূপ দেবসুতে, দেখিবারে এজগতে
জীবচিত হয় উচাটন॥
লীলাময় কৃপাকরে, ভকতের দেহ'পরে
করেন অপূর্ব্ব শোভাদান।
সেরূপ মাধুর্য্য ফুটে, প্রকৃত মহত্ত্ব উঠে
মুগ্ধকরে মানবের প্রাণ॥

অসিত * বুদ্ধেরে হেরি, ঋষিরা ঈশা নেহারি
বাল্যরূপে হয়ে বিমোহিত।
শিশুর মহত্ত্বজ্ঞান, গাইলেন অবিরাম
হরিলীলা কিবা অদভুত॥
শচী-কুমারের রূপ, অসামান্য অপরূপ
স্বরগের সৌন্দর্য্যে পূরিত।
যেন স্বর্গধাম হতে, দেবশিশু এজগতে
হইলেন প্রেমে সমাগত॥
হেন পুত্রধন হেরে, পিতামাতার অন্তরে
উথলিল আনন্দ-লহরী।
কতধর্ম্ম অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ পূজাদান
করিলেন পুলকেতে পূরি।
ক্রমে শশিকলা প্রায়, বাড়ে শিশু এধরায়
রূপে করে গৃহ আলোকিত।
দেহেতে লাবণ্যরাশি, মুখে মধুমাখা হাসি
দেখি সবে হয় বিমোহিত॥
যখন করে ক্রন্দন, শচীর প্রাণের ধন
হরি হরি বলিলে তখন।
শিশুর ক্রন্দন যায়, চন্দ্রমুখে শোভাপায়
সুধাভরা হাসির কিরণ॥
শিশু হরিনাম শুনে, নাচে হাসে নিশিদিনে
দেখি হেন আশ্চর্য্য ব্যাপার।
কতজন দেখিবারে, আসিত মিশ্র আগারে
নিত তাঁরে কোলে অনিবার॥
মুক্তিপ্রদ হরিনামে বিতরিতে ধরাধামে,
হয়েছেন যেজন প্রেরিত।
তাঁহার হৃদয় মাঝে, সে নাম নিত্য বিরাজে
নামসনে জীবন গ্রথিত।

* ১৪০৭ শক ইং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মায়াপুর নামক নবদ্বীপের একটী পল্লিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করেন।

† সেই রজনীতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে ইহা পৌরাণিক কল্পনা। চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ এই, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হইয়া চন্দ্রকে ক্ষণকালের জন্য আবৃত করে।

‡ জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়ের গৃহে।

* অসিত নামে একজন ঋষি। ইনি শিশু বুদ্ধকে দর্শন করিয়া তাঁহার ভাবী মহত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং পূর্ব্বদেশীয় ঋষিগণ আসিয়া শিশু ঈশাকে নানারূপ উপঢৌকন প্রদান করেন।

ভবিষ্যতে লীলাময়, যেই লীলা মধুময়
করিবেন লয়ে ভক্তজনে।
ভক্ত প্রকৃতিতে তার, বীজ অতি চমৎকার
বপিলেন আপনি গোপনে॥
তাঁর গূঢ় অভিপ্রায়, কে পারে বুঝিতে হায়,
গূঢ়কর্ম্মা শ্রীহরি আমার।
ভবরঙ্গভূমে তিনি, সূত্রধার-চূড়ামণি
যাতকর গুণের আধার॥
আঁধার হইতে যিনি, প্রসবিলা এধরণী,
যিনি ক্ষুদ্র বীজের ভিতরে —
প্রকাণ্ড বিটপিরাজে, রাখেন আশ্চর্য্য সাজে
তাঁর কার্য্য কে বুঝিতে পারে?
যথাকালে নীলাম্বর, ভক্ত মাতামহবর
বালকের সুলক্ষণ হেরি।
নাম তাঁর বিশ্বম্ভর, রাখিলা করি আদর
মহানন্দ মহোৎসব করি॥
শিশুরূপ মনোহর, শুদ্ধগৌর কলেবর
হরিনামে উৎফুল্ল নেহারি।
পল্লিবাসী নারীগণ, শিশুধনে অনুক্ষণ
ডাকিতেন বলে গোরহরি॥
জননী নিমাই বলে, ডাকিতেন প্রেমে গলে
নানারূপ ভয়ের কারণ।
এইরূপ তিন নামে, পরিচিত ধরাধামে
হইলেন শচীর নন্দন॥
ভকত-জন্মের কথা, পবিত্র স্বর্গীয় গাথা
হরিলীলা-রসের ভাণ্ডার।
রসিক সাধকবর, শুনি তাহা নিরন্তর
খেলে সদা আনন্দে সাঁতার॥
স্বর্গবাসী দেবগণ, প্রেমপুষ্প বরিষণ
করেন ভকত-জন্মদিনে।
ধরা হয় সুখময়, দুঃখ তাপ দূর হয়
আশা হয় সাধুজন-মনে॥

শচী-কোলে গোরাধন, কিবা শোভা অনুক্ষণ
পাইতেছে আহা মরি মরি।
সে দৃশ্য স্মরিলে প্রাণ, দেশ কাল ব্যবধান
ভুলে যাই আপনা পাসরি॥
ভকতের জন্ম হলে, প্রেম পুণ্য ধরাতলে
জন্ম যেন লভে অবিরাম।
ভক্ত-জন্ম শুনে তাই, হৃদয়ে আনন্দ পাই
শ্রান্ত প্রাণ লভয়ে আরাম॥
পাপসনে যুদ্ধতরে, আসিল পৃথিবীপরে
ব্রহ্মসেনা প্রেমে দুরজয়।
পাপ তাপ দুঃখ যত, হবে সব পরাভূত
পাবে সবে শ্রীহরির জয়॥
ওহে দয়াময় হরি, পাপী জনে কৃপা করি
কর নাথ হেন আশীর্ব্বাদ।
মাতা-শচী-ভাব * লয়ে, ভক্ত-জন্ম নিরখিয়ে
ভুলে যাই দুঃখ অবসাদ॥
পাপী জীবে তব দয়া, নিরখি মা মহামায়া †
হই যেন তব চিরদাস!
বিধানে বিশ্বাসী হয়ে, তব মুখপানে চেয়ে
ভুলে যাই সংসার পিয়াস॥
এই ভিক্ষা করি হরি, তব পদে প্রাণভরি
করি প্রভো ভক্তি-নমস্কার।
প্রাণের সন্তাপ হর, ভক্তিবারি দান কর
রাখ মোরে করিয়া তোমার॥

---

* জননী শচীদেবী যে ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতেন, আমরাও সেই ভাবে তাঁহাকে দর্শন করি।

† মহামায়া—অত্যন্ত মমতাময়ী করুণাময়ী জননী।

মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যকাল ও বাল্যজীবনের কয়েকটী ঘটনা।

মনোহর সুবিশাল শালতরু প্রায়।
ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল গৌর রায়॥
দেহের লাবণ্য কান্তি সৌন্দর্য্য সকল।
প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল অবিরল॥
অতীব চঞ্চল তিনি দুরন্ত প্রবল।
তাঁহার দৌরাত্ম্যে ভীত প্রতিবাসিদল॥
সহযোগী বহুসংখ্য বালকের সহ।
করিতেন ক্রীড়ামোদ গৌর অহরহ॥
কিন্তু অপবিত্র ভাব ছিল না তাঁহার।
শুদ্ধভাবে করিতেন ক্রীড়া সমুদায়॥
তাঁর ক্রীড়ামাঝে ভাবী জীবনের ছায়া।
দেখি বিমোহিত হয় ভাবুকের হিয়া॥
একদিন মণ্ডপেতে প্রবেশ করিয়া।
চৌদল হইতে দিল ঠাকুর ফেলিয়া॥
নিজে গিয়া বসিলেন সেই সিংহাসনে।
হেরি ভয়ে ভীতা শচী হইলেন মনে॥
কি জানি বা দেবগণ পুত্রের উপর।
রুষ্ট হয়ে অভিশাপ করেন বিস্তর॥
কিন্তু নাহি জানিতেন জননী তাঁহার।
কৃত্রিম পুতুল যত করিয়া সংহার॥
জীবন্ত ব্রহ্মের পূজা করিবে স্থাপন।
এই হেতু করেছেন গৌর আগমন॥
একদিন শচী দেবী পুত্রের উপর।
করিলেন নানারূপ তাড়না বিস্তর॥
তাহা শুনি অপবিত্র আস্তাকুড় স্থানে।
গিয়া গৌর রহিলেন আপনার মনে॥
ভাবী কালে জাতিভেদ যেই বিনাশিয়া।
হিন্দুসমাজের গতি দিবে ফিরাইয়া॥
সেই কি অশুদ্ধি বলি আস্তাকুড় হতে।
ভয়ে ভীত হয়ে কভু পারে কি আসিতে?
মুরারি গুপ্ত * নামে জ্ঞানী একজন।
করিতেন জ্ঞানমার্গে সদা বিচরণ॥
অতিশয় শুষ্কজ্ঞানী ভকতি-বিহীন।
অদ্বিতীয়বাদী তিনি বয়সে প্রবীণ॥
একদিন শিষ্যসহ গুপ্ত মহাশয়।
বলিলেন জীব ব্রহ্ম দুই এক হয়॥
এত শুনি শিশু গৌর রাগান্বিত হয়ে।
ভেঙ্গাইল মুরারিরে নানা কথা কয়ে॥
অবশেষে তার অন্ন-থালার উপর।
এই বলি প্রস্রাব করিল গুণধর॥
"জীব আর ব্রহ্মে যেই এক জ্ঞান করে।
প্রস্রাব করিনু তার থালার উপরে॥"
ভক্তিপথ প্রদর্শিতে প্রেরিত যেজন।
অদ্বৈতবাদের † ভ্রম করিবে খণ্ডন॥
সেকি কভু হেন মত সহিবারে পারে।
ভক্তি শুষ্ক হয় যাহে জীব প্রাণে মরে॥
একদিন শচীদেবী ষষ্ঠী পূজিবারে।
করেছেন আয়োজন যত্ন সহকারে॥
অঞ্চলে নৈবেদ্য লয়ে যান গঙ্গাতীরে।
দেখিয়া নিমাই তাঁরে ধায় তাড়া করে॥
অঞ্চলে কি লয়ে যাও বলগো জননী।
আমারে খাইতে উহা দাওগো এখনি॥
এত বলি পূজা দ্রব্য লইল কাড়িয়া।
গালি দিলা শচী তারে কুপিত হইয়া॥

---

* পরে ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের একজন শিষ্য হন।

† প্রচলিত অদ্বৈতবাদে জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন পদার্থ বলিয়া ঘোষিত হয়। ইহাতে উপাস্য ও উপাসকে প্রভেদ থাকে না এবং ভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়।

মাতৃ-গালি শুনি গোরা বলিলা তাঁহারে।
আমি খেলে ষষ্ঠী তুষ্টা হবেন সংসারে॥
এইরূপ অসামান্য নানা ক্রীড়ামোদে।
থাকিতেন মত্ত গৌর বাল্যে অবিচ্ছেদে॥
কান্দিতেন যবে তিনি প্রহরেক ব্যাপি।
সহজে থামাতে তাঁরে নারিত কদাপি॥
সেইরূপ হাস্য আর নৃত্যের উচ্ছ্বাস।
বহুক্ষণ ব্যাপি সদা হইত প্রকাশ॥
মহাভাব প্রদর্শিতে দয়াময় যারে।
করেছেন নিয়োজিত মলিন সংসারে॥
যার ভাবরসে তৃপ্ত হইবে ভুবন।
তার প্রাণে প্রেমময় ভাবুক-রঞ্জন॥
কি অপূর্ব্ব ভাবরাশি করিয়া সঞ্চিত।
রেখেছেন সাধিবারে জগতের হিত॥
শুনিয়াছি হিমালয়ে তুষারের স্তর।
পুঞ্জে পুঞ্জে রহে আহা তথা নিরন্তর॥
যথাকালে সূর্য্যতাপে সে সব গলিয়া।
জল হয়ে শুষ্ক ধরা দেয় ভাসাইয়া॥
সেইরূপ কৃপানিধি গৌরাঙ্গ-জীবনে।
ভাবরাশি লুকাইয়া রাখিল গোপনে॥
যথাকালে জগতের পরিত্রাণ তরে।
দিলেন সে ভাবস্রোত খুলিয়া সংসারে॥
ধন্য কৃপাসিন্ধু হরি তোমার বিধান।
কি গূঢ় রহস্যপূর্ণ ওহে ভগবান্॥
যে লীলা করিবে তুমি তার আয়োজন।
কত পূর্ব্ব হতে কর জানে কোন্ জন॥
বিধানের প্রবর্ত্তক প্রেরিত সুজনে।
বিধানের উপযোগী স্বভাব-ভূষণে॥
সাজাইয়া লীলাময় যথাকালে তাঁরে।
উপনীত কর আনি ভব-রঙ্গাগারে॥
কোন্ শিশু মাঝে তুমি কোন্ ভক্ত নর।
লুকাইয়া রাখিয়াছ ওহে প্রাণেশ্বর॥
কোন নর-বীজ হতে কোন মহাতরু।
করিবে হে উৎপাদন ওহে বিশ্বগুরু॥
জানে না বুঝে না তাহা এ অজ্ঞানী নর।
তাই শিশুদের প্রতি করিলা আদর॥
শিশু মোর গুরু নাথ তুমি শিশুভাবে *।
পরিত্রাণ দাও জীবে সতত এ ভবে॥
তব প্রিয় পুত্র ভক্ত ঈশার মতন।
শিশুরে আদর যেন করি প্রাণধন॥
শিশুর মতন শুদ্ধ সরল অন্তরে।
দিবানিশি থাকি যেন তব পুণ্যক্রোড়ে॥
তব প্রেম পুণ্য স্তন্য করি সদা পান।
শিশুভাবে হই যেন নিত্য বলীয়ান্॥
শিশু হয়ে শিশুদলে সদা মিশে রব।
এই আশীর্ব্বাদ মোরে কর তবধব॥
এই ভিক্ষা করি দেব তব শ্রীচরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্ত মনে॥

মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের পাঠ্যাবস্থা, পাঠ সমাপন, অধ্যাপনা কার্য্য বিবাহ ইত্যাদি।

গোরার সোদর, অতি মনোহর
বিশ্বরূপ মহাশয়।
প্রাণের মতন, গৌরে অনুক্ষণ
বাসে ভাল অতিশয়॥
অদ্বৈত সভায়, যবে ভ্রাতৃদ্বয়
যেত প্রেমে গলা ধরে।
কি শোভা তখন, হত দেখ মন
বারেক কল্পনা করে॥

---

* জীব শিশুত্বলাভ করিলে তাহাকে শ্রীভগবান্ পরিত্রাণ প্রদান করেন;

দুইটী সোণার, মূর্ত্তি চমৎকার
ছড়ায়ে সৌন্দর্য্যরাশি।
যেন চলে যায়, সে রূপেতে হায়
ম্লানমুখ রবি শশী॥
ষোড়শ বরষ, যখন বয়স
হইল আসি তাঁহার।
দিতে পরিণয়, জনক হৃদয়
ব্যাকুলিত অনিবার॥
বিশ্বরূপ-প্রাণ, বৈরাগ্য-প্রধান
সংসার-পাশেতে মন।
বদ্ধ হইবার, চাহেনাতো আর
ছেদিতে করে যতন॥
মাতার সদনে, গিয়া একদিনে
বলিলেন বিশ্ব তাঁরে।
কবে মৃত্যু হয়, কে জানে নিশ্চয়
তাই বলি সকাতরে।
এই গ্রন্থখানি, দিওগো জননী
প্রাণসম গৌরধনে॥
এত বলি তিনি, আসিলে রজনী
লোকনাথে * সঙ্গে লয়ে।
সন্ন্যাসের তরে, গেল গৃহ ছেড়ে
কান্দায়ে দুঃখিনী মায়ে॥
সন্ন্যাসের কথা, শুনি পিতা মাতা
কান্দিলেন শোকভরে।
জ্যেষ্ঠের বিচ্ছেদে, গৌরাঙ্গের হৃদে
শোক-শেল বিদ্ধ করে॥
কোমল পরাণ, শোকে মুহ্যমান
একেবারে হয়ে গেল।
বহু যত্নে তাঁর, চৈতন্য আবার
প্রাণ মাঝে সঞ্চারিল॥

* ইনি পরে লোকনাথ গোস্বামী নামে খ্যাত হন।

ভায়ের মতন, প্রাণ প্রিয় ধন
আছে কি ভুবনে আর?
ভ্রাতৃশোক যার, ছিন্ন হৃদ তার
কোথা শান্তি বল তার॥
হেন ভ্রাতৃহারা, হয়ে শচী-গোরা
কান্দিলেন কত মতে।
গৌর-শান্তিতরে, তাঁহারা অন্তরে
হলা শান্ত বিধিমতে॥
পিতামাতা মনে, সান্ত্বনা কারণে
বলিলেন প্রেমে গৌর।
ধর্ম্ম অনুরাগী হয়ে, গৃহত্যাগী
হয়েছেন দাদা মোর॥
তাহে পিতৃগণ, পাবে মুক্তিধন *
আমি তোমা দোঁহাকারে।
সেবিব যতনে, কোন চিন্তা মনে
করোনা তাঁহার তরে॥
করেন প্রার্থনা, দম্পতি দুজনা
সদা বিশ্বরূপ তরে।
"ওহে দয়াময়, মোদের তনয়
যেন ব্রত ভঙ্গ ক'রে॥
পুনরায় ঘরে, নাহি আসে ফিরে
কর আশীর্ব্বাদ পিতঃ।"
ধন্য গৌর-তাত, সাধু জগন্নাথ
ধন্যা তুমি শচী মাতঃ॥
হেন পিতা মাতা, বিনা কেবা কোথা
গৌর হেন পুত্র পায়।
হিমালয় বিনে, গঙ্গা কি কখনে
অন্য শৈল হতে বয়?

* হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন বংশে একজন সন্ন্যাসী হইলে তদ্দ্বারা পিতৃকুল উদ্ধার হয়।

নিমাই তখন, টোলে অধ্যয়ন
করিছেন প্রাণপণে।
অতি মেধাবান্, ভকত পুমান্
সবে মুগ্ধ তাঁর গুণে ॥
হেন কালে তাঁর, জ্যেষ্ঠ সহোদর
সন্ন্যাসী হইল হেরে।
জনক জননী, ভাবিলা কি জানি
গোরা ঐ পথ ধরে ॥
হেন মনে গণি, জনক জননী
চতুষ্পাঠী হতে তাঁরে।
পাঠে ক্ষান্ত দিয়ে, আপন আলয়ে
আনিলেন স্নেহভরে॥
গৌরাঙ্গ আবার, হয়ে দুর্নিবার
করে অত্যাচার নানা।
অতীব চঞ্চল, কার সাধ্য বল
রোধে সেই বিড়ম্বনা ॥
লোক-গঞ্জনায়, গৌরে পুনরায়
পাঠাইয়া দিলা টোলে।
ভকত সুজন, করে অধ্যয়ন
মন দিয়া অবহেলে ॥
পাঠ্য ব্যাকরণ, করি সমাপন
ন্যায়শাস্ত্র পড়িবারে।
বাসুদেব নামে, সার্ব্বভৌম স্থানে
গেলা আনন্দ অন্তরে ॥
অতি বুদ্ধিমান, ভক্ত মতিমান
অল্পদিনে বহু জ্ঞান।
করিলা অর্জ্জন, হেরি বিজ্ঞজন
করেন তাঁরে সম্মান ॥
জ্ঞানী চূড়ামণি, ন্যায়ের টিপ্পনী
লিখিলা করি যতন।
রঘুনাথ নামে, ছিল সেই স্থানে
ছাত্র এক বিচক্ষণ ॥

ন্যায় গ্রন্থ লিখে, ভারতের মাঝে
হইবেন সুবিখ্যাত।
এই আশা মনে, করি সংগোপনে
লিখে গ্রন্থ সুবিস্তৃত * ॥
অসামান্য জ্ঞানী, গৌর গুণমণি
লিখেছে ন্যায় টিপ্পনী।
শুনি এই কথা, প্রাণে বড় ব্যথা
পেল রঘু শিরোমণি ॥
তাঁরে বিষাদিত, দেখি শচী-সুত
জিজ্ঞাসিলা প্রেমভরে।
কি কারণে হেন, হইলে মলিন
বল ভাই বল মোরে ॥
রঘু শিরোমণি, বলিলা অমনি
বড় সাধ ছিল মনে।
ন্যায়গ্রন্থ লিখি, আমি হে একাকী
বিখ্যাত হব ভুবনে ॥
কিন্তু গ্রন্থ তব, মম সাধ সব
ভেঙ্গে দিল চিরতরে।
পাইলে তোমার, টীকা চমৎকার
মোরে কে আদর করে?
রঘুর বচন, শুনি ভক্তজন
বলিলা হাস্য বদনে।
মম গ্রন্থ যদি, তব যশে বাদী
হয় তাহা এইক্ষণে ॥
গঙ্গার সলিলে, দিব আমি ফেলে
করোনা আশঙ্কা মনে।
এ গ্রন্থ অফল, রাখিয়া কি ফল
হইবে বল জীবনে।

* এই গ্রন্থের নাম দীধিতি। ইহা ন্যায় সম্বন্ধে বঙ্গদেশে একখানি প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

এত বলি তিনি, নিজ গ্রন্থখানি
ফেলে দিলা গঙ্গানীরে।
রঘু শিরোমণি, অবাক্ তখনি
হলা ভক্ত ভাব হেরে॥
ধন্য স্বার্থত্যাগ, ধন্য অনুরাগ
তব সমপাঠী জনে।
হেন ভাব বিনে, কে বল ভুবনে
লাভ করে ব্রহ্মধনে॥
ন্যায়গ্রন্থ ক'রে, যে যশ সংসারে
লভিতে ভকতবর।
তব স্বার্থনাশ, তদপেক্ষা যশঃ
ঘোষিতেছে নিরন্তর॥
যে ভক্তি-প্লাবনে, ভারত জীবনে
সঞ্চারিবে নব বল।
আত্মত্যাগ তার, মন্ত্র চমৎকার
তোমার সার সম্বল॥
ক্ষুদ্র যশ আশ, করিতে বিনাশ
পারি না পারি না হরি।
লোকে পরিচিত, হতে মম চিত
চায় দিবা বিভাবরী॥
বক্তৃতার গুণে, গ্রন্থ প্রণয়নে
আরো কতরূপে মন।
যশ লভিবারে, লোলুপ সংসারে
রহে নাথ অনুক্ষণ॥
অল্প অনাদর, সহে না অন্তর
অহঙ্কারে স্ফীত রয়।
একি অসম্ভব, কিন্তু ভক্ত তব
যশের ভিখারী নয়॥
যশ যেই জন, চাহে না কখন
আপনা আপনি যশ।
তাঁরে আলিঙ্গন, করে অনুক্ষণ
সবে হয় তাঁর বশ॥

ওহে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ
যশোলিপ্সা যেন মনে।
আসে না কখন, যেন এ জীবন
থাকে মত্ত ও চরণে॥
তব যশ ঘোষি, তব গুণরাশি
অনুদিন যেন গেয়ে।
তব রসে রসী, তব যশে যশী
তব মানে মানী হয়ে॥
এ পাপ জীবন, ও পদে অর্পণ
করি যেন লীলাময়।
এই ভিক্ষা মোরে, দাও কৃপা করে
দাসেরে হয়ে সদয়॥
তব পদে নাথ, করি প্রণিপাত
ভক্তি বিগলিত মনে।
তব পদে আঁখি, যেন সদা রাখি
মগ্ন থাকি গুণ গানে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অধ্যাপনা কার্য্য এবং ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত।

নানা শাস্ত্র শিক্ষা করি শচীর নন্দন।
আরম্ভিলা অধ্যাপনা করিয়া যতন॥
* সঞ্জয় নামেতে এক ধনীর আলয়ে।
চতুষ্পাঠী স্থাপিলেন প্রমত্ত হৃদয়ে॥
তাঁহার প্রতিভা আর বিদ্যার সুখ্যাতি।
লভিলেক বঙ্গদেশে সুদূর বিস্তৃতি॥
তাই নানা স্থান হ'তে শিক্ষার্থী নিচয়।
পরিপূর্ণ করিলেক তাঁর বিদ্যালয়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র তিনি যত্ন সহকারে।
শিখাতেন ছাত্রগণে প্রথা অনুসারে॥

* ইহার নাম মুকুন্দসঞ্জয় ছিল।

জ্ঞান আলোচনা তরে নদীয়া নগর।
ছিল সুপ্রসিদ্ধ সেই সময়ে বিস্তর॥
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপকগণ।
আসি নবদ্বীপ ধাম করিত শোভন॥
কেহ তন্ত্র, কেহ ন্যায়, স্মৃতি ভাগবতে।
ব্যাকরণ আদি নানা শাস্ত্র বিধিমতে॥
অগাধ-পাণ্ডিত্য-পূর্ণ পণ্ডিত নিচয়।
করিতেন নবদ্বীপ ধাম শোভাময়॥
হেন সুধীগণ মাঝে গৌর গুণমণি।
হইলেন সুবিখ্যাত আপনা আপনি॥
সম্মান সুযশ তার বঙ্গদেশ ভরি।
প্রদীপ্ত অনল প্রায় ব্যাপিল আমরি॥
সেই কালে বঙ্গদেশে শ্রীরঘুনন্দন।
করিলেন স্মৃতিশাস্ত্র তত্ত্ব সঙ্কলন॥
যে শাস্ত্র প্রভাবে বঙ্গে হিন্দু নারী নর।
যন্ত্রবৎ সুশাসিত হয় নিরন্তর॥
সে শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন হ'ল এই কালে।
বদ্ধ হ'ল বঙ্গদেশ শাস্ত্রীয় শৃঙ্খলে॥
কৃষ্ণানন্দ নামে এক তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত।
নানা তন্ত্র হতে করি সার সঙ্কলিত॥
তন্ত্র সার নামে গ্রন্থ করিলা রচন।
যাহাতে শাসিত হয় বঙ্গে শাক্তগণ॥
রঘুশিরোমণি নামে ন্যায়ের পণ্ডিত।
ন্যায়শাস্ত্রে করিলেন ভারত মোহিত॥
এ হেন প্রতিভা পূর্ণ পণ্ডিত সমাজে।
অসামান্য জ্ঞানিরূপে নিমাই বিরাজে॥
বঙ্গবাসী হিন্দুগণ নিমাইর প্রতি।
দেখাতেন অনুক্ষণ সম্মান সম্প্রীতি॥
নানা স্থান হতে তাঁর সাদর আহ্বান।
আসিত, লভিত গোরা অশেষ সম্মান॥
শত শত ছাত্রগণ তাঁর বিদ্যালয়ে।
অনুদিন করে পাঠ সানন্দ হৃদয়ে॥
সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী তর্কবিশারদ।
নিমাইয়ে দেখিয়া সবে গণিত আপদ॥
একদিন দিগ্বিজয়ী জনৈক পণ্ডিত।
বঙ্গদেশ পরাজিতে আসি উপনীত॥
তাঁরে দেখি নবদ্বীপে পণ্ডিত সকল।
হইলেন ভয়ে ভীত চিন্তায় বিকল॥
একদিন পূর্ণিমার মনোজ্ঞ নিশীথে,
গঙ্গাতীরে আছে গোরা ছাত্রগণ সাথে।
হেনকালে দিগ্বিজয়ী আসিল তথায়।
তারে দেখি সম্মানিলা গৌরচন্দ্র রায়॥
সসম্মানে বসাইয়া দিগ্বিজয়ী জনে।
বলিলেন বড় ইচ্ছা হইয়াছে মনে॥
শুনি মোরা গঙ্গাস্তোত্র তোমার বদনে॥
এতশুনি দিগ্বিজয়ী সুমিষ্ট বচনে॥
স্বরচিত সুবিস্তৃত ভাগীরথী-স্তুতি।
শুনাইয়া বিমোহিত করিলেন অতি॥
স্তবের প্রশংসা করি গৌর যশোধন।
বিনীত ভাবেতে তাঁরে করি সম্বোধন॥
আবৃত্তি করিয়া তাঁর কবিতানিচয়।
ব্যাকরণ অলঙ্কার গত দোষচয়॥
দেখাইয়া কবিতার ভ্রম সপ্রমাণ।
করিলেন গৌরচন্দ্র পণ্ডিতপ্রধান॥
বালকের কাছে হয়ে হেন পরাজিত।
হইলেন দিগ্বিজয়ী একান্ত দুঃখিত॥
তাঁর চিত্ত সুপ্রসন্ন করিবার তরে।
নানারূপ মিষ্টবাক্য গৌরাঙ্গ তাঁহারে॥
বলিয়া প্রশান্ত করি তাঁহার হৃদয়।
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরে দিলেন বিদায়॥
গৌরের প্রশংসা এতে বাড়ে শতগুণ।
সবে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করে অনুক্ষণ॥
এত যে পাণ্ডিত্য তাঁর এত যে সুখ্যাতি।
তথাপি জীবনে তাঁর বাল্যভাব অতি॥

বালকের মত তিনি অবসর পেলে।
করিতেন জলকেলি পড়ি গঙ্গাজলে॥
শ্রীহট্টনিবাসী জনে দেখিলে নিমাই।
বাঙ্গাল বলিয়া রঙ্গ করিত সদাই॥
বৈষ্ণব দেখিলে তিনি তাহাদের সনে।
কুতর্ক করিয়া ব্যথা দিত ভক্ত মনে॥
শ্রীবাস, মুকুন্দ আদি সাধু ভক্তগণ।
গৌরাঙ্গের প্রতি ক্ষুণ্ণ ছিলা অনুক্ষণ॥
বৃথা তর্ক ভক্তিশাস্ত্র-বিরোধী অন্যায়।
ভাবি তাহা পরিহার করে ভক্তচয়॥
একদা শ্রীবাস ভক্ত দেখিয়া তাঁহারে।
বলিলেন নিমাইরে সম্বোধন করে॥
দেখ বৎস, হরিভক্তি বিনে বিদ্যা যত।
সকলি অসার ব্যর্থ জানিও নিশ্চিত॥
বৃথা তর্ক ছাড়ি তুমি ভজ হরিধন।
হইবে সফল তব অমূল্য জীবন॥
শুনিয়া বলিলা গৌর করুন আশীষ।
যেন হরি-ভক্তি মোর হয় সবিশেষ॥
শ্রীহরি ভক্তির বীজ গৌরাঙ্গ হৃদয়ে।
রোপিছেন সমাদরে জনম সময়ে॥
সে কি কভু হরিধনে ভুলিবারে পারে।
শ্রীহরি গ্রথিত তাঁর হৃদয় মাঝারে॥
মেঘে যথা ঢাকে চারু চাঁদের বয়ান।
সেইরূপ ক্ষণকাল ভক্তিহীন জ্ঞান॥
ঢাকিয়াছে নিমাইয়ের কোমল পরাণ।
কভু হেরি ভক্তি তাঁয় কভু অন্তর্ধান॥
সম্মান সৌভাগ্য ধন চারু কলেবর।
লভেছেন এসকল বিভব বিস্তর॥
প্রচুর বসনধনে গৌরের আগার।
হত পূর্ণ সুসজ্জিত আহা অনিবার॥
বল্লভআচার্য্য-কন্যা শ্রীলক্ষ্মী দেবীরে।
বিবাহ করেন গৌর মহানন্দ ভরে॥

পরমাসুন্দরী লক্ষ্মী অতি গুণবতী।
পাইয়া তাঁহারে শচী লভিলেন প্রীতি॥
উপযুক্ত রূপবান্ পুত্র সুপণ্ডিত।
ধনধান্যে নিকেতন সদা সুশোভিত॥
গুণবতী পুত্রবধূ, সুখের সংসার।
হল জননীর মনে আনন্দ অপার॥
বিষয়,সুখসাগরে ভাসে গোরারায়।
ঐশ্বর্য্য সম্মান যশ লভেন ধরায়॥
এ সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলে শ্রীহট্টপ্রদেশে।
গেলেন আনন্দে তিনি কুতূহল বশে॥
তথা গিয়া ভাবান্তর হইল তাঁহার।
তর্ক যুক্তি ভুলে গেলা শচীর কুমার॥
প্রাণের স্বভাবসিদ্ধ হরিপ্রেম রস।
উথলি করিল তাঁর পরাণ অবশ॥
বহু ভক্ত সঙ্গে করি হরিগুণগান।
করিতে লাগিল গোরা গলায়ে পাষাণ॥
তরিমাঝে উঠাইয়া বহুজনগণ।
প্রমত্ত হৃদয়ে করি হরি সংকীর্ত্তন॥
ভবনদী পার করি এই বলি সবে।
করিতেন সবে পার আনন্দ উৎসবে॥
এক দিন জিজ্ঞাসিলা ভক্ত একজন।
কেমনে করিব আমি ধরম সাধন॥
বলিলেন বিশ্বম্ভর নামসংকীর্ত্তন।
সাধনের শ্রেষ্ঠ পথ অমূল্য রতন॥
যেন নদীয়ার শুষ্ক জ্ঞানকোলাহলে।
প্রাণপ্রিয়ধন গোরা গিয়াছিল ভুলে॥
ধর্ম্মহীন বিদ্যাবুদ্ধি বিষয় ব্যাপার।
সংসারের যশ মান পাণ্ডিত্য অসার॥
প্রাণের সহজ ভাব করয়ে হরণ।
অন্ধকারে ঢাকি ফেলে মানবের মন॥
শ্রীহরির মহাপ্রেম গৌরাঙ্গ জীবনে।
রয়েছে সঞ্চিত সদা দিতে জীবগণে॥

কিন্তু সঙ্গদোষে আর মোহ আবরণে।
ক্ষণেক প্রচ্ছন্ন তাহা আছে সঙ্গোপনে ॥
কিন্তু যথাকালে হরি সেই আবরণ।
ঘুচাইয়া বিলাবেন জীবে প্রেমধন ॥
শ্রীহট্ট হইতে ফিরি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
পুনরায় আসিলেন নদীয়া নগর ॥
আসিয়া শুনেন তাঁর পতিপ্রাণা সতী।
সর্পাঘাতে করেছেন পরলোকে গতি ॥
কালে শোক পাসরিয়া পুন অধ্যাপনে।
নিযুক্ত হলেন গোরা আপনার মনে ॥
জননীর অনুরোধে পুন পরিণয়।
করিলেন মহোৎসবে শচীর তনয় ॥
তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
পবিত্র চরিত্র যেন স্বরগের ছবি ॥
পাইয়া তাঁহারে গোরা আনন্দ সাগরে।
ভাসিতে লাগিল সদা নিশ্চিন্ত অন্তরে ॥
সোণার সংসার তাহে শচী হেন মাতা।
গৌরাঙ্গের মত পুত্র কেবা পায় কোথা ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পুত্রবধূ রাজলক্ষ্মীপ্রায়।
নিযুক্ত সতত শ্বশ্রূ স্বামীর সেবায় ॥
সুখে আছে শচীমাতা চিন্তা নাই তাঁর।
কিন্তু বিধাতার বিধি অতি চমৎকার ॥
ঝটিকার পূর্ব্বক্ষণে প্রকৃতি যেমন।
নীরব নিস্তব্ধ ভাব করয়ে ধারণ ॥
তেমনি শচীর সুখ সংসারমাঝারে।
উঠিবে তুফান কিবা কে বুঝিতে পারে ॥
জীবের উদ্ধার তরে শ্রীহরি যাঁহারে।
প্রেরণ করেন এই সংসার মাঝারে ॥
সেকি কভু আপনার নিয়তি ভুলিয়া।
পারে থাকিবারে আর সংসারে মজিয়া ?
জগতের সুবৃহৎ সংসারের ভার।
বহিতে সৃজিলা যাঁরে হরি গুণাধার ॥
সে কি কভু অতি ক্ষুদ্র পরিবার লয়ে।
পারে রহিবারে আর সংসারে মজিয়ে ?
কে জানে কাহারে হরি কখন কেমনে।
লইবেন আপনার করি সঙ্গোপনে ॥
সুচতুর ভক্তবর দেখহ নীরবে।
কি লীলা করেন হরি মোহময় ভবে ॥
আপনার মহালীলা সাধিবার তরে।
কারে কোথা হতে লন জীবে কৃপা করে ॥
পলভরে ছিঁড়ে দিয়ে মোহের বন্ধন।
সংসার হইতে তিনি প্রেরিত সুজন ॥
বেছে বেছে লয়ে হরি নূতন বিধান।
করেন রচনা সেই রচন নিদান ॥
ধন্য সেই যেই জন শ্রীহরির হাতে।
গুপ্তভাবে ব্যবহৃত হয় এ জগতে ॥
বিষয়মত্তত মাঝে হরি কৃপা করি।
যারে লন দয়াময় আপনার করি ॥
হবে কিহে দয়াময় সে দশা আমার।
গৌরাঙ্গের সনে তব যেবা ব্যবহার ॥
আছি বিষয়েতে মজি জানিনা কখন।
তোমার শ্রীপাদপদ্মে লভিব স্মরণ ॥
কিন্তু তুমি দয়াময় লীলার আধার।
তাই তব পাদপদ্মে করি নমস্কার ॥
তুমি কৃপা করে হরি বিষয়-বন্ধন।
হইতে পতিত জনে করহ মোচন ॥
তব দয়া প্রার্থী হয়ে তব শ্রীচরণে।
প্রণিপাত করি নাথ ভক্তিযুক্ত মনে ॥

মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের পরিবর্ত্তন।

দীক্ষা এবং ভক্তির নবানুরাগ।

ভারতের নানাস্থানে, বৃন্দাবনে কাশীধামে,
প্রয়াগে গয়ায় হরিদ্বারে।
চন্দ্রনাথ কামেখ্যায়, বিন্ধ্যাচলে দ্বারকায়,
বহুতীর্থ সদা শোভা করে॥
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান,
ভুলিল যখন আর্য্যগণ।
নিরাকার উপাসনা, ত্যজি দেবদেবী নানা,
আরম্ভিলা করিতে পূজন॥
প্রদীপ্ত জ্ঞানের রবি, ঢাকিল আপন ছবি,
অন্ধকারে ডুবিল ভারত।
সেই কালে ঋষিগণ, জীবের হিতসাধন
করিতে, পুরাণ নানামত—
করিলেন প্রণয়ন, নানাতীর্থ সংগঠন, *
করিলেন ভারত মাঝারে॥
সত্য সনে কল্পনারে, মিলাইয়া যত্নভরে,
কবিত্ব তাহাতে করি দান।
লোকচিত্ত ফিরাইতে, রচিলেন নানামতে,
কত পৌরাণিক উপাখ্যান॥
অলৌকিক ভাবপ্রিয়, অজ্ঞান মানবচয়,
অন্ধভাবে করিয়া বিশ্বাস।
ভারতে ধর্ম্ম সাধন, করে তারা অনুক্ষণ,
হয়ে চির সংস্কার-দাস॥
হৃদয়ের ভাবরাশি তিরোপিতে, গয়াকাশী
আদি নানা তীর্থ অগণিত।
শত শত নারী নর, দেখিবারে নিরন্তর,
অনুক্ষণ হয় ব্যাকুলিত॥
শঙ্কর আদি ঋষিচয়, ভারতে হয়ে উদয়,
বাহ্যতীর্থ করিয়া খণ্ডন।
প্রাণমাঝে গয়া কাশী আদি যত তীর্থরাশি,*
জ্ঞানযোগে করিলা স্থাপন॥
তথাপিও তীর্থ তরে, বহু হিন্দু নারীনরে,
অনুক্ষণ করে আকিঞ্চন:
তীর্থের কুফল যদি, বৃদ্ধি করে ভ্রান্তি অতি,
মূর্ত্তিপূজা করয়ে পোষণ॥
তথাপি দেশদর্শন, সাধু সঙ্গে আলাপন,
স্বধর্ম্মীর একত্র মিলন।
এসকল শুভ ফল, ফলে ইথে অবিরল,
হয় ইথে নানা উপকার।
গৃহপ্রিয় আর্য্যগণ, করিয়া তীর্থ ভ্রমণ,
জ্ঞান ভক্তি লভেন অপার॥
প্রচলিত ধর্ম্মমতে, শ্রীগৌরাঙ্গ বন্ধু সাথে,
গয়াধামে করিলা গমন।
গয়াসুর শিরে হরি, শ্রীপাদপদ্ম বিস্তারি,
করেছেন তাহারে উদ্ধার॥ †

---

* মহাত্মা ব্যাস বলিয়াছেন ;—
রূপং রূপবর্জ্জিতস্য ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যা অনির্ব্বচনতা নিরাকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং যৎ তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ বিকলতাদোষত্রয়ং মম্মা কৃতং॥

* আধ্যাত্মিক তীর্থ সম্বন্ধে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—"কাশীক্ষেত্রং শরীরং জ্ঞানগঙ্গা" ইত্যাদি।

† পুরাণে কথিত হইয়াছে, গয়াসুর নামে একটী প্রবল পরাক্রান্ত অসুরবালক পরম হরিভক্ত ছিলেন, ভগবান্ তাঁহার মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করেন। যেস্থানে এই ঘটনা কল্পিত হইয়াছিল সেই স্থান এক্ষণ গয়াধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরাণে ঈশ্বরকে সাকাররূপে বর্ণনা করিয়া এই আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে। ঈশ্বর মূর্ত্তিবিহীন ও নিরা-

সে পদচিহ্নে যে জন, করে পিণ্ড সমর্পণ,
পিতৃগণ লভেন নিস্তার ;
এ বিশ্বাসে গোরারায়, ভক্তিতে যান গয়ায়,
জনকের পিণ্ডদান তরে ;
নদিয়ার বক্ষস্থল, বিদ্যা তর্ক কোলাহল,
ত্যজি তাঁরা যান ধীরে ধীরে ॥
ভক্তজনমনোলোভা, চারু প্রকৃতির শোভা
হেরিয়া মোহিত গৌরপ্রাণ।
পরলোক চিন্তা তায়, উঠিয়া গৌর হিয়ায়
করিলেক প্রেমে মুহ্যমান ॥
গৌরাঙ্গহৃদয় মাঝে, সুগভীর প্রেম রাজে,
থাকি বদ্ধ বিষয়প্রাচীরে।
বাহিরিতে অবসর, খুঁজেছিল নিরন্তর,
এবে তাহা ব্রহ্ম প্রেমভরে—
গয়াধামে প্রকাশিত, হইলেক আচম্বিত,
সে ভাব হেরিলে প্রাণ গলে ॥
হরিপাদপদ্ম হেরে, ভাসে গোরা অশ্রুনীরে,
নেত্রে বহে জাহ্নবীর নীর।
মুখে বাক্য নাহি সরে, কম্পচারু বিম্বাধরে
দেখি সবে অবাক অস্থির।
শ্রীঈশ্বরপুরী নামে, এক সাধু গয়াধামে,
গিয়াছেন তীর্থপর্য্যটন।
তিনি বাহু পসারিয়ে, ধরিলেন গোরারায়ে,
শ্রীগৌরাঙ্গ লভিয়া চেতন ॥

বলিলেন ভক্তবরে, মম জন্ম এসংসারে,
অদ্য হতে হইল সফল।
তব পাদপদ্ম হেরে, হরিদাস এ সংসারে,
হইলাম আমি অবিরল ॥
তব পদে দেহ মন, করিলাম সমর্পণ,
কর মোরে হেন আশীর্ব্বাদ।
যেন হরি-প্রেম-সুধা, পান করি ভবক্ষুধা,
মিটাইতে পারি ওহে নাথ ॥
গৌর চন্দ্র এক দিন, হইয়া প্রেমে সুদীন,
বলিলেন পুরী মহোদয়ে।
তুমি দেব কৃপা করে, দীক্ষিত করহ মোরে
ভববন্ধ যাই মুক্ত হয়ে ॥
দিয়া গোরে আলিঙ্গন, বলিলেন ভক্তজন,
দীক্ষা দিব এবা কিবা আর।
প্রাণ দিতে পারি তোরে, তব হতে প্রিয় কারে
নাহি জানি সংসার মাঝার ॥
এত বলি গৌরাঙ্গেরে, দীক্ষা দিলা সমাদরে
সাধুশ্রেষ্ঠ পুরীমহোদয়।
যেজন পৃথিবী ভরি, ব্রহ্মের প্রেম বিতরি,
উদ্ধারিবে নরনারীচয়।
তিনি আজ গয়াধামে, সুদীক্ষিত হরিনামে,
জগতের হল ভাগ্যোদয় ॥
তুমি পুরী ভাগ্যবান্, কে বল তব সমান,
গোরা যার করুণা যাচয়।
জন যথা ঈশ-ধনে, দীক্ষিলেন হরিপ্রেমে,
সেইরূপ মম গোরাধনে ;
দীক্ষা দিলে প্রেমভরে, চিরজীবী এসংসারে
হলে তুমি ব্রহ্ম-কৃপাভরে ॥
হরিনামে সুদীক্ষিত, হয়ে শচীপ্রিয়সুত,
অনুরাগে হলেন পাগল।
কোথা বাপ কৃষ্ণ বলে, অনুরাগে যান গলে
হরিপ্রেমে হয়েন বিহ্বল ॥

কার, সুতরাং তাঁহার ভৌতিক পাদপদ্ম সম্ভবে না ; কিন্তু এই আখ্যায়িকার মূলে যে সত্য আছে তাহা এই ভাবে গৃহীত হইতে পারে, যথা, যে ব্যক্তি ভগবানের চিন্ময় পাদপদ্ম সমীপে পিতা-মাতা প্রভৃতি পরলোকগত আত্মার জন্য ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন, ভগবান্ সেই পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। মহাত্মাগণও তৎকাল-প্রচলিত কুসংস্কারবর্জ্জিত নহেন, শ্রীগৌরাঙ্গের পিতৃশ্রাদ্ধ দ্বারা ইহা প্রতীত হয়।

বলিলেন সঙ্গিগণে, যাও সবে স্বভবনে,
কাজ নাই সংসারে আমার।
যথা প্রাণনাথে পাব, তথা আমি চলে যাব,
বিষয়েতে ফিরিব না আর॥
সহযোগী শিষ্যগণ, বলিলা কত বচন,
গৌরাঙ্গের সান্ত্বনার তরে।
কিন্তু হরিপ্রেমে প্রাণ, করে সদা আনচান,
বন্ধুদের প্রবোধে কি করে॥
একদিন আত্মহারা, হইয়া প্রমত্ত গোরা,
চলিলেন মথুরার পানে।
এ দাসের প্রাণধন, কোথা হে মনোমোহন
এতবলি কান্দেন বিজনে॥
হেনকালে দৈববাণী, হইল মোহিয়া প্রাণী,
"ক্ষান্ত হও যেওনা এখন।
জীবের উদ্ধার তরে, তব জন্ম এ সংসারে
করি তুমি মহা সংকীর্ত্তন—
জগজনে উদ্ধারিবে, যবে তব কাল হবে,
তবে তুমি করিও গমন।"
শ্রীহরির কথা শুনি, অন্তরে প্রবোধ মানি
করে গোরা গৃহে আগমন॥
গৃহে আসিবার কালে, কানাইয়ের পাঠশালে
হরি তাঁরে দিলা দরশন।
হরি দরশনে তাঁর, জন্মিল প্রেম অপার,
ছিন্ন হল সংসারবন্ধন॥
আর সে গৌরাঙ্গ নাই, বিহ্বল প্রেমে সদাই
হইয়াছে ঘোর ভাবান্তর।
নয়নে সলিল ঝরে, মুখে নাহি কথা সরে,
হরিপ্রেম ধরিয়াছে তায়॥
বিদ্যাবুদ্ধি অভিমান, তর্ক যুক্তি আদি জ্ঞান,
সে জীবনে স্থান নাহি পায়।
পুরাণ জীবন যেন, হইয়াছে অন্তর্ধান,
লভিয়াছে নূতন জীবন।
যেজন মানব ছিল, এবে সে দেবতা হল,
হরি তব বিধান কেমন॥
মাতা বহুদিন পরে, পেয়ে তাঁর গৌরাঙ্গেরে
মহাসুখে হলেন মগন।
কিন্তু যে প্রভাব লয়ে, আসিলা গোরা আলয়ে
শচী তাহা জানেনি কখন॥
ধন্য লীলাময় হরি, তোমার প্রেমমাধুরী,
বুঝিবারে সাধ্য আছে কার?
জীবের উদ্ধার তরে, কার প্রাণ কিপ্রকারে
ফিরাইয়া আন গুণাধার॥
বুঝিতে কে পারে বল, তব লীলা সুকৌশল
ধন্য হরি করুণা নিধান।
তব পুণ্য শ্রীচরণে, চির দাস কায়মনে,
ভক্তিভরে করয়ে প্রণাম॥
এইরূপে পাপী জনে, ফিরাইয়া সঙ্গোপনে,
দাস করে রাখ দয়াময়।
যেন তব হাতে প্রাণ, বিকাইয়া পরিত্রাণ,
লভি হরি সকল সময়॥

ভক্তির নবানুরাগ ও অধ্যাপনা সমাপ্তি।

গৃহে প্রত্যাগত হয়ে ভকত সুজন।
করিলেন জননীর চরণ বন্দন॥
প্রতিবেশী বন্ধুজন সকলের সনে।
আলাপন করি তিনি প্রসন্ন বদনে॥
* বিষ্ণুভক্ত কতিপয় বন্ধুজন লয়ে।
বলিলেন তীর্থকথা হৃদয় খুলিয়ে॥
বলিতে বলিতে মহা প্রেমের উচ্ছ্বাসে।
অশ্রুনীরে একেবারে গেল গোরা ভেসে॥

* ভগবান্— যিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন তিনিই বিষ্ণু। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর।

রোমাঞ্চিত হল দেহ প্রেমভক্তি ভরে।
অস্থির হইল ভক্ত সাত্বিক বিকারে॥
হা কৃষ্ণ * হা কৃষ্ণ বলি ব্যাকুল হইয়া।
কান্দিলেন গোরা চাঁদ প্রেমেতে মজিয়া॥
হরিপ্রেমে হেন ভাব এ হেন ক্রন্দন।
জলপ্রপাতের মত অশ্রুবিসর্জ্জন॥
শ্রীহরি বিরহে হেন মহা ব্যাকুলতা।
জগতের মাঝে আর দেখি নাই কোথা॥
অসামান্য ভক্তিভাব দেখিয়া তাঁহার।
বন্ধুগণ লভিলেন আনন্দ অপার॥
বলিলেন পরস্পরে ইঁহার উপর।
নিশ্চয় হরির কৃপা হয়েছে বিস্তর॥
সংজ্ঞা লভি গৌরচন্দ্র কাতর বচনে।
বলিলেন সম্বোধিয়া প্রিয় বন্ধুগণে॥
আজ ফিরে যাও সবে শুক্লাম্বর † ঘরে।
বলিব দুঃখের কথা কাল সবাকারে॥
এতশুনি বিদায় হইলা ভক্তগণ।
ভকতমণ্ডলী হ'ল আনন্দে মগন॥
নদীয়ার শুষ্কজ্ঞানী পণ্ডিতমাঝারে।
ক্ষুদ্র ভক্তদল এক সদা শোভা করে॥
বিদ্বান্‌মণ্ডলী তারে করে অনাদর।
ঘৃণিত লাঞ্ছিত তাঁরা হল নিরন্তর॥
গোপীনাথ গদাধর শ্রীমান শ্রীবাস।
রামাই মুরারি সদাশিব করে বাস॥
দীনাত্মা প্রেমিক ভক্ত তাঁহারা সকল।
বহে তাঁহাদের মাঝে প্রেমের হিল্লোল॥
বিজন অরণ্যগর্ভে চক্ষু অগোচরে।
নির্ম্মল সলিলরাশি যথা শোভা করে॥
পিপাসু মানবগণ করিয়া গমন।
নির্ম্মল সলিল পান করে অনুক্ষণ॥
সেইরূপ নদীয়ার বিদ্যারণ্য মাঝে।
ভক্তদল-সরোবর সতত বিরাজে॥
শ্রীহরির কৃপাবারি অতি সুবিমল।
ভকতি-পিপাসু জনে করে সুশীতল॥
এত দিন গৌরচন্দ্র যেই ভক্তদলে।
করিতেন ঘৃণা নিন্দা বিদ্যাবুদ্ধিবলে॥
আজ পিপাসিত হয়ে সেই ভক্তদলে।
সমর্পিলা নিজ প্রাণ ব্রহ্মকৃপাবলে॥
আহা ভক্তদল, তব আশ্চর্য্য মহিমা।
শ্রীহরির দেহ তুমি তাঁহারি করুণা॥
ভবমরুভূমিমাঝে তুমি সরোবর।
শ্রান্ত পথিকের তুমি আশ্রম সুন্দর॥
শ্মশানে উদ্যান তুমি নিদাঘেতে ছায়া।
অন্ধজন যষ্টি তুমি শ্রীহরির দয়া॥
বিষয়কাননক্ষেত্রে কণ্টকিত হয়ে।
শ্রান্ত জীব লভে শান্তি তোমার আশ্রয়ে।
শ্রীহরির হস্তে তুমি যন্ত্র মনোহর।
পারি যেন তোমাধনে করিতে আদর॥
এই আশীর্ব্বাদ হরি করুন আমারে।
চিরদাস এই ভিক্ষা করে সকাতরে॥
মীন যথা জলমাঝে আনন্দে সন্তরে।
কোনরূপে প্রাণ তার নাহি বাঁচে স্থলে॥
তেমনি দলের মাঝে গৌরাঙ্গজীবন।
আসি শান্তি লাভ যেন করিল এখন॥
এদিকে ভকতদল নিন্দিত ঘৃণিত।
লভিয়া গৌরাঙ্গ হেন বিশ্বাসী ভকত॥
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে তাঁরা শ্রীহরি-চরণে।
কৃতজ্ঞতা সমর্পণ করে কায়মনে॥
বহিল আনন্দস্রোত ভকত-সমাজে।
কত আশা উথলিল হৃদয়-সরোজে॥

* শ্রীকৃষ্ণশব্দ ব্রহ্মবাচক। যিনি সমুদয় জগতকে আকর্ষণ করেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

† শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তির গৃহে।

আমাদের গোত্র বৃদ্ধি করেছেন হরি।
আনন্দ লভিলা সবে এই কথা স্মরি॥
নবজাত পুত্রে হেরি জননীর মন।
আনন্দসাগরে যথা ভাসে অনুক্ষণ॥
সেইরূপ নবভক্তে দেখি ভক্তগণ।
অতুল আনন্দনীরে হলেন মগন॥
কি আশ্চর্য্য হরিলীলা বুঝিতে না পারি।
মৃতপ্রায় মণ্ডলীতে জীবন সঞ্চারি॥
কিবা অপরূপ লীলা করেন ভুবনে।
হেরিয়া বিশ্বাসী ভক্ত মুগ্ধ অনুক্ষণে॥
ভগ্ন বংশখণ্ড দিয়ে বিশ্ব পরাজয়।
করেন বিশ্বের স্বামী লীলারসময়॥
সত্যকে ধারণ করি নিজ বক্ষঃস্থলে।
যে মণ্ডলী স্থিতি করে এই ভূমণ্ডলে॥
নিরাশার হেতু তার নাহি বিদ্যমান।
ব্রহ্মহস্তে চিরদিন আছে তার প্রাণ॥
কাষ্ঠস্থিত অগ্নিপ্রায় ফুৎকারে তাহায়।
প্রজ্বলিত করিবেন তাহারে ধরায়॥
সে অগ্নিতে জগতের পাপ তাপ যত।
অচিরে আশ্চর্য্যরূপে হবে ভস্মীভূত॥
বিশ্বাসী ভকতচয় ভেব না কখন।
হবে তব আশা পূর্ণ জেন অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মকরুণায় সঁপি দেহ মন প্রাণ।
হৃদয়ে ধারণ করি ব্রহ্মের বিধান॥
প্রার্থনা করিবে সদা ব্রহ্মের সদন।
হবে মণ্ডলীর তাহে কল্যাণ সাধন॥
পরদিন শুক্লাম্বরগৃহে বিশ্বম্ভর।
তীর্থকথা বলিবারে গেলেন সত্বর॥
ভক্তগণ সমাগত হইলে তথায়।
তীর্থকথা আরম্ভিলা ভক্ত গৌররায়॥
ভক্তগণে দেখি তাঁর ভাব উপজিল।
দেখিতে দেখিতে বহুজ্ঞান লুপ্ত হল॥
"যে হরির সন্দর্শন লভিলাম প্রাণে।
তিনি কোথা চলি গেলা ছাড়িয়া অধমে॥"
এত বলি কান্দে গোরা ভাবেতে বিভোর।
অশ্রুনীরে ভাসে তাঁর চারু কলেবর॥
চারু দেহ মৃত্তিকায় ধূসরিত হয়।
দেখি বন্ধুগণ সব স্তব্ধ হয়ে রয়॥
দেখিয়া এহেন ভাব ভক্ত বন্ধুচয়।
অবাক্ স্তম্ভিত হয়ে নানা কথা কয়॥
কেহ বলে হরি গৌর-দেহে অবতরি।
করিছেন হেন লীলা সবে মুগ্ধ করি॥
কেহ বলে পাষণ্ড বিরোধিগণে আর।
কিছুমাত্র ভয় এবে নাহিক কাহার॥
পরম পণ্ডিত জ্ঞানী নিমাই যখন।
লয়েছে শ্রীহরিপদে শরণ এমন॥
শুক্লাম্বর-গৃহ হতে আপন আলয়ে।
চলি গেলা শ্রীগৌরাঙ্গ সায়াহ্ন সময়ে॥
পাগলের মত তিনি কাটেন সময়।
পত্নী ভার্য্যার প্রতি ফিরিয়া না চায়॥
প্রতিদিন ভাগবত করি অধ্যয়ন।
অশ্রুজলে সিক্ত হন শচীর নন্দন॥
দিবারাত্রি নিদ্রা নাই সতত অস্থির।
কোথা দীনবন্ধু বলি হয়েন অধীর॥
পুত্রের উন্মাদভাব রোদন বিলাপ।
দেখি জননীর মনে হয় কত তাপ॥
কভু ভাবে মোর বাছা রোগগ্রস্ত হয়ে।
এইরূপ ভাবে থাকে সকল সময়ে॥
দেবতা-সদনে শচী পুত্রের কারণ।
কত পূজা প্রার্থনাদি করে অনুক্ষণ॥
কত না কান্দেন মাতা ভয়ে ভীতা হয়ে।
চিন্তার ঝটিকা তাঁর বহিছে হৃদয়ে॥
অতি হীনা বৃদ্ধা দেবী এক পুত্র তাঁর।
তার ভাবান্তরে স্থির কেবা রহে আর॥

কিন্তু তব চিন্তা নাই তনয় তোমার ।
লভিয়াছে স্বরগের সম্পদ্ অপার ॥
হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে গৌরশশী ।
হরিপ্রেমানন্দে আহা ভাসে দিবানিশি ॥
সংসারের অবিশ্বাসী অন্ধ নরগণ ।
স্বর্গের গভীর তত্ত্ব জানেনা কখন ॥
তাই স্বরগের প্রেম বুঝিতে না পারি ।
নিন্দা গ্লানি করে তারা দিবা বিভাবরী ॥
যত দেশে যত কালে বিশ্বাসী সকল ।
করেছেন সুশোভিত এই ধরাতল ॥
পৃথিবী সবার প্রতি এই ব্যবহার ।
করিয়াছে না বুঝিয়া সবে অনিবার ॥
কিন্তু যথাকালে যবে ভক্তের জীবন ।
বুঝিতে পেরেছে সবে তাহারা তখন ॥
বিনীত দীনাত্মা হয়ে ভক্তের চরণে ।
ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে সবে কায়মনে ॥
গৌরাঙ্গের অধ্যাপক সুধী গঙ্গাদাস ।
বলিলেন গৌরচন্দ্রে হইয়া উল্লাস ॥
যে অবধি বৎস তুমি গিয়াছ গয়াতে ।
তদবধি ছাত্রগণ পায় না পড়িতে ॥
তাই অধ্যাপনা কার্য্যে পুনঃ দেও মন ।
এই মম হৃদয়ের প্রিয় আকিঞ্চন ॥
তাঁর বাক্য অঙ্গীকার করি বিশ্বম্ভর ।
অধ্যাপনা আরম্ভিলা হইয়া সত্বর ॥
সঞ্জয়ের গৃহে তাঁরে ঘেরি ছাত্রগণ ।
হরি হরি বলি গ্রন্থ খুলিল তখন ॥
সুমধুর হরিনাম পশিয়া শ্রবণে ।
গৌরচন্দ্রে মাতোয়ারা করে সেইক্ষণে ॥
বলিলেন ছাত্রগণে শ্রীহরি-ভজন ।
জীবের পরম লক্ষ্য সাধনের ধন ॥
এত বলি ঈশ্বরের গুণানুবর্ণন ।
করিতে লাগিলা ভক্ত হয়ে এক মন ॥

বলিতে বলিতে তাঁর বাহ্যভাব হল ।
লজ্জা পেয়ে ছাত্রগণে গৌরাঙ্গ বলিল ॥
অদ্য শুভারম্ভ হল কল্য ভাল মতে ।
শিখাইব পাঠ সবে আনন্দেতে মেতে ॥
পরদিন পুনরায় ছাত্রগণ সব ।
অধ্যয়ন তরে এল করিয়া উৎসব ॥
কিন্তু হরিপ্রেমে যেবা সতত বিহ্বল ।
হরিলীলা-রসাস্বাদে যেজন পাগল ॥
সংসারের কার্য্য কিহে সম্ভবে কি তায় ।
হয়েছে পাগল সেই ব্রহ্মের কৃপায় ॥
অধ্যাপনা আরম্ভিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
একমাত্র হরিনাম ব্যাখ্যে নিরন্তর ॥
সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম ছাড়ি হরি ধন ।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে কেহ, বিফল জীবন ।
হরিপদে লীন নহে যার প্রাণ মন ॥
বিদ্যাতে দুর্গতি তার বাড়ে অনুক্ষণ ।
হরি-ভক্তি-হীন যত শাস্ত্রকারগণ ॥
গর্দ্দভের মত করে পুস্তক বহন ।
বিদ্যামানে অভিমানী হইয়া সকলে ।
উৎসন্ন হইয়া যায় এই ধরাতলে ॥
হরিপদে মতি বিনা পণ্ডিত নিচয় ।
শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পায় ॥
যে হরির পাদপদ্ম দেবতা নিচয় ।
করেন ভজনা সদা হয়ে নিঃসংশয় ॥
সে অমূল্য পাদপদ্ম তোমরা সকলে ।
করহ ভজনা সদা হরিপ্রেমে গলে ॥
নবদ্বীপে হেন জন কে আছে এমন ।
আমার ব্যাখ্যার পারে করিতে খণ্ডন ॥
সংজ্ঞা লভি গৌরচন্দ্র প্রিয় শিষ্যগণে ।
জিজ্ঞাসিলা পাঠ সবে বুঝিলা কেমনে ॥
বলিলেন ছাত্রগণ তুমি অনুক্ষণ ।
শ্রীহরি নামের ব্যাখ্যা করিলে বর্ণন ॥

শুনি হাসি বলিলেন শচীর কুমার।
আজিকার পড়া শেষ হল এ প্রকার॥
গৃহে গেলে মাতা তাঁরে প্রেমে সুধাইলা।
কার সনে আজ বাছা বিচার করিলা॥
বলিলেন গৌরচন্দ্র হরিনাম আজ।
করিলাম ব্যাখ্যা আমি ছাত্রের সমাজ॥
শ্রীহরির নামগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
মানবের একমাত্র সারতত্ত্ব:ধন॥
যে শাস্ত্রে বা পুরাণেতে হরিনাম নাই।
শুনিবেনা বলিবেনা বলিলাম তাই॥
হরিনাম কর মাতঃ, সংসার বন্ধন।
হরিপদে ভক্তি হলে ঘুচে অনুক্ষণ॥
এইরূপে দিবারাত্রি গৌরাঙ্গের মন।
হরিনাম-রসাস্বাদে রহে নিমগন॥
পরদিন প্রাতে পুনঃ অধ্যয়ন তরে।
আসিলেন ছাত্রগণ সঞ্জয়ের ঘরে॥
পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যা শুনি ছাত্র সমুদায়।
গঙ্গাদাস পণ্ডিতেরে সবিনয়ে কয়॥
ভালরূপে শিক্ষাদান করিবার তরে।
গঙ্গাদাস অনুরোধ করিলেন তাঁরে॥
তাঁর অনুরোধে পুন শচীর কুমার।
অধ্যাপনে মনোযোগী হলেন আবার॥
কিন্তু হরিপ্রেমে যার বাহ্যজ্ঞান নাই।
অপরের উপদেশে কি করিবে ভাই॥
একদিন পড়াইতে বসি বিশ্বম্ভর।
শুনিলেন রত্নগর্ভ আচার্য্য সুন্দর॥
পড়িছেন ভাগবত সুমধুরস্বরে।
পশিল সে স্বর তাঁর শ্রবণ-বিবরে॥
সে মধুর ধ্বনি পশি শ্রবণে তাঁহার।
করিল ব্যাকুল তাঁর প্রাণ অনিবার॥
ভূমিতে লুণ্ঠন করি করেন রোদন।
হরিপ্রেমে একেবারে হয়ে অচেতন॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি নানা ভাবাবেশে।
হইল বিহ্বল মত্ত হরিপ্রেমরসে॥
সংজ্ঞা পেয়ে আচার্য্যেরে গাঢ় আলিঙ্গন।
দিলেন গৌরাঙ্গচন্দ্র শচীর নন্দন॥
পরদিন প্রাতে পুনঃ প্রিয় ছাত্রগণ।
সমবেত হইলেন সঞ্জয়-ভবন॥
জিজ্ঞাসিল শিষ্য সবে শচীর কুমারে।
ধাতু সংজ্ঞা কিবা তাহা বলুন সবারে॥
বলিলেন বিশ্বম্ভর হরির শকতি।
ধাতু বলি জেন সবে সুপবিত্র অতি॥
যে হরির কৃপাগুণে ধাতু লাভ হয়।
তাঁরে প্রেম ভক্তি কর বালক-নিচয়॥
তাঁর নাম কর সদা শ্রবণ কীর্ত্তন।
ধ্যান কর অনুক্ষণ তাঁর শ্রীচরণ॥
ত্রিজগতে অন্ত নাই মহিমা যাঁহার।
দন্তে তৃণ লয়ে সেব তাঁরে অনিবার॥
হরি মাতা হরি পিতা হরি প্রাণ মন।
পায়ে ধরি কর তাঁরে আত্মসমর্পণ॥
মত্ততার অবসানে শচীর নন্দন।
জিজ্ঞাসিলা শিষ্যগণে প্রেমেতে তখন॥
কি প্রকার ব্যাখ্যা সবে শুনিলা আমার।
সত্য করি বল সবে বলহ এবার॥
আমার কি বায়ুরোগ জন্মেছে এখন।
এই কথা সত্য করি বল বৎসগণ॥
বলিলেন শিষ্য সবে সকল বিষয়ে।
হরিনাম ব্যাখ্যা তুমি করহ নির্ভয়ে॥
হরিনামে তব ভক্তি করি দরশন।
মানুষ বলিতে তোমা নাহি লয় মন॥
যেই ব্যাখ্যা কর গুরু সেই সত্য সার।
কর্ম্মদোষে মোরা নাহি পারি বুঝিবার॥
শিষ্যদের বাক্য শুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
বলিতে লাগিলা গোরা হৃদয় খুলিয়া॥

অনুক্ষণ হরিরূপ নেহারি নয়নে।
সে রূপেতে মত্ত প্রাণ রহে অনুদিনে॥
হরির মন্দির যেন সকল জগত।
এই ভাব প্রাণে মম জাগে অবিরত॥
হরি ভিন্ন অন্য কথা আসে না বদনে।
তাই ভিক্ষা যাচি ভাই তোদের সদনে॥
আমারে বিদায় দাও পড়াইতে আর।
পারিবনা এ জীবনে বলিলাম সার॥
নিদারুণ বাক্য শুনি শিষ্য সমুদায়।
শোক দুঃখে কান্দি তবে আকুলিত হয়॥
গুরুর বচন শুনি বলে ছাত্রগণ।
কোথায় শুনিব আর ব্যাখ্যান এমন॥
করুন আশীষ সবে তব উপদেশ।
হৃদয়ে ধারণ যেন করি সুবিশেষ॥
তাহাদের কথা শুনি শিষ্য কোলে লয়ে।
কান্দিতে লাগিলা গোরা আকুল-হৃদয়ে॥
আশীর্ব্বাদ করি সবে বলিলা বচন।
আর অধ্যয়নে তবে নাহি প্রয়োজন॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে সর্ব্বশাস্ত্রে সবে।
অনায়াসে সবাকার জ্ঞানলাভ হবে॥
এবে মোরা সবে মিলি করি সঙ্কীর্ত্তন।
শ্রীহরি সবার বাঞ্ছা করিবে পূরণ॥
এইরূপে শচী-সুত বিদ্যার বিলাস।
সাঙ্গ করি হইলেন শ্রীহরির দাস॥
ব্রহ্মের নূতন বিধি প্রচারের তরে।
হয়েছে প্রেরিত যেই ভারত সংসারে॥
হরি-প্রেমানন্দে যাঁর সংসারের আশ।
জনমের তরে আহা হয়েছে বিনাশ॥
আপন নিয়তি ছাড়ি কভু কি সে জন।
সামান্য পার্থিব কার্য্যে হয় নিমগন॥
ধন্য দয়াময় হরি তোমার বিধান।
কেমন আশ্চর্য্য ভাবে তোমার সন্তান॥
নববিধানের কার্য্যে কর ব্যবহার।
তব লীলা হেরি মন মুগ্ধ অনিবার॥
কিবা সুকৌশলে নাথ ভোগাসক্তি হতে।
টান মানবের মন অদৃশ্য জগতে॥
তব সুমধুর রূপ করি প্রদর্শন।
মানবহৃদয় হরি করহ হরণ॥
চন্দ্র সূর্য্য তরু লতা বিশ্ব অগণন।
এজগতে বিশ্বেশ্বর আশ্চর্য্য যেমন॥
ততোধিক মানবের নবীন জীবন।
তব অলৌকিক কীর্ত্তি পতিতপাবন॥
গর্ভবাসে জরায়ুর মাঝারে যেমন।
ক্ষুদ্র শিশু কিছুদিন করিয়া যাপন॥
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডমাঝে অবতীর্ণ হয়।
সেইরূপ তব হস্তে নব ভক্তচয়॥
আসক্তি জরায়ু ত্যজি বিশ্বাসজগতে।
ভূমিষ্ঠ হয়েন তব করুণা-প্রসাদে॥
এইত নূতন জন্ম, জন্ম কিবা আর।
যে জনমে পায় জীব সংসারে নিস্তার॥
তব নবজাত পুত্রে কোলে লয়ে হরি।
দেখাও জগতজনে দিবাবিভাবরী॥
ভক্তরূপ ভক্তলীলা দেখি জগজ্জন।
তোমার কৃপায় লভে নূতন জীবন॥
কবে নাথ এ পাপীর মলিন জীবন।
হইবে গোরার মত শুদ্ধ সুশোভন॥
তোমার কৃপায় পেয়ে নবীন জীবন।
বলিব জগতজনে ওহে প্রাণধন॥
তব করুণার কথা পরাণ ভরিয়া।
রহিব তোমার প্রেমে সতত মজিয়া॥
আমা সম দীন দুঃখী নাই এ ভুবনে।
তাই কৃপা করি নাথ এই অভাজনে॥
আশীর্ব্বাদ কর যেন নবীন জীবন।
লভিয়া তোমার বিধি করিহে ঘোষণ॥

এই ভিক্ষা করি নাথ তব শ্রীচরণে।
প্রণিপাত করি হরি কায়বাক্যমনে॥

মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিসাধন, অপর ভক্তগণ সহ সম্মিলন এবং ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ।

অধ্যাপনা ক্ষান্ত দিয়ে, নবানুরক্ত হৃদয়ে,
শিষ্য সনে হয়ে সম্মিলিত।
শচীর প্রাণের ধন, আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন,
মাতাইয়া সবাকার চিত॥
বঙ্গভূমি যে কীর্ত্তনে, প্রমত্ত আজি ভুবনে,
শুষ্ক প্রাণ যাহে গলে যায়।
ভকতের প্রিয় ধন, মহাযজ্ঞ সুসাধন,
অভিনব বিধান ধরায়॥
যে সাধন অনুসরি, হেসে গেয়ে নৃত্য করি,
সহজে মানব মুক্তি পায়।
হেন যজ্ঞ আরম্ভন, করিলেন ভক্ত জন,
দয়াময় হরির কৃপায়॥
হরি হরি বলে গোরা, নাচে হয়ে মাতোয়ারা
করতালি দিয়ে শিষ্য সনে।
কভু ভাবে অচেতন, কখনও করে রোদন,
অশ্রুজল বহে দুনয়নে॥
ছাত্রগণ মাঝে কেহ, গেল অন্য গুরুগেহ,
কেহ লয়ে গোরার আশ্রয়।
অধ্যয়ন ক্ষান্ত করি, ভকতির পথ ধরি,
ভক্তসনে সম্মিলিত রয়॥
মধুর আঘ্রাণ পেয়ে, অলিগণ যথা ধেয়ে,
পঙ্কজেরে করয়ে বেষ্টন।
ভক্তিলুব্ধ ভক্তচয়, হেরি গৌরে ভক্তিময়,
গৌর সনে লভিল মিলন॥

শ্রীবাসের গৃহে গিয়ে, গৌরাঙ্গ সনে মিলিয়ে
ভক্তগণ করে সংকীর্ত্তন।
প্রেমেতে প্রমত্ত হয়ে, হরিপদে সব সঁপিয়ে,
রহে গোরা নামেতে মগন॥
কখন হরি বিরহে, কান্দে ধূসরিত দেহে,
পুছে কোথা শ্রীহরি আমার।
নয়নেতে অশ্রুজল, ঝরে তাঁর অবিরল,
যেন বহে জাহ্নবীর ধার॥
পুত্রশোকাতুরা মাতা, পুত্র তরে যথা তথা,
বিলাপিয়া করেন রোদন।
অথবা সতীরমণী, হারায়ে নয়নমণি,
অশ্রুনীরে হয়েন মগন॥
হরি অদর্শনে গোরা, হইয়া পাগলপারা,
অহনিশ বিরহজ্বালায়।
বিকারী রোগীর মত, কাটে কাল অবিরত,
বিষয়েতে মন নাহি ধায়॥
কভু হরি দরশন, পাইয়া ভকতজন,
মহানন্দে করে নৃত্য গীত।
কভু চক্রাকারে ঘোরে, কভু গালবাদ্য করে,
কভু বা হুঙ্কারে শচীসুত॥
বৈষ্ণব ভকতচয়, গৌরগৃহে সদা রয়,
গৌরপ্রেমে সকলে মগন।
হরিপ্রেমানন্দে ভাসি, একে অন্যে ভালবাসি
হরিপ্রেম করেন সাধন॥
অদ্বৈত আচার্য্য সনে, তাঁহার নিজ ভবনে,
গৌরাঙ্গের হইল মিলন।
ভক্তিপরায়ণ যোগী, কামনাবিহীন ত্যাগী,
বিশ্বাসী আচার্য্য যশোধন॥
গৌরাঙ্গে দর্শন করি, আনন্দে হৃদয় ভরি,
গৌরাঙ্গেরে করিলা বন্দন।
যে ভক্তি পাবার তরে, আচার্য্য বিশ্বাসভরে
শ্রীহরির করিলা পূজন॥

সেই ভক্তিধন লয়ে, এলা গৌর বঙ্গালয়ে,
হেরি মুগ্ধ আচার্য্যের মন।
জাহ্নবী যমুনা যেন, নবদ্বীপে সম্মিলন,
হইলেক ভকতজীবনে॥
দোঁহে দোহাকারে মিশি, সদা আনন্দেতে ভাসি
সিন্ধুপানে করেন গমন।
শ্রীবাসের আঙ্গিনায়, ভক্তসনে গৌররায়,
নিশিযোগে করেন কীর্ত্তন॥
গৃহদ্বার বন্ধ করি, হাসি গেয়ে নৃত্য করি,
করে সবে নাম উচ্চারণ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন শুনে, পাষণ্ড মানবমনে,
জ্ব'লে উঠে বিদ্বেষ-অনল॥
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, ভোগাসক্ত নরগণ,
আর কত বিরোধী সকল।
নানাজনে নানা কথা, বলে সবে যথা তথা,
ভক্তগণে করয়ে নিন্দন॥
কেহ বলে এরা সবে, মাতিয়া নৈশ উৎসবে,
মদ্য মাংস করয়ে ভোজন।
কেহ বলে উচ্চৈঃস্বরে, ইহারা চীৎকার ক'রে
শান্তিভঙ্গ করে অনুক্ষণ॥
কোন কোন অজ্ঞজন, বলে এবে নারায়ণ,
গোলকেতে আছেন শয়ান।
ইহারা চীৎকার ক'রে, তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করে,
করে মহা পাপ অনুষ্ঠান॥
ইহাদের পাপাচারে, দেশ যাবে ছারেখারে,
দুর্ভিক্ষ বিপদ হবে অতি।
ইহাদের সঙ্কীর্ত্তন, শুনিলে যবনগণ,
আমাদের করিবে দুর্গতি॥
কেহ ভয়প্রদর্শন, করে ভক্তে অনুক্ষণ,
বলে মোরা নবাব-সদনে।
অভিযোগ তব নামে, করিব হে সাধারণে,
হবে তব নিশ্চয় বন্ধন॥

এইসব কথা শুনে, বৈষ্ণবগণের মনে,
হ'ল মহা ভয়ের সঞ্চার।
নির্দ্দোষ সরলমতি, ভক্তগণ সবে অতি,
হইলেন ভীত অনিবার॥
কিন্তু গৌরাঙ্গের মন, হরিতেজে অনুক্ষণ,
পরিপূর্ণ অনলের মত।
শ্রীহরি আশ্রয় যাঁর, সংসারে কি ভয় তাঁর,
নাহি হন কভু তিনি ভীত॥
শ্রীহরি ব্রহ্মাণ্ডপতি, তিনি ভকতের গতি,
তাঁর বলে ভক্ত বলীয়ান্।
সংসারের অত্যাচার, লোকনিন্দা দুর্নিবার,
কিছুতেই ভীত নহে প্রাণ॥
ভকত অকুতোভয়ে, সদা প্রশান্ত হৃদয়ে,
গঙ্গাতীরে করেন ভ্রমণ।
তাঁহারে নির্ভীক হেরি, দুষ্টগণ ঈর্ষা করি,
করে তাঁরে ভয়প্রদর্শন॥
সরল বৈষ্ণবগণে, আশ্বাসিতে সেই ক্ষণে,
ইচ্ছা করি শচীর কুমার।
প্রেমিক ভকত লয়ে, শ্রীবাস-সাধু আলয়ে,
গৌরচাঁদ করিলা দরবার॥
ব্রহ্মে যোগযুক্ত হয়ে, ব্রহ্মেতে প্রাণ সঁপিয়ে
ব্রহ্মগত হয়ে ভক্তজন।
ব্রহ্মের অভয়বাণী, শুনাইয়া ভক্তপ্রাণী,
পুলকিত করিলা তখন॥
হরিপ্রেম আকর্ষণে, শ্রীবাস-ভক্ত-ভবনে,
সব ভক্ত এবে উপনীত।
হরিভক্ত হরিদাস, শ্রীধর ভক্ত শ্রীবাস,
মুরারি মুকুন্দ আদি যত॥
সেই মহোৎসব দিনে, সম্মিলিত ভক্তগনে,
মনোহর কিবা দৃশ্য হায়!
গৌরাঙ্গের মহাভাবে, চমকিত ভক্ত সবে,
তাহে পুন নিত্যানন্দ রায়॥

ভক্তসবে কিছু আগে, মিশেছেন অনুরাগে,
তার ভাব বর্ণনা না যায় ॥
অসীম সমুদ্র জলে, প্রবল বায়ু বহিলে,
যে তরঙ্গ হয় সমুদিত ।
সমুদ্রের মহারবে, স্তম্ভিত মানব সবে,
ধরা মাঝে হয় অবিরত ॥
এক ঘোর-প্রেমে সবে, প্রমত্ত ভক্তি-উৎসবে,
তাঁর সনে নিতাই আবার ।
আসিয়া ভকতগণে, মাতাইয়া ভক্তি প্রেমে,
করিলেক পাগল এবার ॥
এই মহা মহোৎসবে, গৌরাঙ্গ ভকত সবে,
একে একে করিয়া আহ্বান ।
করিলেন আশীর্বাদ, লভিয়া তাঁর প্রসাদ,
হল সবে প্রেমে বলীয়ান্ ॥
পরশ মণির গুণে, যেমন লৌহ কাঞ্চনে,
ধরাধামে হয় পরিণত ।
গৌরের বিশ্বাস প্রীতি, প্রবেশিয়া ভক্তহৃদি,
করিল সবারে সঞ্জীবিত ॥
সম্বোধিয়া ভক্তগণে, বলিলা মিষ্ট বচনে,
গৌরচন্দ্র ভকত প্রধান ।
কার সাধ্য নাহি আর, করে ভক্তে অত্যাচার,
যদি যায় রাজসন্নিধান ॥
নবাবেরে ভক্তিরসে, মাতাইব ব্রহ্মদেশে,
যবনেরা হইবে বৈষ্ণব ।
কিছু ভয় নাহি আর, শ্রীহরির এ সংসার,
তাঁরে ভক্তি কর ভক্ত সব ॥
এইরূপে উৎসাহিত, করিয়া ভকত যত,
করিলেন প্রেমে বলীয়ান্ ।
তাড়িত-প্রবাহ প্রায়, ভক্তমাঝে খেলা যায়,
ব্রহ্মতেজ অতি সুমহান্ ॥—
করিলেন সঞ্চারিত, নবোদ্যমে ভক্ত যত,
হরিপ্রেমে মাতিল আবার ।
বুঝিল ভকতগণ, নেতা হয়ে অনুক্ষণ,
করিবেন শ্রীহরি উদ্ধার ॥
সদগুরু সাধনার, এই মহা উপকার,
লাভ করে ভকতনিচয় ।
সহ অনুভূতিবলে, ব্রহ্মের কৃপা-কৌশলে,
ভাবরাশি সংক্রামিত হয় ॥
যথা মহা দাবানলে, একটী বৃক্ষ দহিলে,
অন্য বৃক্ষ ক্রমে দগ্ধ হয় ।
সেইরূপ ভক্তগণে, গৌরাঙ্গের প্রেমাগুণে,
হইলেন সবে অগ্নিময় ॥
নেতার ভিতরে যবে, ব্রহ্মশক্তি প্রেম দেখে,
দূর করে হৃদয়ের ভয় ।
সকলে আনন্দে মাতি, গায় সবে দিবারাতি
সুবিমল শ্রীহরির জয় ॥
অনুপম লীলাকারী, ধন্য দয়াময় হরি,
ধন্য তব গৌরাঙ্গসুন্দর ।
ভকতের সব ভয়, দূর কর দয়াময়,
কর তব বিধি দৃঢ়তর ॥
তোমার শ্রীপদে নাথ, করযোড়ে প্রণিপাত,
করি দেব ভক্তিনতশিরে ।
যেন ভকতের মত, সঙ্গলিয়ে অবিরত,
সেবা করি বিনীত অন্তরে ॥
তোমা হতে বল পেয়ে, তাহা সঙ্গীরে দিয়ে
দল সনে হয়ে একীভূত ।
তব যশ তব গুণ, গাই যেন অনুক্ষণ,
এই ভিক্ষা দাও সুতে পিতঃ ॥

নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার এবং জগাই মাধাইর উদ্ধার ।

প্রেমিক প্রধান, ভক্ত সুমহান্
বিপ্লাসী শচী-নন্দন ।

ভক্তদল মাঝে, সতত বিরাজে
আনন্দে হয়ে মগন ॥
এক দিন তিনি, বলিলা অমনি
নিত্যানন্দ হরিদাসে ।
নদীয়া নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে
বল সবে ভালবেসে ॥
"হরিপদ ভজ, হরিনামে মজ
শিখ নাম নিরন্তর ।
এই মাত্র কথা, বল যথা তথা
হইয়া যেন সত্বর ॥
দিবা অবসানে, আসি মম স্থানে
বল সব বিবরিয়া ।
কেবা নামধন, করিল গ্রহণ
কেবা গেল তেয়াগিয়া ॥"
হরিনামধন, দিতে যেই জন
আসিলেন ভূমণ্ডলে ।
জীবের উদ্ধার, প্রিয় ব্রত যাঁর
তিনি কি মানবে ভুলে ॥
আপনার মনে, সাধনে ভজনে
শুধু নিয়োজিত রন ?
তৃষিত সন্তানে, স্তন্য দুগ্ধ দানে
ভোলে কি মাতা কখন ?
কভু কি বারিদ, নীর সুসঞ্চিত
নাহি দিয়া জগতেরে ।
কৃপণের প্রায়, আপনার গায়
আপনি বিলীন করে ?
বিধান-বাহক, নিত্য প্রচারক,
ব্রহ্মের বিশ্বাসী দাস ।
বিধান-প্রচার, মহাব্রত তাঁর
প্রচার তাঁর নিশ্বাস ॥
সিংহের মতন, বিধান-ঘোষণ
করে সেই অবিরত ।
বাধা বিঘ্ন ঠেলি, স্বার্থ সুখ ভুলি
পালে ব্রহ্ম-আজ্ঞা যত ॥
তাই ভক্তি-বিধি, দিতে যথাবিধি
বিধানের প্রবর্তক ।
ব্রহ্মের আদেশে, প্রিয় বঙ্গদেশে
নিয়োজিলা প্রচারক ॥
গৌর-আজ্ঞা লয়ে, আনন্দে নির্ভয়ে
নিত্যানন্দ হরিদাস ।
ঘরে ঘরে গিয়ে, প্রেমেতে গলিয়ে
বলেন দিয়া আশ্বাস ॥
বল অবিরাম, পাও হরিনাম
ভজহ হরি-চরণ ।
হরি প্রাণধন, হরি সে জীবন
বল হরি দিয়া মন ॥
প্রেমের আবেশে, প্রচারক বেশে
প্রমত্ত ভকত দ্বয় ।
সবে অবিরাম, লভে হরিনাম
আনন্দে ডাকিয়া কয় ॥
সাধুবাদ কেহ, দেয় অহরহ
কেহ গালাগালি করে ।
কার বা সন্তোষ, কার অসন্তোষ
হয় তাঁহাদের পরে ॥
ভকত দুজন, দেখে এক দিন
মাতাল দুজন অতি ।
রহিয়াছে পথে, লোক চারি ভিতে
দূরে যায় পেয়ে ভীতি ॥
ব্রাহ্মণ দুজন, কিন্তু আচরণ
ভীষণ দস্যুর মত ।
সতত মদিরা, পানে আত্মহারা
পাপেতে সদা নিরত ॥
গোমাংস ভোজন, পরের পীড়ন
দস্যুতা চৌর্য্যাদি যত ।

লিপ্ত সব পাপে, পাপের উৎসবে
কাটে কাল অবিরত ॥
জগাই মাধাই, এরা দুই ভাই
যেন পাপ মূর্ত্তিমান।
পাষণ্ড দুর্ব্বার, পাপের আধার
সদা পাপে মুহ্যমান ॥
পথে পথে যায়, কার পিছে ধায়
করে অপমান কায়।
কভু পরস্পরে, জড়াজড়ি করে
লোকেরে করে প্রহার ॥
সমাজ-বর্জ্জিত, সবার ঘৃণিত
পতিত দুভায়ে হেরে।
নিতাইর প্রাণ, হল ম্রিয়মাণ
জন্মিল দয়া অন্তরে ॥
নিতায়ের মন, প্রেমপ্রস্রবণ
অগাধ করুণাখনি।
জীবের দুর্গতি, হেরি তাঁর হৃদি
গলিয়া যায় অমনি ॥
ভাবিলেন মনে, পাপী দুই জনে
যদি না উদ্ধার হল।
তবে আশা আর, কোথা এ ধরায়
জীবদুঃখ নাহি গেল।
এই দুই জন, এখন যেমন
মদ্যপানে মত্ত রয়।
সেইরূপ যদি, হরি নামে হৃদি
ইহাদের মত্ত হয়।
এখন যেমন, ছায়া পরশন
করি ইহাদের সবে।
করি পাপ জ্ঞান, গঙ্গানীরে স্নান
করয়ে যত মানবে ॥
যদ্যপি তেমন, অঙ্গ পরশন
করি ইহাদের সবে।
গঙ্গাস্নান সম, পবিত্র উত্তম
জ্ঞান করে নিরন্তর ॥
তাহলে আমার, প্রচারের ভার
প্রকৃত সার্থক হয়।
এত ভাবি মনে, হরিদাস স্থানে
নিতাই প্রেমেতে কয় ॥
হরিদাস হের, দুর্গতি দোঁহার
এদের মঙ্গল সাধ।
যাহে দুই প্রাণ, লভে পরিত্রাণ
এই মম বড় সাধ ॥
নিতায়ের বাণী, হরিদাস শুনি
আনন্দে সম্মতি দিলা।
মিলে দুইজনে, পতিত সদনে
প্রচারের তরে গেলা ॥
ভাই দোঁহাকারে, বলিলা আদরে
ভজ হরি বল নাম।
হরি পিতামাতা, হরি মুক্তিদাতা
হরি ধন মন প্রাণ ॥
হরিনাম শুনি, গর্জ্জিয়া অমনি
জগাই মাধাই ধায়।
ভক্তদ্বয় পানে; তাঁহারা সঘনে
প্রাণের ভয়ে পালায় ॥
এইরূপে ক্লেশে, গৌরাঙ্গের পাশে
আসিয়া ভকত দ্বয়।
সব বিবরণ, করে নিবেদন
শুনিয়া লাগে বিস্ময় ॥
নিত্যানন্দ কন, এই দুই জন
যদি না উদ্ধার হয়।
মহিমা তোমার, কে ঘোষিবে আর
সকল ভুবনময় ॥
সুজন স্বভাবে, হরিপদ ভাবে
তাদের উদ্ধারে বল।

কি পৌরুষ আর, পাষণ্ড দুর্ব্বার
যদি না মুকতি পেল ॥
নিতায়ের বাণী, শুনি গৌরমণি
বলিলেন প্রেমভরে।
তোমার হৃদয়, হয়েছে সদয়
যখন এদের তরে ॥
নিশ্চয় দুজন, পাবে মুক্তিধন
বলিনু তোমা সবারে।
গৌরবাক্য শুনি, করে হরিধ্বনি
ভক্তগণ উচ্চস্বরে ॥
ভক্তহৃদি মাঝে, শ্রীহরি বিরাজে
ভকতের দয়া হলে।
পাপীর হৃদয়, বিগলিত হয়
পাষাণেতে ফল ফলে ॥
ব্রহ্মকৃপা স্রোত, বহে অবিরত
ভক্তের হৃদয় মনে।
তাঁদের করুণা, ব্রহ্মকৃপা বিনা
কিছুতো নহে ভুবনে ॥
ওহে দয়াময়, তব ভক্তচয়
তব ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি।
তুমি হে প্রকাণ্ড, তাঁরা ব্রহ্ম খণ্ড
ভকতে তব প্রকৃতি ॥ *
জীবের কারণ, যবে ভক্ত জন
গোপনে রোদন করে।
সে অশ্রু ভিতর, তব অশ্রুনীর
দেখে ভক্ত প্রেমভরে ॥ †
তাই পদে তব, নমি ভবধব
কর আশীর্ব্বাদ দাসে।
ভক্তের করুণা, তব প্রেমকণা
জেনে যেন ভালবাসে ॥

জগাই ও মাধাইর নবজীবন লাভ।

প্রতি দিন নিশাযোগে গৌরাঙ্গ-আলয়।
সুমধুর সংকীর্তনে পরিপূর্ণ হয় ॥
খোল করতাল আদি নানা যন্ত্র সহ।
মধুর কীর্তন তথা হয় অহরহ ॥
মদ্যপায়ী জন ভাল বাসয়ে সঙ্গীত।
এই হেতু দুই ভাই মদে বিমোহিত ॥—
হয়ে, নিশাযোগে ভক্ত-আলয়-সদনে।
আসিত, শুনিতে গীত সদা হৃষ্টমনে ॥
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
আসিছেন গৌর-গৃহে সেই পথ দিয়া ॥
হেনকালে দুই জন ধরিল তাঁহারে।
জিজ্ঞাসিল কেবা তুই যাস্ কোথাকারে?
বাল্যভাবাপন্ন নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিলেন যাইতেছি গোবিন্দ-আলয় ॥
তোমা সবে উদ্ধারিতে করিয়া মনন।
আসিয়াছি তোমা স্থানে করহ শ্রবণ ॥
নিতায়ের কথা শুনি মাধাই তখন।
ভক্তশিরে মারে কান্দা অতীব ভীষণ ॥
নিতায়ের পুণ্য অঙ্গ শোণিত ধারায়।
ভাসিতে লাগিল, হেরে প্রাণ ফেটে যায় ॥
নিতায়ের দশা দেখি জগায়ের মনে।
দয়া উপজিল যেন ব্রহ্মকৃপাগুণে ॥
আর বার মারিবারে মাধাই যখন।
পশুর মতন ধায়, জগাই তখন ॥

---

* ঈশ্বর পিতা জীব পুত্র। ব্রহ্মস্বরূপ জীবে অনুপ্রবিষ্ট, বিশেষতঃ ভক্ত বিশ্বাসিগণে ব্রহ্মস্বভাব এতই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয় যে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বলা যাইতে পারে।

† জীবের কল্যাণের জন্য ব্রহ্মের যে অনন্ত ব্যাকুলতা, তাঁহাকে কবিত্বের ভাষায় ব্রহ্মের ক্রন্দন রূপে বর্ণন করা যাইতে পারে।

মাধায়েরে নিবারিয়া বলিল তাহারে।
সন্ন্যাসী মারিয়া ফল কি হবে সংসারে॥
নিতায়ের অঙ্গে যত রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ রায় তত প্রেমভরে॥
তাড়াতাড়ি লোক গিয়া গৌরাঙ্গে কহিল।
বন্ধুজনসহ তিনি ত্বরিত আইল॥
রক্ত হেরি ক্রোধে গোরা হলা হুতাশন।
কে পারে সহিতে বল বন্ধুর পীড়ন॥
গৌরাঙ্গের ক্রোধ হেরি ভকত নিচয়।
প্রমাদ গণিল সবে পেয়ে মনে ভয়॥
আস্তে ব্যস্তে নিত্যানন্দ করে নিবেদন।
"মাধাই মারিতে চেষ্টা করিল যখন॥
নিবারণ করে তারে প্রেমিক জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ এই দোঁহার শরীর।
কিছু কষ্ট নাহি মোর তুমি হও স্থির॥"
নিতায়ের প্রাণরক্ষা করিল জগাই।
শুনি হরষিত হয়ে প্রেমিক নিমাই॥
করিলেন জগায়েরে আলিঙ্গন দান।
বলিলেন তুষ্ট হয়ে ভকত প্রধান॥
"নিত্যানন্দে রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে।
জগতের পতি কৃষ্ণ কৃপা করুক তোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে থাকে তাহা তুমি মাগ।
আজ হতে হৌক তোর প্রেম-ভক্তি-লাভ।"
জগায়ের বর শুনি বৈষ্ণব মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিলা সকল।
ভকতের ব্যবহারে প্রেম আলিঙ্গনে।
অনুতাপ অগ্নি জ্বলে মাধায়ের মনে॥
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ি গৌরাঙ্গ-চরণে।
বলিল জগাই প্রভো, আই দুই জনে॥
করিয়াছি কত পাপ মোরা অনিবার।
মোরে কৃপা করি তুমি করিলে উদ্ধার।
কর মাধায়ের ত্রাণ এ ভিক্ষা আমার॥
শুনিয়া ভকতবর বলিলা তখন।
নিত্যানন্দদেহে সেই করেছে পীড়ন॥
মোর দেহ হতে তার দেহ হয় বড়।
না করিলে তিনি ক্ষমা নাহিক উদ্ধার॥
শুনিয়া মাধাই পড়ে নিতাই-চরণে।
নিত্যানন্দ ক্ষমা করে সদানন্দমনে॥
নানা উপদেশ দোঁহে দিলা ভক্তগণ।
পাপ হতে পরিত্রাণ লভিয়া দুজন॥
শ্রীহরির পাদপদ্মে পাইল আশ্রয়।
পাপীর জীবনে হল শ্রীহরির জয়॥

ধন্য হরি দয়াময়, ধন্য গৌর সদাশয়
ধন্য নিত্যানন্দ মহাশয়।
পাপীর উদ্ধার তরে, এহেন যতন করে
হেন ভাব না দেখি কোথায়॥
মার খেয়ে প্রেম করে, হেন প্রেম দেখিনাকো
হেন প্রেম স্বর্গীয় রতন।
ধন্য জগাই মাধাই, অনুতপ্ত দুই ভাই
যাহে হরি-কৃপা মূর্ত্তিমান॥
ধন্য যত ভক্তগণ, না করিয়া ভেদজ্ঞান
যাঁরা নিলা দোঁহে নিজ দলে।
যাঁরা প্রেম-আলিঙ্গনে, তুষ্টারে প্রসন্নমনে
তুষিলেন আনন্দে সকলে॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে, পাপী ভাই দুই জনে
হইলেন ধার্ম্মিক-প্রধান।
স্নান করি নিরজনে, প্রতিদিন দুই জনে
জপে দুই লক্ষ হরিনাম॥
আপনার পাপ স্মরে, নিজেরে ধিক্কার করে
ভাসে দোঁহে সদা অশ্রুনীরে।
শ্রীমাধাই বিশেষতঃ, এই বলে অবিরত-
কান্দে আর মহাখেদ করে॥

নিতায়ের কলেবরে, আমিতো প্রহার করে
করিয়াছি কত রক্তপাত।
কে আছে আমার মত, দুরাচারী পাপী এত
কিসে যাবে মোর অপরাধ ॥
একদিন নিরজনে, পেয়ে নিত্যানন্দধনে
পায়ে পড়ি বলিল মাধাই।
পবিত্র দেহে তোমার, করেছি আমি প্রহার
মোর সম পাপী আর নাই ॥
দারুণ চণ্ডাল আমি, কৃতঘ্ন গোখর * কামী
অতি পাপী ঘোর দুরাচার।
মোর অপরাধ যত, ক্ষম ওহে ভাগবত
দাসে করে লও আপনার ॥
শুনি নিত্যানন্দ রায়, হাসিয়া বলে তাহায়
শিশু যদি প্রহারে পিতায়।
জনক কি তাহা হলে, দুঃখ পায় কোন কালে
ব্যথা কি কখন লাগে গায় ?
না করিও খেদ আর, তুমি হে দাস আমার
তব দেহে আমার বিহার।
এত বলি নিত্যানন্দ, লভিয়া অতুলানন্দ
আলিঙ্গিলা শ্রীঅঙ্গ তাহার ॥
সর্ব্বজীবে হিংসা আমি, করিয়াছি দিনযামী
চিনি না জানি না নাম তাঁর।
কিরূপে সে পাপ হতে, এ পাপী বল জগতে
লভিবেক জীবনে উদ্ধার ॥
নিতাই বলিলা তারে, গিয়া গঙ্গা ঘাট পরে
সব লোকে করি নমস্কার।
হয়ে দীন অকিঞ্চন, ক্ষমা চাও অনুক্ষণ
তাহে পাপ যাইবে তোমার ॥
গুরুবাক্য শিরে ধরে, যাইয়া গঙ্গার তীরে
বসিলেন মাধাই তখন।

কোদালী ধরিয়া হাতে, ঘাট করি বিধি মতে
জীব সেবা করে অনুক্ষণ ॥
শুদ্ধ ব্রহ্মচারী হয়ে, সদা সন্তপ্তহৃদয়ে
করে তপ হয়ে অপ্রমাদ।
সকলের পায়ে ধরে, সদা ক্ষমা ভিক্ষা করে
সবে তাঁরে করে আশীর্ব্বাদ ॥
লভিয়া নবজীবন, পিতার আজ্ঞা পালন
করে আর গায় হরিনাম।
এদের পরিবর্ত্তনে, নদীয়াবাসীর মনে
সমাদৃত হইল বিধান ॥
নিমায়ের যশখ্যাতি, বিশ্বাস ভকতি প্রীতি
প্রচারিত হল বঙ্গময়।
হরিলীলা ভাগবত, হল ব্যাপ্ত অবিরত
হল নব বিধানের জয় ॥
ধন্য হে করুণা-সিন্ধু, দিয়ে দীনে কৃপাবিন্দু
কর এই দুভায়ের মত।
ইহাঁদের চেয়ে আমি, পাতকী নিরয়গামী
কুটবুদ্ধি অনুতাপহীন।
বুঝিয়া না পালি বিধি, পাপে রত নিরবধি
অহংকারে মত্ত অনুদিন ॥
ইহাঁদের পদচিহ্ন, গ্রহণ করণ ভিন্ন
নাই আর মোর পরিত্রাণ।
তাই ওহে প্রেমাকর, এ দাসে উদ্ধার কর
দাও মোরে নূতন বিধান ॥
যেন এ জীবন হেরে, সকলে স্বীকার করে
তব নব বিধানের জয়।
এই ভিক্ষা ও চরণে, যাচি নাথ কায়মনে
প্রণিপাত করি প্রেমময় ॥

—

* গোখাদক।

নবদ্বীপের মুসলমান কাজির হরিনাম গ্রহণ।

মহা প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত বন্ধু সহ।
হরিনাম সংকীর্ত্তন করে অহরহ ॥
নামরসে প্রমত্ত হইয়া কত জন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি করে সে নাম কীর্ত্তন ॥
সংকীর্ত্তন-কোলাহলে নদীয়া নগর।
স্তম্ভিত কম্পিত যেন হয় নিরন্তর ॥
মহা সাগরের নীরে ভীম প্রভঞ্জন।
উঠিয়া তরঙ্গ যথা করে উত্তোলন ॥
সেইরূপ নদীয়ার হিন্দু মুসলমান।
কীর্ত্তন-তরঙ্গে যেন হল মুহ্যমান ॥
বিষয়ে আসক্ত যত সংসারী মানব।
কীর্ত্তনে বিরক্ত তারা হইলেক সব ॥
পাঁচ শত হিন্দু আসি কাজীর সদনে।
অভিযোগ করে তারা নিন্দি সংকীর্ত্তনে ॥
"আসি কহে হিন্দুধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিলা কভু শুনি নাই ॥
মঙ্গলচণ্ডীর বিষহরি জাগরণ।
তাতে নৃত্য গীত বাদ্য যোগ্য আচরণ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল, এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হতে আসিয়া চলিল বিপরীত ॥
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ কর্ত্তাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
না জানি কি খেয়ে মত্ত হয়ে নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥
নগর পাগল করে সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যায় করি জাগরণ ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নাচে বার বার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥
হিন্দুশাস্ত্রে হরিনাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্যহানি ॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি গোরা তব জন।
নিমায়েরে ডাকি তারে করহ বর্জ্জন ॥" *
"মৃদঙ্গ কর্ত্তাল সংকীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি ॥"
শুনিয়া সে ক্রুদ্ধ হল সকল যবন।
কাজিপাশে আসি সবে কৈল নিবেদন ॥
কাজি কহে সংকীর্ত্তন করো না নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে ॥
যদি কেহ পুনরায় করহ কীর্ত্তন।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার লব জাতি ধন ॥
এত বলি কাজি গেল, নগরিয়া লোক।
প্রভুস্থানে নিবেদিল পেয়ে বড় শোক ॥
সংকীর্ত্তনে প্রিয় সাধু ভক্তগণ যত।
কাজির আদেশ শুনি হইলেন ভীত ॥
ভকতের অন্ন পান প্রাণপ্রিয় ধন।
ভক্তসখা শ্রীহরির নাম সংকীর্ত্তন ॥
এহেন কীর্ত্তন ত্যজি ভকত কেমনে।
এসংসার মাঝে বল বাঁচিবে জীবনে ?
কাজির বচনে হয়ে ভয়াকুলমনে।
শিষ্যগণ নিবেদিল গৌরাঙ্গ-চরণে ॥
দুর্জ্জয় বিশ্বাসী ভক্ত প্রেমিক প্রধান।
ব্রহ্মতেজে সদা পূর্ণ হরিগতপ্রাণ ॥
হেন শ্রীগৌরাঙ্গ কি হে সংসারের ডরে।
হরিনাম সংকীর্ত্তন পারে ত্যজিবারে ?
প্রবল নদীর স্রোত বাধা পেলে যথা।
দ্বিগুণ বেগেতে ধায়, লঙ্ঘি সব বাধা ॥
তেমনি ভক্তের প্রাণ ভীম পদাঘাতে।
সব বাধা অতিক্রম করেন জগতে ॥

---

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৮৩পৃষ্ঠা)।

শিষ্যগণ-বাক্য শুনি গৌরাঙ্গ তখন।
বলিলেন মহোৎসাহে ওহে ভ্রাতৃগণ॥
মহাকীর্ত্তনের সাজ করহ সকলে।
ডুবাইব নবদ্বীপ নামসিন্ধুজলে॥
উপযুক্ত দণ্ড দিব বিরোধী কাজিরে।
হইবে সকলে মুগ্ধ হরিলীলা হেরে॥
মানবের তেজ গর্ব্ব শক্তি অভিমান।
ব্রহ্মতেজে সব চূর্ণ হয় অবিরাম॥
ব্রহ্মতেজে পূর্ণ হয়ে ভক্ত সাধুগণ।
পৃথিবীর গর্ব্ব খর্ব্ব করে অনুক্ষণ॥
গৌরাঙ্গ-আদেশে তাঁর প্রিয় শিষ্যগণ।
করিলেন কীর্ত্তনের মহা আয়োজন॥
খোল করতাল সিঙ্গা শঙ্খ তুরী ভেরী।
লইয়া আসিল যত সংকীর্ত্তনকারী॥
বিজয় নিশান লয়ে মহানন্দভরে।
সহস্র সহস্র লোক আসিল আসরে॥
নদীয়ার ঘরে ঘরে নরনারীগণ।
মাঙ্গলিক ঘট আদি করিল স্থাপন॥
নদীয়া নগরী যেন শ্রীহরির সনে।
বদ্ধ হবে আজ আহা বিবাহ-বন্ধনে॥
তাই মহা মহোৎসব হতেছে হেথায়।
দেখিয়া সকল লোক ভাবে মূর্চ্ছা যায়॥
প্রদীপ মশাল আলো শত শত শত।
নদীয়ার বক্ষ আজি করে সুশোভিত॥
সন্ধ্যাকালে হইল কীর্ত্তন আরম্ভন।
বিভক্ত হইল দলে কীর্ত্তনীয়া গণ॥
"আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য গোঁসাই।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তাঁর ঠাঁই॥
মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তাঁর পাশ॥
গদাধর বক্রেশ্বর মুরারি শ্রীবাস।
গোপীনাথ জগদীশ বিপ্র গঙ্গাদাস॥
রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব শ্রীগর্ভ মুকুন্দ শ্রীধর॥
গোবিন্দ জগদানন্দ আনন্দ আচার্য্য।
শুক্লাম্বর আদি যে যে জনে এক কার্য্য॥" *
করিয়া ব্যবস্থা নিজে-নিত্যানন্দ সনে।
প্রমত্ত হইলা গোরা নামসংকীর্ত্তনে॥
আহা মরি কিবা শোভা ধরে গোরা রায়।
তারাগণ মাঝে যেন চন্দ্র শোভা পায়॥
মহাভাবে মুগ্ধ হয়ে নাচে গায় হাসে।
হরিপ্রেমানন্দে সব নবদ্বীপ ভাসে॥
অশ্রুকম্প লোমহর্ষ পুলকবিকার।
তরঙ্গের প্রায় গৌরে হয় অনিবার॥
সরল মানবগণ কীর্ত্তন নেহারি।
হরিভক্তি লাভ করে দিবসশর্ব্বরী॥
কিন্তু বিরোধীরা সব হেরি সংকীর্ত্তন।
হিংসানলে দগ্ধ যেন হয় অনুক্ষণ॥
নাচিয়া গাইয়া প্রেমে হরিভক্তগণ।
কাজির আগারে সবে করিলা গমন॥
কীর্ত্তনের ভীমনাদ, জনসমাগম।
হেরিয়া কাজির ভয় হইল বিষম॥
অন্তঃপুরে গেলা কাজি মনে ভয় পেয়ে।
গৌরাঙ্গ সশিষ্যে রলা বাহিরে বসিয়ে॥
অবশেষে কাজি আসি হলা উপনীত।
ভক্তসনে আলাপ করিলা সাবহিত॥
পরস্পর শিষ্টালাপ প্রেমবিনিময়।
করিয়া বলিলা কাজ পাইয়া অভয়॥
তুমি যে মহৎ জন বুঝিয়াছি মনে।
আর না ব্যাঘাত আমি করিব কীর্ত্তনে॥
তব হরিনাম শুনি আমার হৃদয়।
হরিনাম করিবারে সদা ব্যগ্র হয়॥

* মহানুভব শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাসকৃত চৈতন্য ভাগবতের ২১৮—২ পৃষ্ঠা।

সংকীর্ত্তন নিষেধিতে, আমি ভৃত্যগণে।
পাঠাইয়া দেই যত তোমার সদনে ॥
হরিনাম শুনি তারা হরি হরি বলে।
হেরিয়া তোমার ভাব মম প্রাণ গলে ॥
গতরাত্রে দেখিয়াছি ভীষণ স্বপন।
হবে অকল্যাণ মম রোধিলে কীর্ত্তন ॥
কাজীর বচন শুনি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
হইলেন অতি মাত্র প্রফুল্ল অন্তর ॥
বলিলেন হরিকৃপা হয়েছে তোমায়।
পাইবে মুকতি তুমি নাহিক সংশয় ॥
দুটী ভিক্ষা চাই আমি তোমার সদন।
প্রদান করিয়া তুষ্ট কর মোর মন ॥
সংকীর্ত্তনে বাধা তুমি দিবে না কখন।
করিবে না কভু তুমি গোধন নিধন ॥
দেখ গাভী দুগ্ধ দিয়া বাঁচায় জীবন।
জননী সমান গাভী পুজ্য অনুক্ষণ ॥
বৃষ সব করে নিত্য হলের কর্ষণ।
শস্য উৎপাদন করি পালে জীবগণ ॥
পিতার সমান বৃষ করে উপকার।
তা সবারে বধ করা কেমন ব্যভার ॥
শুনি গৌরাঙ্গের মধু-মাখান বচন।
প্রতিজ্ঞা করিল কাজি আমি কদাচন ॥
সংকীর্ত্তনে বাধা আর গবাদি হনন।
করিব না বলিলাম ওহে যশোধন ॥
ধন্য কাজি ধন্য তব সাধু আচরণ।
ভকতি বিধানে তুমি সহায় সুজন ॥
স্বিয়ধর্ম্মে উচ্চপদে থাকিয়া নিয়ত।
ভক্তের মর্য্যাদা তুমি রাখিয়াছ কত ॥
যদিও প্রকাশ্যে তুমি বিধান গ্রহণ।
কর নাই তবু তুমি বিধানী সুজন ॥
তোমা উপলক্ষ করি গৌরাঙ্গ আমার।
বলিছেন মুসলমানগণে অনিবার ॥

"ভারতের মুসলমান ভ্রাতা ভগ্নীগণ।
করোনা করোনা কভু গবাদি হনন ॥
সুমধুর সংকীর্ত্তন করহ গ্রহণ।
সংকীর্ত্তনে বাধা কেহ দিওনা কখন ॥"
ভারতের সুসন্তান মুসলমানগণ।
ভারতের অর্দ্ধ অঙ্গ দেশের ভূষণ ॥
বিধাতার কৃপাবলে তোমরা ভারতে।
একেশ্বর বাদ রক্ষা কর বিধি মতে ॥
হিন্দু মুসলমানে এক আর্য্য-রক্ত-স্রোত।
হইতেছে নিরন্তর দেখ প্রবাহিত ॥
এক জননীর পুত্র তোমরা সকল।
একের কল্যাণে হয় অন্যের মঙ্গল ॥
বড় উপকারী জীব গোধন সকল।
তার বধে হবে কিহে কাহার মঙ্গল ?
বিশেষ গোমাংস জেন স্বাস্থ্য হানিকর।
কুষ্ঠ অতি-সার রোগ জন্মে বহুতর ॥ *
ভারত স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী অতি।
তাইতো নিষিদ্ধ ইহা সকলের প্রতি ॥
প্রাণীহিংসা মহাপাপ; উপকারী জনে
হত্যা করা কত পাপ বলিব কেমনে ?
তাই মুসলমান ভ্রাতঃ গৌরাঙ্গ তোমার।
বলিছেন সকাতরে প্রেমের ভাষায়।
তব কাছে এই ভিক্ষা যাচি সকাতরে।
"ক'রো না গোবধ ভাই বলি বারে বারে ॥"
তোমাদের প্রিয় ভাই গৌরাঙ্গের কথা।
শুনিবে না কি গো ভাই দিবে প্রাণে ব্যথা?
আর এক অনুরোধ আছে যে তাঁহার।
যাহে হয় প্রেম ভক্তি অন্তরে সঞ্চার।

---

* ভারতীয় চিকিৎসকগণের মতে গোমাংস অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহাতে কুষ্ঠ অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মে।

সংকীর্ত্তন বিনা প্রাণ শুষ্ক হয়ে যায়।
শুষ্ক মতে শুষ্ক কর্ম্মে প্রাণ লিপ্ত হয়॥
তাই সংকীর্ত্তন তরে গৌরাঙ্গ সবারে।
করিছেন অনুরোধ প্রেমে বারে বারে॥
মুসলমান ভ্রাতৃগণ, গোরার বচন।
পালিয়া সার্থক কর সবার জীবন॥
ধন্য হে গৌরাঙ্গ তুমি, ভারত সুহৃদ্।
লইবে তোমার ধর্ম্ম ভারত নিশ্চিত॥
জীবে দয়া নামে রুচি তোমার বিধান *।
লইবে ভারতবাসী করিয়া সম্মান॥
জাতিভেদ পাশরিয়া হরিপ্রেমে গলে।
হিন্দু মুসলমান এক হবে ধরাতলে॥
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সাত্বিকতা সহ।
ভেদাভেদ ভুলি সবে মিলি অহরহ॥
সংকীর্ত্তন উপাসনা অর্চ্চন বন্দন।
কর প্রাণে প্রাণে মিলি সবে অনুক্ষণ॥
এই ভিক্ষা চিরদাস সবার সদনে।
করিতেছে সকাতরে ব্যাকুলিত মনে॥
আশীর্ব্বাদ কর হরি এই আকিঞ্চন।
পরিপূর্ণ হয় যেন অধম তারণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প।

ভক্তিরসে পরিপূর্ণ গৌরাঙ্গের প্রাণ।
উত্তাল তরঙ্গময় সাগর সমান॥
প্রেমের ঝটিকা তাহে বহে নিশি দিন।
বিশ্বাস প্রবাহে খেলে আনন্দের মীন॥
প্রেমের প্রবাহে গোরা রহেন বিহ্বল।
কভু নৃত্য, কভু-মূর্চ্ছা, উদ্দাম পাগল॥

* তোমার বিধান—তোমার প্রচারিত বিধান।

দিবানিশি ভক্তবন্ধু লইয়া নির্জ্জনে।
রহেন প্রমত্ত মুগ্ধ নাম-সংকীর্ত্তনে॥
অহোরাত্র অনুগামী বন্ধুগণ সনে।
কাটেন আনন্দে কাল সুপ্রসন্ন মনে॥
কোন দিন খোলা বেচা শ্রীধরের গৃহে।
ভিক্ষা করি অন্ন খান অনুপম স্নেহে॥
কোন দিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী স্থানে।
আপনি যাচিয়া অন্ন লন হৃষ্ট প্রাণে॥
ভকত বিশ্বাসী জনে প্রাণাধিক স্নেহ।
করেন সরল ভাবে গোরা অহরহ॥
ভক্তগণ গৌরচন্দ্র পুত্র বিত্ত হতে।
করেন অধিক প্রীতি অনুরাগে মেতে॥
নিত্যানন্দে সঙ্গে করি, প্রতি ঘরে ঘরে।
মহানন্দে গৌরচন্দ্র ভ্রমে প্রেমভরে॥
প্রবীন প্রেমিক সাধু শ্রীবাস ভবন।
গৌরাঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নিকেতন॥
তথায় কাটান তিনি অধিক সময়।
কীর্ত্তন আনন্দে রন মত্ত অতিশয়॥
ভকত বিশ্বাসী সাধু শ্রীবাস তাঁহারে।
কত যে করেন স্নেহ কে বলিতে পারে?
বিধানের প্রবর্ত্তক প্রেরিত সুজনে।
করিতে এহেন প্রেম কেবা আর জানে?
এক দিন ভক্তসহ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
শ্রীবাসের গৃহে গান করে নিরন্তর॥
শ্রীবাস তাঁদের সনে প্রেমে মত্ত হয়ে।
করিছেন সংকীর্ত্তন সানন্দ হৃদয়ে॥
হেনকালে অন্তঃপুরে ক্রন্দনের ধ্বনি।
শুনিয়া শ্রীবাস তথা চলিলা অমনি॥
গিয়া দেখে ব্যাধিবশে তাঁহার নন্দন।
করেছেন পরলোকে, অকালে গমন॥
শোকে অভিভূত হয়ে তাই নারীগণ।
পুত্রতরে করিছেন বিলাপ ক্রন্দন॥

মহাভক্ত তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীবাস পণ্ডিত।
পারে কি করিতে শোক তাঁরে বিমোহিত?
নারীগণে বলিলেন প্রবোধ বচন।
ত্যজহ বিলাপ, কর শোক সম্বরণ॥
অন্তকালে শ্রবণ করিলে যেই নাম।
মহাপাপী চলে যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥
হেন নাম ভক্ত সহ গৌরাঙ্গ আপনি।
করিছেন সংকীর্ত্তন আজি এ রজনী॥
বড় ভাগ্যবান বটে আমার নন্দন।
তার জন্য শোক কেহ করো না কখন॥
তবু যদি নাহি পার শোক সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিও সবে যাহা লয় চিতে॥
কীর্ত্তন আনন্দে গোরা আছেন বিহ্বল।
যদি তিনি বাহ্য * পান শুনি কোলাহল॥
রাখিব না এই প্রাণ, পশিব গঙ্গায়।
অন্যথা হবেনা কভু জানিও নিশ্চয়॥
সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস বচনে।
চলিলা শ্রীবাস পুন নাম সংকীর্ত্তনে॥
পরম আনন্দে গান করেন শ্রীবাস।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে তাঁর আনন্দ উল্লাস॥
কতক্ষণ সংকীর্ত্তন হইবার পরে।
বলে গোরা আজ প্রাণ এ কেমন করে।
বুঝি কোন দুঃখ হবে শ্রীবাসের ঘরে॥
তাই কি অজ্ঞাত দুঃখ আমার অন্তরে?
"পণ্ডিত বলেন প্রভু মোর কোন্ দুঃখ!
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥"
অবশেষে জানাইলা পুত্রের মরণ।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ দুঃখে হলেন মগন॥

আহা শ্রীবাসের প্রেম কিবা সুমধুর।
যে প্রেমেতে ঘোর পুত্রশোক হয় দূর॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতি তাঁর কি আশ্চর্য্য প্রীতি।
হরিনামে কিবা তাঁর বিশ্বাস ভকতি॥
শ্রীবাসের নির্ব্বিকার ভকতি দেখিয়া।
গলুক বিশ্বাস প্রেমে এ পাপীর হিয়া॥
শ্রীবাসের ব্যবহার দেখিয়া ভকত।
কান্দিতে লাগিলা দুঃখে হয়ে অভিভূত॥
মোর তরে পুত্রশোক ভুলিল যে জন।
কেমনে তাহার সঙ্গ করিব ত্যজন॥
তাজ বাক্য ভক্তমুখে শুনি বন্ধুগণ।
প্রমাদ ভাবিয়া সবে হল ক্ষুণ্ণ মন॥
কেন গোরা হেন বাক্য বলে আচম্বিতে।
না পারি বুঝিতে সবে লাগিল ভাবিতে॥
জগতের পরিত্রাণ করিবার তরে।
এসেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ অবনী ভিতরে॥
দিবানিশি প্রাণে বসি হরি দয়াময়।
বলেন তাঁহারে, ছাড়ি গৃহ বিত্ত চয়।
জগতের ঘরে ঘরে হরিনাম ধন।
সন্ন্যাসী হইয়া নিত্য কর বিতরণ॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোরা সন্ন্যাসের তরে।
সতত প্রস্তুত হন অন্তরে অন্তরে॥
তাই হৃদয়ের ভাব দুঃখের সময়।
আপনি আপনি তাহা বহির্গত হয়॥
তাই ভক্তমুখে এই নিদারুণ বাণী।
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আজ আসিল অমনি॥
তার পর শ্রীবাসেরে তত্ত্ব উপদেশ।
বলিলেন ভক্তবর করিয়া বিশেষ॥
কাল পূর্ণ হলে কেহ সংসারে না রয়।
কালবশে জীবকুল নিত্যধামে যায়॥
পরিশেষে মধুময় প্রেমের ভাষায়।
প্রসন্ন বদনে আহা শ্রীবাসেরে ভায়॥

* বাহ্য পান—সংজ্ঞা লাভ করেন। কীর্ত্তনে তিনি এমনি প্রমত্ত হইতেন যে, তাঁহার তৎকালে বাহ্যজ্ঞান থাকিত না।

আমি আর নিত্যানন্দ এই দুই জন।
তোমার তনয় মোরা জেন অনুক্ষণ॥
মোদেরে তনয় বলি জানিয়া সর্ব্বথা।
দূর কর হৃদয়ের শোক তাপ ব্যথা॥
এত বলি প্রবোধিয়া ভক্তগণ সনে।
বালকে লইয়া লবে মাতি সংকীর্ত্তনে॥
চলিলেন গঙ্গাতীরে করিতে দাহন।
ভক্তশিশু! আহা তব সৌভাগ্য কেমন॥
যে সংকারে নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের যোগ।
তাহাতো দাহন নয় মর্ত্তে স্বর্গভোগ॥
ধন্য হে শ্রীবাস তুমি ধন্য ভক্তচয়।
ধন্য তব স্বর্গগত পবিত্র তনয়॥
শ্রীবাসের প্রতি গৌরাঙ্গের কৃপা স্নেহ।
শ্রাবণের ধারা প্রায় ঝরে অহরহ॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃগণ শিশু নারী নর।
লভিল সকলে হরিভক্তি মনোহর॥
দুঃখী নামে শ্রীবাসের দাসী এক জন।
প্রতিদিন গঙ্গাজল করে আনয়ন॥
যতবার গঙ্গাজল আনিবারে যায়।
ভক্তিভরে সংকীর্ত্তন পানেতে তাকায়॥
একদিন জলপূর্ণ কলসী নেহারি।
বলিল শ্রীগৌরাঙ্গ কেব এই নারী?
ভরিয়াছে এই সব কলসী নিচয়।
বলিলা শ্রীবাস তার দুঃখী নাম হয়॥
কেন দুঃখী বল তারে, কও সুখী তায়।
যার হেন অনুরাগ ভকত সেবায়॥
কুল রূপ ধন জনে কেহ শ্রেষ্ঠ নয়।
প্রেমে যেই হরি ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়॥
শ্রীহরির করুণায় দুঃখী সুখী হল।
তার প্রতি শ্রীবাসের দাসীভাব গেল॥
হরিভক্তি উপজিল সুখীর অন্তরে।
বহিল আনন্দস্রোত শ্রীবাসের ঘরে॥

এরূপে নিমাই ভক্তি করে বিতরণ।
সে ভক্তি সাগরে সবে করে সন্তরণ॥
কিন্তু যে সাগরে রহে মীন দোষহীন।
বিচরে কুম্ভীর আদি তাহে অনুদিন॥
হরিভক্তগণমাঝে নদীয়া নগরে।
ঘোর প্রতিবাদী দল সদা বাস করে॥
বিদ্যা অভিমানী যত পণ্ডিত নিচয়।
শিখা-সূত্রধারী বহু ব্রাহ্মণতনয়॥ *
বিষয়ে আসক্ত চিত্ত পাপাচারী নর।
ভকতের প্রতিবাদী হয় নিরন্তর॥
পরম পণ্ডিত গোরা মূর্খজন সহ।
ভক্তিতে মাতিয়া গায় নাম অহরহ॥
আচণ্ডাল সবে করে প্রেম বিতরণ।
হরিনামে ভবপাশ করেন ছেদন॥
তাই সমাসক্ত যারা বিদ্যা জাতি ধনে।
সহজে বিরোধী তারা হয় ভক্ত জনে॥
ভকতের উচ্চভাব চরিত্র সুন্দর।
বুঝিতে না পারি করে কুৎসা নিরন্তর॥
একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকুল হইয়া।
গোপী গোপী বলিছেন একাকী বসিয়া॥
এক ছাত্র ভক্ত-ভাব বুঝিতে না পারি।
বলে গোপী কেন বল, কহ হরি হরি॥
ব্রহ্মকৃষ্ণ গোপী ভক্ত ভক্তগণ লয়ে।
বিহার করেন হরি বিশ্বাসী হৃদয়ে॥
নিত্য হৃদি বৃন্দাবনে হরি লীলা হয়।
গোপী বিনে সেই লীলা কে দেখিতে পায়।

* ব্রাহ্মণ—যাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, এখানে ব্রাহ্মণ শব্দ প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হইল। যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা গেল। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি কখন সাধুভক্তের বিরোধী হইতে পারেন না।

শ্রীহরির প্রিয়ধন ভকত নিচয়।
নারীর স্বভাব ভক্ত, সদা প্রেমময় ॥
পরম পুরুষ হরি, ভকত প্রকৃতি।
ভকত ভজেন তাঁরে যথা পতি সতী ॥
গোপী ভাব না হইলে হরিকে না পাই।
এই হেতু গোপী * জপে গৌরাঙ্গ গোঁসাই ॥
বুঝিতে না পারি ছাত্র গৌরাঙ্গে সুধায়।
ভাবাবিষ্ট হয়ে গোরা মারিবারে ধায় ॥
পলাইয়া গিয়া যুবা বন্ধু গণে বলে।
তাহারা গৌরাঙ্গ নিন্দা করে সবে মিলে।
কেমন বৈষ্ণব তিনি কেমন ভকত।
ব্রাহ্মণে মারিতে আসে তার সাধ্য এত ॥
কিসে মোরা তাঁহা হতে হই ক্ষুদ্রতর।
যদি পুন মারিবারে হন অগ্রসর ॥
আমরাও তাঁহারে না সহিব কথন।
উপযুক্ত দণ্ড দিব করিনু মনন ॥
এই কথা গোরা যবে শুনিতে পাইল।
তাঁহার হৃদয়ে ঘোর দুঃখ উপজিল ॥
বলিলেন যে পিপুলে কফনাশ হয়।
তাহাতেই কফ দেখি বাড়ে অতিশয় ॥
এত বলি হাসিতে লাগিলা সচীসুত।
ভাব দেখি ভক্ত গণ হলা চমকিত ॥
ভকতের ভাব বুঝি অবধুত † বর।
শোক দুঃখে হইলেন অতীব কাতর ॥
বুঝিলেন অবিলম্বে সচীর নন্দন।
ত্যজি গৃহ করিবেন সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বিরলে লইয়া।
বলিল প্রাণের কথা হৃদয় খুলিয়া ॥

* গোপী—ভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে রূপক ছলে ভক্তকে গোপী এবং শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

† মহাত্মা নিত্যানন্দকে অবধূত বলে।

ভাল, আসিলাম আমি জীব তরাইতে।
উদ্ধার না হয় জীব, যায় অধঃপাতে ॥
কোথায় বিনাশ হবে জীবের বন্ধন।
শতগুণ বাড়ে তাহা এবে অনুক্ষণ ॥
আমাকে মারিতে লোকে করিছে মনন।
তবে আর কিসে যাবে তাদের বন্ধন ॥
তাই আমি ছাড়িব সংসার গৃহবাস।
শিখা * সুত্র পরিহরি লইব সন্যাস ॥
ঘরে ঘরে ভিক্ষা করি, হরিনাম ধন।
বিতরিব দেখি মোরে মারে কোন জন ॥
সন্ন্যাসীর মুখে নাম করিলে শ্রবণ।
ভক্তি ভরে হরিনাম করিবে গ্রহণ ॥
হরি নামে জীব কুল হইবে উদ্ধার।
তবেতো হইবে সিদ্ধ উদ্দেশ্য আমার ॥
"ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস কারণে ॥
কথা শুনি দুঃখ পেয়ে নিত্যানন্দ রায়।
বলিলেন কর তুমি যে তোমার ভায় ॥
"বিধি বা নিষেধ † তোমা কেবা দিতে পারে
সেই সত্য যে আছেন তোমার অন্তরে ॥"
শ্রীগৌরাঙ্গ নিতায়ের শুনিয়া বচন।
পুনঃ পুনঃ করিলেন তারে আলিঙ্গন ॥

* ভারতীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির মস্তকে শিখা এবং গলদেশে যজ্ঞসূত্র বা উপবীত ধারণের নিয়ম আছে। ইহা বর্ত্তমানে জাতিভেদ-জ্ঞাপক। সন্ন্যাসী হইলে জাতিভেদ ত্যাগ করিতে হয়।

† এখানে পবিত্রাত্মা ঈশ্বরের প্রেরণা অনুসারে চলিবার কথা মহাত্মা নিত্যানন্দের বাক্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সেই অন্তর্যামী ভগবানই বিধি নিষেধ প্রদান করিতে পারেন তাঁহার বাক্যের ইহাই উদ্দেশ্য।

ভকত সন্ন্যাসী হলে জননী কেমনে।
ধরিবে জীবন আহা সংসার কাননে।
কি দশা হইবে মার একথা ভাবিয়া।
মূর্চ্ছা পান নিত্যানন্দ দুঃখে ফাটে হিয়া॥
তার পর শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব সদন।
সন্ন্যাসের বার্ত্তা গিয়া করিলা জ্ঞাপন॥
শ্রীমুকুন্দ গদাধর আদি ভক্তজনে।
বলিলা সন্ন্যাসী হব রবনা ভবনে॥
শিখাসূত্র পরিহরি, সকলের ঘরে।
বিতরিব হরিনাম আনন্দ অন্তরে॥
সন্ন্যাসের কথা শুনি ভকত নিচয়।
হইলেন অতিমাত্র ব্যথিত হৃদয়॥
বলিলেন গদাধর সন্ন্যাসী না হলে।
শ্রীহরি কি এ সংসারে নাহি কভু মিলে?
শিখাসূত্র না ত্যজিলে, হরি নাহি পাই।
"গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই?"
"অনাথিনী মায়েরে বা কি মতে ছাড়িবে?
প্রথমতঃ জননী বধের ভাগী হবে॥
একমাত্র পুত্র তুমি, তুমি প্রাণ তাঁর।
তুমি গেলে প্রাণ তাঁর রবেনাকো আর॥
তথাপিও মাথা নাহি করিলে মুণ্ডন।
সুখী না হইলে কর বাসনা যেমন॥
এইরূপ সন্ন্যাসের নিদারুণ বাণী।
জানালেন ভক্তগণে গৌর গুণমনি॥
বজ্রাঘাত সম বার্ত্তা বৈষ্ণব অন্তরে।
পশিয়া ব্যাকুল করে আহা শোকভরে॥
কিন্তু শ্রীহরির নিত্য অব্যর্থ বিধান।
কে পারে সংসারে বল করিবারে আন?
যে তটিনী করিবেক জগত শীতল।
গুহাতে আবদ্ধ তাহা থাকে কোথা বল?
পৃথিবীর অন্ধকার নাশে যে তপন।
মেঘ কি তাহারে পারে ঢাকিতে কখন?
যে জন এসেছে দিতে জীবে পরিত্রাণ।
জগভরি যেবা বিতরিবে হরিনাম॥
সে কি কভু ভবে বল মায়ামুগ্ধ হয়ে।
পারে থাকিবারে আর ক্ষুদ্র স্বার্থ লয়ে?
চিরদিন ডিম্বে কিম্বা নীড়ের ভিতরে।
রহে কি বিহগ কভু বল এসংসারে?
চৌদিকে দুর্ভিক্ষ দেখি কোন্ মহাজন।
নাহি করে অন্নরাশি জীবে বিতরণ?
জগতের দ্বারে দ্বারে নাম মহাধন।
বিতরিতে প্রেরিত হয়েছে ভক্তজন॥
ব্রহ্মালোকে আলোকিত ভব-অন্ধকার।
এসেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারে এবার॥
বলেছেন প্রিয়ভাষে শ্রীহরি তাঁহারে।
যাও বৎস ঘোষ নাম প্রতি ঘরে ঘরে॥
শ্রীহরি-আদেশ ভক্ত লঙ্ঘিয়া কেমনে।
থাকিবেন ঘরে বসি আপনার মনে॥
তাই গৃহ ত্যজিবারে করিয়া মনন।
বন্ধুগণে বলিলেন ভকত সুজন॥
গার্হস্থ্য পবিত্র ধর্ম্ম সন্দেহ কি তায়।
গৃহে থাকি হরি বলে সকলেই পায়॥
কিন্তু হরি সাধিবার গূঢ় অভিপ্রায়।
কোন ভক্তে গৃহত্যাগী করেন ধরায়॥
গৃহত্যাগ কিন্তু ইহা নহে কদাচন।
এর নাম সুমহান গার্হস্থ্য গ্রহণ॥ *
অল্পে ছাড়ি বহুজন নিজ পরিবারে।
লবেন বিশ্বাসী জন প্রেমে অকাতরে॥

* শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদয় জগতের পরিত্রাণ জন্য যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, ইহা প্রকৃত গৃহ-ত্যাগ নহে। ইনি সমুদয় জগৎবাসীকে যখন আপনার জ্ঞানে তাঁহাদের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিলেন, তখন এই ব্যাপারকে সুমহান্ গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ বলা যাইতে পারে।

ছিল ক্ষুদ্র নবদ্বীপ ভক্তের আগার।
সকল পৃথিবী এবে হইবে তাঁহার॥
প্রশস্ত ভক্তের বক্ষে নিখিল জগত।
প্রবেশিয়া নব গৃহ র'চবে নিয়ত॥
এই হেতু লীলাময় উচ্চ ব্রত তরে।
ডাকিলেন ভক্তজনে আহা প্রেমভরে॥
ধন্য লীলাময় হরি প্রেমের নিধান।
ধন্য তব আজ্ঞাবহ পবিত্র সন্তান॥
করে যেই তব হস্তে আত্মসমর্পণ।
গৌরাঙ্গের মত ভক্ত কোথায় এমন?
কত দিন এ পাপীরে কত ভাবে তুমি।
ডাকিছ তোমার কার্য্যে অখিলের স্বামী॥
কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থে ভুলি, নানা গণনায়।
নাহি পারিলাম দিতে জীবন তোমায়॥
ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হল অনুরাগ চয়।
তবু নাহি হল মোর পাপাসক্তি ক্ষয়॥
কিন্তু মহাভক্ত তব সিংহের মতন।
তব কার্য্যে করিলেন প্রাণ বিসর্জ্জন॥
হেন ভক্তপদধূলি দেহ নাথ মোরে।
ভক্তের বিশ্বাস তেজ সঞ্চার অন্তরে॥
ফলাফল গণনায় দিয়া বিসর্জ্জন।
তব কার্য্যে এ জীবন করি সমর্পণ॥
এহেন আশীষ নাথ কর চিরদাসে।
সঞ্চার অন্তরে বল করুণা প্রকাশে॥
যেন ভক্তপদচিহ্ন ধরিয়া জীবনে।
কাটি অবশিষ্ট কাল তব গুণগানে॥
প্রিয়তম বঙ্গবাসী ভাই ভগ্নিগণে।
শুনাই বিধানবার্ত্তা মহানন্দ মনে॥
মাতিয়া তোমার প্রেমে নিজে পাই ত্রাণ।
ভাই ভগ্নি সহ লভি তব পদে স্থান॥
এই ভিক্ষা করি হরি তোমার চরণে।
চিরদাস তব পদে নমে ভক্তিমনে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ।

১

হরি প্রেম ব্যবহার।
লোকাতীত চমৎকার॥
বুদ্ধিতে বুঝিতে নারে, বাক্যেতে বলিতে নারে
যুক্তিতর্ক পরাজিত সমক্ষে ইহার।
প্রেমিক না হলে প্রেম বুঝে সাধ্য কার?

২

এপ্রেম মহা-সাগরে।
একবার যেবা পড়ে।
ছাড়ি কুল পরিবার, গৃহ বিত্ত এ সংসার
সুখশান্তি ছাড়ি ভেসে যায় চিরতরে।
পলকে প্রলয় ঘটে অন্তর বাহিরে॥

৩

ধরি বামনের বেশ। *
প্রথমে করে প্রবেশ।
শেষে রাজ্য ধন প্রাণ, যশ কুল জাতি মান
সকলি হরিয়া লয় চতুর প্রাণেশ।
থাকে মাত্র জীবনের দেহ অবশেষ॥

৪

প্রেমের অনন্ত যাগ।
অগ্নি তাহে অনুরাগ।
আত্মত্যাগ ঘৃতাহুতি, দক্ষিণা জগতে প্রীতি
যজ্ঞকাষ্ঠ ষড়রিপু বিষয় বিরাগ।
আপনি শ্রীহরি তাহে দেব মহাভাগ॥

৫

ও প্রেমে প্রেমিক যারা।
ঘোর মত্ত, আত্মহারা।

---

* পুরাণে কথিত আছে ভগবান বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়া ত্রিপাদভূমি যাচঞা করেন। পরিশেষে তিনি তাহার সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া বসেন।

থাকে পাগলের সাথে, চলে অভিনব পথে
হাসে কান্দে নাচে গায় যেন দিশাহারা।
আত্মবশে বশী নহে, প্রেমগ্রস্ত যারা॥

৬

উন্মত্ত প্রেমিক চয়।
সৃষ্টিছাড়া সমুদয়॥
ছাড়ি পুরাতন গেহ, ধন জন পুত্রস্নেহ
আকাশেতে রচে নব গৃহ প্রেমময়।
কেবা তাঁর প্রকৃতির পায় পরিচয়?

৭

হরি প্রেম সুধার্ণবে।
ভাসে প্রেমিকেরা সবে॥
আনন্দে মীনের মত, খেলে তারা অবিরত
সংসার ব্যাধের ভয়, কভু নাহি হবে।
সংসারে বিজয়ী তাঁরা প্রেমের আহবে॥

৮

বাহিরেতে দুঃখ শোক।
অন্তরে আনন্দ ভোগ।
অনন্ত সুখের নিধি, পেয়ে তারা নিরবধি
অতুল অমৃত ধারা করেন সম্ভোগ।
কি আনন্দ কিবা শান্তি কি মধুর যোগ॥

৯

মানব জাতির সনে।
বাঁধা তাঁরা প্রাণে প্রাণে॥
তাঁদের কল্যাণ তরে, গৃহ বিত্ত অকাতরে
ত্যজেন আনন্দে তাঁরা প্রেমের কারণে।
সহেন অশেষ দুঃখ, সদানন্দ মনে॥

১০

ঈসা মুসা শিব শুক।
শঙ্কর বুদ্ধ জনক।
মহাতেজা মহম্মদ, মহাভক্ত শ্রীনারদ।
হরিপরায়ণ সাধু পঞ্জাবী নানক।
প্রেমের সাধনে তাঁরা সকলেই এক॥

১১

হেন প্রেম আকর্ষণে।
গোরা মত্ত নিশি দিনে॥
ধন জন পত্নী গেহ, অনুপম মাতৃস্নেহ
বেঁধে কি রাখিতে পারে সংসার-বন্ধনে।
উড়িছে স্বর্গের পাখি অনন্ত গগনে॥

১২

ব্রহ্মের আহ্বান শুনে।
তাঁর প্রেম প্রলোভনে।
জীবের উদ্ধার লাগি, হয়ে গোরা অনুরাগী
সন্ন্যাসের ইচ্ছা মায়ে জানান গোপনে।
পশিল দারুণ বাণী সচীর শ্রবণে॥

১৩

শুনি নিদারুণ বাণী।
মুর্চ্ছিতা হলা জননী॥
সংজ্ঞা পেয়ে পুত্র ধনে, বলিলা সাশ্রুনয়নে
ত্যজোনা আমারে বাছা করে অনাথিনী।
তোমা ছাড়া হলে আমি মরিব এখনি॥

১৪

আঁধার করিয়া মোরে।
বিশ্বরূপ গেছে ছেড়ে॥
গিয়াছেন পতি মম, অনন্ত শান্তি ভবন
আছি মাত্র প্রাণে বেঁচে লইয়া তোমারে।
তুমি গেলে থাকিতে কি পারি এসংসারে?

১৫

আমার হৃদয়মণি।
অন্ধ মার যষ্টি খানি॥
তুমি দরিদ্রের ধন, তুমি শান্তি নিকেতন
আশার আলোক তুমি, আনন্দের খনি।
তোমা ছাড়ি কেমনে বা বাঁচিবে জননী॥

১৬

তুমি ধর্ম্মপরায়ণ।
তবে বল কি কারণ॥
মায়ে ছেড়ে মাতৃবধ, করিবে ওহে সুবোধ
মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হওনা কখন।
গৃহে থাকি কর নিত্য ধরম সাধন॥

১৭

মাতৃ বিলাপ ক্রন্দন।
শুনিয়া শচী নন্দন॥
প্রবোধ বচনে তাঁরে, বুঝাইলা সকাতরে
বলিলা কেন্দ না মাগো স্থির কর মন।
চিরদিন আমি তব স্নেহের নন্দন॥

১৮

বুঝাইয়া জননীরে।
গেলা ভক্ত সকাতরে।
যথা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী, অকলঙ্কা শুদ্ধ মতি
আছেন অপেক্ষা করি প্রাণনাথ তরে॥
গেলেন তথায় ভক্ত তিতি অশ্রু নীরে॥

১৯

কি গভীর দৃশ্য বল।
ভাবিলে নয়নে জল।
বহে হায় অনিবার, পরাণ কাঁন্দে আমার
যার চিত্ত যোগীজন সমান অটল।
দৃশ্য দেখি তার(ও) প্রাণ হয় সচঞ্চল॥

২০

মায়ের স্নেহের টান।
পত্নীর ব্যাকুল প্রাণ॥
কোমল গৌরাঙ্গ মনে, উঠে পড়ে অনুক্ষণে
অন্যদিকে কর্ত্তব্যের মহান্ আহ্বান।
ভাবের সঙ্কটে ভক্ত যেন মুহ্যমান॥

২১

এইরূপ যুগান্তরে।
কপিলবস্তু নগরে। *
এক দৃশ্য সুমহান, হয়েছিল বিদ্যমান
স্মরিলে সেদিন প্রাণ ভাসে অশ্রুনীরে।
আজ দেখি সেই দৃশ্য বঙ্গের আগারে॥

২২

ধন্য হরি দয়াময়।
ধন্য বঙ্গবাসী চয়॥
যে পতিতজাতি তরে, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করে
তার সম ভাগ্যবান আর কেবা হয়।
হইল ভারতে আজ প্রেমের বিজয়॥

২৩

তব পদে প্রেমময়।
মজে থেকে এ হৃদয়।
তব প্রেমলীলা হরি, জীবনে সদা নেহারি
তব পদে দাস হয়ে যেন প্রাণ রয়।
এই আশীর্ব্বাদ কর ওহে লীলাময়॥

২৪

গৌর প্রেম প্রস্রবণ।
এই দগ্ধ প্রাণ মন।
করুক প্রমত্ত নাথ, কর এই অশীর্ব্বাদ
তব পদে প্রণিপাত, করে পাপী জন।
পূর্ণ কর এ দাসের চির আকিঞ্চন॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ।

গৃহ ত্যজিবার, ইচ্ছা দুর্নিবার
জানাইলে ভক্তবর।
সবার হৃদয়, হল শোকময়
হলেন সবে কাতর॥

* মহাত্মা শ্রীবুদ্ধের গৃহত্যাগ।

বিদ্যাভারে পরিপূর্ণ হৃদয় তাঁহার।
ভারতী বলিয়া তিনি বিদিত সংসার॥
এ হেন ভারতী খ্যাত কেশব সদনে।
উপনীত হল গোরা সন্ন্যাস কারণে॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া গৌর তাঁরে।
বলিলেন উপদেশ করহ আমারে॥
তুমি হরিদাস, হরি বিরাজে তোমায়।
তুমি বিনা পরিত্রাণ কে দিবে আমায়॥
বলিতে বলিতে তাঁর নয়নের জল।
অভিষিক্ত করিলেক চারু গণ্ডস্থল॥
অবশেষে ভাবাবেশে হরি হরি বলে।
নাচিতে লাগিলা ভক্ত দুই বাহু তুলে॥
এ দিকে মুকুন্দ দাস, সুমধুর স্বরে।
আরম্ভিলা প্রেমগান মহানন্দ ভরে॥
গৌরের সুন্দর রূপ তপ্ত স্বর্ণ প্রায়।
তাহে হেন হরি প্রেম, অদ্ভুত ধরায়॥
হেরি পুলকিত হল কেশব ভারতী।
ভাবিলেন আপনারে ভাগ্যবান অতি॥
হেন শিষ্য মিলে শুধু বিধির কৃপায়।
ভাবয় ভারতী আর হৃদয়ে ধেয়ায়॥

সন্ন্যাসের বার্ত্তা শুনে ভারতী আশ্রমে।
দলে দলে নরনারী আসে অবিশ্রামে॥
সুন্দর নবীন যুবা মাতা পত্নী ছাড়ি।
হইবে সন্ন্যাসী, এবে, হেন দৃশ্য হেরি॥
কোমল হৃদয়া আহা রমণী সকল।
কান্দে আর নয়নেতে ত্যজে অশ্রুজল॥
দন্তে তৃণ নিয়া ভক্ত গৌরাঙ্গ আমার।
সবাস্থানে দাস্য ভিক্ষা মাগে অনিবার॥
"ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়॥
আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোক ভয় পায়॥"
ভকতের ভাব দেখি ভারতী তাঁহারে।
বলিলা এ হেন ভক্তি দেখিনা সংসারে॥
আমি কভু তোমার গুরুর যোগ্য নই।
তব দীক্ষা কিছু নয় লোক শিক্ষা বই॥
গোরা বলে হেন কৃপা করহ প্রকাশ।
যাহাতে হইতে পারি আমি হরিদাস॥
এইরূপে সেই দিন হল অবসান।
পরদিন হল শুভ দীক্ষা অনুষ্ঠান॥
লোকাকীর্ণ হল আজ ভারতীর গেহ।
বঙ্গে হেন মহাদৃশ্য দেখে নাই কেহ॥
জগতের পরিত্রাণ সাধিবার তরে।
গৃহবিত্ত পরিজন ত্যজি অকাতরে॥
নবীন যৌবনে প্রাণ শ্রীহরিচরণে।
কে আর করেছে দান এ বঙ্গ ভুবনে?
হেন পুণ্যময় দৃশ্য অদ্ভুত ব্যাপার।
দেখিবারে আসে লোক অগণ্য অপার॥
ঘন ঘন লোক মুখে হরিনাম ধ্বনি।
উঠিয়া আশ্রম ভূমি পুরিছে অমনি॥
ভাবে মত্ত, প্রেমে ভোর সচীর নন্দন।
অবিরাম নাচে গায় পাগল মতন॥
বহু কষ্টে বহুক্ষণে ক্ষৌরকার আসি।
মুড়াইল ভকতের চারু কেশরাশি॥

কালক্রমে আশ্রমধর্ম্ম একরূপ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় লোক সকল কেবল গৃহস্থাশ্রমই অবলম্বন করিল। বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরণের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম না থাকায় পর পর আশ্রম ধর্ম্মানুসারে সিদ্ধ নহে বলিয়া কলিযুগে "সন্ন্যাস নিষিদ্ধ এইরূপ সংহিতাকারগণ বিধিবদ্ধ করেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া নবীন ভাবে সন্ন্যাসাশ্রম প্রবর্ত্তিত করেন। গিরী, পুরী, ভারতী অরণ্য, বন, সাগর তীর্থ আশ্রম, স্বরস্বতী, এই দশবিধ সন্ন্যাসীর দল স্থাপন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাত্মা ঈশ্বর পুরীর নিকট প্রথম ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন ও এক্ষণে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীদলভুক্ত।

শিখা যজ্ঞসূত্র আদি জাতীয় লক্ষণ।
ত্যজিলেন গৌরচন্দ্র, বঙ্গের রতন॥
অবশেষে ভারতীরে কহে বিশ্বম্ভর।
পেয়েছি স্বপনে এই মন্ত্র গুরুবর॥
যদি ইচ্ছা হয় তবে এই মন্ত্রে মোরে।
দীক্ষিত করহ গুরো, মোরে কৃপা করে॥
মন্ত্র শুনি অবাক হইয়া মুনিবর।
সে মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁরে করিল সত্বর॥
অবশেষে সন্ন্যাসের প্রিয় উপচার।
দণ্ড আর কমণ্ডলু দিলা উপহার।
নব মেঘে সৌদামিনী যথা শোভা ধরে।
যথা সূর্য্যকর শোভে পর্ব্বত শিখরে॥
তেমনি নবীন যুবা নবীন সন্ন্যাসে।
শোভিত হলেন আজ ভারতী নিবাসে॥
পূর্ব্ব নাম পূর্ব্ব জাতি গোত্র বংশ আদি।
ত্যজিয়াছে আজি গোরা আছে যথা বিধি॥
কি নাম হইবে তাঁর ভারতী তখন।
করিছেন মনে মনে সেকথা চিন্তন॥
হেন কালে দৈববাণী হইল অন্তরে।
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"নাম প্রদান ইঁহারে॥
দৈববাণী শুনি তিনি প্রফুল্ল অন্তরে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম দিলা প্রেমভরে॥
নাম পেয়ে হরষিত হলা বিশ্বম্ভর।
সবে করে হরি ধ্বনি আনন্দ অন্তর॥
হেন মতে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসের ব্রতে।
দীক্ষিত হলেন আজ হরিপ্রেমে মেতে॥
কেহ স্তুতি কেহ নিন্দা করিছে তাঁহারে।
নিষ্ঠুর বলিয়া কেহ অভিযোগ করে॥
কেহ বলে জাতি ধর্ম্ম গৃহ পরিবার।
না ত্যজিলে হয় নাকি ধরম ইহার?
অত্যল্প বিশ্বাসী যত সংসারী মানব।
বুঝেনা ধর্ম্মের তত্ত্ব, প্রেমের গৌরব॥

ধর্ম্মের কণ্টক জাতি, ভকতির বৈরী।
জগতের মহাশত্রু, পাপের কিঙ্করী॥
জাতিরূপ মগ্ন শৈলে, এ ভব সাগরে।
জীবন তরণী কত ডুবে নিরন্তরে॥
আমিত্বের কন্যাজাতি, অভিমান তার।
গর্ভজাত পুত্র সেই পাপিষ্ঠা কন্যার॥
অভিমান অহঙ্কার দুই মহাসুর।
করিতেছে জগতের ভক্তি প্রেম দূর॥
ঈশ্বর হইতে জীবে রাখিছে সুদূরে।
জীবে জীবে ভেদ জ্ঞান স্থাপিছে সংসারে॥
এ হেন জাতির চিহ্ন সূত্র শিখা বল।
কেমনে রাখিতে পারে গৌর পুষ্কল? *
যাঁর প্রেম বাহু করে বিশ্ব আলিঙ্গন।
যাঁর প্রাণ জীব প্রাণে হয়েছে মগন॥
সে কি কভু আপনারে গণ্ডীর ভিতরে।
রাখিবারে পারে নীচ স্বার্থের গহ্বরে?
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আর বর্ব্বর যবন।
হেন ভেদ তার স্থানে রহে কি কখন?
হরিনাম দিয়া যিনি সবে পরিত্রাণ।
দিতে এসেছেন ভবে, সেই ভক্ত প্রাণ॥
কেমনে আপন পর, উচ্চ নীচ বলি।
করিবেন ভেদাভেদ নীচ স্বার্থে ভুলি?
না ত্যজিলে জাতিবুদ্ধি, সব নর নারী।
কেমনে হইবে হরি প্রেমের ভিখারী?
তাই জাতি ত্যজিলেন গৌরাঙ্গ আমার।
না বুঝে করয়ে নিন্দা অজ্ঞান সংসার॥
কেহ বলে কেন তিনি পত্নী জননীরে।
কান্দাইয়া, ভাসাইয়া দুঃখের সাগরে॥
চলি গেলা একেবারে সন্ন্যাসী হইয়া।
কিবা তাঁর ব্যবহার, নিরদয় হিয়া॥

* নির্ম্মল, শুদ্ধচিত্ত।

হায়রে সংসারী লোক অবোধ কেমন।
স্বর্গের কর্ত্তব্য উচ্চ বুঝে না কখন ॥
যে জন ব্রহ্মের সহ যোগযুক্ত হন।
সব জীবকুল তাহে লভয়ে মিলন ॥
মাতা পত্নী সহ ছিল পার্থিব মিলন।
অনিত্য সম্বন্ধ ছিল মোহের কারণ ॥
অদ্য হতে সে সম্বন্ধ স্বর্গীয় মিলনে।
পরিণত হইতেছে বিধির বিধানে ॥
বাহিরে যাঁহারা ছিল, অন্তরে এখন।
ভক্তসহ প্রাণে প্রাণে লভিছে মিলন।
জননী শ্রীসচীদেবী পুত্র বাক্য স্মরি।
দিবানিশি হরি ভজে প্রাণ মন ভরি ॥
সংসারের কাজ কর্ম্ম নিদ্রালস্য ভুলে।
পুত্র শোকে ডাকে মাতা হরি হরি বলে ॥
এ দিকে শ্রীবিষ্ণু প্রিয়া সতীকুলমণি।
পতিহারা হয়ে তিনি দিবস রজনী ॥
পতি পদ চিহ্ন স্মরি, শ্রীহরি চরণে। *
সমর্পিলা প্রাণ মন, গৌর আকর্ষণে ॥
যাইবার কালে গোরা বলিলা দোঁহারে।
হরি ভজ যদি চাহ পাইতে আমারে ॥
তাই তাঁরা দিবা নিশি হরিপদ সার।
করিয়া সংসার হ'তে লভিছে উদ্ধার ॥

* পতিবিয়োগবিধুরা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পতির সন্ন্যাস অবলম্বনের পর হইতে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। গৃহে থাকিয়া এতাদৃশ সাধনের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তিনি প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। এক এক শত নাম জপ সমাপ্ত হইলে একটী করিয়া ধান্য রাখিয়া দিতেন, এইরূপে সায়ংকাল পর্য্যন্ত জপ করিয়া যে কয়েকটী ধান্য হইত, তাহারই তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া তিনি হবিষ্য করিতেন। আহা কি আশ্চর্য্য সাধনা, কি অদ্ভুত পতিপদানুসরণ।

ক্ষণিক সংসার সুখ এর তুলনায়।
অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎ কভু কিহে নয় ?
আর দেখ কত কত স্বাধীন প্রদেশে।
স্বদেশ রক্ষার্থে নৃপ যাহারে আদেশে ॥ *
প্রিয় কার্য্য, সব স্বার্থ, প্রাণ পরিজন।
পরিহরি যায় সেই করিবারে রণ ॥
রাজার আদেশ আর স্বদেশের হিত।
করয়ে উন্মত্ত তারে, সুখেতে বঞ্চিত ॥
স্বদেশ হিতৈষী বীর যে আনন্দ পায়।
কি আছে এ হেন সুখ বলহে ধরায় ?
রাজগণ রাজা, হরি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
তাঁহার আদেশে যান ভক্ত বীরবর।
জগতের পাপ তাপ নাশিবার তরে।
বিশ্বাস ভকতি অস্ত্র ল'য়ে দুই করে ॥
ভবরূপ রণক্ষেত্রে হন আগুয়ান।
কে আছে রোধিবে বল তাঁহার প্রয়াণ ?
ব্রহ্মের আদেশ কি হে পালনীয় নয় ?
জগতের পরিত্রাণ সামান্য কি হয় ?
অজ্ঞানতা অন্ধকারে, পাপের সাগরে।
অহঙ্কার অভিমান অভক্তি পাথারে ॥
ডুবিয়া মরিছে মর্ত্তবাসী নারী নর।
তাই উদ্ধারের তরে শ্রীহরি সুন্দর ॥
আপনার যোগ্য পুত্র, গৌরাঙ্গে আহ্বান।
করিলেন দয়াময় করুণা নিধান ॥
তাঁহার আদেশে গোরা সব পরিহরি।
ঘোষিলেন নববিধি এ ভারত ভরি ॥
হেন ভক্তে যেই জন, করে অবিচার।
ভকতি লভিতে তার নাই অধিকার ॥
তাই ওহে লীলাময় পতিত পাবন।
বুঝিবারে দাও মোরে ভকত জীবন ॥

* আদেশে—আদেশ করেন।

তর্কপ্রিয় মন মোর, ভক্তের বিচার।
করি কলঙ্কিত নাথ হয় অনিবার॥
ভক্ত তব হস্তস্থিত যন্ত্র মনোহর।
তাহাতে বেরয় কত সুমিষ্ট সুস্বর॥
সে স্বর লহরী যেন পাই শুনিবারে।
এই আশীর্ব্বাদ নাথ করহ আমারে॥
ভক্তের বিচার করি, তোমার লীলায়।
অবিশ্বাসী যেন নাথ না হই ধরায়॥
এই ভিক্ষা করি প্রভো তব শ্রীচরণে।
প্রণিপাত করি নাথ ভক্তিযুক্ত মনে॥

শান্তিপুরে মহোৎসব এবং নীলাচল যাত্রা।

সন্ন্যাসে দীক্ষিত হয়ে, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে
নাচিতে লাগিলা গোরা রায়।
মুকুন্দ কীর্ত্তন করে, সবে নাচে প্রেম ভরে
হরি প্রেমে প্রাণ ভেসে যায়॥
চৈতন্যের ভক্তিগুণে, গুরু ভারতীর মনে
ভক্তি প্রেম হল সঞ্চারিত।
দণ্ড কমণ্ডলু ফেলে, নাচে কান্দে হরি বলে
জ্ঞানহীন বালকের মত॥
প্রেমের আবেশ ভরে, শ্রীগৌরাঙ্গ গুরুবরে
করিলেন আলিঙ্গন দান।
সেই প্রেম-আলিঙ্গন, গুরুর হৃদয় মন
গৌর সনে করিল পয়ান॥
রজনী গুরুর গেহে, কাটাইয়া সমারোহে
পরদিন আচার্য্য শেখরে! *
করি প্রেম আলিঙ্গন, বলিয়া মিষ্ট বচন
দিলেন বিদায় প্রেমভরে॥

* চন্দ্রশেখর আচার্য্য।

বলিলেন গুরুবরে, যাইব বন ভিতরে
মিলে যথা শ্রীহরি আমার।
গুরু বলে তব সঙ্গে, আমিও যাইব রঙ্গে
তোমা ছাড়ি রহিব না আর॥
লয়ে ভক্ত বন্ধুগণ, ভারতী গুরু সুজন
চলিলেন গোরা পূর্ব্ব দিগে।
তুলিয়া কীর্ত্তন রোল, মহাপ্রেম কোলাহল
ভক্তদল চলে অনুরাগে॥
এদিকে চন্দ্রশেখর, গিয়া নদীয়া নগর
বলিলেন সন্ন্যাস বারতা।
শুনি শোক সমাচার, কান্দে সবে অনিবার
হৃদয়েতে পেয়ে ঘোর ব্যথা॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ, শোকে হল অচেতন
বলে প্রাণ ত্যজিব গঙ্গায়।
কি কাজ রাখিয়া কায়া, যদি আমাদের মায়া
ত্যজিলেন ভক্ত গোরা রায়॥
হেন কালে দৈববাণী,* শুনিলা সবে অমনি
না করিও জীবন বিনাশ।
শীঘ্র গৌর দরশন, পাইবে সবে এখন
মিটে যাবে সবাকার আশ॥
বাণী শুনি আশান্বিত, হইল ভকত যত
দুঃখ শোক হল প্রশমিত।
বাণীতে করি নির্ভর, রন যত নারী নর
গৌর দরশনে লালায়িত॥
হরিবোল বলে মুখে, নৃত্য করি মহাসুখে
যান গোরা রাঢ় দেশ দিয়া।
প্রেম-উন্মত্ততা হেরি, সে দেশের নরনারী
গৌর সনে যায় যে মাতিয়া॥

* অন্তরে যে ব্রহ্মবাণী হয় তাহাই দৈববাণী। অনেক সময় বুঝিবার ত্রুটীতে অন্তরের বাণী বাহিরের শব্দ বলিয়া ভ্রম হয়।

শ্রীহরি দর্শনে তাঁর, আনন্দ হয় অপার
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে নৃত্য করে।
শ্রী হরি বিচ্ছেদ হলে, কাঁন্দে গোরা দুঃখেগলে
যাতনায় হৃদয় বিদরে॥
এ কমনা গ্রামে তিনি, রহিলা এক যামিনী
পুণ্যবান ব্রাহ্মণ আলয়ে।
থাকিতে প্রহর নিশি, মহাভক্ত গৌরশশি
ভক্ত বন্ধু সবারে ত্যজিয়ে॥
সুদূর প্রান্তরে গিয়ে, কান্দে দুঃখে বিনাইয়ে
কোথা হরি বাপ রে আমার।
শুনিয়া ভক্ত রোদন, যান প্রিয় বন্ধু গণ
যথা হরি ভক্ত গুণাধার।
মুকুন্দের গান শুনি, গৌরচন্দ্র প্রেমমণি
চলিলেন নাচিতে নাচিতে।
যথা তীর্থ বক্রেশ্বর, চলে যত ভক্তবর
হেন কালে পেলেন আদেশ।
নাহি যান বক্রেশ্বরে, যাব জগন্নাথ পুরে *
বলে গোরা করিয়া বিশেষ॥
অবধূত নিত্যানন্দে, বলে ভক্ত মহানন্দে
যাও তুমি নদীয়া নগরে।
বল গিয়া জননীরে, আর যত বন্ধুবরে
আমি যাব জগন্নাথ পুরে।
ফুলিয়াতে হরিদাসে, দেখিয়া আনন্দে ভেসে
শান্তিপুর যাব তার পরে॥
আহা কি প্রেম তোমার, ওহে গোরা গুণাধার
হরিভক্ত যবনের প্রতি।
কি প্রেমে তাঁহার পানে, ছুটিতেছ কোন টানে
নাহি বুঝে এ পামর মতি॥

শুনেছি ভক্ত সমাজে, যে জন হরিতে মজে
অন্য ভক্ত প্রিয় হয় তাঁর।
জাতিকুল ভুলে তাই, যাও কি ওহে নিমাই
হরিভক্ত যবন আগার?
হরিকে ভাল বাসিলে, হরি ভক্ত সর্ব্বস্থলে
হরিদাসে করে প্রেম দান।
শ্রীহরিতে ভক্তগণ, মিশে যান অনুক্ষণ
ভক্ত সনে হন এক প্রাণ॥
ধন জন ভালবাসা, আপ্যায়িত সুখ আশা।
এ সকলে ভক্ত তৃপ্ত নয়।
তিনি হরিভক্তি চান, না হলে তাঁহার প্রাণ
কোন দিন প্রীত নাহি রয়॥
ফুলিয়াতে ভক্তবর, চলিলা হয়ে সত্বর
লক্ষ লক্ষ নরনারীগণ।
গৌরে দেখিবার আশে, ফুলিয়া নগরে আসে
কত কষ্ট করিয়া বহন।
দেখা দিয়া হরিদাসে, পুন শান্তিপুরাকাশে
ভক্তচন্দ্র হইল উদয়।
বহু কষ্টে নদীয়ার, গিয়া নিত্যানন্দ রায়
দেখে নদে দুঃখ শোকময়।
যে হতে নিমাইচাঁদ, হয়েছেন অন্তর্দ্ধান
তদবধি সচী উপবাসী।
আর যত ভক্তগণ, সবে দুঃখে নিমগন
কার মুখে নাহি হেরি হাসি।
করায়ে মায়ে ভোজন, নিত্যানন্দ মহাজন
ভক্ত সহ লইয়া মাতারে।
মহানন্দে নৃত্য ক'রে, চলিলেন শান্তিপুরে
কি আনন্দ নারি বর্ণিবারে।
অন্ধজন চক্ষু পেলে, মৃতের জীবন এলে
যে অতুল আনন্দ উপজে।
গৌর দরশন তরে, সে আনন্দে নারীনরে
গেল আজ একেবারে মজে।

* উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরীধামে জগন্নাথ নামক তীর্থ আছে। তথায় যাইতে শ্রীগৌরাঙ্গ আদিষ্ট হইলেন। এই স্থান তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্যক্ষেত্র।

স্নেহময়ী সচীদেবী, শ্রীবাসাদি ভক্ত কবি
শত শত নরনারীগণ।
আসিলেন প্রেমভরে, সকলেই শান্তিপুরে
শান্তিপুর আনন্দে মগন॥
অদ্বৈতের নিকেতনে, রহে গোরা হৃষ্টমনে
দশ দিন (?) মহা মহোৎসব।
চারি দিকে হরিধ্বনি, এই মাত্র কর্ণে শুনি
নাহি শুনি আর কোন রব॥
জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে, সবে হরিনামে ভাসে
করে সবে একত্রে ভোজন।
নাই হিংসা অভিমান, সকলে আজি সমান
একাসনে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ॥
যেন কদিনের তরে, স্বর্গরাজ্য এ সংসারে
অবতীর্ণ হইল এবার।
প্রেমে সব ভেদজ্ঞান, হইলেক তিরোধান
নবযুগ হইল প্রচার॥
অতি মিষ্ট ব্যবহারে, মায়েরে সন্তুষ্ট ক'রে
প্রতি ভক্তে করি আলিঙ্গন।
বলিলা মিষ্ট বচনে, নীলাচল দরশনে
যাব আমি সত্বরে এক্ষণ॥
ওহে প্রিয় ভক্তগণ, তোমরা মম জীবন
তোমা সবে ছাড়িতে না পারি।
ঘরে বসি হরিনাম, কর সবে অবিরাম
পুন দেখা পাইবে আমারি॥
এত বলি নীলাচল, যাইতে হলা চঞ্চল
মত্তগতি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সঙ্গের প্রেমের শশী, যেন নীলাচলে পশি
আঁধারিল বঙ্গকলেবর॥
ভক্তের গমন কালে, ক্রন্দনের মহারোলে
পরিপূর্ণ হল শান্তিপুর।
শোকের তিমির ঘন, করে সবে আক্রমণ
হল সবে শোকেতে বিধুর॥

যাও হে প্রাণের ভাই, বঙ্গদেশে কাজ নাই
থাক গিয়া দক্ষিণে সুদূরে।
যথা সূর্য্য বহু দূরে, থাকিয়া বিমল করে
আলোকিত করে ধরণীরে॥
সেইরূপ প্রেমজ্যোতি, বরষিয়া বঙ্গ রাতি
করো তুমি সদা বিদূরিত।
তব প্রিয় বঙ্গভূমি, তোমা হেন গুণমণি
রাখিবেক বক্ষে অবিরত॥
যথা সিন্ধু রত্নাকর, ঊর্ম্মিমালারূপ কর,
তুলি করে নৃত্য অবিরত।
তুমিও তাহার সঙ্গে, ঊর্দ্ধে তুলি বাহু রঙ্গে
নব নৃত্য করিবে নিয়ত॥
এই হেতু নীলাচলে, গেলে কি হে তুমি চলে
সিন্ধু সনে করিলে সখ্যতা।
প্রেমসিন্ধু সখা তব, তাই সিন্ধু সনে তব
মিলনের এ হেন ব্যস্ততা?
করুণা-নিলয় হরি, তোমার লীলা-মাধুরী
হেরি নাথ হই হতজ্ঞান।
ভকত জীবন লয়ে, কি খেলা খেল অভয়ে *
কর কত কার্য্য সুমহান॥
ভক্ত তব হাতে প্রাণ, দিয়া হন হতজ্ঞান
তুমি তাঁরে লয়ে ইচ্ছামত।
তোমার বিধান নব, রচ ধরাতলে সব
ধন্য কর মানবে নিয়ত॥
কবে নাথ গোরা প্রায়, তব হস্তে এ ধরায়
এ জীবন করিব অর্পণ।
তুমি হে আমারে লয়ে, মধুর লীলা করিয়ে
সফলিবে এ পাপ জীবন॥

* অভয়ে—অভয়া শব্দ সম্বোধনে অভয়ে। ভগবানের এক নাম অভয়া। যিনি সমুদয় ভয় নাশ করেন।

কবে গৌরদাস হব, তব পদে বিকাইব
প্রাণ মন দেহ যশ আদি।
তুমি লয়ে এ পাপীরে, হরিনাম ঘরে ঘরে
বিলাইবে ওহে গুণনিধি॥
এই ভিক্ষা করি হরি, তোমার চরণে পড়ি
প্রণিপাত করি সকাতরে।
পাপীর বাসনা পূর, এ জীবনে লীলা কর
প্রেম ভক্তি সঞ্চার অন্তরে॥

নীলাচলে গমন।

পথে।

সচীর নন্দন, লয়ে বন্ধুগণ
চলিলেন নীলাচলে।
প্রেমিক অদ্বৈত, কহিলেন কত
নিবারিতে প্রেমে গলে॥
অতি দূর দেশ, তাহাতে বিশেষ
আছে পথে দস্যুভয়।
বঙ্গে উড়িষ্যার, রাজায় রাজায়
ভীষণ সংগ্রাম হয়॥
হেন কালে বল, না হ'লে পাগল
কেবা জগন্নাথে যায়?
কিন্তু সচীসুত, বাক্য যুক্তিযুত
শুনিতে নাহিক পায়॥
প্রেমিক পাগল, সদাই কেবল
সৃষ্টি ছাড়া পথে চলে।
লোকের মন্ত্রণা, লাভাদি গণনা
কিছুতে নাহিক ভুলে॥
নিতাই মুকুন্দ, গদা * শ্রীগোবিন্দ
ব্রহ্মানন্দ ভক্তবর।
জগদ-আনন্দে, লয়ে মহানন্দে
চলিলা গৌর সুন্দর॥
কিছু দূর এসে, বলে হেসে হেসে
আনিয়াছ কি সম্বল?
বলল বন্ধুগণে, তব আজ্ঞা বিনে
আনিতে কি সাধ্য বল?
হয়ে নিঃসম্বল, এসেছে সকল
দেখি গোরা হরষিত।
বলিলা সবারে, বিধাতা সংসারে
দেন অন্ন জল যত॥
তিনি নাহি দিলে, অন্ন নাহি মিলে
রহে রাজা উপবাসী।
তাঁর ইচ্ছা বিনে, প্রস্তুত ভোজনে
কত বিঘ্ন হয় আসি॥
কেহ ক্রোধ করি, উঠে অন্ন ছাড়ি
কার মহা জ্বর হয়।
ঈশ্বর ইচ্ছায়, লোক কত হায়
ভোজনে বিরত রয়।
ব্রহ্ম-অন্ন-ছত্র, রয়েছে সর্ব্বত্র
কি ভাবনা অন্ন তরে।
তিনি অন্ন জল, দিবেন সকল
চলহ বিশ্বাস ভরে॥
এত বলি যান, গৌর মতিমান
ভক্তদল সহকারে।
করিযুথ সঙ্গে, গজরাজ রঙ্গে
যথা যায় প্রেমভরে॥
আটি সারা গ্রামে, ব্রাহ্মণ * আশ্রমে
রজনী করি যাপন।
পরে ক্রমে ক্রমে, ছত্রভোগ গ্রামে
করিলেন আগমন॥

---

* গদা—শ্রীগদাধর।

* এই ব্রাহ্মণের নাম অনন্ত পণ্ডিত। ইনি একজন ভক্ত ছিলেন।

সেখানে গঙ্গায়; স্নান গৌর রায়
করিলা আনন্দ মনে।
শিবলিঙ্গ হেরে, শিব-ভাব ধরে
নৃত্য করে অনুক্ষণে ॥
ভাবময় প্রাণ, ভকত-প্রধান
বিশ্বাসীর শিরোমণি।
অন্য ভক্তগণে, আপন জীবনে
আত্মস্থ করেন তিনি ॥
যে ভাবে যখন, সচীর নন্দন
আবিষ্ট হয়েন প্রাণে।
সেই ভাবাবেশে, রহেন হরষে
ভাবযোগ সুবিজ্ঞানে ॥ *
কভু হন রাম, কভু বলরাম
কভু বা শ্রীকৃষ্ণ হন।
এই ভাবে তিনি, দিবস রজনী
মহাভাবে মগ্ন রন ॥
শতমুখী ধারে, † শত মুখে ঝরে
গোরার নয়ন নীর।

দেখে ভক্তগণ; হাসে অনুক্ষণ
আনন্দে হয়ে অধীর ॥
রামচন্দ্র খান; অতি ভক্তিমান
সে দেশের অধিপতি।
স্নান করিবারে, আসি গঙ্গাতীরে
দেখে ভক্ত মহামতি ॥
দণ্ডবৎ হ'য়ে, গৌরে প্রণমিয়ে
লইলেন পরিচয়।
ভক্তের প্রভাব, হেন মহাভাব
হেরিয়া হলা বিস্ময় ॥
গোরা বলে তাঁরে, বল কি প্রকারে
যাব আমি নীলাচলে।
রামচন্দ্র বলে, মহানন্দে গ'লে
যদি মোরে দাস বলে ॥
থাক আজ হেথা, রজনীতে সেথা
পাঠাব আমি তোমারে।
শুনিয়া সকলে, রন কুতুহলে
ভকত বিপ্র আগারে ॥
নীলাচলে যবে; যাত্রা করে সবে
তদবধি নাসা দিয়ে। *
গৌর পানাহার, করে অনিবার
রসনা-সুখ ত্যজিয়ে ॥
কি কঠোর ব্রত; বৈরাগ্য মহত
করে গোরা আচরণ।
সে ভাব নিরখি; মোর পাপ আঁখি
কান্দে দুঃখে অনুক্ষণ ॥
মোরা পাপী জন, বিলাসে মগন
পুণ্যবান ভক্তরাজ।
বৈরাগ্য অনলে, দিবানিশি জ্বলে
ধরে বৈরাগীর সাজ ॥

---

* শ্রীগৌরাঙ্গ সকল পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তদিগের জীবনের সারতত্ত্ব ভাবযোগে আশ্চর্য্যরূপে গ্রহণ করিতেন। যখন যে ভক্তের সমীপবর্ত্তী হইতেন, তিনি তখন যেন তাঁহার সহিত তন্ময়ত্ব ও একাত্মতা লাভ করিতেন। কখনও তিনি ঠিক মহাদেবের স্থায়, কখনও যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্থায়, কখন বলরাম, কখন রাম ইত্যাকার নানা ভক্তের ভাবাপন্ন হইয়া তিনি তাঁহাদের ভাব রসাস্বাদ করিতেন। নববিধানাচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র ইহাকে সাধুমহাজনগণসমীপে তীর্থযাত্রা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে দেশ কালের ব্যবধান চলিয়া যায়। ভাব ইহাতে প্রধান, অথচ ইহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। এই জন্ত আমরা ইহাকে ভাবযোগ বিজ্ঞান বলিলাম।

† গঙ্গার যে স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ স্নান করিলেন সেই স্থানকে শতমুখী বলে। ধারে—স্রোতে।

* নীলাচলে যাত্রার পর হইতে শ্রীচৈতন্য নাক দিয়া আহার করিতেন।

পাপীদের তরে, প্রায়শ্চিত্ত করে
যেন হে সচীনন্দন।
অই এ ভীষণ, বৈরাগ্যে দহন
হন তিনি অনুক্ষণ॥
রামচন্দ্র খান, দিলা নৌকা যান
ভক্তগণ যাইবারে।
তাহে আরোহণ, করি ভক্তগণ
উঠিলেন সহুঙ্কারে॥
উঠিয়া নৌকায়, সুখে গোরা রায়
করে মহা সংকীর্ত্তন।
শুনি সে কীর্ত্তন, বলে মাঝিগণ
কর ধ্বনি সম্বরণ॥
দস্যু নানা ভিতে, আছে এ দেশেতে
শুনি জন-কোলাহল।
করি আক্রমণ, নাশিবে জীবন
মরিব প্রাণে কেবল॥
শুনি বন্ধুগণ, হ'লা ভীতমন
কিন্তু গোরা মহাশয়।
বিশ্বাসে উৎসাহে, সবাকারে কহে,
হরিনামে কিবা ভয়॥
যিনি ত্রিভুবন, করেন শাসন,
জড় জীব ভয়ে যাঁর।
হয়ে বিকম্পিত, সুরাসুর যত
সশঙ্কিত অনিবার॥
যাঁর সুদর্শন, করিছে পালন
নাশিছে বিপদ ভীতি।
তাঁর নাম গান, কর অবিরাম
চাহ নিরাপদ যদি॥
ভক্তের বচনে, সবাকার মনে
সঞ্চারিল নব বল
সবে মহানন্দে, কীর্ত্তনের রঙ্গে
চলিলেন নীলাচল॥

এরূপে আবেশে, উড়িষ্যার দেশে
পহুছিলা ভক্তদল।
দেশ নিরখিয়া, গৌরাঙ্গের হিয়া
আনন্দে হল বিহ্বল॥
সে দেশের ভূমি, মহানন্দে নমি *
আপনি ভিক্ষার তরে।
গেলেন নগরে, দেখে ভক্তবরে
সবে দেয় অকাতরে॥
বহু ভোজ্য লয়ে, সানন্দ হৃদয়ে
আসিলেন বিশ্বম্ভর।
দেখি বন্ধুগণ, কৌতুকে তখন
বলে বাক্য মিষ্টতর॥
আমা সবাকারে, তুমি পালিবারে
পারিবে হে সুনিশ্চয়।
এই ভাবে সবে, আমোদ উৎসবে
নিরন্তর সুখী রয়॥

উষাকালে তথা হতে করিয়া গমন।
কিছু দূর ভক্তদল করে আগমন॥
পথি মাঝে দানী এক হয়ে অগ্রসর।
দান দেহ, নৈলে যেতে দেবনাক আর॥
কিন্তু হেরি ভক্তভাব মানিলা বিস্ময়।
বলে তব সঙ্গে কেবা আছে মহাশয়॥
গোরা বলে মম কেহ নাই এ জগতে।
একা আমি, কেহ নাই আমার সঙ্গেতে॥
শুনি দানী অনুমতি করিল তাঁহারে।
আর কারে নাহি দেয় কোথা যাইবারে॥
কত দূরে গিয়া ভক্ত নীরবে বসিয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি গালে হাত দিয়া॥
শুনিয়া রোদন ধ্বনি দানীর অন্তরে।
ভয় ভক্তি উপজিল, ব্রহ্মকৃপা ভরে॥

* নমি—নমস্কার করিয়া।

বলিলেন নিত্যানন্দ আদি ভক্ত জনে।
কে তোমরা বল সত্য আমার সদনে ॥
"সবে বলে ওঁর ভৃত্য আমরা সকল।
কহিতে সবার আঁখি বহি পড়ে জল ॥"
ভাব দেখি মুগ্ধ হয়ে দানী মতিমান।
সবারে যাইতে দিল ভকতের স্থান ॥
অবশেষে নিজে গিয়া ভক্তপদ ধরি।
ক্ষমা ভিক্ষা যাচে হয়ে সুদীন ভিখারী ॥
তার পর সুবর্ণ রেখাতে ভক্তদল।
আসিয়া নদীতে স্নান করিলা সকল ॥
ভকতের দণ্ড রাখি নিত্যানন্দ স্থানে।
গেলেন জগদানন্দ ভিক্ষা অন্বেষণে ॥
দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডের সহিত কথা বলেন লীলায় ॥
"ওহে দণ্ড, আমি যাঁরে বহয়ি হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এতো যুক্তি নহে ॥"
এত বলি দণ্ড ভাঙ্গি করে চুরমার।
দেখি বন্ধুগণ হল চিন্তিত অপার ॥
কিছুক্ষণ পরে গোরা জানিতে পারিয়া।
বলে কেবা ভাঙ্গে দণ্ড কহ বিবরিয়া ॥
বলিলেন নিত্যানন্দ তব বাঁশ খান।
ভাঙ্গিয়াছি এই দেখ আছে বর্ত্তমান।
যদি সহ্য নাহি হয় দণ্ড দাও মোরে।
বলিলাম সব কথা তোমার গোচরে ॥
উন্মত্ত প্রেমিক সাধু নিত্যানন্দ হন।
শাস্ত্র কিম্বা লোকাচারে তিনি বদ্ধ নন ॥
গগনবিহারী মুক্ত বিহঙ্গ যেমন।
সেই ভাবে করে তিনি সদা বিচরণ ॥
শুকদেব প্রায় তিনি অবধূত বেশে।
করেন কৌতুক ক্রীড়া ভাবের আবেশে ॥
তাঁর প্রাণপ্রিয়ধন সোণার নিমাই।
যষ্টির বাধ্যতা বশে থাকিবে সদাই ?
শাস্ত্র আর দেশাচার করিবে শাসন।
এ দুঃখ তাঁহার প্রাণে সহেনা কখন ॥
দণ্ড ভগ্নে সুদুঃখিত হলা ভক্তবর।
"একমাত্র দণ্ড ছিল ভবে সঙ্গী মোর ॥
তাহা না রহিল যদি, কার সনে আর।
সম্বন্ধ নাহিক মোর, বলিলাম সার ॥"
এত বলি, ক্রোধ আর অভিমানভরে।
দল ছাড়ি চলিলেন একাকী সুদূরে ॥
জলেশ্বর শিবলিঙ্গ নামে তীর্থ স্থলে।
প্রেমমত্ত হইয়া নাচে শিবভাবে গলে ॥
শিব প্রতি সুগভীর ভকতি ইঁহার।
দেখি শৈবগণ হল বিস্মিত অপার ॥
এ দিকে ভকতদল আসিয়া মিলিল।
ভকতের অভিমান ক্রোধ দূরে গেল ॥
কমলপুরেতে শেষে হ'য়ে উপনীত।
দেখিলেন মন্দিরের ধ্বজা সমুন্নত ॥
আনন্দে প্রমত্ত হয়ে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
হুঙ্কারিয়া হইলেন দ্রুত অগ্রসর ॥
কখন বিবশ হন, কখন ক্রন্দন।
* নমিতে নমিতে পথে অগ্রসর হন ॥
পুরীতে আসিলে তিনি বলিয়া সবারে।
চলিলা মন্দিরে কৃষ্ণমূর্ত্তি † হেরিবারে ॥
ত্রিমূর্ত্তি দেখিয়া সেথা ভাবের আবেশে।
আলিঙ্গন দিতে যান মহা প্রেমবশে ॥
যাইতে মূর্চ্ছিত হলা ভক্ত সুমহান।
তাঁর ভাব বুঝে কেহ নাই সেই স্থান ॥ ‡

---

* প্রণাম করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

† পুরীর মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি আছে।

‡ শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই মহাভাব বুঝিতে পারে এমন কোন ব্যক্তি তথায় ছিল না।

পাণ্ডাগণ ভক্তে মারিবারে সমুদ্যত।
হেনকালে সার্ব্বভৌম হলা উপনীত॥
অপরূপ মূর্ত্তি তাঁর সুঠাম সুন্দর।
মহাভাব, অনুপম প্রেম মনোহর॥
দেখি সার্ব্বভৌম মুগ্ধ হন অতিশয়।
করেন ভকতে যত্ন, জ্ঞানী মহাশয়॥
তাঁহার কারণে গৌর চারু কলেবরে।
প্রহারিতে নারিলেক পাষণ্ড নিকরে॥
লীলাময় ভগবান ভকতের তরে।
আনিলেন সার্ব্বভৌমে মহা কৃপা করে॥
তাঁহারে মূর্চ্ছিত দেখি অতিশয় স্নেহে।
লয়ে গেলা সার্ব্বভৌম আপনার গেহে॥
এ দিকে ভকত দল গৌরে নাহি পেয়ে।
চলে গেলা একেবারে পণ্ডিত আলয়ে॥
ভকতের সংজ্ঞা তরে শ্রীহরির নাম।
ব্যাকুল হইয়া তাঁরা করিলেন গান॥
তৃতীয় প্রহর পরে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
হইলেন সচেতন যথা পূর্ব্বাপর॥
সার্ব্বভৌম প্রতি কত প্রেম কৃতজ্ঞতা।
প্রকাশিয়া কহিলেন সুমধুর কথা॥
পরে সবে স্নান করি প্রসাদ ভোজন।
করিলা আনন্দ মনে যত ভক্তগণ॥
মহা উপকারী বন্ধু সার্ব্বভৌম সনে।
হইল স্বর্গীয় প্রেম ব্রহ্মের বিধানে॥
যে সূত্রে পাবেন ইনি বিধানে আশ্রয়।
কি কৌশলে আজি হরি তার সূত্রচয়॥
বাঁধিলেন তাঁর হৃদে বিচিত্র কৌশলে।
ভাবিলে সে প্রেমলীলা বায় প্রাণ গলে॥
দয়াময় কৃপাসিন্ধু করুণা-নিধান।
ধরাধামে নব লীলা করিতে বিধান॥
এই ভাবে শ্রীচৈতন্যে জগন্নাথ পুরে।
আনিলেন কত যত্নে নিজে কোলে করে॥
ধন্য হে করুণানিধি সন্তান-বৎসল।
ধন্য তব প্রেমলীলা বিধান-কৌশল॥
ভকতজীবনে তব বিধান নেহারি।
ভক্তিভরে তব পদে প্রণিপাত করি॥
দেখ যেন দয়াময় এ লীলা কখন।
ভুলিয়া সংশয়কূপে না হই মগন॥
এই ভিক্ষা করি ওহে হরি গুণাধার।
তব পদে প্রণিপাত করি বারম্বার॥

মহাত্মা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভক্তিবিধান গ্রহণ।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম, মহাজ্ঞানী বিপ্রোত্তম,
বঙ্গবাসী পণ্ডিত প্রধান।
উড়িষ্যার নরপতি, করিয়া যতন অতি,
আনিলেন জগন্নাথ ধাম॥
রাজার পণ্ডিত হয়ে, মন্দিরের ভার লয়ে,
করেন তথায় অবস্থান।
অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর, যশঃ অতি সুবিস্তার,
লোকপূজ্য জ্ঞানী মতিমান॥
তপ্তস্বর্ণ প্রভা সম, গৌরকান্তি মনোরম,
সুবিমল নবীন জীবন।
হেরি সার্ব্বভৌম-চিত, হইলেক বিমোহিত,
স্নেহে পূর্ণ হল তাঁর মন॥
অজ্ঞাত প্রেমের টানে, বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম প্রাণে,
অনুপম ভাবের লহরী।
উঠিয়া হৃদয় তাঁর, করিলেক অধিকার,
কি আশ্চর্য্য আহা মরি মরি॥
উপকারী বন্ধু জেনে, সার্ব্বভৌমে মনে মনে,
শ্রীগৌরাঙ্গ করেন ভকতি।
শ্রীহরির কৃপাগুণে, এরূপে প্রেমবন্ধনে,
বদ্ধ হলা দুই মহামতি॥

একদিন সংগোপনে, লয়ে ভক্ত* সার্ব্বভৌমে
বলিলেন খুলিয়া হৃদয় ।
জগন্নাথ মোরে আর, বলিবে কি কথা সার
তব তরে এসেছি হেথায় ॥
তুমি ভক্ত সুপণ্ডিত, হরি-প্রেমে সুমণ্ডিত
কর হেন উপদেশ মোরে ।
যাহে মোর ভক্তি হয়, হরি-প্রেম উপজয়
নাহি মজি আর ভব-ঘোরে ॥
শুনি হয়ে পুলকিত, বলিলেন দ্বিপ্রসুত
তুমি ভক্ত অতি বুদ্ধিমান ।
তবে শিখা উপবীত, করিলে কেন রহিত ?
কেন হলে সন্ন্যাসি-প্রধান ?
শুনিয়া তাঁর বচন, বলিলা সচীনন্দন
ক'রনা সন্ন্যাসী জ্ঞান মোরে ।
শ্রীহরি-বিচ্ছেদ তরে, শিখা সূত্র ত্যাগ করে
ফিরিতেছি দেশে দেশে ঘুরে ॥
একদিন শ্রীমন্দিরে, সার্ব্বভৌম ভক্তবরে
বলে কর বেদান্ত শ্রবণ ।
বড় সাধ তাঁর মনে, বেদান্তের অধ্যাপনে
করিবেন ভক্তে আকর্ষণ ॥
সার্ব্বভৌম একারণে, পড়েন গৌর-সদনে
সাত দিন বেদান্ত মহান ।
নীরবে ভকত বর, শাস্ত্র শুনে নিরন্তর
শিষ্য ভাবে হয়ে ধ্যায়মান ॥
দেখিয়া নীরব তাঁরে, সার্ব্বভৌম প্রেমভরে
বলে তুমি নাহি বল বাণী ।
বুঝিলে কি না বুঝিলে, বল মোরে মন খুলে
না বুঝিলে কিবা ফল শুনি ॥
দীনতার অবতার, গৌরাঙ্গ প্রেম আধার
বলিলেন বিনয়ে তাঁহারে ।

আমি মূর্খ জ্ঞানহীন, তুমি জ্ঞানী সুপ্রবীণ
কিছু নাহি বুঝি এ সংসারে ॥
বেদান্তের সূত্রচয়, স্বরূপার্থ প্রকাশয়
সহজেতে বুঝি সে সকল ।
কিন্তু তব ভাষ্য যত, করে অর্থ আচ্ছাদিত
তাহে প্রাণ হয় যে বিকল ॥
বেদ আর পুরাণেতে, ব্রহ্মতত্ত্ব নানা মতে
সবিস্তরে আছয়ে বর্ণিত ।
পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান, বিশ্বব্যাপ্ত সুমহান
ঐশ্বর্য্যেতে যবে প্রকাশিত ॥
ঈশ্বর তখন তাঁরে, বলে সবে এ সংসারে
কিন্তু সৃষ্ট পদার্থ লক্ষণ ।
তাঁহে কভু নাহি রয়, তাই নির্ব্বিশেষ কয়
নন তিনি অরূপ কখন ॥
প্রাকৃতিক হস্ত পদ, শির মুখ আদি যত
এসকল সম্ভবে না তাঁয় ।
সচ্চিৎ আনন্দ ঘন, রূপ তাঁর অনুপম
রূপহীন বলো না তাঁহায় ॥ *
অবশেষে সার্ব্বভৌমে, বলিলা চৈতন্য প্রেমে
পরম পদার্থ ভক্তিধন ।
আত্মারাম মুনিগণ, অহেতুক ভক্তিধন
হরিপদে করেন অর্পণ ॥
ভক্তমুখে শ্লোক শুনি, বলিলা তাঁরে তখনি
বল এর অর্থ কিবা হয় ॥ †
প্রথমে বল আপনি, তার পর যাহা জানি
বলিব তোমারে মহাশয় ॥

---

* ভক্ত—শ্রীগৌরাঙ্গ ।

* বৈষ্ণব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঈশ্বরের স্বরূপ-বত্তাই তাঁহার রূপবত্তা । সুতরাং সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপই তাঁহার রূপ ।

† শ্রীগৌরাঙ্গ ভাগবতের এই শ্লোকটী বলিয়াছিলেন "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"

শুনিয়া পণ্ডিতবর, নবধা ব্যাখ্যা সুন্দর
করিলেন তর্ক শাস্ত্রমতে।
ব্যাখ্যা শুনি সচীসুত, প্রশংসিয়া বিপ্রে কত
বলিলেন আনন্দেতে মেতে॥
ইহা ছাড়া অভিপ্রায়, আছে শ্লোকে মহাশয়
এত বলি অষ্টাদশ ভাবে।
শ্লোক-ব্যাখ্যা সুমহান, করিলেন ভক্তিমান
হেরি বিপ্র মুগ্ধ ভক্তিভাবে॥
জ্ঞানের গরিমা তার, দূরে গেল একেবার
ভক্তিদেবী আসিলেন প্রাণে।
গৌরাঙ্গে তাঁহার মন, হল প্রেমে নিমগন
ভক্তি-ফুল ফুটিল শ্মশানে॥
মায়াবাদ দূরে গেল, হরি পদে রুচি হল
প্রেমানন্দে মাতি বিপ্রবর।
শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত, ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রেমামৃত
করে পান হইয়া বিভোর॥
রচি শ্লোক একশত, হয়ে প্রেমে বিগলিত
করিলেন গৌরাঙ্গের স্তব।
ভক্তির প্রভাবে যার, দুঃখ মোহ দুর্নিবার
পলকেতে দূরে গেল সব॥
কি আশ্চর্য্য লীলাময়, কেমনে জীব-হৃদয়
বিগলেতে আন অনিবার।
জ্ঞানেতে গর্ব্বিত যাঁরা, কি কৌশলে হয় তাঁরা
ধূলিসম দীনাত্মা আবার॥
ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তিধন, নহে ভিন্ন কদাচন
কিন্তু গ্রন্থগত জ্ঞানাভাব।
মানবে গর্ব্বিত করে, হরিনামে রুচি হরে
করে তাঁরে কুমতের দাস॥
বাচক-জ্ঞানেতে কত, নরনারী শত শত
অন্ধকারে করিছে ভ্রমণ।
সংশয়ে জড়িত হয়ে, পাপ অবিশ্বাস লয়ে
কাটে কাল ভবে অনুক্ষণ॥

কিন্তু নাথ তুমি যবে, কৃপা কর এই জীবে
দাও ভক্তি শুদ্ধ জ্ঞানময়।
ঘুচে মোহ অন্ধকার, লভয়ে জীব নিস্তার
পূর্ণ হয় শান্তিতে হৃদয়॥
চিরদাস কহে হরি, বৃথা তর্ক পরিহরি
লভিবে ভকতি সুধাময়।
সার্ব্বভৌম ভাগ্যবান্, তাঁর মত মম প্রাণ
হবে ভক্তিপূর্ণ অতিশয়॥
দীনজনে কৃপা করি, কর আশীর্ব্বাদ হরি
দাও দাসে পরমা ভকতি।
তব দত্ত ভক্তিধন, দিয়া পূজি ও চরণ
এই ভিক্ষা যাচি প্রাণপতি॥

শ্রীক্ষেত্রে ভক্তদল সংগঠন।

বিপ্র সার্ব্বভৌম, ব্রহ্ম করুণায়
লভিলেন ভক্তি বিধানে আশ্রয়।
গৌরাঙ্গের প্রেম, ভক্তি অনুরাগ,
ধর্ম্ম উন্মত্ততা বিষয় বিরাগ।

করিল সবার প্রাণ আকর্ষণ,
হ'ল ভক্তদল সেথা সংগঠন।
ভকতের যশ মহত্ত্ব গৌরব,
তাঁর মধুময় ভজনের রব।
সমুদ্রের ঘোর কল্লোলের প্রায়,
ব্যাপিল অচিরে সর্ব্বত্র সেথায়।
দলে দলে লোক গৌর দরশনে,
হইল মিলিত যেখানে সেখানে।
হরি-প্রেমে এক বিধান বাজার,
বসিল সেথায় আহা অনিবার।
মধু ভরা পদ্ম-ফুলেতে যেমন,
নানা দিক হ'তে আসে অলিগণ।

সেইরূপ ভক্তি-প্রেমেতে পূরিত,
গৌরাঙ্গ-কমলে ভক্ত-অলি যত।
আসিয়া মিলিল ভক্তি-মধুপানে,
যেন নবদ্বীপ উদিল সেখানে।
ভক্তির বিধানে জাতিভেদ নাই,
প্রেমের বাজারে সব ভাই ভাই।
বৈদিক আচার জাতির বন্ধন,
প্রেমে দূর হয় সব অনুক্ষণ।
একদিন গোরা প্রসাদ লইয়া,
সার্ব্বভৌম গৃহে আসিল ধাইয়া।
জাতি বুদ্ধি তাঁর ভাঙ্গিবার তরে,
দিলেন প্রভাতে অন্ন সমাদরে।
ভকতি যে প্রাণে হয়েছে উদয়,
তাহে কি কখন জাতিভেদ রয়?
তাই সেই অন্ন লয়ে প্রেমভরে,
খান সার্ব্বভৌম পরম আদরে।
এইরূপে গোরা জাতি অভিমান,
করিলা বিনাশ প্রেমিক-প্রধান।
বলিলেন সার্ব্বভৌমেরে তখন,
এ জগতে সার হরিনাম ধন।
কলিযুগে আর হরিনাম বিনে,
নাই অন্য গতি, রেখ সদা মনে।
কর সংকীর্ত্তন প্রেমে অনুদিন,
লভিবে ভকতি, ঘুচিবে দুর্দ্দিন।
ভক্তদল লয়ে, সমুদ্রের তীরে,
গেলেন গৌরাঙ্গ, কিছুদিন পরে।
এক জলনিধি, যেন অপরেরে,
হইল ব্যাকুল আলিঙ্গন তরে।
প্রেমের জলধি গৌরাঙ্গ আমার,
উর্দ্ধবাহু হ'য়ে, নাচে অনিবার।
কীর্ত্তনের রোলে, কাঁপয়ে মেদিনী,
অশ্রুনীরে ধৌত করেন ধরণী।

জলনিধি যেন তাঁর তালে তালে,
উর্ম্মিমালা লয়ে অবিরত খেলে।
হুঙ্কার গর্জ্জনে মহাভক্তসহ,
হরিগুণ গান করে অহরহ।
দুজনায় মিলে করে সংকীর্ত্তন,
হেন দৃশ্য আর দেখিনি কখন।
গগন-বিস্মিত, নীলিমা-জড়িত,
অনন্তের শুদ্ধ আদর্শে রচিত।
শোভার আধার রত্নাকর হেরি।
কত যে আনন্দ হইল আমরি।
কতদিন সেথা থাকিয়া ভকত,
প্রাকৃতিক শোভা মাঝারে নিরত।
শ্রীহরির প্রেমমুখ নিরীক্ষণ,
করিয়া হলেন আনন্দে মগন।
ভক্ত গদাধর পরিচর্য্যা তাঁর,
করিতেন প্রেমে আহা অনিবার।
ভাগবত পাঠে ভক্তি উদ্দীপন,
করিতেন সেই বিশ্বাসী সুজন।
এইরূপে থাকি সমুদ্র সদনে,
পরে যান গোরা তীর্থ পর্য্যটনে।
বিধানের বার্ত্তা প্রচারের তরে,
যে জন প্রেরিত হলেন সংসারে।
সে কি এক স্থানে, কভু স্থির রয়,
বায়ুর মতন দশ দিগে বয়।
তাই ভক্তরাজ হেথায় সেথায়,
হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে সদা ধায়।
ভকত সকল, হরির বাহন,
হরিপদ করি হৃদয়ে ধারণ।
যথা তথা তাঁরে করেন প্রচার,
ভক্ত বিনা তাঁরে কেবা জানে আর?
ভক্তসহ নাথ এক কর মোরে,
এই ভিক্ষা যাচি তব পদ ধরে।

করি প্রণিপাত, তোমার চরণে,
দাসে আশীর্ব্বাদ কর কৃপাগুণে।

শ্রীগৌরাঙ্গের তীর্থ ভ্রমণ এবং রামানন্দের সহিত মিলন।

আকাশে খচিত চারু নক্ষত্রের মত।
তীর্থরাজী এ ভারতে শোভে অবিরত॥
মানব-হিতৈষী সাধু মহাজনগণ।
ভারতবাসীর তরে তীর্থ অগণন॥
করেছেন প্রতিষ্ঠিত বিবিধ আকারে।
যথায় সাধকগণ সদা বাস করে॥
কোন তীর্থ প্রেরিত ভক্তের জন্মস্থান।
কোন তীর্থে তাঁর সিদ্ধি সাধন প্রমাণ॥
কোন তীর্থে প্রেরিতের সমাধি সুন্দর।
দেবমূর্ত্তি রূপে অহো শোভে নিরন্তর॥
কোন তীর্থ প্রকৃতির শোভার কারণ।
কোন তীর্থ ভক্তস্মৃতি করে উদ্দীপন॥
কোন তীর্থ প্রকাশয় সতীত্ব-গৌরব।
কোন তীর্থ গায় পিতৃ * ভকতির রব॥
এইরূপ বহু তীর্থ হিন্দুস্থান মাঝে।
নানা ভাবে নানা স্থানে সতত বিরাজে॥
তীর্থ দরশন তরে হিন্দু নারী নর।
ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমে ধায় নিরন্তর॥
যদিও আছয়ে ইথে ভ্রান্তি বহুতর।
নানা কষ্ট অত্যাচার ভোগে নারী নর॥
তথাপি হিন্দুর প্রাণ তীর্থ দরশনে।
হয় তিরপিত, আর উন্নত জীবনে॥
গৃহ-সুখ-অভিলাষী শান্ত হিন্দুগণ।
ধর্ম্ম প্রেরণায় করি বিদেশ ভ্রমণ॥
অভিজ্ঞতা জ্ঞান ভক্তি শান্তি উদারতা।
লভিয়া নাশেন যত হৃদয়ের ব্যথা॥
এক এক তীর্থভূমি ধর্ম্মকেন্দ্র হয়ে।
বিধানের তত্ত্ব রাখে ধরিয়া হৃদয়ে॥
এক এক তীর্থ যেন জলাশয় প্রায়।
ধর্ম্মবারি এ ভারতে সতত বিলায়॥
হেন পুণ্য তীর্থধাম হেরিবার তরে।
করিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মানস অন্তরে॥
কিন্তু শুধু তীর্থ দেখা নহে অভিপ্রায়।
কিন্তু যাহে হরিভক্তি প্রচারিত হয়॥
হরিনামে পাপী তাপী লভে পরিত্রাণ।
সাধু ভক্ত হরিনাম-সুধা করে পান॥
এই গূঢ় অভিলাষে সচীর নন্দন।
তীর্থযাত্রা করিবারে করিলা মনন॥
ভক্ত বন্ধুগণ হতে লইয়া বিদায়।
সঙ্গে লয়ে কৃষ্ণদাসে * শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
চলিলেন দাক্ষিণাত্যে করিতে ভ্রমণ।
তাঁহার বিরহে কাঁদে হরিভক্তগণ॥
রামানন্দ সনে দেখা করিবার তরে।
বলিলেন সার্ব্বভৌম ভক্তে বারে বারে॥
পরম সুন্দরমূর্ত্তি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নাচিতে গাইতে যান ভাবেতে বিভোর॥
কৃষ্ণদাস পাছে পাছে করঙ্গ লইয়ে।
চলেন ভক্তের সাথে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে॥
যে পথে যেথানে ভক্ত করেন গমন।
তাঁরে হেরিবারে আসে লোক অগণন॥

---

* পিতৃ—পিতা ও মাতা উভয়কে বুঝাইবে। বিভিন্ন ভাবে ও উদ্দেশ্যে তীর্থ সকল স্থাপিত হইয়াছে। কোথায় সাধু সাধ্বীর জন্মস্থান, কোথায় তাঁহাদের সিদ্ধিলাভের স্থান, কোথায় তাঁহাদের সমাধিপিঠ রহিয়াছে।

* কৃষ্ণদাস নামে এক ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবার জন্য তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন।

তীর্থরাজ মহাভক্ত গৌরাঙ্গ আমার।
তাঁরে দেখি জীবগণ লভিছে উদ্ধার॥
কত শৈব রামাইত তাঁহার সদন।
করিল বৈষ্ণব ধর্ম্ম আনন্দে গ্রহণ॥
কর্ণাট দেশেতে বহু নরনারীগণ।
হরিভক্তি-প্রেমানন্দে হইল মগন॥
অবশেষে গিয়া ভক্ত গোদাবরীতীরে।
নিরলে বসিয়া নাম সংকীর্ত্তন করে॥
হেন কালে ধনী এক দোলা আরোহণে।
বৈদিক ব্রাহ্মণ বহু লয়ে হৃষ্টমনে॥
বাদ্য ভাণ্ড করি আগে গোদাবরীতীরে।
রামানন্দ বলি ভক্ত চিনিলেন তাঁরে॥
দেখি ভক্ত যোগিবরে রামানন্দ রায়।
প্রণমিলা দণ্ডবত ভকতের পায়॥
দোঁহে দোঁহাকার সহ প্রেমসম্মিলন।
করিয়া আনন্দহ্রদে হলেন মগন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কোন এক সন্ন্যাসী আলয়ে।
লইলা আশ্রয় ভক্তি-পূরিত-হৃদয়ে॥
সন্ধ্যাকালে দীনবেশে রামানন্দ রায়।
ভকতের সন্নিধানে আসিলা ত্বরায়॥
প্রমত্ত বিশ্বাসী জ্ঞানী ভক্ত-চূড়ামণি।
হন রায় রামানন্দ বৈরাগ্যের খনি॥
জনকনৃপতি প্রায় বৈরাগী হইয়া।
কাটে কাল রামানন্দ সংসারে মজিয়া॥
পরম বিজ্ঞানী তিনি ভকতপ্রধান।
অথচ বিষয়ে লিপ্ত হন মতিমান॥
কঠিন প্রস্তর ভেদি যথা প্রস্রবণ।
সুনির্ম্মল বারিধারা করে বরিষণ॥
যথা কন্তুবালুকার অন্তঃস্থল ভেদি।
সুমধুর বারিধারা বহে নিরবধি॥
সেইরূপ রামানন্দ ভকত-প্রধান।
বাহিরে বিষয়ী বটে প্রাণে ভক্তিমান॥

হেন অলৌকিক ভক্ত রামানন্দে পেয়ে।
মহানন্দ উপজিল গৌরাঙ্গ-হৃদয়ে॥
জিজ্ঞাসিলা রামানন্দে বলহ আমারে।
ভক্তি প্রেম সাধনার তত্ত্ব সুবিস্তারে॥
শুনিয়া বিনীত ভাবে নিবেদিলা তাঁয়।
উচ্চ ভকতির তত্ত্ব রামানন্দ রায়॥

রায় রামানন্দের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি সম্বন্ধে কথোপকথন।

বলিলেন রায়, বিষ্ণুভক্তি সার
জানিহ সতত মনে।
বর্ণাশ্রম ধরি, যেজন সতত,
ভজে হরি অনুক্ষণে॥
তাহাতে বিষ্ণুর, হয় প্রীতি অতি,
নাই অন্য পন্থা তার।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ, বলিলা তাঁহারে,
"ইহা বাহ্য" বল আর॥
বলে রামানন্দ; ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ;
সাধনের শ্রেষ্ঠ পথ।
আছয়ে গীতাতে, কর্ম্মসমর্পণে,
পূর্ণ হয় মনোরথ॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ, বলিলেন তাঁয়,
"ইহা বাহ্য" বল আর।
শুনি রামানন্দ, বলিলেন তাঁরে,
করি কর্ম্ম পরিহার॥
মন প্রাণ দিয়ে, যে ভজে ঈশ্বরে;
তার ভক্তি অতি সার।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ, বলিলেন পুন,
"ইহা বাহ্য" বল আর॥

বলিলেন পরে, জ্ঞানমিশ্রা * ভক্তি,
পরম সাধন জেন ।
গীতাতে ইহার, প্রমাণ বিস্তর,
আছে দেখ অনুক্ষণ ॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ, বলিলেন তাঁয়,
"ইহা বাহ্য" বল আর ।
শুনি রামানন্দ, বলিলেন তাঁরে,
জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সার ॥
ভাগবতে ইহা, আছে সপ্রমাণ,
ভেবে দেখ অনিবার ॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ, বলিলেন তাঁরে,
"ইহা বাহ্য" বল আর ।
শুনি রায় তাঁরে, বলে প্রেমভরে,
জেন প্রেম ভক্তি সার ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা বিনে, যথা পানাহারে,
সুখ নাহি উপজয় ।
তেমনি হৃদয়ে, প্রেম না জন্মিলে,
হরিপূজা নাহি হয় ॥
ভক্তিযুক্ত চিত্ত, কোথা যদি পাও,
অবিলম্বে কর ক্রয় ।
লোভ মাত্র হয়, মূল্য সে ধনের,
লোভে হরিলাভ হয় ॥
শুনিয়া আনন্দে, বলিলা চৈতন্য,
"ইহা সত্য" আগে বল ।
শুনি রামানন্দ, বলে দাস্য প্রেম
হয় অতি সুপুষ্কল ॥
আছে ভাগবতে, যাঁর নাম শুনে
লভে জীব পরিত্রাণ ।
হেন শ্রীহরির, দাসদের বল
কি অভাব মতিমান ?
শুনি ভক্ত কন, ইহা সত্য বটে
কিন্তু আগে বল ভাই ।
সখ্য প্রেম সার, ইহা বিনে আর
জগতে সাধন নাই ॥
ভাল বটে ইহা, আরো আগে বল
শুনি রামানন্দ রায় ।
বলিলা বাৎসল্য, প্রেম মধুময়
ইথে প্রাণে সুখ পায় ॥
ভাল বটে ইহা, আরো আগে বল
বলিলা ভকত জন ।
কান্ত ভাব সার, শান্ত দাস্য আদি
মাধুর্য্যে লভে মিলন ॥ *
বলিলা গৌরাঙ্গ, চরম সাধন
কান্তপ্রেম মহামণি ।
আর যদি কিছু, থাকে সাধনের
বল ভক্তশিরোমণি ॥
বলে রামানন্দ, ইহার উপরে
সাধন জানিতে চায় ।
এহেন মানব, আছে পৃথিবীতে
জানি নাই মহাশয় ॥
প্রেমপরাকাষ্ঠা, হয় মহাভাব
নাহিক সাধন আর ।
শুনি গোরাচাঁদ, আনন্দে বিহ্বল
হয়ে বলে আর বার ।
মোর আগমন, হইল সফল
এবে তুমি কৃপা করে ।
রাধাকৃষ্ণ ভাব, রসের প্রকৃতি
বিশেষ বল মোরে ॥

* জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—এখানে জ্ঞান অর্থে বিচার, ব্রহ্মজ্ঞান নহে। অর্থাৎ বিচারপ্রধান ভক্তি বাহ্য।

* মধুর ভাবের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য চারি ভাবই মিলিত আছে।

ভকতের বাক্য শুনি রামানন্দ রায়।
বলিতে লাগিলা কৃষ্ণ-স্বরূপ তাঁহায়॥
সচ্চিদানন্দ ঘন স্বরূপ তাঁহার।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিনি বিশ্বের আধার॥
অনাদি পুরুষ কৃষ্ণ সর্ব্বরসময়।
সর্ব্বশক্তিমান তিনি সবার আশ্রয়॥
অনন্ত শকতিশালী পুরুষ প্রধান।
সৎ চিৎ আনন্দ তিনি অনাদি মহান॥
তাঁহার পরমা শক্তি ত্রিবিধ প্রকাশে।
করেন ব্যাখ্যান ভক্তগণ এ সংসারে॥
সম্বিৎ সন্ধিনী আর হ্লাদিনী শকতি।
এই তিন পরাশক্তি ব্রহ্মের প্রকৃতি॥
যে শক্তিতে ভক্ত-চিত্তে সুখ দেন হরি।
সেই তো হ্লাদিনী শক্তি প্রেম নাম তারি॥
প্রেমের পরম সার, মহাভাব হয়।
হয়েন শ্রীরাধা দেবী মহাভাবময়॥
মহাভাবরূপা রাধা ব্রহ্মের প্রেয়সী।
অরূপা রূপসী তিনি সতত ষোড়শী॥
শ্রীরাধার প্রতি হরি প্রেম-মনোহর।
তাঁহার দেহের কান্তি মনোমুগ্ধকর॥
হরিকৃপামৃতে তাঁর দেহ সিক্ত হয়।
নিত্য নব ভাবরসে অভিষিক্ত রয়॥
শ্রীহরির লাবণ্য অমৃত সুধাময়।
হেন দেহকান্তি প্রতি বরষিত হয়॥
সৎচিৎ আনন্দ সনে, ভাবের মিলন।
রাধাকৃষ্ণ সম্মিলন কন ভক্তগণ॥
লজ্জা শ্রীরাধার পট্ট বসন সুন্দর।
অনুরাগ অধরের তাম্বুল বিস্তর॥
নয়ন অঞ্জন প্রেম, সৌভাগ্য তিলক।
অঙ্গ আভরণ স্বেদ কম্পন পুলক॥
প্রণয়ের অভিমান কাঁচলি তাঁহার।
দেহের ভূষণ যত সাত্ত্বিক বিকার॥

প্রেম-বিভূষিতা রাধা, শ্রীহরির সনে।
মনোবৃত্তি-সখী সনে রন নিশিদিনে॥
প্রাণসখা শ্রীহরির সদা গুণগান।
করেন শ্রীরাধাদেবী সুখে অবিরাম॥
ভাবেন শ্রীরাধা বসি হইয়া মলিন।
পাবেন কৃষ্ণের সঙ্গ কোন শুভ দিন॥
হরি দরশন পেলে শ্রীরাধা সুন্দরী।
সেই প্রিয় প্রাণেশ্বরে মন প্রাণ ভরি॥
প্রেমরূপ সোমরস করাইয়া পান।
জীবনের সব সাধ আনন্দে মিটান॥
ব্রহ্ম আর ভক্ততত্ত্ব রূপকের যোগে।
বলিলেন মহাভক্তে প্রেম অনুরাগে॥
শুনি আহ্লাদিত হয়ে সচীর নন্দন।
বলিলা বিলাসতত্ত্ব করহ বর্ণন॥
শুনি কহিলেন রায় হেন কৃষ্ণ রাধা।
প্রেমে মাতি প্রাণকুঞ্জে খেলেন সর্ব্বদা॥
আর আগে বল রায়, বলে ভক্তবর।
রায় বলে আর বুদ্ধি নাহি চলে মোর॥
এত বলি বিরহের গান মনোহর।
গাইতে লাগিলা রায় হইয়া বিভোর॥
পরম প্রেমিক ভক্ত, বিরহের গান।
সহ্য নাহি হয় প্রাণে করে আনচান॥
রায়ের বদন চাপি বলেন তাঁহারে।
সাধন উপায় এবে বলহ আমারে॥
বিনীত কুণ্ঠিত মনে বলিলেন রায়।
সখীভাব বিনে কভু জীবের ধরায়॥
নাহি হয় রাধাকৃষ্ণ ভজন সাধন।
সখীপ্রেম স্বার্থহীন, স্বরগের ধন॥
রামানন্দ মুখে শুনি তত্ত্ব মনোহর।
হইল ভকতচিত্ত আনন্দে বিভোর॥
কিছু দিন রায় সঙ্গে সচীর নন্দন।
মহাসুখে করিলেন সময় যাপন॥

একদিন জিজ্ঞাসিলে বলিলেন রায়।
কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহিক ধরায়॥
অমূল্য সম্পদ প্রেম ভকতিবিগ্রহ।
সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখকর, ইথে কি সন্দেহ॥
হরি এক স্মরণীয়, উপাস্য শ্রীহরি।
মুক্তি হতে শ্রেষ্ঠ ভক্তি, জীবহিতকরী॥
প্রেমিক পুরুষ মুক্ত সতত সংসারে।
প্রেমের সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ এ ভব পাথারে॥
ভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয় কিছু নাই আর।
ধন্য সেই প্রেম ভক্তি আছয়ে যাঁহার॥
এইরূপ নানা তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ।
বাসস্থানে করে গোরা বিদায় গ্রহণ॥
যাইবার কালে তাঁরে বলিলা ভকত।
শীঘ্র আমি নীলাচলে হব প্রত্যাগত॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি, যাও নীলাচলে।
দুজনে কাটাব কাল, হরিকথা বলে॥
এত বলি মহাভক্ত তীর্থ দরশনে।
কৃষ্ণদাসে লয়ে যান আনন্দ বদনে॥

তথা হতে বহির্গত হয়ে ভক্তবর।
ভ্রমিলেন নানা তীর্থ দেশ দেশান্তর॥
যেখানে রহেন ভক্ত, কিম্বা যেই পথে।
মত্তসিংহ প্রায় যান, হরি-প্রেমে মেতে॥
সেই থানে হয় হরি-ভকতি প্রচার।
অপ্রেম শুষ্কতা দূরে যায় অনিবার॥
বরিষার বারিধারা পড়ে যেই দেশে।
জলে পূর্ণ হয় স্থান আখির নিমেষে॥
গৌর-জলধর হতে ভকতির ধারা।
পড়ি সেইরূপ সিক্ত করিলেক ধরা॥
অবশেষে মাল্লার্দ্ধ অঞ্চলে ভক্তবর।
হইলেন উপনীত সানন্দ অন্তর॥

কত জন ভক্তি প্রেমে হয়ে বিমোহিত।
ভকতির নববিধি লইলা ত্বরিত॥
এক স্থানে তর্কপ্রিয় বৌদ্ধ কতজন।
ভকতের প্রেম ধর্ম্ম করিল গ্রহণ॥
কাবেরী তটিনী তটে আসি ভক্তবর।
স্নান করি হইলেন প্রফুল্ল অন্তর॥
রঙ্গক্ষেত্রে দেবালয় করিয়া দর্শন।
বেঙ্কট ভট্টের গৃহে করিলা গমন॥
চারি মাস এই স্থানে করি অবস্থান।
প্রচারিলা হরিভক্তি, বিশ্বাসী প্রধান॥
ভকতের অবস্থানে বেঙ্কট আলয়।
ভক্তির প্রভাবে যেন হল মধুময়॥
ভকতের পদধূলি পড়ে যে ভবনে।
তীর্থ ভূমি হয় তাহা সদা এ ভুবনে॥
ভকতি বিশ্বাস বীজ পড়িলা সেথায়।
ভকত জীবন কত রচে এ ধরায়॥
শ্রীগোপাল ভট্ট নামে বিপ্র একজন।
রূপসনাতনসহ যিনি বৃন্দাবন॥
করিলেন ভক্তিতত্ত্ব জগতে প্রচার।
তিনি বেঙ্কটের পুত্র পরম উদার॥
শ্রীরঙ্গ নিবাসী যত বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ।
ভকতেরে করিতেন প্রেমে নিমন্ত্রণ॥
বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠগ্রস্ত জনে।
চরিতার্থ করিলেন প্রেম আলিঙ্গনে॥
কি অপূর্ব্ব প্রেমরঙ্গ গৌরাঙ্গ-হৃদয়ে।
কত ভাল বাসে ভক্ত মানব-নিচয়ে॥
উচ্চ নীচ সুস্থ রুগ্ন সবাকার প্রতি।
সমভাবে প্রধাবিত হয় তাঁর প্রীতি॥
পরম আনন্দ * সনে হইল সাক্ষাৎ।
দেখিলেন পাণ্ডুদেশ মলয় পর্ব্বত॥

---

* ইনি পরমানন্দপুরী।

পথে কত দস্যু পাপী ধূর্ত্ত দুরাচার।
ভক্তের প্রচার গুণে পাইল উদ্ধার॥
যদিও পরম ভক্ত গৌরাঙ্গ আমার।
হরিপ্রেমে বিগলিত সদা চিত্ত তাঁর॥
তথাপি জ্ঞানেতে তিনি উদাসীন নন।
শুদ্ধ জ্ঞানে চিরদিন মুগ্ধ তাঁর মন॥
বিদেশ ভ্রমণে ভক্ত, ভক্তিগ্রন্থচয়।
করিতা সংগ্রহ করি যত্ন অতিশয়॥ *
তার পরে বোম্বাই প্রদেশে ভক্তবর।
ভ্রমিলেন কত স্থান আনন্দ অন্তর॥
কোলাপুরে বিটল বিগ্রহ মূর্ত্তি হেরে।
অসীম আনন্দ গোরা লভিলা অন্তরে॥
তুকারাম নামে এক ভকত সুজন।
আঁধার গগণে পূর্ণ চন্দ্রের মতন॥
করেন সে স্থানে বাস, মগ্ন হরিনামে।
দিবানিশি মত্ত হরি-নাম-গুণ-গানে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সনে তাঁর হইল মিলন।
মণি কাঞ্চনের যোগ হয় হে যেমন॥
দোঁহে দোঁহাকারে হেরি হলা পুলকিত।
ভকতিসমুদ্র যেন হল উচ্ছ্বসিত॥
হেথা ভকতের ভ্রাতা, বিশ্বরূপ নাম।
ত্যজি কলেবর তিনি যান ব্রহ্মধাম॥
ভাবযোগে প্রিয় ভূমি করিয়া দর্শন।
তথা হতে করিলেন দ্বারকা গমন॥
নানা তটিনীতে স্নান করিয়া ভকত।
দণ্ডক অরণ্য আদি তীর্থ দেখি কত॥
পুনরায় মহোল্লাসে বিদ্যার নগরে।
আসি রামানন্দ সনে মিলিলা সত্বরে॥

কিছুদিন সেই স্থানে করি অবস্থান।
মহানন্দে নীলাচলে ভক্তবর যান॥
আসিয়া আলাল নাথে, ভক্তবন্ধুগণে।
সমাচার পাঠাইলা কৃষ্ণদাস সনে॥
তৃষিত চাতক প্রায় প্রিয়বন্ধুগণ।
প্রতীক্ষা করিছে সদা গৌর আগমন॥
ভক্তগণ পুত্রহারা জননীর মত।
গৌরাঙ্গ বিরহে কাল কাটেন নিয়ত॥
এবে আগমন বার্ত্তা শুনি ভক্তগণ।
পাইলেন যেন পুন নূতন জীবন॥
নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আদি ভক্ত যত।
আলাল নাথেতে সবে হলা সমাগত॥
শত শত ভক্ত আসি মিলিল সেথায়।
আনন্দের মেলা সেথা হল পুনরায়॥
এরূপ দক্ষিণ দেশে প্রচারি বিধান।
আসিলেন নীলাচলে ভক্ত মতিমান॥
সুমধুর হরিধ্বনি উড়িষ্যা গগনে।
উঠিল আবার মত্ত করি জীবগণে॥
আবার গৌরাঙ্গ-প্রেম, গৌরাঙ্গ-মূরতি।
গৌরের মাধুর্য্য আর তাঁর পুণ্য জ্যোতি॥
নীলাচল পরিপূর্ণ করি অনুক্ষণ।
জাগাইল, মাতাইল মুগ্ধ জনগণ॥
এইরূপে দয়াময় শ্রীহরি আমার।
ভক্তকণ্ঠে কণ্ঠ দিয়া নামসুধাধার॥
করিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-যোগেতে প্রচার।
ধন্য হন ভক্ত আর ভক্তপ্রাণাধার॥
কবে নাথ হেন দিন হইবে আমার।
বিহ্বল হইয়া তব প্রেমে অনিবার॥
মাতৃভূমে তব নাম করিয়া ঘোষণা।
ধন্য হবে চিরদাস, যাবে বিড়ম্বনা॥
সকলি সম্ভব হয় কৃপায় তোমার।
তাই নাথ, তব পদে নমি বারম্বার॥

* তীর্থপর্য্যটনকালে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভক্ত বিল্বমঙ্গলকৃত "কৃষ্ণকথামৃত" এবং ব্রহ্মসংহিতার কয়েক অধ্যায় সংগ্রহ করিয়া আনেন। এই দুই গ্রন্থ বঙ্গদেশে তৎকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল।

পাপী দাসে আশীর্ব্বাদ করহ শ্রীহরি।
গৌর-পদধূলি নাথ, নিজ মাথে ধরি॥
চলেছেন যেই পথে গৌরাঙ্গ তোমার।
সেই পথে যেতে যেন পারি প্রাণাধার॥
এই ভিক্ষা করি হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্ত মনে॥

বঙ্গবাসী ভক্ত বন্ধুসহ শ্রীগৌরাঙ্গের সপ্রেম ব্যবহার।

নীলাচলে সমাগত, হইয়া মহা ভকত
আগমন সমাচার দিতে।
কৃষ্ণদাস বঙ্গভূমে, প্রেরিলা অতুল প্রেমে
ভক্তগণ মহানন্দে মেতে॥
কত ধনী গুণী জ্ঞানী, অতুল বিদ্বান্ মানী
ভক্তিবিধি করিল গ্রহণ।
উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য, হলেন পরম মান্য
সমাদৃত হল ভক্তি ধন॥
বরিষার কালে যথা, ব্যাপে জলে যথা তথা
উচ্চ স্থান জলে ডুবে যায়।
তেমতি ভক্তি বিধানে, ভারতের নানাস্থানে
ভক্তিস্রোত বহিল ত্বরায়॥
ভকতি-বিরোধী কত, জ্ঞানী মূর্খ শত শত
গৌরাঙ্গের প্রেম আকর্ষণে।
অধীর উন্মত্ত হয়ে, ধন জন তেয়াগিয়ে
সঁপে প্রাণ শ্রীহরিচরণে॥
বঙ্গের অমূল্য ধন, গৌরচন্দ্র সুশোভন
উড়িষ্যায় করেন বসতি।
তাই তো বঙ্গজননী, রহেন দিবা রজনী
তাকাইয়া সন্তানের প্রতি॥
বঙ্গবাসী ভক্তগণ, গৌর তরে উচাটন
গৌরগত জীবন সবার।
গৌর আগমন শুনি, ধাইল ছুটী অমনি
উড়িষ্যার পানে অনিবার॥
ভক্তগণ সঙ্গে লয়ে, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে
সার্ব্বভৌম গেলা ভক্ত স্থানে।
কীর্ত্তনের মহা ধ্বনি, পুরিল ব্যোম মেদিনী
মত্ত সবে হরিগুণ গানে॥
হয়ে গৌর আগুসার, করিয়া বাহু প্রসার
আলিঙ্গন দিলা প্রতিজনে।
স্বহস্তে সবার গলে, মালা দিলা কুতুহলে
পুছিলা কুশল প্রীত মনে॥
হরিদাসে নাহি হেরে, ভকত দুঃখিতান্তরে
জিজ্ঞাসিলা সংবাদ তাঁহার।
সকলে বলিলা তাঁরে, পড়ে আছে পথ ধারে
হরিদাস দৈন্য অবতার॥
"মুই অস্পৃশ্য যবন, কেমনে সাধু স্পর্শন
করিব হে" এই ভাবি মনে।
আছেন পড়িয়া দূরে, শুনি গৌর প্রেম ভরে
নিজে গিয়া আনে ভক্তজনে॥
উদ্যানে কুটীর মাঝে, স্থান দিলা ভক্তরাজে
হরিদাস রহিলা তথায়।
আহারের আয়োজন, হল তথা সেইক্ষণ
নিজ হাতে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
অন্ন সবাকার পাতে, দিলেন প্রেমেতে মেতে
নিজে বসি তাঁহাদের সনে।
করিলেন পানাহার, হেন প্রেম চমৎকার
কে দেখে কোথায় কোন খানে॥
সব জাতি এক হয়ে, হরিপ্রসাদ জানিয়ে
নিরামিষ ভোজন ব্যাপার।
জগতে দুর্ল্লভ অতি, শ্রীগৌরাঙ্গ মহামতি
করিলেন ভারতে প্রচার॥
প্রেমে জাতিভেদ নাই, সবে খায় এক ঠাঁই
কিন্তু তথা নাহি ম্লেচ্ছাচার।

পাশব আহার যত, মদ্য মাংস আদি কত
বিষ জ্ঞানে করে পরিহার ॥
জাতিভেদ হেন মতে, নাশে গোরা এ ভারতে
তার সাক্ষী জগন্নাথধাম।
অন্নের বিচার নাই, খায় সবে এক ঠাঁই
হেন দৃশ্য নাহি অন্য স্থান ॥
বঙ্গবাসী ভক্ত লয়ে, আনন্দ-পুর্ণ-হৃদয়ে
হরিনাম করেন ভকত।
শ্রীহরির গুণগানে, ব্রহ্মানন্দ-রস-পানে
সম্বৎসর হইলেক গত ॥
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতে বলে গোরা প্রেমে মেতে
বঙ্গদেশে তোমরা দুজন।
হরিভক্তি আচণ্ডালে, প্রচার আনন্দে গলে
আমি যাব কথন কথন ॥
স্বদেশ স্বজন প্রতি, কত অনুরাগ প্রীতি
বহে নিত্য গৌরাঙ্গ অন্তরে।
যিনি জগতের তরে, প্রাণ দিলা অকাতরে
সে কি দেশ ভুলিবারে পারে?
যদিও সন্ন্যাসী গোরা, স্বদেশ স্বজন ছাড়া,
তথাপি তাঁহারা তাঁর প্রাণে।
রহে নিত্য বিরাজিত, সদা তাঁহাদের হিত
অনুরাগে চিন্তে মনে মনে ॥
শ্রীবাসের প্রেম-করে, গোরা অতি সমাদরে
দিয়া বস্ত্র, প্রসাদ মধুর।
বলিলেন জননীরে, দিও ইহা প্রেম ভরে
বলো তাঁরে প্রণিপাত মোর ॥
বলো তুমি মোর মায়, ক্ষমেন যেন আমায়
আমি তাঁর পাগল সন্তান।
গৌরাঙ্গ পরমানন্দে, বলিলেন শিবানন্দে
বাসুদেব * বৈরাগী প্রধান ॥

* ইনি বাসুদেব দত্ত।

পর দিবসের তরে, সঞ্চয় নাহিক করে,
তুমি এঁর পরিবার প্রতি।
রেখ দৃষ্টি অনুক্ষণ, লয়ে তুমি যাত্রিগণ
প্রতি বর্ষে এস মহামতি ॥
জিজ্ঞাসিলা দুইজন * মোরা গৃহী অভাজন
কিরূপেতে করিব ভজন।
বলিলা সচীনন্দন, সাধুসেবা সংকীর্ত্তন
করো ইহা পরম সাধন ॥
জিজ্ঞাসিলা সত্যরাজ, † কেমনে হে ভক্তরাজ
জানিব বৈষ্ণব কোন জন।
বলিলেন ভক্তবর, যার মুখে একবার
হরিনাম হয় উচ্চারণ ॥
তাঁহাকে বৈষ্ণব যেন, অবহেলা কদাচন
নাহি যেন করয়ে হৃদয়।
মুরারি বলিলা তাঁরে, জীবের দুর্গতি হেরে
প্রাণ মোর বিদারিত হয় ॥
জীবের পাপের ভার, স্কন্ধেতে দিয়া আমার
তুমি কর জীবের উদ্ধার।
মুরারির প্রেম দেখি, শ্রীগৌরাঙ্গ হলা সুখী
বলিলেন জীব-পরিবার ‡ ॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে, উদ্ধার হবে ভুবনে
কোন চিন্তা নাহিক তোমার ॥
এইরূপে নানা বাণী, কহি ভক্ত শিরোমণি
বন্ধুগণে দিলেন বিদায়।
দিয়ে সবে ভালবাসা, প্রশংসা উৎসাহ আশা
কান্দি কান্দাইলেন সবায় ॥
হরিদাস গদাধর, জগদানন্দ প্রবর
আর কত বিশ্বাসী সুজন।

* কুলীন গ্রামের রামানন্দ ও সত্যরাজ খাঁ।

† সত্যরাজ নামে একজন বঙ্গবাসী ভক্ত।

‡ পরিবার—সমুদয়।

রহিলেন গৌর সনে, অন্য সব বন্ধুজনে
বঙ্গদেশে করিলা গমন ॥
কি অপূর্ব্ব প্রেম তাঁর, ভাবিলে প্রাণ আমার
বিস্ময়েতে যেন ডুবে যায়।
সুতীব্র বৈরাগ্য সনে, সুমধুর প্রেম ধনে
হেন ধনী দেখি না কোথায় ॥
ভ্রাতৃগণে হেন প্রীতি, এ হেন মাতৃ ভকতি
কোথা বল দেখিয়াছ আর।
সন্ন্যাসী হয়েন যাঁরা, স্নেহ-ভক্তি হীন তাঁরা
কেবা ভ্রাতা কেবা মাতা তাঁর ॥
কঠোর শুষ্ক হৃদয়, যেন অগ্নি-তেজোময়
দহে সব বৈরাগ্য অনলে।
কিন্তু দেখি জগজন, গোরার বৈরাগ্য ধন
ভাসে সবে নয়নের জলে ॥
গৌরাঙ্গের এ বৈরাগ্য, স্বরগবাসীর ভোগ্য
শ্রীহরির নবীন বিধান।
নাহি আসক্তির লেশ, কিন্তু প্রেম সবিশেষ
পরিপূর্ণ রাখে সদা প্রাণ ॥
হায় কবে এ হৃদয়, এ হেন বৈরাগ্যময়
হইবে বল হে প্রাণধন।
পরম বৈরাগী হব, আসক্তি-পাশ ছেদিব
তব পদে বিকাইব সব ॥
কিন্তু প্রেমে পূর্ণ হয়ে, তোমার জীবনিচয়ে
সেবিব আদরে অনুক্ষণ।
পরম বৈরাগী তুমি, প্রেমিকের চূড়ামণি
হব আমি তোমার মতন ॥
বৈরাগ্য-বিহীন জনে, প্রেমহীন অভাজনে
হেন দয়া কর দয়াময়।
করি এই ভিক্ষা নাথ, তব পদে প্রণিপাত
করে দাস মলিন-হৃদয় ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের পুনরায় গৌড়দেশ সন্দর্শন।

১

নব যোগাচার্য্য, জ্ঞানী সুমহান্।
মহা কর্ম্মবীর, সাধক প্রধান ॥
শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর, মথুরা নগর
জনমিয়া করে ধন্য সেই স্থান।
করে আর্য্যাবর্ত্ত তার যশোগান ॥

২

সৌন্দর্য্যে ললাম চারু বৃন্দাবনে।
বাল্যে রহে কৃষ্ণ গোপীগণ সনে ॥
জননী যশোদা * বন্ধু সখা ভ্রাতা
সব সনে ভক্ত খেলে নিশিদিনে।
পবিত্র সে ভূমি এ মর ভবনে ॥

৩

কুরুক্ষেত্রে তাঁর গীতার প্রকাশ।
দ্বারকায় তাঁর শেষ চিরবাস ॥
দেহের পঞ্জর, শ্রীমূর্ত্তি ভিতর †
পুরীক্ষেত্র মাঝে রহে বারমাস।
উজলি গৌরবে ভারত-আকাশ ॥

৪

মধুর কল্পনা, ইতিহাস সনে।
অধ্যাত্মরূপক, মিশায়ে গোপনে ॥
বিচিত্র বরণে, চারু বৃন্দাবনে
করিয়া চিত্রিত ভকত সদনে।
মহাতীর্থ স্থান করেছে ভুবনে ॥

---

* শ্রীমতী যশোদা দেবী ইহার প্রতিপালিকা মাতা, গর্ভধারিণী নহেন।

† জগন্নাথ নামক মূর্ত্তির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেহাস্থি সংরক্ষিত বলিয়া কথিত আছে।

৫

হেন বৃন্দাবন হেরিবার তরে।
হইল বাসনা গৌরাঙ্গ অন্তরে॥
লইয়া বিদায়, চলিলা সেথায়
ভক্তরাজ গোরা প্রেমে ধীরে ধীরে।
ভাসিল উৎকল বিষাদের নীরে॥

৬

ভক্তবন্ধু সনে হইয়া মিলিত।
প্রেমানন্দে গোরা চলে অবিরত॥
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে, প্রমত্ত-হৃদয়ে
ভক্তিভাবে কবি সবে বিমোহিত।
ধায় নেচে গেয়ে পাগলের মত॥

৭

প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি নিরন্তর।
ভক্তিবারি তাহে বহে ঝর্ঝর॥
হরিপ্রেম ভরে, পদ নৃত্য করে
মুখে হরিনাম করে ভক্তবর।
হেরে গলে যায় পাষাণ অন্তর॥

৮

উন্মত্ত প্রেমিক গৌরাঙ্গের সনে।
লোকে লোকারণ্য হয় নিশিদিনে॥
কিবা আকর্ষণে, কি প্রেম-বন্ধনে
গৃহ বিত্ত ছাড়ি তাঁর দরশনে।
ছুটে লোক সব, বুঝিনা কেমনে॥

৯

প্রিয় বঙ্গভূমে প্রিয় পুত্র তার।
আসিলেন পুনঃ করিতে উদ্ধার॥
হারাধন পেয়ে, বিহ্বল হৃদয়ে
চুম্বিলা জননী, পুত্রে বার বার।
বঙ্গে সুখরবি উদিল আবার॥

১০

পানিহাটী গ্রামে, বাচস্পতিগৃহে। *
উপনীত গোরা অনুপম স্নেহে॥
হালিয় সহরে, কুলিয়া নগরে
ক্রমে ঘন ভক্ত, জনস্রোত বহে।
পরে রামকেলী গেলা সমারোহে॥

১১

স্বাধীন নৃপতি ছৈয়দ হোসেন।
অধিষ্ঠিত রন, গৌড়সিংহাসন॥
গৌরের ভকতি, চরিত্রের জ্যোতি
মধুর মূরতি নবীন যৌবন।
করে নৃপতির হৃদয় হরণ॥

১২

এ হেন সন্ন্যাসী, দেখিনি কখন।
ভক্তি বিস্ময়েতে বলিলা রাজন॥
আমি নরপতি, অসীম শকতি
রাখি ভৃতি দিয়া কত ভৃত্যগণ।
ভৃতি বিনা তারা রুষ্ট অনুক্ষণ॥

১৩

কিন্তু কি আশ্চর্য্য লোক অগণন।
গৌর সঙ্গে ছুটে, ছাড়ি পরিজন॥
ভৃতি নাহি পায়, কিছুতে না যায়
কি আশ্চর্য্য মরি, গৌর আকর্ষণ।
নন ইনি কভু লোক সাধারণ॥

১৪

মম রাজ্য মাঝে, যথা ইনি যান।
হউক সর্ব্বত্র ইঁহার সম্মান॥
প্রতিরোধে যদি, কোন দুরমতি—

* ইনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভ্রাতা।

অবিলম্বে তার বধিব পরাণ।
আহা কি আশ্চর্য্য ভকতের মান॥

১৫

রামকেলী গ্রামে রূপ সনাতন।
ভক্ত গোরা সনে, লভিলা মিলন॥
যে মিলন ফলে, এই ধরাতলে
ভক্তি বৈরাগ্যের, মহা প্রস্রবণ।
বহিল ভারতে, ভাসায়ে ভুবন॥

১৬

বলিলা দু ভায়ে, ভক্ত মহাশয়।
উচ্চ হয়ে হীন বোধের উদয়॥
হইয়াছে যদি, হরি কৃপানিধি
করিবে উদ্ধার হইয়া সদয়।
হও অনাসক্ত, ত্যজিয়া বিষয়॥

১৭

করিলেন গোরা দোঁহে আশীর্ব্বাদ।
তাঁরা করিলেন গৌরে স্তুতিবাদ॥
শুনি ভক্তবর, বলিলা সত্বর
আমি হীন জীব কর আশীর্ব্বাদ।
যাই বৃন্দাবনে, লভি ভক্তিস্বাদ॥

১৮

কন সনাতন, এত লোক সনে।
উচিত না কভু যাও বৃন্দাবনে॥
তবু কিছু দূর, গিয়ে ভক্তবর
শান্তিপুর হয়ে, নীলাদ্রি গমনে।
করিলা বাসনা আপনার মনে॥

১৯

পুন শান্তিপুরে এলা গোরা রায়।
অমানিশি মাঝে, চন্দ্রিমা উদয়॥
নবদ্বীপ হতে, সচী সাবহিতে
আসিলা আনন্দে, আহা উত্তরায়॥
ভকতের মেলা বসিল সেথায়॥

২০

জননীর হস্তে অন্ন সুধাময়।
পাইয়া আনন্দে ভুঞ্জিল তনয়॥
ক্ষণেকের তরে, মাতা পুত্রে হেরে
ভুলিলা যতেক দুঃখ শোকচয়।
আনন্দে পূরিল, সকল হৃদয়॥

২১

পরম বৈরাগী, রঘুনাথ দাস।
প্রমত্ত বিশ্বাসী, বিষয়ে উদাস॥
ঘোর প্রলোভন, করি অতিক্রম
আসিলেন এবে, গৌরাঙ্গ সকাশ।
হরিলাভ তরে, আহা কি পিয়াস॥

২২

পিতা গোবর্দ্ধন, ভূস্বামী প্রধান।
সপ্তগ্রামে বাস, অতি ভাগ্যবান॥
অশ্ব গজ ধন, সুখ আয়োজন
কত যে তাঁহার নিত্য বিদ্যমান।
রঘুনাথ হেন, ধনীর সন্তান॥

২৩

তিনি সে ধনীর, একমাত্র সুত।
কিন্তু কি বৈরাগ্যে প্রাণ অভিভূত॥
ধন মান জন, সুখ অগণন
কিছুতে আসক্ত নহে তাঁর চিত।
বিষম বৈরাগ্যে উন্মত্ত সতত॥

২৪

উন্মত্ত বৈরাগী রঘুনাথ দাস।
হেরিতে গৌরাঙ্গে মনে বড় আশ॥
গিয়া নীলাচলে, নব ভক্ত দলে

লভিতে মিলন সদা অভিলাষ।
পিতার বাধায় হয়েন নিরাশ॥

২৫

কি জানি বা পুত্র করে পলায়ন।
এই ভয়ে পিতা সদা উচাটন॥
বৈরাগিপ্রবরে, প্রহরি-নিকরে
রাখেন বেষ্টিত, সদা গোবর্দ্ধন।
আনে ধরি যবে করে পলায়ন॥

২৬

শান্তিপুরে যবে, আসিলা ভকত।
বলিলা জনকে, রঘু পুণ্যব্রত॥
গৌর দরশনে, যাব এই ক্ষণে
দাও অনুমতি, মোরে ওহে পিতঃ।
নতুবা এপ্রাণ ত্যজিব ত্বরিত॥

২৭

পিতৃ-অনুমতি, লয়ে এইক্ষণ।
রঘুনাথ এল, গৌরাঙ্গ সদন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁরে, বলিলা সাদরে
গৃহে থাকি কর, ধরম সাধন।
মর্কট বৈরাগ্যে নাহি প্রয়োজন॥

২৮

অনাসক্ত হয়ে, সেবিবে বিষয়।
সংসারের কার্য্য কর সমুদায়॥
নিষ্ঠাযুক্ত হয়ে, থাক লোকালয়ে
অচিরে তোমায়, হরি দয়াময়।
করিবে উদ্ধার জেন সুনিশ্চয়॥

২৯

বৃন্দাবন হতে, আমি পুনরায়।
নীলাচলে গেলে, যাইও সেথায়॥
কেমনে কখন, কাটাবে জীবন
বলিবেন হরি, তোমারে সদায়।
রাখ হে নির্ভর, হরির কৃপায়॥

৩০

জননীরে করি ভকতি প্রণতি।
নীলাচলে গোরা করিলেন গতি॥
শান্তিপুর হতে, নানা গ্রামে পথে
ভক্ত বন্ধুগণে হেরি মহামতি।
পাণিহাটী গ্রামে, এলেন ঝটিতি॥

৩১

ভক্ত বন্ধুগণে বলিলা সাদরে।
নিত্যানন্দ সনে, অভেদ আমারে॥
জানিবে নিয়ত; তিনি অবিরত
প্রচারিবে ধর্ম্ম, ভক্তের আগারে।
উদ্ধারিবে জীব, হরিভক্তি ভরে॥

৩২

ব্রহ্মকৃপাগুণে, উন্মত্ত ভকত।
হেরি জন্মভূমি, জননীর পদ।
হরিনাম দিয়া, আপনি কান্দিয়া
প্রচারিয়া হরি-ভক্তি-সুধামৃত।
নীলাচলে পুন, হইলা আগত॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বৃন্দাবন দর্শন।

বঙ্গদেশ হতে গোরা পুন নীলাচলে।
আসিয়া মিলিত হলা হরিভক্তদলে॥
দলে রহে দলে চলে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
যথা যান তথা দল হয় সুবিস্তর॥
শতদল পদ্ম মাঝে কর্ণিকার প্রায়।
নিরন্তর শোভা করে ভক্ত গোরা রায়॥
চরিমাস কাল মাত্র রহি নীলাচলে।
দামোদর রামানন্দে গৌরচন্দ্র বলে॥

দাও হে বিদায় মোরে, যাব বৃন্দাবনে।
চাহিবেন বহু লোকে যেতে মোর সনে ॥
এত বলি বলভদ্র নামে এক জনে।
সঙ্গে লয়ে সচীসুত যান বৃন্দাবনে ॥
প্রেমেতে বিহ্বল হয়ে সানন্দ হৃদয়ে।
চলিলেন গোরাচাঁদ বনভূমি দিয়ে ॥
প্রাকৃতিক শোভাপূর্ণ অরণ্য সকল।
হরিপ্রেমে গৌরচন্দ্রে করয়ে বিহ্বল ॥
মৃগ পক্ষী তরুলতা পর্ব্বত কন্দর।
বিহগ কুজনধ্বনি প্রাণমুগ্ধকর ॥
ময়ূরের মনোহর নৃত্য অনুপম।
এসকলে ভক্তচিত্ত হয় নিমগন ॥
বনের গাম্ভীর্য্য আর সৌন্দর্য্যের সনে।
ভক্তনৃত্যগীত যেন মিশি মরজনে ॥
স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ করিল ভুবন।
ভক্তসঙ্গে হরিগুণ গায় যেন বন ॥
ভাবময় গোরা প্রাণে বৃন্দাবন বলে।
বন হেরি ভ্রম হয় সদা কুতুহলে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তিনি ভাবের সাগরে।
নাচেন প্রমত্ত হয়ে আনন্দ অন্তরে ॥
কভু কৃতজ্ঞতাভরে শ্রীহরিচরণে।
প্রেমে অবনত হন প্রফুল্লবদনে ॥
কভু বলভদ্রে করি স্নেহে আলিঙ্গন।
প্রাণের গভীর সুখ করেন জ্ঞাপন ॥
শ্রীহরির লীলাভূমি, মহতী প্রকৃতি।
করেন তাহাতে হরি দিবানিশি স্থিতি ॥
কত বেশে কত ভাবে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
সাজায়ে রাখেন তারে কত না যতনে ॥
তরুলতা চন্দ্রসূর্য্য গিরি নদ নদী।
বন উপবন ভরা মধুর প্রকৃতি ॥
শ্রীহরির জ্ঞান প্রেম পুণ্য সুধাময়।
প্রকাশিয়া মুগ্ধ করে মানবহৃদয় ॥
অনন্ত প্রকৃতিগর্ভে জননীর মত।
বিধাতার সুকৌশলে আছে জীব যত ॥
মধুর বন্ধনে তিনি প্রকৃতির সনে।
বেঁধেছেন নরনারী জীব অগণনে ॥
প্রকৃতির অন্তরালে থাকি মা গোপনে।
সেবিছেন দিবানিশি পুত্রকন্যাগণে ॥
মায়ের ভকত পুত্র, প্রকৃতির মাঝে।
নিরখিয়া জননীরে প্রেমানন্দে মজে ॥
প্রকৃতিতে হরিলীলা, ব্রহ্মের প্রকাশ।
জননীর প্রেমরূপ দেখি হরিদাস।
নিরন্তর হরিপ্রেমে খেলেন সাঁতার।
অন্তরে বাহিরে সুখ হয় অনিবার ॥
প্রকৃতির প্রিয়পুত্র গৌরাঙ্গ সুন্দর।
প্রকৃতিতে হরিমুখ দেখি নিরন্তর ॥
আনন্দে রসের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে।
ভ্রমিছেন নানা স্থান হরিসুখে মেতে ॥
ভক্তির প্রেমাঞ্জন নয়নে যাঁহার।
প্রকৃতি তাঁহার কাছে সুখের আধার ॥
যাহা দেখে যাহা শুনে যাহা করে পান।
সর্ব্বত্র শ্রীহরিরূপ দেখিবারে পান ॥
জীবে কত স্নেহ আহা সঞ্চারে অন্তরে।
দিবানিশি স্বর্গরাজ্য চারিদিকে হেরে ॥
হায়রে প্রকৃতি হেরি, কিসের লাগিয়া।
হরিপ্রেমে গলি কেন নাহি যায় হিয়া ॥
গৌরাঙ্গের মত প্রাণ প্রকৃতি নেহারি।
অনুদিন কেন নাহি বলে হরি হরি ॥
সর্ব্বত্র হরির লীলা করি দরশন।
যথা যান তথা ভক্ত দেখে বৃন্দাবন ॥
এইরূপে প্রেমানন্দে ভাসিতে ভাসিতে।
উপনীত গৌরচন্দ্র প্রাচীন কাশীতে ॥
পুরাতন বন্ধু তাঁর শ্রীচন্দ্রশেখর।
দশ দিন রাখে তাঁরে করিয়া আদর ॥

জ্ঞানের প্রধান ভূমি, তীর্থ বারাণসী।
শুধু জ্ঞান আলোচনা হয় দিবানিশি ॥
ভক্তিহীন শুষ্কজ্ঞান, কর্ম্মে আড়ম্বর।
অধিকার করি রহে মানব অন্তর ॥
প্রকাশ আনন্দ নামে জ্ঞানী একজন।
স্বামী নামে পরিচিত হন অনুক্ষণ ॥
গৌরাঙ্গের মহাভাব, বুঝিতে না পারি।
শ্লেষ করে অনুক্ষণ হ'য়ে ব্রহ্মচারী ॥
কিন্তু হায়! শ্রীহরির বিচিত্র বিধান।
বুঝিতে না পারে জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞান ॥
জানে না তাহারি তরে গৌরাঙ্গ আমার।
করিছেন তীর্থযাত্রা পশ্চিমে এবার ॥
শুষ্ক মরুভূমে হবে প্রেমজলাশয়।
দেখিবে ব্রহ্মের লীলা ভক্ত সমুদয়।
আনিতে প্রকাশানন্দে ভকতি বিধানে।
অনুপম লীলা হরি করে কাশীধামে ॥
ক্ষণেক অপেক্ষা কর, পাঠক ভকত।
দেখিবে হরির লীলা মুগ্ধ হবে চিত ॥
তথা হতে ভক্ত করে প্রয়াগে গমন।
যথা যান তথা ধর্ম্ম হয় প্রবর্ত্তন ॥
ধর্ম্মময় ভক্তপ্রাণ, তাঁর নৃত্য গীতে।
ধর্ম্মের তরঙ্গ খেলে মানবের চিতে ॥
পথমাঝে কত জন, ভকতি বিধান।
গ্রহণ করিয়া আহা হল মহীয়ান্ ॥
অবশেষে বৃন্দাবনে ভক্তের উদয়।
পুলকে পূর্ণিত হল তাঁহার হৃদয় ॥
ভক্তিধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক পুরুষ প্রধান।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন ধাম ॥
প্রেমের অপূর্ব্ব লীলা হয়েছে হেথায়।
রূপকে * মিশায়ে যাহা ভাগবত গায় ॥

* বৃন্দাবনের রূপকত্ব কি তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

হেন বৃন্দাবনে আসি প্রেমিকের মন।
একেবারে মহাভাবে হইল মগন ॥
যে যমুনা নীরে কৃষ্ণ করিতেন কেলি।
যে কদম্বতলে শ্যাম * বাজাত মুরলী ॥
ছিদাম সুদাম আদি সখাগণ সনে।
যে প্রান্তরে রহিতেন তিনি গোচারণে ॥
জননী যশোদা আর পিতা নন্দরাজ।
প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ সনে করিত বিরাজ ॥
যথা গোপবালাগণ শিশু কৃষ্ণে লয়ে।
ভুঞ্জিত বিমল সুখ পবিত্র হৃদয়ে ॥
যেস্থানে যেভাবে কৃষ্ণ করিত বিহার।
তথা ভ্রমে গৌরচন্দ্র প্রেমে অনিবার ॥
যমুনা নিরখি গিয়া পড়িতেন জলে।
ভাসিতেন ভাবাবেশে আনন্দ হিল্লোলে ॥
বৃন্দাবনবাসী যত ভকতনিচয়।
ভাবিতেন যেন পুন কৃষ্ণের উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে কতকাল গেল।
কিন্তু হেন মহা প্রেম কেহ না হেরিল ॥
কিন্তু মহা ভাবময় মানুষ সুন্দর।
পুনরায় ব্রজভূমে হেরে নারীনর ॥
কৃষ্ণের মধুর ভাব সবাকার প্রাণে।
জাগিয়া উঠিল এবে ব্রহ্মকৃপাগুণে ॥
দলে দলে ব্রজবাসী গৌরাঙ্গ সদনে।
আসি প্রেম আস্বাদন করে নিশিদিনে ॥
প্রেমিক হৃদয় হতে হরিনাম ধ্বনি।
উঠিয়া আকুল করে সবার পরাণী ॥
কৃষ্ণদাস নামে এক রাজপুত বীর।
গৌরপ্রেমে মজি হলা পথের ফকির ॥
তিনি আর বলভদ্র শ্রীগৌরাঙ্গ লয়ে।
বৃন্দাবন ত্যজি যান প্রয়াগ আলয়ে ॥

* শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে শ্যাম বলিত।

পথিমধ্যে বৃক্ষতলে ভাবাবিষ্ট হয়ে।
পড়িয়া আছেন ভক্ত প্রমত্ত হৃদয়ে॥
উঠিছে বদনে ফেন, অবশ শরীর।
কি বিষম প্রেম-রোগে সদাই অস্থির॥
হেন কালে দশজন সৈনিক পাঠান।
বিশ্রামের তরে সেই বৃক্ষতলে যান॥
সন্ন্যাসীর হেন ভাব করি নিরীক্ষণ।
ভাবিল সন্ন্যাসী সঙ্গে লোক দুই জন।
করিবারে সন্ন্যাসীর ধনাদি হরণ॥
মাদকাদি দ্রব্যযোগে করেছে অজ্ঞান।
এত ভাবি দোঁহে তাঁরা মারিবারে যান॥
বঙ্গবাসী বলভদ্র হেরি ভীত হয়ে।
কাঁপিতেছে এক পাশে জীবনের ভয়ে॥
কৃষ্ণদাস রাজপুত সাহসিক অতি।
পাঠানেরে সত্য কথা বলিলা ঝটিতি॥
হেন কালে হরি হরি বলি সচীসুত।
করিলেন গাত্রোত্থান, হয়ে হৃষ্টচিত॥
ভকতের প্রেমময় রূপরাশি হেরে।
হইলা পাঠানগণ মোহিত অন্তরে॥
তাহাদের দলপতি, ভক্তির বিধান।
গ্রহণ করিয়া পেল রামদাস নাম॥
তাহাদের প্রভু বিজুলী নাম যাঁর। *
তিনিও গৌরাঙ্গ-ধর্ম্ম করিলেন সার॥
এইরূপে শ্রীহরির ভকতি বিধানে।
হইল বৈষ্ণব আহা কত মুসলমানে॥
হরিভক্তি পৃথিবীর অমূল্য রতন।
সকল মানব ইথে অধিকারী হন॥
হরিভক্তি বিনা যত সাধন ভজন।
সকলই ধূলি সম বৃথা অকিঞ্চন॥

হেন হরিভক্তিধন করিয়া প্রচার।
শ্রীগৌরাঙ্গ আর্য্যাবর্ত্ত করিলা উদ্ধার॥
হিন্দু মুসলমান যত হরিপ্রেমে গ'লে।
গলা ধরাধরি করি হরি হরি বলে॥
এইতো নূতন বিধি ভকতি পুরিত।
এই তো ব্রহ্মের লীলা বিধান অমৃত॥
এই তো প্রভুর প্রেম মূর্ত্তিমান হয়ে।
ঘরে ঘরে হরিপ্রেম যায় বিলাইয়ে॥
হায়রে পামর প্রাণ, এখনও তুই।
হরিপ্রেমে না মজিলি না হইলি ছাই॥
যে ভকতি করে হরি সবে বিতরণ।
তাহা তুই না করিলি কেন রে গ্রহণ॥
ওহে দীনবন্ধু হরি পতিতপাবন।
ভক্তিতে গলাও প্রভো এ পাপীর মন॥
শুষ্ক হৃদে প্রেমস্রোত বহুক আবার।
আনন্দে করহ পূর্ণ এ প্রাণ আমার॥
তব ভক্ত গোরাচাঁদে কত অনাদর।
করিয়াছি লীলাময় প্রাণের ভিতর॥
কত কুতর্কের অস্ত্রে তাঁর পুণ্য দেহ।
খণ্ড খণ্ড করিয়াছি আমি অহরহ॥
ভক্তে ত্যজি ভক্তি কেহ না পারে লভিতে
তাই আমি ভক্তিহীন রয়েছি জগতে॥
ক্ষম নাথ এ পাপীর অপরাধ যত।
দণ্ড দাও যাহা ইচ্ছা ওহে দীননাথ॥
কিন্তু মহাভক্তি হ'তে করো না বঞ্চিত।
এই ভিক্ষা যাচে দাস ওহে বিশ্বপিতঃ॥
ভক্তি লাগি চিরদাস তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে নাথ ভক্তিযুক্ত মনে॥

* এই দশ জন পাঠান সৈন্যদিগের মুনিবের নাম বিজুলী খাঁ ছিল।

কাশীতে দণ্ডীদিগের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের বিচার এবং প্রকাশানন্দ স্বামীর ভক্তি বিধান গ্রহণ।

হরিপ্রেমে আত্মহারা,
প্রেমিক প্রধান গোরা,
সনাতন বলভদ্র কৃষ্ণদাস সনে।
হরিনাম মহোৎসবে,
প্রয়াগ হইতে সবে,
উপনীত কাশীধামে, * আনন্দ বদনে ॥
ভারতের মহাযোগী,
শিব ব্রহ্মা অনুরাগী,
জ্ঞানচর্য্যা তরে, এই তীর্থ পুরাতন।
ভারতের মধ্যস্থলে,
স্থাপিলেন সুকৌশলে,
ধার্ম্মিকের প্রিয় ভূমি, আনন্দ কানন ॥
কত স্থান হতে কত,
বিজ্ঞানী সন্ন্যাসী যত,
এই স্থানে আসি করে ধরম সাধন।
পঞ্চকোষে ব্রহ্মধনে,
হেরিয়া জ্ঞান নয়নে,
লভেন মুকতি আহা ব্রহ্মজ্ঞানিগণ ॥
কিন্তু কাল সহকারে,
অজ্ঞানতা, জ্ঞানাগারে,
পশিয়া আদর্শ উচ্চ, করিল বিনাশ।
মূর্ত্তিপূজা মায়াবাদ,
অপবিত্র ভেদবাদ,
ধর্ম্মের গৌরব করে অনুদিন হ্রাস ॥
নাই ভকতির লেশ,
আড়ম্বর সবিশেষ,
কর্ম্মকাণ্ডে মত্ত যত মানব সকল।
শ্রীহরির কৃপাবশে,
শ্রীগৌরাঙ্গ হেন দেশে,
আসিলেন অকস্মাৎ সহভক্তদল ॥
কাশীবাসী যত জ্ঞানী,
পণ্ডিতের শিরোমণি,
বুঝিতে না পারে গৌরমণি কিবা ধন।
থাকিয়া সদা গোপনে,
শিক্ষা দেন সনাতনে,
হরিভক্তি প্রেমতত্ত্ব অমূল্য রতন ॥
মহারাষ্ট্রী এক বিপ্র,
হরিভক্ত সুপবিত্র,
গৌরাঙ্গ-মহত্ত্ব করি, হৃদয়ে ধারণ।
আনন্দে নিজ আগারে,
নিমন্ত্রিলা সমাদরে,
কাশীবাসী দণ্ডী আর ন্যাসী অগণন ॥
জ্ঞানী বিজ্ঞ দণ্ডী যত,
হইলেন সমাগত,
ব্রাহ্মণের পুণ্যালয়ে আনন্দ অন্তরে।
ভক্ত নিমন্ত্রিত হয়ে,
ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়ে,
পাদপ্রক্ষালন স্থানে, বসে দীন ভরে * ॥
তপতকাঞ্চনরূপ,
তেজোময় অপরূপ,
হেরিয়া প্রকাশানন্দ, উঠি সমাদরে।

---

* কাশীর অন্তর নাম পঞ্চকোষী। এ স্থানে ঋষিগণ সাধন করিয়া অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষে ব্রহ্মদর্শন করিতেন।

* দীনভরে—দীনভাভরে বা দীনতাসহকারে। পদ্যের অনুরোধে দীনভরে লিখিত হইল।

বলিলা এ স্থানে কেন,
আছ ওহে মতিমান,
যথাযোগ্য আসনেতে, বস কৃপা করে॥
হীনসম্প্রদায় আমি,
কেমনে বলহে স্বামি, *
বসিব সবার মাঝে এ নহে উচিত।
তাঁর রূপ অনুপম,
বচন অমৃত সম,
দেখে শুনে মুগ্ধ হল সবাকার চিত॥
আপনি প্রকাশানন্দ,
হইয়া পরমানন্দ,
হাত ধরি সভাস্থলে বসায়ে ত্বরিত।
"বলিলা সন্ন্যাসী হ'য়ে,
মোদের সঙ্গ ত্যজিয়ে,
ভাবুকের দলে কেন কর নৃত্য গীত?"
বেদান্তপঠন্ ধ্যান,
দণ্ডীর ধর্ম্ম প্রধান,
তাহা ছাড়ি কেন তব হেন হীনাচার?
শুনিয়া গৌরাঙ্গ তাঁরে,
বলিলা মধুর স্বরে,
মূর্খ জানি মম গুরু বলেছেন সার॥
"বেদান্তেতে অধিকার,
নাহিক বৎস তোমার,
তুমি শুধু জপ কর কৃষ্ণনামধন।
কলিযুগে নামধন,
সার সত্য সনাতন,
হরিনাম হরিনাম হরিনাম বিনে।
নাই নাই নাই আর,
কলিযুগে গতি আর."
এই উপদেশ গুরু দিলা পাপী জনে॥

নামেতে আমার মন,
হল মত্ত উচাটন,
বুদ্ধিভ্রংশ হল মোর সংসার মাঝারে।
বলিনু গুরু সদনে,
হরিনাম নিশিদিনে,
হাসায় নাচায় নিত্য কান্দায় আমারে॥
শুনি গুরু সুখী হয়ে,
কহিলেন সম্বোধিয়ে,
হইয়াছে প্রেমোদয় তোমার অন্তরে।
এবে তুমি ভক্ত সঙ্গে,
করিয়া কীর্ত্তন রঙ্গে,
করহ উদ্ধার জীব, প্রেমানন্দ ভরে॥
অমৃত সমান, ভক্তের বচন,
সুমধুর ব্যবহারে।
সন্ন্যাসী সকল, হইয়া মোহিত,
কহিলা আনন্দ ভরে॥
যা কহিলে সত্য, তোমার বচনে,
শীতল হইল প্রাণ।
হরিভক্তি সার, কিন্তু কিবা দোষ
বেদান্ত শ্রবণ ধ্যান?
শুনিয়া চৈতন্য, বলিলা সবারে,
হও না কেহ দুঃখিত।
বেদান্তের সূত্র, ভাষ্যকারগণ,
করেছেন আচ্ছাদিত॥
চিন্ময় ঐশ্বর্য্যে, পূর্ণ ভগবান্,
ব্রহ্মশব্দে বাচ্য হন।
বিভূতি তাঁহার, সব চিদাকার,
দেহ স্থান পরিজন॥ •

* ভারতের সন্ন্যাসিগণ অনেকে স্বামী এই উপাধি ধারণ করেন।

• দেহ—স্বরূপ। স্থান—যে স্থানে তাঁহার বর্ত্তমানতা ও প্রেমপুণ্যাদি উপলব্ধি করা হয়। পরিজন—ভক্তসকল।

এ চিদ্‌ বিভূতি; করি আচ্ছাদন, *
নিরাকার † বলা তাঁরে।
অথবা সে-রূপ, ভৌতিক শরীর,
বর্ণিলে জ্ঞানবিকারে।
বিষ্ণুনিন্দা ‡ হয়, উভয়ে নিশ্চয়,
জানিবে সার সকলে॥
শুনি দণ্ডিগণ, বলিলেন পুন,
তব বাক্য সত্য হয়।
দণ্ড অনুরোধে, বেদ-সূত্র অর্থ,
কল্পনায় আচ্ছাদয়॥
মুখ্যার্থ তাহার, বল এবে তুমি,
আমা সবে কৃপা করে।
শুনি পুনরায়, বলে গোরা রায়,
সবারে আনন্দ ভরে॥
সুবৃহৎ বস্তু, ব্রহ্ম অর্থে জেন,
তিনি নিত্য ভগবান্।
ষড়ৈশ্বর্য্যেপূর্ণ, হয়েন নিয়ত,
তাঁর শুধু সত্তা জ্ঞান॥
নির্ব্বিশেষ ভাবে কহিলে, তাঁহার §
চিৎশক্তি মনোহর।
অস্বীকার করা, হয় অনুক্ষণ,
বলিনু তব গোচর॥
বেদপ্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম নিরঞ্জন,
তিনি কৃষ্ণ-প্রেমময়।

নামের সাধনে, প্রেম ভক্তি দানে
জীব তাঁরে প্রাপ্ত হয়॥
তাঁহার চরণে, গাঢ় অনুরাগ
জনমিলে জীবগণ।
চতুর্বর্গাতীত, * শেষ পুরুষার্থ
লভে প্রেম মহাধন।
তার রসাস্বাদ, লভি অনুদিন
সুখী হয় অনুক্ষণ॥
চৈতন্যের কথা; শুনি দণ্ডিগণ
হইলেন হৃষ্টমতি।
বলিলেন সবে, না বুঝিয়া মোরা
নিন্দিয়াছি তোমা অতি॥
আমাদের পাপ, অপরাধ যত
ক্ষম তুমি দয়াগুণে।
তার পরে তাঁরা, অতি সমাদরে
ভকতে ভোজন দানে।
করিলেন সেবা, পরম আনন্দে
ভক্তি বিগলিত প্রাণে॥
শুদ্ধ জ্ঞানপূর্ণ, প্রেমভক্তি-যুত
চৈতন্যের মহাবাণী।
শুনিয়া সবার, অন্তরে অন্তরে
উঠিল ভক্তির ধ্বনি॥
প্রেমাবেশে গোরা, যবে নৃত্য করে
আনন্দে প্রমত্ত হয়ে।
সে রূপ নেহারি, কাশীবাসী জন
বিস্মিত হইয়া রহে॥
ভক্তিবিধানের, মহা আন্দোলন
চলিয়াছে কাশীধামে।

* আবৃত করা।

† নিরাকার শব্দ নির্গুণ অর্থে উক্ত হইয়াছে।

‡ যিনি চরাচর বিশ্বসংসার পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন তিনি বিষ্ণু। ইহা ঈশ্বরের একটি নাম।

§ ঈশ্বরের।

* ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইহাকে চতুর্ব্বর্গ বলে। শেষ পুরুষার্থ,—প্রেম। The maturity of faith is love.

Keshub Chunder Sen—true Faith.

চৈতন্যের ব্যাখ্যা, কেহ সত্য বলে
কেহ মাতে তাঁর প্রেমে ॥
প্রকাশ আনন্দ, ভাবিলেন মনে
ভাষ্যকার শ্রীশঙ্কর ।
অদ্বৈতবাদের, মত স্থাপিবারে
আর্য্যভূমে নিরন্তর ॥
ব্রহ্মে ভগবত্ত, * করেনি স্বীকার ;
নানালোকে নানামত ।
মীমাংসক বলে, করমের অঙ্গ
ঈশ্বর হন নিয়ত ॥
নৈয়ায়িক বলে, পরমাণু হতে
উৎপন্ন জগত যত ।
সাংখ্যমতে হয়, প্রকৃতি হইতে
সঞ্জাত বিশ্ব জগত ॥
মায়াবাদী বলে, ব্রহ্ম নিরগুণ,
কিন্তু বলে পাতঞ্জল ।
ঈশ্বর পরম গুরু সনাতন,
বিভিন্ন মত সকল ॥
পরম কারণ, ঈশ্বর মহান
তাঁরে না মানিয়া সবে
অপরের মত, করিয়া খণ্ডন
নিজমত স্থাপে ভবে ॥
মহাজনগণ, যে পথে গমন
করেন ধর্ম্ম সাধনে ।
সেই ধর্ম্মপথ, প্রকৃত নিশ্চয়
বুঝিনু আপনি মনে ॥
এত বলি তিনি, শিষ্যগণ সহ,
প্রেমোন্মত্ত গৌর সনে ।
হরি হরি ধ্বনি, করে মহানন্দে,
সরস বিশুদ্ধ মনে ॥

* ব্রহ্মই যে ভগবান ইহা শ্রীমৎ শঙ্কর অস্বীকার করেন ।

শচীর নন্দন, স্বামীর * চরণ,
বন্দিলেন প্রেম ভরে ।
স্বামীও তাঁহার, ধরি পদযুগ,
ক্ষমা চাহে জোড় করে ॥
এইরূপে হরি, ভক্ত পুত্র যোগে,
মহাতীর্থ কাশীধামে ।
শুষ্ক জ্ঞানবাদী, প্রকাশ আনন্দে,
ডাকিলেন শ্রীবিধানে ॥
বহিল কাশীতে, ভকতির স্রোত,
প্লাবিয়া উষর ভূমি ।
জ্ঞানের গরিমা চূর্ণ হয়ে গেল,
প্রকৃতি হইলা স্বামী † ॥
এইরূপে হরি, অপূর্ব্ব বিধান,
করিলেন প্রকটন ।
যাহে পাপী তাপী, বিদ্যা অভিমানী,
লভিল নব জীবন ॥
ভটিল দর্শন, শাস্ত্র অগণন,
আর্য্যভূমে প্রচলিত ।
নানামত বাদে, ‡ মানবের চিত্ত,
করে সদা বিমোহিত ॥
সকল দর্শনে, আছে সত্য ধন,
ভস্মাবৃত অগ্নি প্রায় ।
কিন্তু সে অনলে, না করি আদর,
অনেকেই ছাই খায় ॥
এই হেতু বহু, জ্ঞানিগণ মাঝে,
বিধান-বিরোধী মত ।

* প্রকাশানন্দ স্বামী ।

† সন্ন্যাসী উপাধিধারী প্রকাশানন্দ প্রকৃতি অর্থাৎ নারীভাবাপন্ন বা ভক্তিযুক্ত হইলেন ।

‡ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, প্রকৃতিপুরুষবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী মত প্রচলিত আছে ।

যাহে শুদ্ধ হয়, ভকতি বিশ্বাস,
হয় জীব অহংকৃত ॥
সগুণ নিগুর্ণ, এই দুই মতে,
ভারত প্লাবিত হয়।
কেহ বলে ব্রহ্ম, জীবরূপধারী,
কেহ নিরাকার কয় ॥
নিরাকার তিনি, নাহিক সংশয়,
যেহেতু ভৌতিক গুণ।
নাহিক তাঁহাতে, ত্রিগুণ অতীত,
এ হেতু হরি নিগুর্ণ ॥
কিন্তু চিদাকার, রূপ সুমহান,
সত্য প্রেম পুণ্য আদি।
আছয়ে তাঁহার, এ জন্য সগুণ,
জেন তাঁরে ব্রহ্মবাদী ॥
সগুণ বলিয়া, নহেন সাকার,
কখন শ্রীহরি মোর।
চিদানন্দ ঘন, মূরতি তাঁহার,
যাহাতে ভকত ভোর ॥
হরিকৃপা বিনে, ভারত ভুবনে,
দর্শনের মায়াজাল।
পারে কোন জন, করিতে ছেদন,
সে জাল অতি ভয়াল ॥
এ ভারত মাঝে, কেহ মূর্ত্তি পূজে,
ঈশ্বরে সাকার বলি।
কেহ বা তাঁহারে, নিগুর্ণ বলিয়ে,
পূজা * দেয় জলাঞ্জলি ॥
এ সমস্যা মাঝে, শ্রীহরি যাহারে,
বিধান আলোক দানে।
করেন উদ্ধার, তার সম কেবা,
ভাগ্যবান এ ভুবনে ॥

* ঈশ্বরকে নিগুর্ণ বলিয়া কল্পনা করত ঈশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করে।

ধন্য লীলাময়, ধন্য তব দয়া,
প্রকাশ আনন্দ প্রতি।
যে দয়া প্রভাবে, শুষ্ক জ্ঞানবাদী,
লভয়ে তোমাতে প্রীতি ॥
জ্ঞান আর ভক্তি, তোমারি করুণা,
নহেতো বিভিন্ন হরি।
তোমারি কৃপায়, দুয়ে মিশে যায়,
একীভূত নরনারী ॥
ভক্তি জ্ঞানে কবে, হে হৃদয়নাথ,
গলিবে হৃদি আমার।
জ্ঞানে তোমা ধনে, হেরি নিরঞ্জনে,
দিব ভক্তি উপহার ॥
যে করুণা তুমি, দেখালে জননী,
প্রকাশ আনন্দে প্রেমে।
সে করুণা স্রোতে, জ্ঞানী বিজ্ঞজনে,
মত্ত কর এ ভুবনে ॥
ধন্য তব ভক্ত, ধন্য এ বিধান,
ধন্য ধন্য তুমি নাথ।
ভক্তি ভিক্ষা করে, ও পদ কমলে,
করি মাতঃ প্রণিপাত ॥

উন্মত্ত প্রেমিক মহাত্মা নিত্যানন্দের জীবন।

লীলারসময় হরি লীলার কারণ।
নানা স্থানে নানা জনে করিয়া সৃজন ॥
যথাকালে অভিনয় করিবার তরে।
আনেন ডাকিয়া সবে মহাপ্রেম ভরে ॥
বিধানে চিহ্নিত লোক যে থাকে যথায়।
একত্র মিলিত হন প্রভুর আজ্ঞায় ॥
সূত্রধার শ্রীহরির প্রেমের ইঙ্গিতে।
নিজ পাঠ অভিনয় করে এ জগতে ॥

রসিক পাঠকগণ দেখ একবার।
কি অপূর্ব্ব অভিনয় হতেছে এবার ॥
কেহ বঙ্গে কেহ উড্রে * কেহ হিন্দুস্থানে।
কেহ দাক্ষিণাত্যে আর কেহ বা আসামে ॥
নিকটে বা দূরে কেহ, কেহ উচ্চ কুলে।
কেহ নীচ ম্লেচ্ছ বংশে জনমি ভূতলে ॥
বিধাতার ধ্বনি শুনি সবে রঙ্গভূমে।
সম্মিলিত হন আহা মজি হরি প্রেমে ॥
নিজ নিজ অভিনয় করি সমাপন।
চলি যান তাঁরা পুন অমর ভবন ॥
হেন লীলা দেখি যদি বিধানে তোমার।
না হয় বিশ্বাস মম, ধিক শতবার ॥
ভকতি বিধানে ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
শ্রীহরির প্রিয় যন্ত্র হয়েন ধরায় ॥
আশ্চর্য্য চরিত্র তাঁর আশ্চর্য্য জীবন।
ভাবিলে বিস্ময়রসে মগ্ন হয় মন ॥
বীরভূমে একচক্র নামে এক গ্রাম।
তাহাতে হাড়াই ওঝা করে অবস্থান ॥
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ তিনি ধার্ম্মিক সুমতি।
তাঁর পত্নী সতী সাধ্বী দেবী পদ্মাবতী ॥
ইহাদের একমাত্র প্রাণের সন্তান।
হন নিত্যানন্দদেব ভকত প্রধান ॥
শিশুকালে দেখি এঁরে আচার্য্য অদ্বৈত।
হইলেন একেবারে প্রেমে বিগলিত ॥
দেব শিশু মাঝে পুন ভবিষ্যৎ লক্ষণ।
হেরিয়া আচার্য্য হলা পুলকিতমন ॥
দিলেন অদ্বৈত তাঁরে নিত্যানন্দ নাম।
বাড়িতে লাগিল শিশু অতি গুণধাম ॥
জনক জননী তাঁরে প্রাণের সমান।
বাসিতেন ভাল সদা পুত্র গুণবান ॥

কিন্তু বিধাতার খেলা কে বুঝিতে পারে।
আসিল সন্ন্যাসী এক ওঝার আগারে ॥
অতিথি সন্ন্যাসী হেরি শিশুর বদন।
বলিলেন জনকেরে করি সম্বোধন ॥
"শিশুটীরে ভিক্ষা মোরে দাও মহাশয়।
রাখিব যতনে এরে সকল সময় ॥
দেখাইব ভারতের তীর্থ অগণন।
বালকের তরে কিছু না করো চিন্তন ॥"
ধর্ম্মপরায়ণ পিতা অতিথির বাণী।
শুনি মর্ম্মাহত আহা হইলা অমনি ॥
কিন্তু ধর্ম্ম অনুরোধে অতিথি প্রার্থনা।
অগ্রাহ্য করিতে নাহি সরিল রসনা ॥
পতিপরায়ণা দেবী পদ্মাবতী সতী।
পুত্রদানে দুঃখ ভরে দিলেন সম্মতি ॥
এক মাত্র পুত্র রত্ন সন্ন্যাসীরে দিয়ে।
রহিলা দম্পতি গৃহে উদাস হৃদয়ে ॥
আশ্চর্য্য অতিথি-ভক্তি, অপরূপ দান।
দেখে নাই বঙ্গভূমি ইহার সমান ॥
যেন দাতা কর্ণ আর রাণী পদ্মাবতী। *
আর্য্যভূমি করিলেন পুন ভাগ্যবতী ॥
হেন স্বার্থত্যাগ আর অতিথি ভকতি।
কোথায় দেখেছ আর পাঠক সুমতি ॥
হেন পিতা মাতা বিনা এ হেন সন্তান।
কভু কি সম্ভবে ভবে ওহে মতিমান ॥
বিধাতার সুনিয়মে পিতৃমাতৃগুণ।
সন্তানেতে সংক্রামিত হয় অনুক্ষণ ॥
ভাল বীজ হতে যথা ভাল বৃক্ষ হয়।
সাধু পিতা মাতা হ'তে তেমতি নিশ্চয় ॥

* উড়িষ্যাপ্রদেশে।

* মহাভারতে কথিত আছে যে, মহাবীর কর্ণ এবং তাঁহার পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতী তাঁহাদের পুত্র বৃষকেতুর মস্তক এক ব্রাহ্মণবেশধারী অতিথির জন্য কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন।

সাধু পুত্র কন্যা জন্মে জগত ভিতরে।
ঈশ্বরের বিধি ইহা জানিবে অন্তরে ॥
হাড়াই পণ্ডিত ধন্য, ধন্য পদ্মাবতী।
যাঁর গুণে পাই মোরা নিতাই সুমতি ॥
ধন্য দয়াময় হরি যাঁহার বিধানে।
পাইল জগত এই পবিত্র সন্তানে ॥
নিতায়ে লইয়া সেই ন্যাসী মহাশয়।
ভ্রমিলেন নানা স্থানে তীর্থ সমুদয় ॥
অবশেষে মথুরাতে হলা উপনীত।
নিত্যানন্দ শুনিলেন তথা সাবহিত ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে ভকতি বিধান।
করিছেন বিঘোষণ প্রেমে অবিরাম ॥
বেগবতী স্রোতস্বতী সমুদ্রের পানে।
উর্ম্মিমালারূপ বাহু তুলিয়া সঘনে ॥
যথা ধায় অবিরত, আহা অবশেষে।
মহানন্দে সুগভীর জলধিতে পশে ॥
সেইরূপ নিত্যানন্দ পরম উল্লাসে।
আসিলেন একেবারে গৌরাঙ্গের পাশে ॥
প্লাবিতে ভারত ভূমি দুই ভক্তিস্রোত।
প্রভুর কৃপায় এবে হলা সম্মিলিত ॥
দুইটি বিশ্বাসী আত্মা ভক্তি আকর্ষণে।
মিশে গ'লে এক হ'ল ব্রহ্মকৃপাগুণে ॥
গৃহী গোরা নিত্যানন্দ অবধূতবর।
দুই জন অভেদাত্মা যেন সহোদর ॥
নবদ্বীপে থাকি দোঁহে ভক্তদলসহ।
প্রচারেন হরিভক্তি বঙ্গে অহরহ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোরা সংসার ত্যজিয়া।
গেলা নীলাচল ভূমে সন্ন্যাসী হইয়া ॥
তাঁর সঙ্গে কিছুদিন নিত্যানন্দ রায়।
কাটেন আনন্দ মনে সময় সেথায় ॥
প্রেমে পূর্ণ নিত্যানন্দ জীবদুঃখ তরে।
সতত সন্তপ্ত রন, প্রাণের ভিতরে ॥

যেই ভক্তিধনে জীব এত সুখ পায়।
বিতরিতে সেই ধন সমস্ত ধরায় ॥
গৌর নিত্যানন্দ প্রাণ সতত ব্যাকুল।
সন্তানে পীযূস দিতে যথা মা আকুল ॥
ভারতের নানা স্থানে প্রচার কারণ।
শ্রীচৈতন্য ভক্তজন করিলা প্রেরণ ॥
যথা দিগ্বিজয়ী ভূপ দেশজয় তরে।
এক এক দেশে এক মহাবীরবরে ॥
সংস্থাপন করি তথা বিজয় নিশান।
উড়াইয়া গায় সদা বিজয়ের গান ॥
সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ, বিধানকুমার।
ভক্তির সাম্রাজ্য এক করিতে বিস্তার ॥
বঙ্গভূমে নিত্যানন্দে সেনাপতি করে।
পাঠাইলা অবিলম্বে মহাপ্রেম ভরে।
রূপসনাতন আর জীব গোস্বামীরে।
পাঠাইলা বৃন্দাবন-প্রদেশ নিকরে ॥
ভক্ত সেনাপতিগণ, মগ্ন প্রেমে মেতে।
বিশ্বাস বিবেক ভক্তি আদি অস্ত্রাঘাতে।
অবিশ্বাস অবৈরাগ্য আদি শত্রুগণ।
করিলেন নানামতে সদর্পে নিধন ॥
শত শত নারী নরে হরিপদতলে।
আনিলেন সৈন্যগণ প্রেমে অবহেলে ॥
ব্রহ্মের প্রধান ভক্ত বীর সেনাপতি।
উন্মত্ত প্রেমিক নিত্যানন্দ শুদ্ধমতি ॥
গোরা সনে তিনি সদা অভিন্নহৃদয়।
তাই কৃষ্ণ বলরাম * দোঁহে সবে কয় ॥
গৌর হারা বঙ্গভূমি নিত্যানন্দে পেয়ে।
ভুলিল তাঁহার শোক অম্লান হৃদয়ে ॥

* শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ভাবাপন্ন দেখিয়া তুলনা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে লোকে কৃষ্ণবলরাম বলিয়া থাকে। ইঁহারা তাঁহাদের ন্যায় অভিন্নহৃদয় ছিলেন।

দ্বিতীয় গৌরাঙ্গপ্রায় প্রেমে সংকীর্ত্তনে।
কান্দাইয়া মাতাইল বঙ্গবাসী জনে ॥
নাই জাতিভেদ তাঁর উচ্চ নীচ জ্ঞান।
স্বর্গীয় প্রেমের কাছে সকলে সমান ॥
জাতি কুল অভিমান করিয়া বিনাশ।
ভক্তির সরস ধর্ম্ম করেন প্রকাশ ॥
প্রেমেতে বিভোর হয়ে নিত্যানন্দ রায়।
দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিবানিশি গায় ॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সাহা সুবর্ণবণিক।
হাড়ি ডোম মুচি মাঝি মালী শূদ্র শিখ ॥
অম্বষ্ঠ কায়স্থ ক্ষেত্রী যত বর্ণ আছে।
ভক্ত প্রচারেন ধর্ম্ম সবাকার কাছে ॥
সুবর্ণ বণিক ভক্ত দত্ত উদ্ধরণ।
তার হাতে নিত্যানন্দ করেন ভোজন ॥
দুর্নিবার জাতিভেদ করিতে ছেদন।
অনিবার নিত্যানন্দ করেন যতন ॥
হরিপ্রেমে মত্তামত্ত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
প্রচ্ছন্ন জীবের প্রেম চাঁহে নিরন্তর ॥
জীবপ্রেমে নিত্যানন্দ একান্ত বিহ্বল।
হরিপ্রেম তাঁর প্রাণে জ্বলন্ত অনল ॥
এইরূপে দুই প্রেম দুইটী আধারে।
একটী বিধানবৃন্তে ফুটি চারি ধারে ॥
এক হয়ে ব্রহ্ম আর জীব প্রেম ধন।
সুরভির মত সদা করে বিতরণ ॥
দুইটী জীবননদী মিশে এক স্থানে।
বিতরে অমৃতসিন্ধু মানবসন্তানে ॥
দুই কর যথা করে সেবা পরস্পর।
দোঁহার অভাব দোঁহে নাশে নিরন্তর ॥
সেইরূপ দুই আত্মা ভকতি বিধানে।
বিধানের প্রয়োজন সাধে মন প্রাণে ॥
নিম্ন শ্রেণী হিন্দুগণ সতত ভারতে।
ঘৃণিত লাঞ্ছিত ক্লিষ্ট হয় নানা মতে ॥
ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ ছায়া সে সবার।
অপবিত্র বলি জ্ঞান করে অনিবার ॥
তাহাদের স্পৃষ্ট জল নাহি করে পান।
পশু হতে হীন বলি করে সবে জ্ঞান ॥
শত শিক্ষা ধর্ম্ম জ্ঞান পবিত্র চরিত।
কিছুতে না হয় তারা কভু উন্নমিত ॥
এ হেন পতিত জনে করিতে উদ্ধার।
প্রাণপণে নিত্যানন্দ করেন প্রচার ॥
"হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল নিচয়।
সুপণ্ডিত বিপ্র হতে সদা শ্রেষ্ঠ হয় ॥
হরিভক্তিহীন দ্বিজ চণ্ডাল অধম।"
আছে আর্য্যশাস্ত্রে এই তত্ত্ব অনুপম ॥
কিন্তু গ্রন্থবদ্ধ জ্ঞান, মানব জীবনে।
প্রকটিত হয় নাই ভারত ভুবনে ॥
উচ্চ তত্ত্ব আছে বটে কিন্তু লোকাচারে।
সে সব লজ্জিত হয় ভারত আগারে ॥
প্রেমিক নিতাই এই পাপ দেশাচার।
ভাঙ্গিবারে করিলেন যত্ন অনিবার ॥
যে জাতি হউক ভক্ত, তার হস্তে ভাত ॥
খাইতেন নিত্যানন্দ জানিয়া প্রসাদ ॥ *
নিতায়ের প্রেম ভক্তি দয়া উদারতা।
হেরি দলে দলে যত বঙ্গবাসী ভ্রাতা ॥
ভকতির উচ্চ ধর্ম্ম করিল গ্রহণ।
মহা ভক্ত দল এক হইল গঠন ॥
ভুলি জাতিভেদ যত ভক্ত নারীনর।
পরস্পর পদধূলি লন নিরন্তর ॥
ভক্তের প্রচার গুণে, জাতির বন্ধন।
ক্রমে ক্রমে শ্লথ আহা হয় অনুক্ষণ ॥

---

* উদ্ধরণ দত্ত নামে একজন ভক্ত সুবর্ণবণিক ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার হস্তে অন্ন গ্রহণ করিতেন।

হিন্দুগণ মাঝে মাত্র কেবল ব্রাহ্মণ।
গুরু ব'লি পুন সদা সম্মানভাজন॥
বিপ্র বিনা আর কেহ দেবতা অর্চ্চন।
কিম্বা অন্যে মন্ত্র দান বেদ উচ্চারণ॥
করিবার অধিকার নাহিক কাহার।
এ হেন কঠোর বিধি ভারতে প্রচার॥
কিন্তু ব্রহ্মকৃপাগুণে ভকতি বিধানে।
জাতিভেদ রূপ রাহু ম্লান দিনে দিনে॥
যেমন প্রচার করে নিত্যানন্দ রায়।
সেইরূপ ব্যবহার তাঁহার ধরায়॥
ভকতি গ্রহণ করি নিম্ন শ্রেণী নর।
লভিলেন আত্মাদর সম্মান বিস্তর॥
যেই ভক্ত সেই উচ্চ এই মহা জ্ঞান।
বঙ্গদেশ মাঝে পেল সমাদরে স্থান॥
নিম্ন শ্রেণী উচ্চ হল ভকতি বিধানে।
শূদ্রাদির শিষ্য হল কত না ব্রাহ্মণে॥
অদ্ভুত হরির লীলা বুদ্ধি অগোচর।
হেন পরিবর্ত্ত হল বঙ্গের ভিতর॥
বিদলিত নিম্ন শ্রেণী হিন্দু নারীনর।
ব্রহ্মের কৃপায় পেল জীবন আদর॥
সংকীর্ত্তন উপদেশ প্রীতি সহবাস।
সহ অনুভূতি ব্রহ্মে ভকতি বিশ্বাস॥
এ সবার গুণে ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
প্রচারিলা অপরূপ ধরম ধরায়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ উচ্চ শ্রেণী মানব সকলে।
আনিলেন মহানন্দে ব্রহ্মপদতলে॥
বিদ্বান পণ্ডিত জ্ঞানী বিজ্ঞ বুদ্ধিমান।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য আর ধনবান॥
গৌরাঙ্গের মহা প্রেমে হয়ে বিমোহিত।
জাতি কুল অভিমান ত্যজিল নিয়ত॥
এ দিগেতে নিত্যানন্দ দুঃখী ভাই গণে।
আনিলেন প্রেমে ডেকে নূতন বিধানে॥

আমিত্ববিহীন ভক্ত নিতায়ের মত।
দেখে নাই কোন দিন সমগ্র ভারত॥
ব্রহ্মের প্রেরিত ইনি দুঃখীর বান্ধব।
কাঙ্গালের সখা ইনি বিশ্বাসী মানব॥
জাতিভেদে প্রপীড়িত দুঃখী বঙ্গভূমে।
স্বদেশহিতৈষী ইনি জনহিতকামে॥ *
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কত সহি নিরন্তর।
সাধিলা জীবের হিত ভকত প্রবর॥
এঁর পদধূলি লয়ে কবে এ জীবন।
ঘোষিবে নূতন বিধি বঙ্গে অনুক্ষণ॥
যাহাদের পানে কেহ চায় না কখন।
ফিরায় কেবল আহা ঘৃণার নয়ন॥
তাহাদের সুখ দুঃখে মিশায়ে পরাণ।
করিব ঘোষণা কবে পবিত্র বিধান॥
দলে দলে নিম্ন শ্রেণী ভাই ভগ্নী মোর।
জাতিপাশ ত্যজি হবে বিধানে বিভোর॥
ভক্তি প্রেম জ্ঞান পুণ্য সুন্দর চরিত।
লভিয়া সমাজে তারা হবে উন্নমিত॥
জাতীয় জীবনে তারা দৃঢ়ভিত্তিভাবে †।
বিধানের মহা যশ সতত ঘোষিবে॥
যথা খৃষ্ট ধর্ম্ম পশি অসভ্য জগতে।
বিস্তারি প্রেমের জ্যোতি মানবের হৃদে॥
নূতন সুসভ্য জাতি করিল প্রস্তুত।
যুগান্তর উপজিল অতি অদভুত॥
এবে তাঁরা জগতের মাঝারে প্রধান।
জ্ঞান শক্তি রাজ্য ধন ধর্ম্মে মহীয়ান ‡॥

---

* জনহিতকামনায়।

† ইঁহারা জাতীয়জীবনের ভিত্তিস্বরূপ হইবেন।

‡ ইউরোপের অধিকাংশ স্থান অসভ্যলোকে পূর্ণ ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচার দ্বারা তাঁহারা এক্ষণ সভ্যজগতে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

সেইরূপ নিম্ন শ্রেণী হিন্দু মুসলমানে।
ডাকিয়া আনিব হরি তোমার বিধানে॥
তাঁদের চরিত্ররূপ পবিত্র ইষ্টকে।
স্বরগের ভিত্তি হবে এই মর্ত্তলোকে॥
কবে সেই দিন নাথ হবে এ জীবনে।
তাহারি প্রতীক্ষা হরি করি নিশিদিনে॥
তোমারি করুণা প্রভো জীবের সম্বল।
তোমারি করুণামাত্র ভারতের বল॥
জাতিভেদ-রূপ বিষবৃক্ষ ভয়ঙ্কর।
ব্যাপিয়াছে ভারতের চারু কলেবর॥
বৃক্ষের বিস্তৃত মূল শতধা হইয়া।
শত ধারে বাঁধিয়াছে ভারতের হিয়া॥
তুমি যদি দীননাথ বিধান কুঠারে।
নাহি ছেদ এ বৃক্ষেরে, কে বল সংসারে॥
কাটিবে এ তরু আর, সোনার ভারত।
করিবে স্বাধীন স্বর্গী ওহে দীননাথ॥
নিতায়ের মত সাধু প্রেমিক ভকত।
ভারতে প্রেরণ নাথ কর শত শত॥
যেন কোটী কোটী লোক কোটী রসনায়।
তব বিধানের যশ অনুদিন গায়॥
তোমার কিঙ্কর এই পাপী চিরদাস।
মিশাবে এ ক্ষীণ কণ্ঠ, করিয়া বিশ্বাস॥
নব বিধানের জয় করেছে ঘোষণা।
তব পাদপদ্মে নাথ এ মম প্রার্থনা॥
আশীর্ব্বাদ কর নাথ নিতায়ের মত।
উৎসাহে উদ্যমে পূর্ণ থাকিহে নিয়ত॥
ঘরে ঘরে হরিনাম করিব প্রচার।
ভাঙ্গিব জাতির বাঁধ হইব উদ্ধার॥
এই ভিক্ষা করি হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি নাথ ভক্তিযুক্ত মনে॥

মহাত্মা শ্রীরূপ সনাতন।

কর্ণাট রাজার বংশে ব্রাহ্মণের কুলে।
জন্মিলেন তিন ভাই এই ধরাতলে॥
পূর্ব্ব পিতৃপুরুষেরা রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে।
বাস করে বঙ্গে আসি বিনম্র হৃদয়ে॥
কুমারের * তিন পুত্র জ্ঞানী মহাজন।
সনাতন শ্রীরূপ বল্লভ বিচক্ষণ॥
সনাতন শ্রীরূপ অতি বিজ্ঞ বুদ্ধিমান।
মুসলমান নৃপতির হলেন দেওয়ান॥
গৌড়েশ্বর হোসেনের মন্ত্রিত্ব লভিলা।
মুসলমান উপাধিতে ভূষিত হইলা॥
ম্লেচ্ছ-স্পর্শ-দোষ হেতু তাঁরা আপনারে।
হীন ম্লেচ্ছ † বলি সদা ভাবে এ সংসারে॥
পরম ক্ষমতাশালী অতি ধনবান।
ঐশ্বর্য্যের অধিপতি সবার প্রধান॥
কাটেন আনন্দে কাল দোঁহে রাজাগারে।
কিন্তু শ্রীহরির লীলা কে বুঝিতে পারে?
পরম বৈরাগী ভক্ত গৌরাঙ্গেরে লয়ে।
করিছেন নবলীলা হরি এ সময়ে॥
ভক্তি বৈরাগ্যের বীজ সকল ভারতে।
বপিছেন প্রেমময় জীবপ্রেমে মেতে॥
সে বীজ হইতে আহা নানা স্থানে কত।
বৈরাগী ভকত সাধু জন্মে শত শত॥
জীবন হইতে জন্মে প্রকৃত জীবন।
বিশ্বাসী বৈরাগী ভক্ত হয় অগণন॥

---

* রূপ, সনাতন এবং বল্লভ এই তিন ভ্রাতার পিতার নাম কুমার ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ বল্লভকে অনুপম বলিয়া ডাকিতেন।

† হিন্দুরা অন্য জাতিকে আচারহীনতাপ্রযুক্ত ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকেন। এ শব্দব্যবহার অনুচিত। দবীরখাস ও সাকরমল্লিক ইঁহাদের উপাধি ছিল।

এক এক ঈশা মুসা জন মহম্মদে।
এক এক শিব শুক প্রহ্লাদ নারদে ॥
কত শত ভক্তগোষ্ঠী সমুৎপন্ন হয়।
ভাবিলে মোহিত হয় পাষণ্ড হৃদয় ॥
প্রাণশূন্য শুষ্ক বাক্যে হয় না প্রচার।
জীবন প্রচার মূল জানিবেক সার ॥
ভকতি-বৈরাগ্যপূর্ণ গৌর-তরু হতে।
কত যে রসাল বৃক্ষ জন্মিল ভারতে ॥
কে বল তাহার সংখ্যা পারে করিবারে?
বিচিত্র হরির লীলা নিখিল সংসারে ॥
গৌরাঙ্গের মহাভক্তি বৈরাগ্য সুন্দর।
হেরিয়া দু ভাই হলা মোহিত-অন্তর ॥
দূরে গেল সংসারের বিলাস-বাসনা।
শ্রীরূপ আপন ধন গৃহ বিত্ত নানা ॥
করি বিতরণ সব, অনুপমে লয়ে।
আসিলেন প্রয়াগেতে বিমুক্ত হৃদয়ে ॥
এ দিকেতে সনাতন রাজকার্য্য ছাড়ি।
ধর্ম্ম আলোচনা করে দিবস শর্ব্বরী ॥
নরপতি ক্রুদ্ধ হয়ে, তাঁরে কারাগারে।
নিক্ষেপিলা অতি মাত্র দুঃখিত অন্তরে ॥
সুকৌশলে তথা হতে হইয়া বাহির।
গৌরে হেরিবারে যান হইয়া অধীর ॥
ক্রমে পাটনায় গিয়া হাজিপুর স্থানে।
বৃক্ষতলে আছে ভক্ত মত্ত সংকীর্ত্তনে ॥
হেনকালে ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত তাঁহারে।
দেখিলেন হীনবেশে বিস্মিত অন্তরে ॥
পরিত্যাগ করিবারে মলিন বসন।
কত যত্ন করিলেন শ্রীকান্ত সুজন ॥
কিছুতে সম্মত নাহি হলা সনাতন।
হেরিয়া শ্রীকান্ত দিলা কম্বল তখন ॥
তথা হতে সনাতন যান কাশীধামে।
যথায় আছেন গোরা সদানন্দ মনে ॥
দুই হস্তে তৃণগুচ্ছ, দন্তে তৃণ লয়ে।
কান্দেন বৈরাগিবর, আকুল হৃদয়ে ॥
তাঁর সমাচার পেয়ে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
আসিলেন অবিলম্বে তাঁহার গোচর ॥
দিলা গৌর আলিঙ্গন প্রিয় সনাতনে।
শীতলিলা অঙ্গ তাঁর হস্ত পরশনে ॥
জননীর মত গোরা প্রিয় শিষ্যগণে।
বাসিতেন কত ভাল সদা হৃষ্টমনে ॥
বিধানের প্রবর্ত্তক ভকত নিচয়।
অনুগামী বন্ধুগণে সকল সময় ॥
প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে সরল অন্তরে।
তার সাক্ষী ইতিহাস ভুবন ভিতরে ॥
ঈশা মহম্মদ আদি সকল প্রেরিত।
শিষ্যগণে কত প্রীতি করে অবিরত ॥
ব্রহ্মের ইঙ্গিতে তাঁরা বুঝিবারে পান।
বন্ধুগণ বিধানের অঙ্গ সুমহান ॥
নানা অঙ্গে পরিপূর্ণ দলরূপ দেহে।
শিবরূপে ভক্তবর শোভে প্রেমে স্নেহে ॥
দলদেহধারী হরি, নানা অঙ্গ যোগে।
প্রচারেন নববিধি জীব-অনুরাগে ॥
দলের একটী অঙ্গ করিলে বর্জ্জন।
বিধান খণ্ডিত হয় জানে ভক্তজন ॥
তাই তো তাঁহারা নিত্য জননীর মত।
দলস্থ বিশ্বাসী জনে করে স্নেহ কত ॥
পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা সর্ব্বজন হতে।
বিধানবিশ্বাসী প্রিয় হয় এ জগতে ॥
কোমল গৌরের প্রাণ, হেন প্রিয়জনে।
অবিরত প্রাণ মাঝে রাখিত যতনে ॥
বলিতেন গোরাচাঁদ, তারশ্বাস প্রায়।
দলে থাকি বাড়ি আমি সতত ধরায় ॥
নব বৈরাগীর * আহা ব্যাকুল বিলাপ।

* মহাত্মা সনাতনের।

দীনভাব, সরলতা পাপ অনুতাপ ॥
হেরি গৌরাঙ্গের প্রেমসিন্ধু উথলিল।
যে প্রেম সলিলে আহা ভারত ভাসিল ॥
গৌর-প্রেমে সনাতন দুঃখ পাসরিল।
কি আনন্দ প্রাণ মাঝে আহা উপজিল ॥
সনাতনে বলিলেন সচীর নন্দন।
বড় দয়াময় কৃষ্ণ পতিতপাবন ॥
তাঁহার কৃপাতে তুমি পাপ তাপ হতে।
নিষ্কৃতি লভিলে সুখে আজ এ জগতে ॥
বলিলেন সনাতন, জানি না কৃষ্ণেরে।
তব কৃপাগুণে ত্রাণ, পেলাম সংসারে ॥
পুরাতন বিধানেতে মানব নিচয়।
ভক্তযোগে ভগবানে সদা প্রাপ্ত হয় ॥
ভক্তগণ সেতু হ'য়ে মানব নিকরে।
ব্রহ্মপদতলে ডাকি আনেন সাদরে ॥
পুত্রত্বের বিধি * তারে এই হেতু বলে।
পুত্রযোগে ব্রহ্মলাভ হয় ধরাতলে ॥
পুত্র ভক্তিমান হয়ে পিতার সদনে।
চলেন মানবগণ সদানন্দ মনে ॥
নূতন বিধানে কিন্তু নহে তো এমন।
ব্রহ্ম পবিত্রাত্মা হয়ে প্রকাশিত হন ॥
তাঁহার আলোকে সবে তাঁর শ্রীচরণ।
লাভ করি হয় সবে আনন্দে মগন ॥
তিনি মধ্যবর্ত্তী হয়ে, জননীর মত।
পরিচয় করে দেন সাধু ভক্ত যত ॥
তাঁর পরিচয় বিনা, কেহ সাধুজনে।
বুঝিতে না পারে এই নিখিল ভুবনে ॥
পুরাতন বিধানেতে প্রভুর নিয়মে।
ভক্ত মধ্যবর্ত্তী ছিল সতত ভুবনে ॥
ভক্তের ভিতর দিয়া হরির করুণা।
প্রকাশিত হত যথা চন্দ্রেতে পূর্ণিমা ॥ *
তাই ভগবান বলি জীব ভক্তগণে।
করিত ভকতি নতি সদা প্রাণ মনে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গে ভক্তগণ তেমনি সম্মান।
করিতেন দিবা নিশি হয়ে ভক্তিমান ॥
কিন্তু গোরা জানিতেন, আমি কিছু নয়।
মলিন মানব আমি সকল সময় ॥
শ্রীহরি সকল কার্য্য করেন সাধন।
আমি যন্ত্রমাত্র তাঁর বটে অনুক্ষণ ॥
স্নেহাস্পদ সনাতনে নবীন বসন।
পরিবারে কহিলেন সচীর নন্দন ॥
না শুনি সে কথা তিনি বিচ্ছিন্ন বসন।
চাহিয়া লয়েন হায়! বৈরাগী সুজন ॥

---

* বিধানের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, প্রথমতঃ ব্রহ্মই বিশেষ ভাবে উপাসিত হইতেন। বৈদিক ও বৈদান্তিক বিধান এবং মহাপুরুষ ইব্রাহিম মুসা প্রভৃতির যোগে যে বিধান সমাগত হয়, তাহাতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী কালে খ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষ দিগের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে ব্রহ্মপুত্র বলা যায়। তৎকালে লোকে এই ব্রহ্মপুত্রগণের যোগে ব্রহ্মলাভ করিতেন। এই জন্য ইহাকে পুত্রত্বের বিধান বলে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন বিধান সমাগত হইয়াছে, তাহাতে পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মার বিধান বলা যায়। কেন না এ সময়ে ব্রহ্ম স্বয়ং মানবহৃদয়ে পবিত্রাত্মারূপে প্রকাশিত হইয়া স্বীয় বিধি নিষেধ মানবের নিকট প্রকাশ করেন। এখানে আর মনুষ্য মধ্যবর্ত্তী নহেন, স্বয়ং পরমাত্মা ভগবানই মধ্যবর্ত্তী হইয়া জীবকে যাবতীয় সত্য প্রেম পুণ্যাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন।

* সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে পতিত হইয়া যেমন পূর্ণিমা সমুৎপন্ন করে, তেমনি ভগবানের করুণা ভক্তরূপ চন্দ্রে প্রকাশিত হইত।

গাত্রের কম্বল দিয়া বঙ্গবাসী জনে।
কম্থা তার চাহি নিলা বৈরাগী তখনে॥
দেখি প্রীত হয়ে গোরা বলিলা নাগরে।
করেছ উত্তম কার্য্য বলিনু তোমারে॥
ভাল বৈদ্য রোগ শেষ না রাখে কখন।
হরিকৃপাগুণে হল এ দোষ খণ্ডন॥
ভ্রাতার বৈরাগ্য শুনি রূপ অনুপম।
মহানন্দে একেবারে হইলা মগন॥
অনুপম-পুত্র জীব, অতি মতিমান।
তিনিও বৈরাগ্যাশ্রমে করিলা প্রয়াণ॥
এইরূপে বৈরাগ্যের প্রচণ্ড অনলে।
প্রেমরূপ ঘৃতাহুতি দিয়া কুতুহলে॥
পরম বৈরাগী হরি প্রেমিক মহান।
এক বংশে জয়যুক্ত করিলা বিধান॥
বিলাসের ক্রোড়ে যারা আছিল শয়ান।
ছিল কত ধন জন ঐশ্বর্য্য সম্মান॥
এহেন নৃপতি সম উচ্চ পরিবার।
একেবারে বৈরাগ্যেতে হইল উদ্ধার॥
এঁদের জীবনতত্ত্ব পড়িতে পড়িতে।
শ্রীশাক্যের কথা প্রাণে উঠে আচম্বিতে॥
এক উচ্চ রাজবংশ কত পরাক্রম।
কত রাজ্য কত ধন সৈন্য অগণন।
এসব সহিতে হরি, বৈরাগ্য আগুনে।
দিলেন আহুতি আহা নিজ কৃপাগুণে॥
রাহুল শাক্যের পুত্র, পত্নী গোপা সতী।
জননী গৌতমী * দেবী, ভ্রাতা জ্ঞাতি আদি॥
সকলে নির্ব্বাণ ধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ।
রাজ্যধন পরিত্যাগ করি হৃষ্টমন॥

* গৌতমী দেবী শ্রীবুদ্ধের মাতৃস্বসা ছিলেন। পিতা শুদ্ধোদন তাঁহাকেও বিবাহ করেন। গৌতমী দেবীই শাক্যকে বাল্যকালে প্রতিপালন করেন এবং ইনি সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হন।

জানি না বুঝি না হরি তব ব্যবহার।
রাজারে ভিখারী কেন কর প্রেমাধার?
সুখশয্যা হতে কেন ভীষণ শ্মশানে।
লয়ে যাও ওহে পিতঃ আপন সন্তানে।
আনন্দকাননে কেন ক্রন্দনের ধ্বনি।
উঠায়ে কান্দাও সবে হে বিশ্বজননি॥
বুঝেছি বুঝেছি মাগো, করুণা তোমার।
এ হতে অধিক দয়া দেখি না যে আর॥
যারা রহে অচেতন মোহের বিকারে।
জাগাও তাঁদেরে হরি এহেন প্রকারে॥
একজনে জাগাইয়া নিখিল জগতে।
মানবের মোহঘুম ভাঙ্গ বিধিমতে॥
আমার মতন যারা বিষয়ে মগন।
কি হবে তাদের গতি পতিতপাবন॥
তাই একে * বৈরাগ্যেতে করি উদ্দীপন।
নিখিল মানবে কর মুক্তি বিতরণ॥
ধন্য মা তোমার বিধি ধন্য কৃপা তব।
তব কৃপা বিনা বৃথা ধন জন সব॥
ধন্য রূপ সনাতন জীব অনুপম।
বিষয় ত্যজিয়া যাঁরা গতি সর্ব্বোত্তম॥
লভিলেন হরিপদে; যে দৃষ্টান্ত ধরি।
হরিপদ লাভ করে কত নরনারী॥
ধন্য বঙ্গদেশ যাহে হেন মহাজন।
জনমিয়া মাতৃভূমি করে সুশোভন॥
ধন্য ধন্য দয়াময়ী জননী আমার।
যার পুণ্য ভক্তহৃদে হইয়া সঞ্চার॥
সুতীব্র বৈরাগ্যে মত্ত করে জনগণ।
জগত কল্যাণ তরে করে নিয়োজন॥
কবে মা বিশুদ্ধ পুণ্যে এপাপ হৃদয়।
হবে পূর্ণ, যাবে দূরে বিষয় আশয় †॥

* একে—একজনকে।
† বিষয়ের আশা।

সুতীব্র বৈরাগ্যধনে হয়ে বিভূষিত।
অনুদিন গাব তব করুণার গীত ॥
কবে গো হৃদয়ভরে বলিব জননি।
পাইয়াছি প্রাণ মাঝে নির্ব্বাণতরণী ॥
লভেছি সমাধি মাগো তোমার চরণে।
আমিত্ব হয়েছে দূর বাসনার সনে ॥
সেই শুভদিন কর নিকটে আমার।
এই ভিক্ষা করি মাগো চরণে তোমার ॥
বার বার ভক্তিভরে করি প্রণিপাত।
চিরদাসে কর মাগো চির আশীর্ব্বাদ ॥

শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য-দেবের উপদেশ।

বলিলেন ভক্তবর, ভক্তিসিন্ধু সুবিস্তর
সুমহান বিশাল গভীর।
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম অতি, জীবের আত্মপ্রকৃতি*
তাহে জীব বিষয়ে অধীর ॥
বিস্তীর্ণ পৃথিবী মাঝে, কজন মানব আছে ?
মানবের মাঝে কত জন।
ধরমবিমুখ কত, আছে দেখ শত শত
ধর্ম্মহীন পাষণ্ড দুর্জ্জন ॥
যতেক ধার্ম্মিকগণ, তার মাঝে অগণন
কর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মপরায়ণ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠমাঝে, একজন জ্ঞানী আছে
কোটীতে ভকত মিলে কম ॥
ভকতিতে শান্তি হয়, মুক্ত সিদ্ধ জীবচয়
সকলেই অশান্তহৃদয়।
তাই ভকতির গুণ, ভাগবত করে কীর্ত্তন
ভক্তি এক শান্তির আলয় ॥

ভক্তি-বীজে অনুক্ষণ, করিবে জল সিঞ্চন
শ্রবণ কীর্ত্তন বারিযোগে।
বীজ অঙ্কুরিত হয়ে, লতারূপে বৃদ্ধি পেয়ে
হরিপদকল্প-মহীরুহে।
করি সুখে আরোহণ, করিবেক বিতরণ
প্রেমফল সদা জীবে স্নেহে ॥
ভক্ত-অপরাধকরী *, ফেলে লতা ছিন্ন করি
তাহে রবে সদা সাবধান।
কামাপূজা অবিরাম, লোভ মুকতির কাম †
উপশাখা জেন মতিমান ॥
উপশাখা না ছেদিলে, মূলশাখা হৃদি মূলে
কভু নাহি হয় বর্দ্ধমান ॥
ছেদিয়া সে শাখা যত, মালী হয়ে অবিরত
প্রেমলাভ কর অবিরাম ॥
ইক্ষুরস ঘনীভূত, তা হতে গুড় প্রস্তুত
চিনি হয় তা'হতে সতত।
চিনি হতে মিছরি হয়, কিবা মিষ্ট মধুময়
এইরূপ ভক্তিবিধি যত ॥
সাধন ভকতি হতে, রতি জন্মে জীব হৃদে
গাঢ় রতি প্রেম উপজয়।
প্রেম হতে স্নেহমান, প্রণয় রাগ মহান
অনুরাগ ভাব মধুময় ॥
এক হতে একান্তরে, প্রকাশ হয় অন্তরে
শেষে মহা ভাবের বিকাশ।
এ মাধুর্য্যরসে যত, রসচয় সম্মিলিত
মহাভাব বিচিত্র বিলাস ॥

---

* স্বরূপ।

* ভক্তের সম্বন্ধে যে অপরাধ তাহা হস্তি-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা, ভক্তের নিন্দা, অনাদর হরিভক্তির একান্ত প্রতি-কূল।

† মুক্তিকামনা।

এহেন অপূর্ব্ব কথা, বলিয়া রূপে সর্ব্বথা
কহি তাঁরে যেতে বৃন্দাবনে।
ভকত বিশ্বাসী জন, কাশীতে করে গমন
হয়ে ভোর নামসংকীর্ত্তনে॥

শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ এবং ব্যবহার।

১

একমাত্র কৃষ্ণ জগত-কারণ।
অনন্ত বিশ্বের, তিনি স্বামী হন॥
যে জন যোগের * ধর্ম্ম, অসার অনিত্য কর্ম্ম
ত্যজিয়া ভকতি, করেন গ্রহণ।
তার ভক্তি শ্রেষ্ঠ, জানিবে সুজন॥

২

জ্ঞান সনে হলে ভক্তির মিলন।
সেই ভক্তি শ্রেষ্ঠ জেন অনুক্ষণ॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে, কিন্তু ভক্তি আছে প্রাণে
মধ্যম তাহার ভকতি রতন।
সুকোমলা শ্রদ্ধা অতীব উত্তম॥

৩

মধ্যম অধম লোক ধীরে ধীরে।
লভিবে উত্তমা ভকতি অচিরে॥
ভক্তি অনুসারে রতি, তারতম্য হয় অতি
ভক্ত দয়াবান প্রশান্ত সংসারে।
সত্যবাদী শুচি অন্তরে বাহিরে॥

৪

ভকত নির্দ্দোষ মৃদু অকিঞ্চন।
প্রেমিক উদ্ধার, কৃষ্ণৈকশরণ * ॥
সর্ব্বজীবে হিতকারী, অপ্রমত্ত মিতাহারী
নিষ্কাম অকাম নিরীহ সুজন।
ভক্তে স্থিতি করে যত দেবগুণ॥

৫

সনাতনে প্রেম ভকতি সাধন।
তাহাদের যত বিভিন্ন লক্ষণ॥
বলিয়া গৌরাঙ্গ রায়, কহিলেন প্রেমে তায়
গ্রন্থ রচি ভক্তি করহ ঘোষণ।
মথুরারে কর পুনরুদ্ধরণ † ।

৬

সনাতন তবে, কহিলা তাঁহারে।
নীচ জাতি আমি জানতো আমারে॥
কর আশীর্ব্বাদ মোরে, তব শিক্ষা হৃদাগারে
রাখি হে যতনে; প্রাণের মাঝারে।
যেন স্ফূর্ত্তি পায়, তত্ত্ব নিরন্তরে॥

৭

যে শ্লোক ব্যাখ্যান, আঠার প্রকারে।
করেছিলে তুমি, তাহা এ পাপীরে॥
কৃপাকরে প্রভু আজ, শুনাও ভকতরাজ
শুনি শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলা তাঁহারে।
আমি যে বাউল পাগল সংসারে॥

৮

কিবা বলেছিনু মনে নাই মোর।
কিন্তু সঙ্গগুণে, প্রাণ হল ভোর॥

---

* যোগানুষ্ঠান জন্য প্রাণায়ামাদি যে সকল কৌশল প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা।

* একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন।

† শ্রীগৌরাঙ্গ সনাতন গোস্বামীকে গ্রন্থরচনা করিয়া ভক্তিতত্ত্ব প্রচার এবং লুপ্তপ্রায় মথুরাতীর্থ পুনরুদ্ধার করিতে উপদেশ দিলেন। মহাত্মা সনাতন বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে যশস্বী হইয়াছেন।

এত বলি মত্ত প্রাণে. একষষ্টীয় ব্যাখ্যানে
তুষিলেন প্রেমে ভকত অন্তর।
বলিলেন তাঁরে, করি সমাদর॥

৯

বৃন্দাবনে গিয়া ভ্রাতৃদ্বয় সনে।
সম্মিলিত হও প্রেমের মিলনে॥
মম ভক্ত কন্থাধারী, অকিঞ্চন নরনারী
যাইলে তথায়, পালিও যতনে।
কৃষ্ণ শুভ বুদ্ধি, দিবে তব মনে॥

বৈরাগী প্রবর শ্রীরূপ সনাতন এবং মহাত্মা বল্লভ গোস্বামীর পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী।

বৃন্দাবনে গিয়ে, সানন্দ হৃদয়ে,
রূপ জীব * সনাতন।
অনুপম সনে, ভক্তি আস্বাদনে,
কাটে কাল অনুক্ষণ॥
বৃক্ষতলবাসী, অসঙ্গ উদাসী,
হয়ে রূপ সনাতন :
ছিন্ন বহির্ব্বাস, পরি দীন দাস,
ভিক্ষাতে ধরে জীবন॥
শুষ্ক রুটীকণ, † চলক ভক্ষণ,
করঙ্গ কন্থা সম্বল।
সারা নিশি দিনে, কাটেন শয়নে,
মাত্র চারিদণ্ড কাল॥
নাম সংকীর্ত্তনে, গৌর-গুণগানে,
আর গ্রন্থ প্রণয়নে।

সময় দুভাই, যাপেন সদাই,
প্রেমেতে আনন্দ মনে॥
অসঙ্গ বৈরাগী, দোঁহে সর্ব্বত্যাগী,
নাহিক আসক্তি লেশ।
মান অপমান, উভয় সমান,
জয় জয় অবিশেষ॥
দিগ্বিজয় আশে, দুভায়ের পাশে,
আসিল এক পণ্ডিত।
বিচার না করে, জয় পত্র তাঁরে,
দিলা হয়ে অকুণ্ঠিত॥
শ্রীজীব সেখানে, ছিল না তখনে,
তাঁহারে পণ্ডিত বলে।
রূপ সনাতন, বিজয় লিখন,
দিয়াছেন কুতূহলে॥
গুরু অপমান, শুনি খিদ্যমান,
বলিলেন জীব তাঁরে।
আমার সহিত, যে হয় বিহিত,
প্রবৃত্ত হও বিচারে॥
দিগ্বিজয়ীরে, শ্রীজীব বিচারে,
করিলেন পরাজয়।
শুনি সেই কথা, মনে পেয়ে ব্যথা,
রূপ তাঁরে ক্রোধে কয়॥
মান অপমান, করিয়া সমান,
হয়েছে বৈরাগী ভবে।
পরাভব মেনে, জয়কামী জনে,
মান নাহি দিলে তবে?
তোমার বদন, আর দরশন,
না করিব কোন দিন।
শুনি সে বচন, জীবের আনন,
দুঃখেতে হল মলিন॥
জীব তথা হতে, যমুনা তটেতে,
আসিয়া গোফায় মাঝে।

---

* শ্রীজীব গোস্বামী মহাত্মা শ্রীঅনুপমের পুত্র।

† কণা।

কঠোর সাধন, করে অনুক্ষণ,
গুরুর বিরহে-লাজে ॥
চিরঅভিমানী, শ্রীজীব গোস্বামী
গুরু অপমান ভয়ে।
জিগীষু বিপ্রেরে,* জয়িলা বিচারে
কিন্তু গুরু সেই জয়ে ॥
হয়ে বিষাদিত, শিষ্যেরে শাসিত,
করিলেন সেইক্ষণে।
বহুদিন পরে, সনাতন তাঁরে †
বলিলা মিষ্ট বচনে ॥
শ্রেষ্ঠ সদাচার, কিবা আছে আর
বলুন আমারে এবে।
শ্রীরূপ তখন, সনাতনে কন,
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম দয়া জীবে ॥
তবে জীবে কেন, ব্যবহার হেন,
কহিলেন সনাতন। ‡
শুনি প্রেম ভরে, রূপ শ্রীজীবেরে,
করিলা পুনঃ গ্রহণ ॥
আহা ভক্তিধন, দুর্ল্লভ রতন,
বিন্দুমাত্র অহঙ্কারে।
হয় অন্তর্হিত, ভাই রূপ কত,
শিক্ষা দিলা শ্রীজীবেরে ॥
ভক্ত সনাতন, ত্যাগী তপোধন,
পেয়ে রত্ন মূল্যবান।
এক ব্রাহ্মণেরে, উহা অকাতরে,
করিলেন সম্প্রদান ॥

অনাসক্তি হেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণ,
রতন ফেলিয়া দূরে।
মূল্যের শ্রেষ্ঠ ধন, বৈরাগ্য রতন,
লইল আদর করে ॥
রাজর্ষি আকবর, ধার্ম্মিক প্রবর,
সম্রাট্-মুকুট-মণি।
রূপ সনাতনে, আসিলা দর্শনে,
তাঁদের বৈরাগ্য শুনি ॥
ধন দানে তাঁর, কিছু উপকার,
করিবেন ছিল মনে।
কিন্তু সর্ব্বত্যাগী, প্রেমিক বৈরাগী,
কিবা কাজ তাঁর ধনে ॥
ধনস্পৃহাহীন, প্রেমিক সুদীন,
রূপ সনাতনে হেরি।
তাঁর অভিমান, হল অন্তর্দ্ধান,
গেলা জ্ঞান লাভ করি ॥
প্রগাঢ় বিদ্বান্, অতি ধনবান,
অত্যুচ্চ পদবীধারী।
হেন দুই ভাই, অহঙ্কার নাই,
কি দৃষ্টান্ত মরি মরি ॥
তৃণের সমান, নির-অভিমান,
নিরীহ মেষের মত।
শ্রীবুদ্ধের মত, বৈরাগ্যমণ্ডিত,
প্রেমেতে মুগ্ধ সতত ॥
ভক্তিধর্ম্ম সার, করিতে প্রচার,
নানা গ্রন্থ অনুক্ষণ।
প্রাণ সমর্পিয়া, বিরলে বসিয়া,
করে তাঁরা প্রণয়ন ॥
এ হেন জীবন, দেখিনি কখন,
ওহে পুণ্যময় হরি।
বিধানের তরে, তুমি এ সংসারে
আনিয়াছ কৃপা করি ॥

* শ্রীজীব শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য।

† শ্রীরূপকে।

‡ সনাতন বলিলেন, "শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি ?" রূপ বলিলেন, "জীবে দয়া।" সনাতন বলিলেন, "তবে জীবে অর্থাৎ জীবগোস্বামীর প্রতি আপনার দয়া নাই কেন ?"

নব সমাচার, বিধান ব্যাপার,
চিরস্থায়ী করিবারে।
ভাবী জীব হিত, করিতে সাধিত,
তুমি হরি এ সংসারে ॥
গ্রন্থবদ্ধ কর, বিধান নিকর,
আপন কিঙ্কর যোগে।
মানব নিচয়, তাই শাস্ত্র কয়,
পড়ে গ্রন্থ মনোযোগে ॥
বরিষার জল, দীর্ঘিকা সকল,
যথা বক্ষে রাখে ধরে।
গ্রন্থ সেইরূপ, তত্ত্ব অপরূপ,
সতত বহন করে ॥
সলিলে মালিন্য আছে, সেই জন্য,
পরিত্যাজ্য নহে বারি।
কিন্তু জনগণ, করি সংশোধন,
পিবে দিবা বিভাবরী ॥
শাস্ত্র সেই মত, পড়িবে নিয়ত,
বিবেকে শোধন করি।
তাহলে সবার, ভ্রম সংস্কার,
যাবে সবে পরিহরি ॥
রূপ সনাতন, বেদব্যাস হেন,
রচি গ্রন্থ অনুপম।
বিবিধ আকারে, বিধানে সংসারে
করেছেন স্থায়ী ধন ॥
হরি-কৃপাগুণে, ভকতি বিধানে,
ইহাঁরা স্তম্ভের প্রায়।
ভক্তিধর্ম্ম স্থির, রাখে তিন বীর,
সতত এই ধরায় ॥
পতিতপাবন, হেন ভক্তজন,
তোমার কৃপার দান।
তব দান জেনে, এই তিন জনে,
করি হে যেন সম্মান ॥

কবে এ জীবন, এঁদের মতন,
তব হস্তে দয়াময়।
ব্যবহৃত হবে, সতত এ ভবে,
লিখিতে বিধিনিচয় ॥
এঁদের মতন, বৈরাগ্য-রতন,
হৃদয়ে আসিবে কবে ?
ওঁদের সমান, নিরঅভিমান;
কবে দাস হবে ভবে ॥
করুণাবিধান, করুণানিধান,
ইহাঁদের পদধূলি।
দাও অঙ্গে মেখে, রাখ দাও সঙ্গে,
যাই হে বিষয় ভুলি ॥
এ পাপ জীবন, করি সমর্পণ,
তোমার শ্রীপদে নাথ।
থাক হৃদি মাঝে, রাখ তব কাজে,
বিতর তব প্রসাদ ॥
এই ভিক্ষা করি, প্রাণময় হরি,
প্রণমিনু তব পদে।
উদ্ধার আমায়, ওহে কৃপাময়,
ঘোর বিষয়-বিপদে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের শেষ জীবন।

১।

চতুর্ব্বিংশ বর্ষকালে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
লইলা সন্ন্যাসব্রত সানন্দ অন্তর ॥
ছয় বর্ষকাল তিনি, ভ্রমিলেন তীর্থভূমি,
প্রচারিলা হরিনাম দিগ দিগন্তর ॥
ভক্তি-চন্দ্রিমায় ভাতি ভারত অম্বর ॥

২।

জীবনের অবশিষ্ট বর্ষ অষ্টাদশ।
করিলেন গৌরচন্দ্র পুরীধামে বাস ॥

ভকতির মহামেলা, প্রেমের অপূর্ব্ব খেলা,
হইতে লাগিল সেথা যামিনী দিবস।
নিমন্ত্রিলা সবে যত্নে, ভক্ত মহাযশ॥

৩।

বহুদূর হতে যথা তটিনী নিচয়।
আসি আপনার প্রাণ সাগরে মিশয়॥
সেইরূপ এ ভারতে, ভক্ত নানা স্থান হ'তে,
গৌর-জলধিতে আসি নিপতিত হয়।
ভক্তাগমে প্রেম-ঊর্ম্মি সদা উথলয়॥

৪।

বিধানের কেন্দ্রভূমি হইল উৎকল।
নানা স্থান হতে নব ভকত সকল॥
হইয়া প্রেমে আহূত, পুরীধামে সম্মিলিত,
হইলেন সবে আহা, আনন্দে বিহ্বল।
হরি-প্রেম-লীলা সেথা হয় অবিরল॥

৫।

সমান বিশ্বাসী প্রিয় ভক্তবন্ধু মাঝে।
তারা মাঝে চন্দ্র প্রায় গৌরাঙ্গ বিরাজে।
উৎকল-সরসীনীরে, ভক্ত-রাজহংস চরে,
প্রেম-কোকনদ তাহে কত ভাবে সাজে।
হেরিলে সে শোভা প্রাণ হরিপদে মজে॥

৬।

নিত্য নব-নব ভাবে ভকত প্রবর।
হরি-প্রেমানন্দনীরে ভাসে নিরন্তর॥
সহগামী ভক্ত সনে, হরিবক্ষে নিশিদিনে;
বিহরেন, নদীবক্ষে মরাল নিকর।
পূর্ণিমা-নিশীথে যথা বিহরে সুন্দর॥

৭।

কানায়ের আটচালে প্রথমে যখন।
হয়েছিল ভকতের শ্রীহরি দর্শন॥
সরস গৌরাঙ্গ প্রাণে; ব্রহ্মের কৃপাবিধানে,
হয়েছিল প্রেমবীজ উপ্ত সেইক্ষণ।
ক্রমে বীজ অঙ্কুরিত হয় অনুক্ষণ॥

৮।

ক্রমে সে অমৃত তরু হইল বর্দ্ধিত।
বর্ষাকালে ফল ফুলে হল সুশোভিত॥
ফুলের মধুরাঘ্রাণে, রসাল ফলের টানে,
প্রেমিক-ভ্রমর আর ভক্ত-পক্ষী যত।
দলে দলে উড়িষ্যাতে হল সমাগত॥

৯।

গৌর তরু তলে হ'ল ভক্তির বাজার।
প্রেমের দোকান তথা বসে অনিবার॥
প্রেমিক ভকতচয়, সাধনার্থী সমুদয়,
প্রেম ভক্তি করে ক্রয়, আনন্দ অপার।
মরি কিবা শোভা ধরে আনন্দ বাজার॥

১০।

তারকাবেষ্টিত চারু চন্দ্রমার মত।
ভকতিবিধানে গোরা শোভে অবিরত॥
কুসুমিত পুষ্পোদ্যান, যথা হরে মন প্রাণ,
বিধানের ভক্তবৃন্দ আহা সেই মত।
মুগ্ধ করে ভাবুকের হৃদয় নিয়ত॥

১১।

যজ্ঞীয় ধূমের প্রায় হরিনামধ্বনি।
উৎকল হইতে উঠি, কাঁপায়ে মেদিনী॥
হোমগন্ধে আমোদিত, করিল সব ভারত,
প্রেমানন্দে ভক্তগণ মাতিল অমনি।
উদিল ভারতাকাশে প্রেমদিনমণি॥

১২।

ভকতবিহারী হরি, প্রিয় ভক্ত লয়ে।
করিছেন কত লীলা, এ শুভ সময়ে॥
কে তাহা বলিবে বল, হয় হে প্রাণ বিহ্বল,
প্রেমের তরঙ্গ খেলে মানব-হৃদয়ে।
বিশ্বাস ভক্তিতে প্রাণ যায় যে গলিয়ে।

১৩।

হেন ভাবে গৌরচন্দ্র হরিলীলা-স্রোতে।
সন্তরেন দিবা নিশি মহানন্দে মেতে॥
হরি মুখ দরশন, হরি লীলা আস্বাদন,
হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া সুখেতে।
কাটেন সময় ভক্ত, বন্ধুগণ সাথে॥

১৪।

এসেছে স্বরগধাম, কিছুদিন তরে।
পতিত মানবকুলে দেব * করিবারে॥
হরি হ'য়ে পিতা মাতা, স্বর্গের আনন্দ সুধা,
বিতরিছে মহানন্দে মানব নিকরে।
মরি কিবা শোভা আজ ধরাধাম ধরে॥

১৫।

ধন্য হে করুণাসিন্ধু, করুণা তোমার।
এইরূপে যুগে যুগে করহ বিস্তার॥
লয়ে ভক্তপরিবার, জগত কর উদ্ধার,
দেখাও স্বর্গের ছবি অতি চমৎকার।
তথাপিও প্রাণ মম হলনা তোমার॥

১৬।

যুগে যুগে কর তুমি যে লীলা বিস্তার।
নিত্য লীলা সে সকল ওহে প্রাণধার॥
নহে সে অতীত স্মৃতি, কিন্তু ওহে বিশ্বপতি,
প্রতিদিন সেই লীলা হয় হে তোমার।
সেই ভক্ত সেই দল কিন্তু নিরাকার॥

১৭।

দাও হে বিশ্বাস মোরে, ওহে লীলাময়।
হেরি তব নিত্যলীলা ঘুচুক সংশয়॥
সক্রেটিস ঋষি মুসা, জনক নানক ঈশা,
মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রেমিক নিচয়।
সবাকারে হেরি প্রাণ লভুক অভয়॥

* দেবত্ব প্রদান করিবার জন্য হিন্দুদিগের মতে স্বর্গ পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছে।

মহাবিশ্বাসী হরিদাসের স্বর্গারোহণ।

পুরীধামে নৃপতির উদ্যান ভিতরে।
রন ভক্ত হরিদাস, আনন্দে কুটীরে॥
নামময় সে জীবন, ভকতিতে বিভোর।
বিনীত দীনাত্মা ধীর, প্রেমের সাগর॥
শ্রীগৌরাঙ্গ অবিরত, তাঁহার কুটীরে।
যাইতেন ভক্তি ভরে আনন্দ অন্তরে॥
কিরূপে উদ্ধার হবে বিশ্ববাসী জন।
এ মহা প্রসঙ্গ করে ভকত দুজন॥
বলিলা গৌরাঙ্গে ভক্ত, কি ভয় তোমার।
হরিনামে উদ্ধারিবে জগত সংসার॥
এইরূপ দিন দিন কত আলাপন।
হরিদাস সনে গোরা করে অনুক্ষণ॥
অতি বৃদ্ধ হরিদাস, বয়সে প্রাচীন।
ক্রমেতে জীবনীশক্তি হল তাঁর ক্ষীণ॥
তিন লক্ষ হরিনাম জপের নিয়ম।
জপ বিনা অন্ন তিনি না করে গ্রহণ॥
একদিন শ্রীগোবিন্দ * বিশ্বাসিসদনে।
আহার্য্য প্রসাদ লয়ে যান হৃষ্টমনে॥
তাহা দেখি হরিদাস বলিলেন তাঁরে।
নামসংখ্যা পূর্ণ মম হয়নি এবারে॥
কিরূপে আহার আমি করিব এখন।
এতবলি কণামাত্র করিয়া গ্রহণ॥
উপবাসী রহিলেন বিশ্বাসিপ্রবর।
আহা কি অপূর্ব্ব নিষ্ঠা তাঁর নিরন্তর॥
একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বাসিসদনে।
গিয়া জিজ্ঞাসিলা প্রেমে ভালতো এক্ষণে?

* ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের একজন ভক্ত সেবক।

গৌরাঙ্গে প্রণাম করি, কহিলা ভকত।
দেহ সুস্থ কিন্তু মন অসুখী নিয়ত॥
জপসংখ্যা পরিপূর্ণ হয়না এখন।
তাইতে অসুখী সদা এ দাসের মন॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ বলে মধুর বচনে।
বৃদ্ধ তুমি, হ্রাস কর জপ এইক্ষণে॥
সিদ্ধদেহ লভি এত সাধনের তরে।
আছ হে তোমার কেন সতত অন্তরে॥
নামের মহিমা তুমি করিলে প্রচার।
এবে সংখ্যা হ্রাস কর ওহে ভক্তসার॥
শুনিয়া বিনীত ভাবে কন হরিদাস।
মোর প্রতি বহু দয়া করেছ প্রকাশ॥
অস্পৃশ্য যবন আমি, তথাপি সাদরে।
বিপ্রশ্রাদ্ধ পাত্র সবে দিয়াছেন মোরে॥
এবে বড় সাধ এই হতেছে আমার।
তব যাইবার আগে ত্যজিব সংসার॥
বুঝিয়াছি শীঘ্র হবে তব লীলা শেষ।
তাই হে বিদায় মোরে দাও সবিশেষ॥
তব পাদপদ্ম বক্ষে করিয়া স্থাপন।
দেখিতে দেখিতে যেন তব চন্দ্রানন॥
এজীবন সুখে অন্ত হয় হে আমার।
এই অভিলাষ মোর নিবেদিনু সার॥
বলিলেন শ্রীচৈতন্য শ্রীহরি তোমার।
করিবেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ অনিবার॥
কিন্তু তব সহবাসে আনন্দ আমার।
মোরে ত্যজি আগে তুমি যাবে কিহে আর?
শুনিয়া কাতরপ্রাণে, গৌরপদ ধরি।
বলিলেন হরিদাস, প্রেমেতে আমরি॥
মস্তকের মণি হেন কত মহাজন।
হয়েছেন তব লীলাসঙ্গী অনুক্ষণ॥
ক্ষুদ্র পিপীলিকা সম, আমার জীবন।
তাহা গেলে পৃথিবীর কি ক্ষতি এখন॥
কিবা অপরূপ ভাব, ভকতি বিনয়।
নিরন্তর শোভে হরিদাসের হৃদয়॥
পরদিন ভক্তদল লয়ে সচীসুত।
ভক্তের কুটিরদ্বারে হলা উপনীত॥
তাঁর মৃত্যুশয্যা পাশে দাঁড়ায়ে সকলে।
করিলেন সংকীর্ত্তন মহাপ্রেমে গলে॥
হরিনাম-স্রোত মাঝে ভক্তের জীবন।
ভাসিতে ভাসিতে গেল শান্তিনিকেতন॥
কিবা মৃত্যু! নহে এ যে মরণ কখন।
এ যে নিত্যানন্দধামে আনন্দে গমন॥
এ যে হরিবক্ষে সুখে নিদ্রা শান্তিকর।
এ যে স্বর্গপ্রবেশের দ্বার মনোহর॥
এ যে জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি নবীন বসন।
পরিবার একমাত্র শুদ্ধ আয়োজন॥
হৃদয়ের মাঝে হরি নিত্য বিরাজিত।
বাহিরে ভকতদল বিধানে চিহ্নিত॥
মাতৃকোলে শিশু যথা যায় হে স্বদেশ।
সেইরূপ হরিদাস, ত্যজিলা বিদেশ॥
প্রভাতে উঠিয়া যথা সূর্য্য তেজোময়।
আলোকিয়া সারা দিন পৃথিবী নিচয়॥
কার্য্য সাঙ্গি সন্ধ্যাকালে সাগরের মাঝে।
অস্তমিত হয় আহা অপরূপ সাজে॥
পুন অন্য জগতের অন্ধকারচয়।
বিদূরিতে মহাতেজে সমুদিত হয়॥
সেইরূপ হরিদাস কার্য্য সমাপিয়া।
চলি গেলা স্বর্গধামে আনন্দে মাতিয়া॥
যাও দেব! নিজধামে, দুঃখী বঙ্গভূমি।
কাঁদুক তোমার তরে দিবস যামিনী॥
বঙ্গভূমে হরিভক্তি নামের মহিমা।
প্রচারিতে পাইয়াছ কত না যাতনা॥
বঙ্গের প্রহ্লাদ তুমি, তাঁহারি মতন।
সহিয়াছ কত কষ্ট যাতনা ভীষণ॥

পতিত উদ্ধার তরে তোমার জীবন ।
দুঃখিনী বঙ্গের তুমি উজ্জ্বল রতন ॥
বঙ্গবাসী হিন্দু আর মুসলমানগণে ।
বাঁধিবারে ভক্তিডোরে প্রেমের বন্ধনে ॥
তোমার জীবন হরি, করেছে রচনা ।
বিশ্বাসের ছবি তুমি, আশার প্রতিমা ॥
যাও দেব ! স্বর্গধামে, শ্রীহরি তোমারে ।
ভক্তদল সনে লবে অতি সমাদরে ॥
না জানি তোমারে পেয়ে অমর ভুবনে ।
কত না আনন্দধ্বনি উঠিছে গগনে ॥
বুঝি দয়াময় হরি লয়ে তোমা ক্রোড়ে ।
"বেশ বেশ" বলে তোমা চুম্বিছে আদরে ॥
তোমার চিন্ময় অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলায়ে ।
অত্যাচার দাগ বুঝি দেন মুছাইয়ে ॥
ধন্য হরি, ধন্য তুমি, ধন্য বঙ্গভূমি ।
ধন্য মুসলমানকুল, যাহে হেন মণি ॥
করেছে প্রসব ; ধন্য তব পিতামাতা ।
যাঁদের প্রসাদ পাই, তুমি হেন ভ্রাতা ॥
বলো বলো প্রিয় ভাই পিতার চরণে ।
হিন্দু মুসলমান যেন প্রেমের মিলনে ॥
অদ্বিতীয় হরিধনে, প্রেম ভক্তিভরে ।
পূজা করে অনুদিন পবিত্র অন্তরে ॥
ওহে প্রেমময় হরি, করুণানিধান ।
হরিদাস তব অতি স্নেহের সন্তান ॥
বিশ্বাস ভকতি প্রেমে তাঁহার হৃদয় ।
করিয়াছ সুশোভিত ওহে দয়াময় ॥
নিগূঢ় মিলন তুমি সাধিবার তরে ।
হিন্দুমুসলমানপূর্ণ বঙ্গের ভিতরে ॥
এ হেন পবিত্র ভক্তে করেছ প্রেরণ ।
ধন্য হরি জ্ঞানময় পতিতপাবন ॥
আশীর্বাদ কর নাথ যেন চিরদাস ।
হয়ে ভক্তিবিগলিত যথা হরিদাস ॥
যত ভাই ভগ্নী যত, হিন্দু মুসলমানে ।
প্রেমেতে ডাকিয়া আনি নূতন বিধানে ॥
তোমাতে একাত্মা হয়ে, তোমার মিলনে ।
বদ্ধ যেন করে নাথ তব কৃপাগুণে ॥
এই ভিক্ষা করি হরি, তোমার চরণে ।
প্রণিপাত করে দাস ভক্তিযুক্ত মনে ॥

বিশ্বাসী হরিদাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও মহোৎসব ।

প্রেমিক সুজন, সচীর নন্দন
ভক্তগত প্রাণ তাঁর ।
ভক্ত পিতামাতা, ভক্ত বন্ধু ভ্রাতা
ভক্ত তাঁর গলহার ॥
ভক্তের কারণ, মন উচাটন
হেরি ভক্তে আনন্দিত ।
ভক্তের বিচ্ছেদে, মন প্রাণ কাঁদে
ভক্তশোকে শোকান্বিত ॥
নূতন বিধানে, নবীন বাঁধনে
আবদ্ধ ভকতচয় ।
শোণিত জনিত, সম্বন্ধাদি যত
ক্ষীণ আজি সমুদয় ॥
প্রেমের নিয়মে, অধ্যাত্ম বন্ধনে
নূতন সম্বন্ধ হল ।
হরিভক্ত যাঁরা, জ্ঞেয়াতি * তাঁহারা
এ সম্বন্ধ উপজিল ॥
হরিদাস-দেহ, করি কত স্নেহ
কোলে লয়ে ভক্তবর ।
আনন্দে বিহ্বল, হয়ে অবিরল
নৃত্য করে সুখকর ॥

* জ্ঞাতি—পদ্যানুরোধে জ্ঞেয়াতি লিখিত হইল ।

হয়ে বিপ্রবর, ম্লেচ্ছ কলেবর
লয়ে এত নৃত্য কেন ?
অশুচির ডর, নাহি কি তোমার
কেন তব ভাব হেন ?
বুঝিয়াছি মনে, প্রেমের বন্ধনে
জাতি গন্ধ নাহি রয়।
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, করে আলিঙ্গন
হইয়া একহৃদয় ॥
প্রেমের সাগর, গৌর গুণাকর
তাই হেন ব্যবহার।
এরূপ না হ'লে, কে তোমা ভূতলে
ভালবাসে অনিবার ॥
মৃতদেহ লয়ে, সমাধি করিয়ে
দলসহ ভক্তবর।
সমুদ্র-সলিলে, স্নান কুতূহলে
করে হয়ে শুদ্ধান্তর ॥
অবশেষে তিনি, দোকানে আপনি
ভিক্ষা করি প্রেম ভরে।
প্রিয়বন্ধু তরে, মহোৎসব ক'রে
সেথা অতি সমাদরে ॥
বৈষ্ণব নিকরে, তোষেন আহারে
হরিভক্ত মহামতি।
কোথায় এমত, প্রেম সমুন্নত
কোথায় এ হেন প্রীতি ?
হরির কিঙ্কর, ধর্ম্মসহচর
প্রাণের বন্ধুর প্রতি।
গৌরাঙ্গের মত, কোথায় এমত
মধুর স্বর্গীয় প্রীতি ?
হায় মোরা কত, না বুঝে নিয়ত
বিধানের বন্ধুগণে।
কত অনাদর, নিন্দা তিরস্কার
করি ক্রোধ অভিমানে ॥
তাঁহাদের সনে, নিগূঢ় বন্ধনে
বদ্ধ মোরা চিরদিন।
বন্ধু অনাদরে, ভক্তি যায় দূরে
বিশ্বাস হয় যে ক্ষীণ ॥
তাই দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ
যেন ধর্ম্মবন্ধুগণে।
গৌরাঙ্গের মত, আদরি নিয়ত
ভালবাসি প্রাণপণে ॥
এই ভিক্ষা করি, হে দীনকাণ্ডারী,
তোমার পদকমলে।
করি প্রণিপাত, ওহে দীননাথ,
আমরা পাপী সকলে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাদর।

যখন পৃথিবী পরে, জীবের উদ্ধার তরে
বিধান-বসন্তানিল বয়।
ভাগ্যবতী ধরাসতী, ধরে শুদ্ধ শোভা অতি
দশ দিগ হয় মধুময় ॥
চন্দ্রমা অমৃত ঝরে, আকাশেতে মধু ক্ষরে
অমৃতের উৎস উথলয়।
আনন্দে মগন সবে, হয় প্রেম মহোৎসবে
শুদ্ধ হয় মানবহৃদয় ॥
বিধাতার কৃপাবারি, মানবহৃদয়োপরি
পড়ি করে ফলবতী তায়।
বিচিত্র ভাব লহরী, খেলে দিবা বিভাবরী
প্রাণে নব শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় ॥
সাহিত্য কবিত্ব যত, হয় সুখে প্রস্ফুটিত
সৃষ্ট হয় সাহিত্য ভাণ্ডার।
বুঝি বিধান বারতা, লিখিতে বিশ্ববিধাতা
করে বিধি আহা এ প্রকার ॥

ভকতি-বিধানাগমে, কত কবি বঙ্গভূমে
আবির্ভূত হলেন আসিয়া।
বাঙ্গলায় সংস্কৃতে, নানা ভাবে নানা মতে
যশ লভে সুগ্রন্থ লিখিয়া॥
দুঃখিনী বঙ্গীয়া ভাষা, লভিলেন কত আশা
পরিপুষ্ট হল অঙ্গ তার।
সাহিত্যরতন কত, কবিত্বের মরকত
চারু দেহে শোভে অনিবার॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সুবিদ্বান, সদা বিদ্যার্থীর মান
রক্ষা করে যত্নে অনুক্ষণ।
যাহে অলঙ্কার দোষ, না করে কাব্যে প্রবেশ
ভক্তিহীন না হয় কখন॥
এ হেতু ভক্ত যতন, প্রাণপণে অনুক্ষণ
করেন ভকতদল মাঝে।
রচনা পরীক্ষা তরে গোরা, জ্ঞানী দামোদরে*
নিযোজেন মহানন্দে মজে॥
বিধাতার কৃপাগুণে, ভক্তের দৃঢ় শাসনে
নবীন সাহিত্য সমুদিল।
যাহার প্রভাব ভরে, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে
দিব্য ভক্তিগ্রন্থ বিরাজিল॥
রূপ জীব সনাতন, নাভাজি† বৃন্দাবন‡
কৃষ্ণদাস, দাস নরোত্তম।
আদি কত ভক্ত কবি, প্রেম বৈরাগ্যের ছবি
রচিলেন গ্রন্থ অনুপম॥
ইহাঁদের যোগে হরি, প্রেমের লীলা মাধুরী
ভাবী বংশ উদ্ধারি কারণ।
করিলেন সুলিখিত, যাহাতে সবে মোহিত
হইতেছি মোরা অনুক্ষণ॥

জ্ঞানময় ব্রহ্মধন, সাহিত্য তব বাহন
তোমা হতে সাহিত্য নিঃসৃত।
তব লীলা লিখিবারে,সাহিত্যে কাব্য সংসারে
তুমিই করহ প্রচারিত॥
তাই তব ভক্তগণ, বিদ্যায় করে যতন
বিদ্যা-তব জ্ঞানের ভাণ্ডার।
তব জ্ঞানে সমাদর, করি যেন পরাৎপর
এই ভিক্ষা দাও প্রাণাধার॥
সাহিত্যে লীলা তোমার, নিরখিয়া অনিবার
করি সদা সাহিত্য সেবন।
বিশুদ্ধ সাহিত্য ধন, জাতীয় জ্ঞান সোপান
এই তত্ত্ব করিব সাধন॥
ওহে নাথ জ্ঞানাধার, দাও দাসে হেন বর
যেন সদা সাহিত্যের যোগে।
তব লীলা ভাগবত, প্রচারি হে অবিরত
অনুদিন প্রেম অনুরাগে॥
সাহিত্য বিমল হোক্, পাপ দ্বেষ দূর হোক্
হোক তব ইচ্ছাপূর্ণ তায়।
এই ভিক্ষা করি হরি, চির দাস ভক্তি করি
প্রাণপণে নমে তব পায়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারবাদের প্রতিবাদ।

বিশ্বাসী ভকত গোরা প্রেমিক প্রধান।
শ্রীহরির দীনদাস, তৃণের সমান॥
আমিত্ববিহীন সাধু হরিপরায়ণ।
করেন মধুর ভাবে শ্রীহরি সাধন॥
ভক্তি প্রেম বিশ্বাসেতে, মহা ভাবরসে।
সতত উন্মত্ত রন, আনন্দ উল্লাসে॥
যদিও প্রেমেতে মত্ত গোরা মহাশয়।
তথাপি কখন তিনি অচেতন নয়॥

---

* তাঁহাকে স্বরূপ-দামোদরও বলে।
† ইনি পশ্চিমদেশীয় গৌরশিষ্য। ইনি প্রসিদ্ধ ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করেন।
‡ ইনি চৈতন্যভাগবত রচয়িতা শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস।

চৈতন্য ভক্তের নাম, ভকত কথন।
জীবনে সাধনে জ্ঞানে অচেতন মন॥
পূর্ণ সচেতন ভক্ত, তাঁর প্রাণ মন।
শ্রীহরি সম্বন্ধে সদা থাকে সচেতন॥
নয়নে সামান্য ধূলি পড়িলে যেমন।
নয়ন নিয়ত করি অশ্রু বিসর্জ্জন॥
সেই ধূলিকণা যত্নে দেয় সরাইয়া।
তেমনি সামান্য দোষে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
ভকত বিশ্বাসী জন হয়েন বিহ্বল।
অপরাধ হেরি প্রাণ হয় যে বিকল॥
দাস কভু প্রভু নয়, পত্নী স্বামী নহে।
সন্তান নহেন পিতা, এই বিশ্ব গেহে॥
উপাস্য নহেন কভু দীন উপাসক।
ভক্ত নহে ভগবান্ বিশ্বপ্রকাশক॥
জীব কভু ব্রহ্ম নহে, নয় সৃষ্টি হরি।
সৃষ্টিমাঝে স্রষ্টা ব্যক্ত, দিবা বিভাবরী॥
ক্ষুদ্র বস্তু সুমহান্ নহে তো কখন।
সসীম অসীম নহে জানে সর্ব্বজন॥
এই তো সহজ জ্ঞান, সাধনের মূল।
এ তত্ত্বে ভক্তের কভু নাহি হয় ভুল॥
সুমধুর দ্বৈতবাদ করিতে প্রচার।
পাঠাইলা প্রেমময় গৌরাঙ্গ এবার॥
আপন জীবত্ব আর ব্রহ্ম-স্বতন্ত্রতা।
তাঁর প্রাণে জাগরূক থাকিত সর্ব্বদা॥
ব্রহ্মজ্ঞান ভুলি যত আর্য্যনারী নর।
মানবে ঈশ্বর বলি পূজে নিরন্তর॥
ব্রাহ্মণে গুরুকে আর সাধু মহাজনে।
ভ্রম জ্ঞানে ঈশ্বর বলিয়া সবে মানে॥
গৌরাঙ্গ-জীবনে হেরি ভাব সুমহান্।
ভ্রমেতে মানব তাঁরে ভাবে ভগবান্॥
কিন্তু ভক্ত আপনারে জানেন নিয়ত।
"আমি দাস" ভগবান্ নহি কদাচিত॥
যদি কেহ বলিত তাঁহারে ভগবান্।
লজ্জা ক্ষোভে মর্ম্মাহত হত তাঁর প্রাণ॥
নবদ্বীপে এক নারী হরি বলি তাঁরে।
করেছিল প্রণিপাত, আনন্দ অন্তরে॥
"মলিন পাতকী আমি, মোরে হরি বলে"
এত ভাবি গোরাচাঁদ জ্বলি দুঃখানলে॥
ঝাঁপ দিলা গঙ্গা জলে দেহ বিসর্জ্জিতে।
কিন্তু হরি ভক্ত রক্ষা করিলা তাইতে॥
ক্রমে দিন গত হল, ভক্ত সূর্য্য প্রায়।
ভারতগগনে শোভা অনুক্ষণ পায়॥
চারি দিগে ভক্তগণ, গৌরাঙ্গে ঘেরিয়া।
বিধানের স্রোতে ভাসে আনন্দে মাতিয়া॥
সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গে হেরি, সমগ্র ভারত।
ভক্তি প্রেম বিস্ময়েতে হলা বিমোহিত॥
সূর্য্যের মতন তাঁর বৈরাগ্য প্রভাব।
চন্দ্র প্রায় কোমলতা স্নিগ্ধ প্রেমভাব॥
মলিন জগতে হেন স্বর্গীয় চরিত।
দেখিয়া মানববৃন্দ হইল স্তম্ভিত॥
সূর্য্য চন্দ্রে অলৌকিক মহিমা নেহারি।
ভ্রমে ব্রহ্ম বলি যথা ভাবে নরনারী॥
সেইরূপ অসামান্য সাধু মহাজনে।
ঈশ্বর বলিয়া ভ্রমে ভাবে মনে মনে॥
দুর্ব্বোধ্য ভক্তের ভাব, গভীর প্রকৃতি।
ব্রহ্ম কৃপা বিনা নাই বুঝিতে শকতি॥
কেহ ভক্তে না বুঝিয়া ক্রুশাহত করে।
অগ্নিতে দাহন কিম্বা যন্ত্রণায় মারে॥
অন্য কত লোক আহা অজ্ঞানতাবশে।
ভক্তকে ঈশ্বর বলি পূজে আর ঘোষে॥
এইরূপ পৃথিবীর বহু জনগণ।
ভকত সম্বন্ধে ভ্রম করে অনুক্ষণ॥
গৌরাঙ্গের সহচর প্রিয় বন্ধুগণ।
অবতার বলি তাঁরে ভাবে অনুক্ষণ॥

একদিন শ্রীঅদ্বৈত আদি ভক্ত জন।
চৈতন্যের নামে করে গীত সংকীর্ত্তন॥
শুনিয়া ব্যথিত হয়ে সচীর নন্দন।
সংকীর্ত্তন স্থল হ'তে, গেলা সেইক্ষণ॥
ক্রোধ করি ভক্তবর আপন শয্যায়।
রহিয়া বিষণ্ণপ্রাণে সময় কাটায়॥
কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ গৌরাঙ্গসদনে।
দলবদ্ধ হয়ে গেলা সবে ভীতমনে॥
হেরিয়া ভকতদল, বলিলা ভকত।
কি গান করিলে সবে বলহ ত্বরিত॥
ত্যজি হরিসংকীর্ত্তন, কি করিলে বল?
দুগ্ধেতে গোমূত্র সবে দিলে অবিরল?
এত বলি প্রতিবাদ করি ভক্তবর।
কিন্তু তাঁর কথা নাহি শুনে কোন নর॥
বিনয় বলিয়া সবে হাসিয়া উড়ায়।
শত্রুমিত্রে ভক্তে দুঃখ দেয় হায় হায়!!
ভ্রমান্ধ মানবগণ, অজ্ঞানতাভরে।
ভক্তের প্রাণের ধন পরম ঈশ্বরে॥
ভক্তেতে আরোপ করি, ভকতের প্রাণ।
সুগভীর দুঃখাঘাতে করে মুহ্যমান॥
নহে হেন দুঃখকর, অগ্নি কশাঘাত।
নহে হেন সুকঠিন অশনি-নিপাত॥
তা'হতে অধিক দুঃখ ভক্তগণ সহে।
যদি কেহ তাঁহাদেরে ব্রহ্ম বলি কহে॥
গৌরপ্রিয় বন্ধুগণ, শ্রীগৌরাঙ্গে যদি।
থাকে অণুমাত্র তব, বিশ্বাস ভকতি॥
বলোনা ঈশ্বর তাঁরে বলোনা কখন।
দিওনা তাঁহার প্রাণে যাতনা ভীষণ॥
হরিগত প্রাণ যাঁর, তাঁরে হরি ব'লে।
ভকতবিরোধী কভু হ'ওনা ভূতলে॥
তাঁর প্রিয় হরিধনে, তাঁহার মতন।
যে জন ভকতিভরে করেন পূজন॥
সেই গৌরদলভুক্ত ভকত সুজন।
তাঁরে হেরি গৌর আত্মা আনন্দিত হন॥ *
কিন্তু যেবা শ্রীগৌরাঙ্গে হরি ব'লে পূজে।
গৌরাঙ্গের শত্রু সেই, পাপ দুঃখে মজে॥
নহেন গৌরাঙ্গ প্রীত, হেন ব্যবহারে।
মনে রেখ এই কথা সতত অন্তরে॥
ওহে পুণ্যময় হরি করুণানিধান।
দাও মোরে কৃপা করি শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান॥
তুলনারহিত তুমি স্বতন্ত্র স্বাধীন।
তুমি জীব নহ কভু, জীব তবাধীন॥
ভকত তোমার দাস, তোমার বাহন।
তব আজ্ঞাধীন ভৃত্য দীন অকিঞ্চন॥
এ বিশ্বাসে স্থির মোরে রাখ দয়াময়।
যেন ভক্তে ব্রহ্ম বলি না হয় সংশয়॥
ধরা হতে নরপূজা হোক অন্তর্দ্ধান।
করুক সকলে ভক্তে প্রকৃত সম্মান॥
ভকতের প্রাণধন তুমি হে শ্রীহরি।
তোমারেই পূজে যেন সব নরনারী॥
ভক্তের চরিত্র আর বিশ্বাস ভকতি।
লভিয়া তাঁহারে যেন করে সবে প্রীতি॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি হরি ভক্তিযুক্তমনে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের মহা প্রেমোন্মত্ততা এবং লীলাসমাপ্তি।

জোয়ারের কালে যথা মহা বারিনিধি।
ক্রমে ক্রমে স্ফীতবক্ষ হয় নিরবধি॥

* শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন শ্রীহরির পূজা করিতেন, তেমনি যে ব্যক্তি শ্রীহরির পূজা করেন, তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গের দলভুক্ত।

সেইরূপ গৌরাঙ্গের প্রেমের সাগর।
ক্রমে ক্রমে উচ্ছ্বসিত হয় নিরন্তর॥
জোয়ার ভাটায় আর বিচ্ছেদে মিলনে।
অপরূপ শোভা ধরে গৌরাঙ্গ-জীবনে॥
সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কভু আকাশের পানে।
চেয়েছ কি হে পাঠক প্রেমের নয়নে?
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আহা পশ্চিমগগন।
প্রাণমুগ্ধকর শোভা করয়ে ধারণ॥
মহানাট্যকার হরি গগন-প্রাঙ্গণে।
কত ছবি চিত্র পট আঁকেন যতনে॥
মুছি পুরাতন ছবি নূতন আবার।
নিমেষে রচেন হরি, প্রেমের আধার॥
সেইরূপ গৌরাঙ্গের অন্তিম জীবনে।
নব নব প্রেমোচ্ছ্বাস হয় দিনে দিনে॥
বসিয়া ভকত প্রাণে শ্রীহরি সুন্দর।
রচেন ভাবের ছবি নিত্য মনোহর॥
যত হরিপ্রেমমুখ করেন দর্শন।
ততই দর্শন স্পৃহা বাড়ে অনুক্ষণ॥
যত হরিপ্রেমরস করেন ভোজন।
তত প্রেম ক্ষুধা তাঁর বাড়য়ে তখন॥
অনন্ত পিয়াস তাঁর, অনন্ত সম্ভোগ।
অনন্ত ব্রহ্মের ক্রোড়ে নিত্য স্বর্গভোগ॥
পৃথিবীতে দেহ তাঁর, কিন্তু আত্মারাম।
স্বর্গধামে ব্রহ্মকোলে খেলে অবিরাম॥
সচ্চিদ-আনন্দ ঘন হরি বক্ষ মাঝে।
চিৎখণ্ড শ্রীচৈতন্য সতত বিরাজে॥
ব্রহ্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ আনন্দে বিহ্বল।
ব্রহ্মানন্দরস পানে মত্ত অবিরল॥
মহাভাব রসলীলা, নব বৃন্দাবন।
নবীন স্বরগধাম, আনন্দকানন॥
নিত্য নব নব ভাব ভকতজীবনে।
সমাগত হয় আহা ব্রহ্মকৃপাগুণে॥

হরিদরশনে প্রাণ, বিচ্ছেদে মরণ।
এই ভাবে ভক্ত করে জীবনধারণ॥
শুক্লপক্ষচন্দ্রপ্রায় দর্শন সময়।
ভক্তের জীবনে আহা সদা বৃদ্ধি পায়॥
তথাপি তিলেক তরে হইলে বিচ্ছেদ।
শোকেতে উন্মত্ত হয়ে করে ভক্ত খেদ॥
দর্শনের মহানন্দ, বিচ্ছেদ যাতনা।
কে আছে এমন বল করিবে বর্ণনা॥
জগতের অনুপম সৌন্দর্য্য সকল।
যাঁর সৌন্দর্য্যের কণা, বলে ভক্তদল॥
সে সৌন্দর্য্যরসে যার হৃদয় মগন।
পাবে সে কি অন্য পানে ফিরাতে নয়ন॥
অন্তরে বাহিরে ভক্ত, হরিদরশন।
করি হরিপ্রেমানন্দে রহেন মগন।
আকাশে জলধিনীরে পর্ব্বত প্রান্তরে।
ফুলে ফলে নারীনরে বৃক্ষে সরোবরে।
ভকতি বিধৌত তাঁর নির্ম্মল হৃদয়।
শ্রীহরিকে দেখে নিত্য হইয়া নির্ভয়।
প্রাকৃতিক শোভামাঝে, বিশ্বের ঈশ্বরে
দেখেন আনন্দে ভক্ত সদা প্রেমভরে।
ব্রহ্মের সৌন্দর্য্যরসে মুগ্ধ প্রাণ মন।
অন্য চিন্তা অন্য ভাব নাহিক কখন॥
হাফেজ মনসুর আর সবলীর জীবনে।*
যে প্রেমের উন্মত্ততা বিদিত ভুবনে॥
তার সনে নারদের প্রগল্ভা ভকতি।
মিলিলে যে হয় মহা ভাবময়ী প্রীতি॥
যে প্রীতির ভরে গোরা উন্মত্ত নিয়ত।
প্রেমরাজ্যে বাস করে ভক্ত অবিরত॥
অগাধ প্রেমের খনি গৌরাঙ্গ জীবন।
তবু আরো প্রেম চান ভক্ত অনুক্ষণ॥

* উন্মত্ত প্রেমিক দেওয়ান হাফেজ, হোসেন মনসুর এবং আবুবেকর সবলী।

শ্রীহরি-বিচ্ছেদে আর তাঁহার মিলনে।
হয় অপরূপ ভাব তাঁহার জীবনে॥
দুর্ব্বল কোমল দেহ ভাবের পীড়ন।
সহিবারে পারে বল আহা কতক্ষণ॥
কভু পুলকিত প্রাণে নৃত্য অবিরাম।
কখন বিষম মূর্চ্ছা মৃত্যুর সমান॥
কখন ক্রন্দন করে ভকতপ্রবর।
পদ্মচক্ষে প্রেমধারা ঝরে নিরন্তর॥
লোমকূপ হতে কভু ছুটয়ে শোণিত।
কভু ঘর্ম্মে ভক্তদেহ হয় আচ্ছাদিত॥
সাত্ত্বিক বিকার যত হয় দেহে তাঁর।
সে শোভা হেরিলে মন মানে চমৎকার॥
ক্রমে দেহ ক্ষীণতর হইল তাঁহার।
কিন্তু প্রেম মহাভাব বাড়ে অনিবার॥
প্রেমাবেশে ভক্তপ্রাণ এমনি বিহ্বল।
বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয় ক্ষীণবল॥
এক দিন ভাবে ভোর হয়ে ভক্তবর।
পড়িলা সাগরনীরে, প্রেমেতে কাতর॥
ধীবরেরা জালে তাঁরে করিল উদ্ধার।
কিন্তু দেহ মৃতবৎ হয়েছে অসাড়॥
বহুক্ষণ ভক্তকর্ণে নাম উচ্চারণে।
সচেতন হইলেন ভকত তখনে॥
ভক্তরক্ষাতরে যত্নে প্রহরী নিয়ত।
করিলেন শিষ্যগণ ভয়ে নিয়োজিত॥
উন্মত্তের প্রায় গোরা হরিপ্রেমে মাতি।
অবিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দে ভাসে দিবা রাতি॥
রামানন্দ রায় আর প্রিয় দামোদরে।
বলিলেন শেষ বাক্য ভক্ত প্রেমভরে॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন হয় কলিযুগে সার।
শ্রীহরিচরণলাভে উপায় প্রসার॥ *

* প্রশস্ত।

সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় নামসংকীর্ত্তনে।
এত বলি এক শ্লোক কহিলা যতনে॥
"ভক্তবাঞ্ছা অনুসারে ওহে ভগবান্।
ধরেছ অনেক নাম করুণা-নিদান॥
নামমধ্যে তব শক্তি করেছ সঞ্চার।
শয়নে ভোজনে নাম যে ইচ্ছে যাহার॥
লয়ে সিদ্ধমনোরথ হয় জীবগণ।
এমনি করুণা তব পতিতপাবন॥
তথাপি দুর্দ্দৈববশে আমার হৃদয়।
নামে অনুরক্ত নহে ওহে দয়াময়॥" *
তৎপর স্বরূপ আর রামানন্দ রায়ে।
বলিলেন ভক্তবর সানন্দ হৃদয়ে॥
কিরূপে করিলে নাম হয় প্রেমোদয়।
তোমরা সকলে শুন হয়ে নিঃসংশয়॥
"তৃণ হতে নীচ বলি জেন আপনারে।
তরু হইতে সহিষ্ণু হইয়া সংসারে॥
আপনি অমানী হয়ে সবে দিবে মান।
এই ভাবে হরিগুণ গাও অবিরাম॥" †
তার পর বিলাপিয়া কহিলা ভকত।
"ধন জন নাহি চাহি ওহে দীননাথ॥
সুন্দরী কবিতা নাহি যাচয়ে হৃদয়।
এই ভিক্ষা জগদীশ দেও হে আমায়॥
জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি ও চরণে।
থাকে চির দিন যেন এ দাসের মনে॥" ‡

* এই শ্লোকটী তাঁহার স্বরচিত;—
"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

† "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

‡ "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা

পরে অনুকৃত এক শ্লোক সুললিত।
পড়িয়া প্রার্থনা করে ভক্ত সুবিনীত ॥
"ওহে প্রভো আমি চির দাস হে তোমার।
ভুলি তোমা ভবার্ণবে ভাসি অনিবার ॥
কৃপা করি এ দাসেরে তব পদধূলি।
করে লও দীননাথ কাতরেতে বলি ॥"
তার পর দীনভাবে ব্যাকুল হইয়া।
নিজ শ্লোক পড়ে ভক্ত প্রেমেতে মজিয়া ॥
"তব নাম লইতে লইতে মম কবে।
দুনয়নে গলদশ্রুধারা যে বহিবে ॥
কবে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইবে আমার।
বাক্য গদগদ হবে ওহে প্রেমাধার ॥
কবে দেহ পুলকে পুরিবে নিরন্তর।" *
তার পর বলে ভক্ত শ্লোক অন্তর ॥
"গোবিন্দ † বিরহে মম এ জগত হায়!
শূন্য হল, নিমেষ হইল যুগ প্রায় ॥
প্রাবৃটের প্রায় হল নয়ন আমার।" ‡
শ্রীহরি বিরহে প্রাণ কান্দে অনিবার ॥
শ্রীকৃষ্ণ জীবন মম হৃদয়ের ধন।
রাখিব হৃদয়ে তাঁরে আমি সর্ব্বক্ষণ ॥
এইরূপ সংক্ষেপেতে আত্মপরিচয়।
দিলেন ভকতবর, প্রমত্ত হৃদয় ॥
প্রাণের নিগূঢ় কথা, প্রিয় বন্ধুগণে।
প্রয়াণের কালে ভক্ত বলিলা যতনে ॥

জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতা-দ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

* নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

† গোবিন্দ—ঈশ্বর। গাং পৃথিবীং যঃ বেত্তি। যিনি পৃথিবীকে জানেন।

‡ যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

যে হরির তরে গোরা সতত পাগল।
যাঁহার সৌন্দর্য্যরসে পরাণ বিহ্বল ॥
তাঁহার সাধন পথ, প্রেম সুমহান্।
নামের মহিমা আর আপনার প্রাণ ॥
খুলি সবে বুঝাইলা জনমের মত।
কিন্তু কেহ না বুঝিল ভকতের চিত ॥
হরিপ্রেমে অবসন্ন শরীর তাঁহার।
কত আর সহে বল প্রেম অত্যাচার ॥
ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হল চারু কলেবর।
যেন আত্মা যাইবারে প্রস্তুত সত্বর ॥
একদিন গৌরচন্দ্রে পাওয়া নাহি গেল।
হায়রে প্রদীপ যেন আপনি নিভিল * ॥
পাগলের মত হায়! প্রিয় শিষ্যগণ।
প্রাণের পুতুলে করে কত অন্বেষণ ॥
মন্দিরে, সাগরতটে কাননে প্রান্তরে।
পুত্র হারা মাতা প্রায় দূর দূরান্তরে ॥
খুজিল বিশ্বাসী ভক্ত বান্ধব নিকর।
কিন্তু কোথা না মিলিল গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
কোথা গেলে কোথা গেলে সচীর কুমার।
তোমার বিরহে প্রাণ বাঁচে না যে আর ॥
তব প্রিয় শিষ্যগণ বিরহে তোমার।
কান্দিতেছে দিবারাত্রি দেখ একবার ॥
ধূলিধূসরিত অঙ্গে, দেখ কে কোথায়।
মৃত প্রায় প'ড়ে সদা করে হায় হায় ॥
সোনার প্রতিমা তুমি, প্রাণের সম্বল।
তোমা ছাড়ি দশ দিক্ আঁধার কেবল ॥
দেখ হে তোমার লাগি কান্দিছে সংসার।
কান্দিছে ভারত মাতা দুঃখে অনিবার ॥

* কেহ কেহ অনুমান করেন শ্রীগৌরাঙ্গ পুরার ভাবাবেশে সমুদ্রজলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

তরু লতা জীব জন্তু ভূধর গগণ ।
দেখনা তোমার তরে করিছে রোদন ॥
শোক বস্ত্র পরি যেন প্রকৃতি সুন্দরী ।
তোমা তরে কান্দিতেছে দিবাবিভাবরী ॥
চারি শত বর্ষ পরে এ পাপীর হিয়া ।
দেখনা কান্দিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥
পূর্ণিমার পরে যেন অমাবস্যা আসি ।
একেবারে ভারতেরে ফেলাইল গ্রাসি ॥
আনন্দের কোলাহল, কীর্ত্তনের রোল ।
ফুরাইল, এবে সুধু ক্রেন্দন কেবল ॥
অভিনয় অন্তে যথা নাট্যশালাচয় ।
ধরয়ে ভীষণ দৃশ্য মহাশোকময় ॥
দীপ মালা নিভে যায়, লোক সমুদয় ।
শূন্য করি চলি যায় প্রকাণ্ড আলয় ॥
জনকোলাহলে পূর্ণ বিশাল ভবন ।
নীরব আঁধারময় হয় তে যেমন ॥
তেমনি গৌরাঙ্গহীন বৈষ্ণব সমাজ ।
মলিন বিষাদময় হইলেক আজ ॥
সম্পন্ন গৃহীর গৃহে সবে পুত্র ধন ।
যায় যবে পরলোকে, সে দৃশ্য ভীষণ ॥
হেরিলে পাষাণ প্রাণ হয় বিগলিত ।
উদ্যান শ্মশানে যেন হয় পরিণত ॥
তেমতি গৌরাঙ্গহীন ভকতমণ্ডলী ।
হাহাকার রবে সদা কান্দয়ে কেবলি ॥
নৃপতি প্রতাপ রুদ্র গৌরাঙ্গ বিরহে ।
ত্যজেছে প্রাসাদ নিজ অবসন্ন দেহে ॥
দাস রঘুনাথ শোকে হ'য়ে মুহ্যমান ।
মহা দুঃখে বৃন্দাবনে করেছে প্রস্থান ॥
বাসুদেব সার্ব্বভৌম রামানন্দ সনে ।
গৌরাঙ্গ বিরহে দগ্ধ হন নিশিদিনে ॥
মাধবী মাইতি, বক্রেশ্বর সুপণ্ডিত ।
স্বরূপ পরমানন্দ কানাই ভকত ॥

সবে নিজ গৃহে বসি কান্দেন বিরলে ।
ভাসে ভক্ত বৈষ্ণবেরা সদা অশ্রুজলে ॥

গৌরাঙ্গ-বিয়োগ কথা,
ব্যাপিলেক যথা তথা
হিন্দুস্থান হ'ল শোকময় ।
নবদ্বীপে হাহাকার,
শোকবহ্নি দুর্ন্নিবার
উঠিলেক দহিয়া হৃদয় ॥
ভাগ্যবতী সচী মাতা,
হয়েছে স্বরগগতা,
গৌরাঙ্গের আগে কিছু দিন ।
সাধ্বী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
প্রাণপতি হারাইয়া
শোক দুঃখে রহেন মলিন ॥
শ্রীবাস ভক্ত মুরারি
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী
দামোদর গদাধর দাস ।
সঞ্জয় বিজয় আদি,
গৌর-শোকে নিরবধি
হরিনাম ধরি করে বাস ॥
গৌরাঙ্গের অন্ত পরে,
শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে,
খড়দহে নিত্যানন্দ রায় ॥
গিয়াছেন স্বর্গলোকে,
ভক্তগণ মহাশোকে
কান্দে সবে দুঃখে উভরায় ॥
ভক্ত রূপসনাতন,
গেছে শান্তি নিকেতন
বৃন্দাবন করিয়া আঁধার ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট,
নরোত্তম শ্রীভূগর্ভ
হরিদাস আচার্য্য রাঘব ।

লোকনাথ শ্যামানন্দ,
আর যত ভক্তবৃন্দ
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে ভ্রমে সব ॥
বিচিত্র শ্রীহরিলীলা,
অদ্ভুত যাঁহার খেলা
শ্রীগৌরাঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
স্বর্গধামে লয়ে গেলা,
বসিল প্রেমের মেলা
হরিপদ নব বৃন্দাবনে * ॥
শ্রীহরি যাঁদেরে লয়ে,
বিধানের রঙ্গালয়ে
করে নব লীলা প্রকটন।
বিচিত্র প্রেমবন্ধনে,
বদ্ধ তাঁরা নিশিদিনে
এক প্রাণ, একই জীবন ॥
প্রতিমার কাঠামেতে, †
সব মূর্ত্তি এক সাথে
বদ্ধ যথা রহে অনুক্ষণ।
একত্র পূজিত হয়,
একত্র সজ্জিত রয়,
এক সঙ্গে লভে বিসর্জ্জন ॥
তেমতি গৌরাঙ্গলীলা,
এক সঙ্গে ফুরাইলা
হিন্দুস্থান করি অন্ধকার।
প্রাণপ্রিয়তম ধন,
কোথায় গৌরাঙ্গ মম
জননীর প্রাণের কুমার ॥
ভকতি প্রেমের খনি,
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি
বিধানের মরকতহার।
ঊষর ভূমিতে তুমি,
অমৃত সরসি খনি *
আর্য্যভূমি করিয়া উদ্ধার ॥
কোথা গেলে চলি হায়,
আসিবে কি পুনরায়
দগ্ধ হৃদি করিতে শীতল।
বলেছিলে দেব তুমি,
"আবার আসিব আমি"
লয়ে প্রেম ভকতি সম্বল ॥
তাই কি নববিধানে,
নবভক্তবৃন্দ-প্রাণে
কেশবের † চরিত্র-দর্পণে।
তোমার প্রেমমূরতি,
নিরখিয়া পাপ হৃদি
ভক্তিবারি লভয়ে জীবনে ॥
কোথায় অদ্বৈতাচার্য্য,
জ্ঞানী ভক্তগণ পূজ্য
অতি বৃদ্ধ প্রেমিক প্রধান।
বিধানের অগ্রদূত,
সুপ্রসন্ন যোগযুত
পিতৃসম তুমি মতিমান ॥
কোথা নিত্যানন্দ রায়,
তব অদর্শনে হায়!
বঙ্গদেশ কান্দিয়া আকুল।
তোমার মতন কেবা,
করিবে পাপীর সেবা
কে সাধিবে জাতির নির্ম্মূল ‡ ?

* শ্রীহরির পাদপদ্মরূপ নববৃন্দাবনে।

† প্রতিমার কাঠাম অর্থাৎ যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমাগুলি একত্র সংযোজিত থাকে।

* খনন করিয়া।

† নবভক্ত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন।

‡ উন্মত্ত প্রেমিক মহাত্মা নিত্যানন্দ জাতি...

উন্মত্ত প্রেমিক তুমি,
মানবের হিতকামী
অসঙ্গ বৈরাগী বীরবর।
তোমা হেন প্রেম ভরে,
হরিনাম ঘরে ঘরে
কে শুনাবে করিয়া আদর॥
ব্রহ্মের বিশ্বাসী দাস,
কোথা ভক্ত হরিদাস
ক্ষমা সহিষ্ণুতা মূর্ত্তিমান।
ভারতে অপূর্ব্ব কাজ,
করিলে হে ভক্তরাজ,
মিলাইয়া হিন্দু মুসলমান॥
তোমাদের সমাগমে,
স্বর্গধাম মর্ত্তভূমে
এসেছিল ব্রহ্মকৃপাগুণে।
সে স্বর্গীয় দৃশ্য হায়,
অন্তর্হিত পুনরায়
হইল এ ভারত ভুবনে॥
যদিও গিয়াছ সবে,
তথাপি তোমরা ভবে
আছ হ'য়ে অজর অমর।
হয়ে আত্মা নিরাকার,
করিছ সদা বিহার
ভাব শক্তি রূপে নিরন্তর॥
তোমাদের সুচরিত,
প্রেম ভক্তি ভাব যত
লুপ্ত নাহি হইবে কখন।
যেখানে ভকতি-স্রোত,
শুদ্ধ ভাবে প্রবাহিত
যে স্থানেতে নাম সংকীর্ত্তন॥

ভেদ নির্ম্মূল করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।

যেখানে বিশ্বাস ভক্তি,
প্রেম পুণ্য অনাসক্তি,
দীনতা বৈরাগ্য বর্ত্তমান।
সেখানে গৌরাঙ্গ মোর,
দলসহ নিরন্তর,
ভাবরূপে সদা মূর্ত্তিমান॥
হরিসহ হরিদাস,
ভকত হৃদয়ে বাস,
প্রেমরূপে করে দিবানিশি॥
নবভক্ত উৎপাদন,
করিছে ভক্তজীবন,
বিধানের মহিমা প্রকাশি॥
বাঙ্গালীর হৃদিস্তরে,
গৌরাঙ্গ বিরাজ করে,
গৌরভাবে বাঙ্গালী মোহিত।
নৈলে কেন সংকীর্ত্তনে,
প্রতি বাঙ্গালীর প্রাণে,
ভক্তিভাব হয় উথলিত॥
হরিনামে প্রাণ গলে,
ভাসে নয়নের জলে,
হয় হৃদে কত ভাবোদয়।
কঠোর পরাণ মম,
গলে হয় জল সম,
প্রেমানন্দে ভাসয়ে হৃদয়॥
ধন্য দয়াময় হরি,
তোমার করুণা স্মরি,
প্রাণ মন হয় বিমোহিত।
কি স্বর্গীয় উপাদানে,
গড়িয়া ভকত জনে,
করিলে বিধানে প্রকটিত॥
কত ভক্ত মহাজন,
এক স্থানে সম্মিলন,

করিয়া বিধানরঙ্গভূমে।
প্রেমলীলা চমৎকার,
করিলে হে বিশ্বাধার,
জীবে তরাইতে মহোদ্যমে॥
বরিষার ধারা প্রায়,
তব প্রেম এ ধরায়,
নিপতিত হল অনর্গল।
কত হৃদিসরোবর,
সে জলেতে নিরন্তর,
পরিপূর্ণ হল অবিরল॥
কর মোরে আশীর্ব্বাদ,
এহেন বিধানে নাথ,
হয় যেন এ পাপীর মতি।
তব গৌরাঙ্গের প্রতি,
দাও হে প্রেম ভকতি,
দাও প্রাণে ভক্তদলে প্রীতি॥
হবে কি সে দিন হরি,
মহাভাব প্রাণে ধরি,
লবে তব গৌরপদধূলি।
হয়ে দীন অকিঞ্চন,
সেবিব তব চরণ,
শুষ্কপ্রাণ যাবে প্রেমে গলি॥
তব কৃপা বিনা প্রভু,
অন্য পথ নাই কভু,
হরিভক্তি লভিবার তরে।
তাই হে করুণাসিন্ধু,
বিতর হে কৃপাবিন্দু,
তব পদে নমি ভক্তিভরে॥

ভক্তের জীবন, বিধানের খনি
প্রভুর বিশেষ দান।
বিশেষত্ব তাঁর, বিধানের সার
নববিধি মূর্ত্তিমান॥
প্রফুল্ল গোলাপ, ক্রমে শুষ্ক হয়
অথচ সৌরভ তার।
আতর আকারে, স্থায়ী ভাবে রয়
গন্ধ দেয় অনিবার॥
বারিদে বারিদে, বিজলি চমকে
চতুর বিজ্ঞানী জন।
বিজ্ঞান কৌশলে, ধরি সে তাড়িত
সাধে কার্য্য অনুক্ষণ॥
প্রভুর নিয়মে, দেহধারী ভক্ত
যান চলি স্বর্গধামে।
স্থূল কলেবর, সাকার বিভব
লুপ্ত হয় ক্রমে ক্রমে॥
"অসত্য সাকার, সত্য নিরাকার"
এই সত্য বিশ্বপতি।
ভক্তের জীবনে, প্রতিপন্ন করি
দেখান জগতে প্রীতি॥
ভক্তের চরিত্র, বিধানে দৃষ্টান্ত
মনোরম নিরাকার।
ভাবী বংশ তরে, রাখেন শ্রীহরি
যত্ন করি অনিবার॥
বিধানের তত্ত্ব, চাহ যদি বুঝি
চাহ বিশেষত্ব তার।
ভকতচরিত, শ্রদ্ধা ভক্তি সহ
পড় সবে বার বার॥
ব্রহ্মের স্বরূপ, বিধানের সার
ভক্তের শুদ্ধচরিত।
সব লাভ হবে, ব্রহ্মের আলোকে
যদি হবে আলোকিত॥
ভক্তের চরিত্র, কর অধ্যয়ন
ভক্তের মতন হয়ে।

ভক্তপ্রাণধন, পরম ঈশ্বরে
ভজ একান্ত হৃদয়ে॥
দেশকালাধীন, বাহ্য আচরণ
ভকতচরিত নয়।
তাহে মুগ্ধ যেন, নাহি হয় মন
সাবধান বন্ধুচয়॥
ভক্তের প্রকৃতি, অন্তর জীবন
নিগূঢ় মিষ্ট চরিত।
তাহে যেন ভব, ভক্তিনয়ন
বদ্ধ থাকে অবিরত॥
গৌরাঙ্গচরিত্র, অগাধ সমুদ্র
যাহে প্রেম-ভক্তিমণি।
রহিয়াছে কত, সংখ্যা তার বল
কোথায় পাইবে গণি॥
এ হেন সমুদ্র, হতে দয়াময়
প্রেম-মণি কিছু মোরে।
ক'রে বিতরণ, এ পাপীর হিয়া
শুদ্ধ কর কৃপা ক'রে॥
গৌর-প্রেমমণি, ধরি মম শিরে
পরি গলে ভক্তিহার।
তব পাদপদ্ম, ঘেরি বন্ধুসনে
নাচিব হে অনিবার॥
এই ভিক্ষা করি, ও পদ-সরোজে
করি নাথ প্রণিপাত।
ভক্তিহীন দীনে, দাস অকিঞ্চনে
কর দেব আশীর্ব্বাদ॥

শ্রীগৌরাঙ্গে বৈরাগ্য, মাতৃভক্তি, নীতি, স্বজন-স্বদেশ-ভক্ত-বাৎসল্য এবং চরিত্রের বিশেষ ভাব।

গৌরের বৈরাগ্যনিধি স্বর্গীয় রতন।
দেখে নাই হেন ভাব পৃথিবী কখন॥
যুগে যুগে নরগণ দেখেছে সন্ন্যাস।
কিন্তু হেরে নাই কভু বৈরাগ্য-বিলাস॥
বিশুদ্ধ বৈরাগ্য সনে প্রেমের মিলনে।
কি এক অপূর্ব্ব ভাব হয় এ জীবনে॥
হেরিবারে যদি চাও প্রিয় ভ্রাতৃগণ।
গৌরাঙ্গজীবন তবে কর অধ্যয়ন॥
অধ্যাত্ম জীবন তরে অলঙ্ঘ্য নিয়ম। *
বৈরাগ্যের বিধি নিত্য জেন সুধীজন॥
বিষয়েতে অনাসক্তি, লক্ষে রহে মন।
এই হয় বৈরাগ্যের সংজ্ঞা সাধারণ॥
বিষয়ে আসক্তি যদি থাকে হে তোমার।
সাধ্য বস্তু লাভ করা অসাধ্য সবার॥
দুই প্রভু সেবা কেহ করিতে না পারে।
মন রহে হরিপদে অথবা সংসারে॥
তাই সব বিধানেতে বৈরাগ্য সাধনে।
উপদেশ সুদৃষ্টান্ত আছয়ে ভুবনে॥
কিন্তু বৈরাগ্যেতে হয় জীবন নীরস।
স্নেহ প্রেম ভালবাসা যেন হয় নাশ॥
বারিহীন শস্যহীন সুধু ধূলিময়।
মরুভূমি প্রায় হয় তাঁহার হৃদয়॥
ত্যাগমন্ত্রে সুদীক্ষিত হইয়া সে জন।
দারা পুত্র গৃহবিত্ত আত্মীয় স্বজন॥
সব ত্যজি গিরিগুহা নির্জ্জন কানন।
করেন আশ্রয় নিত্য বৈরাগী সুজন॥
পূর্ব্ব নাম পূর্ব্ব ধাম পূর্ব্বের সম্বন্ধ।
সব ত্যজিবারে করে অনুদিন যত্ন॥
"কা তব কান্তা কে তব পুত্ত্র" এই নীতি।
প্রাচীন বৈরাগিগণ করিতেন প্রীতি॥

* অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে হইলে, বৈরাগ্যের বিধি গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান নববিধানে বাহ্য বৈরাগ্য নাই, একণে অন্তর্বৈরাগ্য প্রকৃপীয়। অন্তরে বিষয়ে বিরাগ, বাহ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম ইহাই নববিধানের বিশেষ বিধি।

তাই পৃথিবীর যত সম্বন্ধ ছেদন।
করি মুক্ত ভাব তারা করিত ধারণ ॥
কিন্তু পৃথিবীর যত সম্বন্ধ নিচয়।
ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত জানি সুনিশ্চয় ॥
শুদ্ধ অনাসক্ত হয়ে প্রেমে নিরন্তর।
করে নাই পূর্ব্বতন সাধক আদর।
কিন্তু বিধাতার এক অপূর্ব্ব কৌশলে।
অধ্যাত্ম সম্বন্ধ জ্ঞান উদিল ভূতলে ॥
স্বর্গের অপূর্ব্ব শুদ্ধ সম্বন্ধ বন্ধনে।
বান্ধিলেন গৌরচন্দ্র প্রিয় ভক্তজনে ॥
ঈশ্বরের সনে জীব অশেষ বন্ধনে।
বদ্ধ আছে এ সংসারে প্রেমের মিলনে ॥
ব্রহ্ম পিতা মাতা সখা বিধাতা বান্ধব।
পতি গতি ধাতা ত্রাতা জীবন-বল্লভ ॥
ব্রহ্মকৃপাগুণে জীব সম্বন্ধ নিচয়।
বুঝিতে পারিলে লভে ভক্তি মধুময় ॥
সেইরূপ জীব সনে সম্বন্ধ জীবের।
বুঝিলেই ছিন্ন হয় বন্ধন ভবের ॥
যে সম্বন্ধ মোহময় অবিদ্যা-জড়িত।
সদা বর্জ্জনীয় তাহা জানিবে নিয়ত ॥
কিন্তু শুদ্ধ প্রাকৃতিক সম্বন্ধ নিচয়।
পরিত্রাণপ্রদ নিত্য অতি মধুময় ॥
এ জগতে হরিনাম করিয়া প্রচার।
সাধিবারে মানবের কল্যাণ অপার ॥
মাতা পত্নী জন্মভূমি ত্যজিলা নিমাই।
বাহিরে সম্বন্ধশূন্য মনে হয় তাই ॥
কিন্তু ইহা ত্যাগ নহে সম্যক্ গ্রহণ।
হরিপাদপদ্মে সবে করি আকর্ষণ ॥
স্বাভিক সম্বন্ধ করি হরিতে শোধন।
সবাকারে করে গোরা অস্নাতে গ্রহণ ॥
হরিপ্রেমে পূর্ণ যাঁর হৃদয় আগার।
মাতা পত্নী প্রতি প্রেম নাহি কি তাঁহার ?

সন্ন্যাসের অনুরোধে সচীর নন্দন।
ত্যজেছেন মাতা পত্নী আত্মীয় স্বজন ॥
কিন্তু হরিনাম দিয়া সবাকার সনে।
হয়েছেন বদ্ধ গোরা স্বর্গীয় বন্ধনে ॥
অনুপম মাতৃভক্তি আছিল তাঁহার।
যথায় থাকিত গোরা তথায় মাতার ॥
ল'তেন সংবাদ তিনি তাঁর প্রীতি তরে।
প্রসাদ বসন আদি দিতেন সাদরে ॥
সন্ন্যাসের পরে তিনি দুবার স্বদেশে।
আসি মাতৃপাদপদ্ম পূজেন হরষে ॥
শেষবার শান্তিপুরে আসিলে ভকত।
আসিলা জননীদেবী হেরিবারে সুত ॥
মাতা হেরি শ্রীচৈতন্য দণ্ডবৎ হয়ে।
ক্ষণকাল মাতৃপদে রহেন পড়িয়ে ॥
পরে উঠি মাতৃস্তব করি সকাতরে।
জননীরে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করে ॥
বলিলেন স্নেহময়ী জননী আমার।
তব স্নেহঋণ আমি নারি শোধিবার ॥
কিছু মাত্র কৃষ্ণভক্তি থাকে যদি মম।
তোমা হতে লভিয়াছি সে বস্তু উত্তম ॥
জননী পুত্রের তরে করিলা রন্ধন।
বন্ধুজনসহ গোরা করিলা ভোজন ॥
ভোজ্য মধ্যে শাক ছিল তাঁর প্রিয়তম।
করিলা প্রশংসা তার ভকত-সত্তম ॥
সন্ন্যাসী হইয়া তিনি জননীর মনে।
দিয়াছেন কত দুঃখ হায়! নিশি-দিনে ॥
এ বলি আক্ষেপ তিনি করিতেন কত।
মাতৃদুঃখে প্রাণ তাঁর ছিল বিষাদিত ॥
সন্ন্যাসের অনুরোধে পত্নীর সহিত।
যদিও সাক্ষাৎ তাঁর হয়নি কচিৎ ॥
তথাপি তাঁহার কথা জাগিত অন্তরে।
টানিতেন তাঁর প্রাণ থাকি বহুদূরে ॥

মাতা পত্নী রক্ষা তরে সাধু দামোদরে।
পাঠান গৌরাঙ্গদেব নদীয়া নগরে।
ভক্তদত্ত বহুমূল্য বসন কখন।
বিষ্ণুপ্রিয়া তরে তিনি করেন প্রেরণ॥
বাহিরেতে ত্যাগ কিন্তু অন্তরে গ্রহণ।
এই ভাবে পতি পত্নী করেন সাধন॥
পত্নীর মধুর ভাব লইয়া ভকত।
প্রকৃতি হইয়া তিনি প্রেমে অবিরত॥
শ্রীহরিরে কান্তভাবে করেন ভজন।
যাহে মুগ্ধ পুলকিত নিখিল ভুবন॥
স্বদেশবিদেশবাসী প্রিয়ভক্তগণে।
কত ভালবাসে গোরা আহা নিশিদিনে॥
নদীয়ার নারীগণ ভক্তের কারণ।
নীলাচলে নানা খাদ্য করিত প্রেরণ॥
কত সমাদরে গোরা খাদ্য সমুদয়।
আস্বাদিয়া দিত সবে আনন্দ অভয়॥
দেশ হতে নীলাচলে ভক্তগণ যবে।
আসিতেন বর্ষপরে মহা মহোৎসবে॥
অতুল প্রেমেতে গোরা প্রতি ভক্তজনে।
তুষিতেন যথাযোগ্য প্রীতি আলিঙ্গনে॥
পুষ্পমালা সুগন্ধি প্রসাদ বহুতর।
দিতেন ভকত জনে করিয়া আদর॥
স্বদেশের কত কথা পুছিতেন সবে।
কাহারেও কভু যেন ভুলে নাই ভবে॥
প্রিয়ভক্ত সনাতন কুষ্ঠগ্রস্ত হয়ে।
আসিলেন নীলাচলে ব্যথিত হৃদয়ে॥
নিম্নজাতি মহাপাপী বলি আপনারে।
ভাবিতেন সনাতন সতত সংসারে॥
তদুপরি কুষ্ঠরোগে দেহ ক্লেদময়।
এই হেতু ম্রিয়মাণ তাঁহার হৃদয়॥
মনোদুঃখে নাহি যান চৈতন্যসদন।
হরিদাস-গৃহে রন দুঃখাকুলমন॥

একদিন শ্রীচৈতন্য হরিদাস গেহে।
আসিলেন দেখিবারে অনুপম স্নেহে॥
হেন কালে সনাতনে করিয়া দর্শন।
প্রেমে মত্ত হয়ে তাঁরে দিলা আলিঙ্গন॥
সনাতন দেহস্থিত দুর্গন্ধ গলিত।
ভকতের চারুদেহ করে বিলেপিত॥
ভক্ত আলিঙ্গন লভি সনাতন মনে।
পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হয় অনুতাপাগুনে॥
ভাবিলেন সনাতন, মোর দেহক্লেদ।
গৌরের পবিত্র তনু করে কলুষিত।
যেই ভক্তে গৌরচন্দ্র করে আলিঙ্গন।
তারি দেহ মম ক্লেদ করিবে দূষণ॥
হায় তবে ছার প্রাণ রাখিব না আর।
রথচক্রে তলে দেহ করিব সংহার॥
এ হেন সংকল্প করি আছেন তথায়।
পুন একদিন এলা গৌরচন্দ্র রায়॥
সনাতন-মনোভাব বুঝিবারে পারি।
বলিলেন সনাতন, তুমি দেহ ছাড়ি॥
লভিতে কি চাও সেই শ্রীহরিচরণ?
আত্মহত্যা নহে তার পথ কদাচন॥
দেহ ত্যজি যদি কভু হরি লাভ হয়।
শত দেহ ত্যজিবারে পারি নিঃসংশয়॥
কুবাঞ্ছা ছাড়িয়া কর শ্রীহরি ভজন।
ভজনে করিবে লাভ তাঁহার চরণ॥
শ্রীহরি-ভজনে নাই জাতির বিচার।
নিম্নতম জাতি লভে উচ্চ অধিকার॥
উচ্চ জাতি হলে হয় মনে অভিমান।
অভিমানে হরিভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
ভকতের মধুময় সস্নেহ বচন।
শুনি সকাতরে বলে দীন সনাতন॥
কেন বাঁচাইতে চাও এ পাপ জীবন।
মোর ছার দেহে তব কিবা প্রয়োজন?

শুনিয়া বলিলা ভক্ত ও দেহ আমার।
তব দেহে নাই আর তব অধিকার॥
করিয়াছ তব দেহ মোরে সমর্পণ।
তব দেহে আছে মোর কার্য্য অগণন॥
অবশেষে গোরাচান্দ তার হস্ত ধরি।
কান্দিতে কান্দিতে বলে অনুনয় করি॥
"আমার মাথার দিব্য শুন সনাতন।
করিও না তব দেহ কদাচ নিধন॥"
শুনিয়া ভক্তের সেই অপূর্ব্ব বচন।
অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে বলে সনাতন॥
শিরে'ধার্য্য করিলাম আদেশ তোমার।
যা বলিবে তাই আমি করিব হে সার॥
আহা কি অপূর্ব্ব প্রেম গৌরাঙ্গহৃদয়ে।
প্রেমে নারী হয়েছেন লভি প্রেমময়ে॥
জননীর মত তিনি প্রিয়ভক্তগণে।
বাসেন সতত ভাল পুত্রাধিকজ্ঞানে॥
তাঁর প্রিয় ভক্ত ভৃত্য গোবিন্দের সনে।
ভ্রমিলেন গৌরচন্দ্র দক্ষিণে দক্ষিণে॥ *
কত যে বাসিত ভাল তাঁরে সচীসুত।
সে কথা শুনিলে প্রাণ হয় বিমোহিত॥
দীর্ঘ উপবাস পরে কোন সাধু তাঁরে।
ছয়টী সুপক্ক ফল দিলা সমাদরে॥
কিন্তু গোবিন্দের ক্ষুধা বুঝিয়া ভকত।
সকলি তাঁহারে দিলা হয়ে হরষিত॥
যদিও সন্ন্যাসী ছিলা সচীর নন্দন।
মর্কট বৈরাগ্য তাঁর ছিল না কখন॥
গার্হস্থ্য আশ্রম তরে ছিল প্রীতি তাঁর।
হবে না সন্ন্যাসী কভু সকল সংসার॥
তাঁর প্রিয় ধর্ম্মভ্রাতা নিতাই চন্দ্রেরে।
বিধি দিলা গৌরচন্দ্র পরিণয়তরে॥
নিত্যানন্দ ধর্ম্মপত্নী করিয়া গ্রহণ।
গৃহী প্রচারক হয়ে যাপিলা জীবন॥
একবার ভক্ত যবে এলা বঙ্গভূমে।
সতীকুলবধূ এক অতি সসম্ভ্রমে॥
প্রণমিল আসি তাঁর রাজীব-চরণে।
ভকত আশীষ করে সস্নেহ বচনে॥
পুত্রবতী হও বৎসে মোর আশীর্ব্বাদে।
আশীর্ব্বাদ শুনি বধূ কান্দে অবিচ্ছেদে॥
শুনিয়া ক্রন্দন তাঁর পুছে গৌর রায়।
কেন কান্দে আশীর্ব্বাদে বলতো আমায়॥
শুনিয়া সকলে তাঁরে বলিলা বিষাদে।
এঁর পতি নীলাচলে রহে তব সাথে॥
পত্নী সনে কোন দিন না করে সাক্ষাৎ।
কেমনে ইঁহার পুত্র হবে অকস্মাৎ॥
শুনিয়া ব্যথিত হল গৌরাঙ্গের মন।
পুন তিনি নীলাচলে করিয়া গমন॥
কুলবধূস্বামী জনে করি তিরস্কার।
পাঠাইয়া দিলা তারে আপন আগার॥
অবশেষে জনমিলে তনয় তাঁহার।
লভিলেন শ্রীচৈতন্য আনন্দ অপার॥
অতি প্রিয় ছিল তাঁর গৃহস্থ বৈষ্ণব।
কত প্রিয় ছিল তাঁর শ্রীবাসাদি সব॥
জীবসেবা তরে সুধু সন্ন্যাস আশ্রয়।
মর্কট বৈরাগ্যে ফল কিছু নাহি হয়॥
ভক্তিভরে হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন।
যেই করে সেই পায় শ্রীহরিচরণ॥
গৃহস্থ সাধক কিম্বা সন্ন্যাসী বৈরাগী।
সকলের তরে এই একমাত্র বিধি॥
এই তত্ত্ব শিখাইতে ভক্ত মহাজন।
করিলেন জীব সনে হেন আচরণ॥

---

* দক্ষিণে—দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে।

গৌরাঙ্গহৃদয়, শুদ্ধ প্রেমময়
মহা সতী নারীর মতন ।
প্রেমে বিগলিত, পুণ্যে বিভূষিত
প্রেম পুণ্যে অপূর্ব্ব মিলন ॥
সতী নারী যথা, অপবিত্র কথা
কভু না সহিতে পারে ।
তেমনি ভকত, দুর্নীতি দুরিত
বিষবৎ ঘৃণা করে ॥
পুণ্য বিনা প্রীতি, অসম্ভব অতি
যথা প্রাণহীন দেহ ।
পুণ্যের অভাবে, ব্রহ্মানন্দ ভবে
লভিতে না পারে কেহ ॥
প্রেমিক প্রধান, রসিক মহান
গৌরাঙ্গ সচীনন্দন ।
তাই পুণ্যনীতি, প্রেমের সংহতি
মিলাইলা অনুক্ষণ ॥
নবনীতপ্রায়, কোমল ধরায়
যাঁহার হৃদয় মন ।
নীতিতে সে জন, বজ্রের মতন
হেরি ভীত জনগণ ॥
সুকোমল প্রেমে, মালিন্য জনমে
শিথিলতা ব্যভিচার ।
ক্রমে আসি তায়, গ্রাসে এ ধরায়
ধর্ম্মনাশ হয় তার ॥
সুধাময় ক্ষীরে, বিন্দু মূত্র * প'ড়ে
যথা করে কলুষিত ।
প্রেমেতে তেমতি, পশিলে দুর্নীতি
হয় সব বিনাশিত ॥

তাই শ্রীভকত, প্রেমেতে নিয়ত
পুণ্য সম্মিলিত করি ।
প্রেমপুণ্যযোগে, শুদ্ধ অনুরাগে
মত্ত দিবা বিভাবরী ॥
ছোট হরিদাস, লয়েছে সন্ন্যাস
কিন্তু কামগন্ধ তার ।
গূঢ়ভাবে হেরে, ত্যাগ করে তারে
শুনে লাগে চমৎকার ॥
নারীসম্ভাষণ, তা'সনে মিশ্রণ
সন্ন্যাসীর দূষ্য অতি ।
তার দণ্ডদানে, ভক্তদের প্রাণে
উপজিল ঘোর ভীতি ॥
গৌরভক্তগণ, সাবধান হন
সবে নীতিপথে যান ।
গৌরের শাসনে, তাঁর জীবমানে
নহে নীতি ম্রিয়মাণ ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘন, যদি কোন জন
করিত ভক্তের দলে ।
সচীর নন্দন, তারে সুশাসন
করিতেন সুকৌশলে ॥
প্রতাপ নৃপতি, * গৌরাঙ্গের প্রতি
অতিশয় ভক্তিমান ।
গৌরাঙ্গচরণ, করিতে বন্দন
হইলেন যত্নবান ॥
সন্ন্যাস বিধানে, নৃপতির সনে
বাক্যালাপ যুক্ত নয় ।
তাই নৃপতিরে, তাঁরে ভেটিবারে
নাহি দিলা মহাশয় ॥
নৃপ পরিশেষে, আসি ছদ্মবেশে
গৌরাঙ্গচরণে পড়ে ।

* মূত্র—গোমূত্র বুঝিতে হইবে। এক কলসী দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্র পড়িলে যেমন নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি প্রেমে একবিন্দু অপবিত্রতা আসিলেই উহা বিনষ্ট হয়।

* উড়িষ্যার রাজা মহাত্মা প্রতাপরুদ্র।

জনমের মত, ভক্ত অনুগত
হইলেন ভক্তিভরে ॥
জানয়ে সবায়, রামানন্দ রায়
গৌরাঙ্গের প্রিয় অতি।
গোপীনাথ তাঁর, ভ্রাতা অত্যুদার *
রাজভৃত্য মন্দমতি ॥
অপব্যয় তরে, রাজা দণ্ড তারে
দিবে অতি সুকঠিন।
এই কথা শুনে, গৌরাঙ্গ-সদনে
করে সবে নিবেদন ॥
রাজারে কহিয়া, দণ্ড নিবারিয়া
দাও ওহে মহাশয়।
শুনি ভক্তবর, বলিলা উত্তর
ইথে রাজা দোষী নয় ॥
রাজস্ব বিনাশ, করি যেই দাস
করে হেন অপব্যয়।
দণ্ডনীয় সেই, জানিবে সদাই
কর্ম্মমত ফল হয় ॥
ন্যায়দৃষ্টি তাঁর, ছিল এ প্রকার
অন্যায়ে প্রশ্রয় তিনি।
না দিতা কখন, ন্যায় সমর্থন
করিতা দিন যামিনী ॥
সাধু লোকনাথ, গৌরাঙ্গের সাথ
ন'দেতে † হলা মিলিত।

বড় সাধ তাঁর, রন অনিবার
গৌর সনে ইচ্ছামত ॥
অনুরাগী হয়ে, সবারে ত্যজিয়ে
এলা গৌর দরশনে।
প্রেম আলিঙ্গনে, গৌর তাঁর মনে
দিলা সুখ নিশিদিনে ॥
দিনকত পরে, গৌরাঙ্গ তাঁহারে
বলিলেন প্রেমভরে।
লুপ্ত বৃন্দাবন, উদ্ধার কারণ
যাও সেথা শীঘ্র ক'রে ॥
ভকতের কথা, শুনি প্রাণে ব্যথা
পাইলেন লোকনাথ।
ভাবিলেন মনে, কিসের কারণে
না পুরিল মনসাধ ॥
সচীর নন্দন, বুঝি তাঁর মন
বলিলেন স্নেহে গলে।
সুখী হইবারে, আসিনি সংসারে
তুমি আমি জেন সার ॥
মোদের নিয়তি, জীবনের পতি
কেবল জীব উদ্ধার ॥
শুনি ভক্তবর, * গেলেন সত্বর
প্রেমতীর্থ বৃন্দাবন।
সমস্ত জীবন, সাধন ভজন
করে সেথা অনুক্ষণ ॥
রমণী-বদনে, একদিন শুনে
মধুময় ভক্তি গান।
প্রমত্ত হৃদয়ে, সেই দিকে ধেয়ে
অন্ধভাবে ভক্ত যান ॥
গোবিন্দ তা হেরি, ভকতে নিবারি
বলিলা "নারীর গান"।

* ইনি অত্যন্ত উদারতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক রাজা প্রতাপরুদ্রের বহু অর্থ ব্যয় করেন।

† ন'দেতে—নদীয়া নগরে, নবদ্বীপে। মহাত্মা লোকনাথ একজন আশ্চর্য্য ভক্ত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবন উদ্ধারের ভার সর্ব্বপ্রথম ইঁহার উপর অর্পণ করেন। ইঁহার ইচ্ছা ছিল শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে থাকিয়া লীলাদর্শন ও ভক্তিরসাস্বাদ করেন। কিন্তু তাহা হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি বৃন্দাবন উদ্ধার জন্য শীঘ্র বৃন্দাবনে যাও। ইহাতে লোকনাথ দুঃখিত হইলেন দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, তুমি আমি সংসারে সুখী হইবার জন্য আসি নাই।

* মহাত্মা লোকনা[illegible]

শুনে সচেতন, হইয়া তখন
বলে, আজি মম প্রাণ॥
করিলে রক্ষণ, যদি পরশন
হত মম নারীসনে।
নিশ্চয় আমার, জীবন এবার
হত শেষ জেন মনে॥
তব প্রেমঋণ, আমি কোন দিন
না পারিব শোধিবারে।
এই ভাবে তুমি, দিবস যামিনী
সাবধান করো মোরে॥
নীতি দৃষ্টি তাঁর, কিবা চমৎকার
ভাবিলে অবাক হই।
হেন নীতি বিনে, কেহ কি ভুবনে
হয় কভু বিশ্বজয়ী?
ব্রহ্মের কৃপায়, পুণ্যের প্রভায়
ভাগবতী তনু তিনি!
লভিলা জগতে, শ্রীহরি যাহাতে
খেলেন দিবা যামিনী॥
বিকারবিহীন, পাপগন্ধহীন
হেন শুদ্ধ কলেবর।
না পেলে কি কেহ, হরি অহরহ
করে লীলা মনোহর?
মহাভাব ভরে, পাত্র এসংসারে
শুদ্ধ দেহ মন বিনে।
কিবা আছে আর, তাই দেহ তাঁর
শুদ্ধ হল পুণ্যাগুনে॥
এহেন জীবন, করিতে বর্ণন
কার সাধ্য আছে বল?
হরিকৃপা বিনে, কে বল জীবনে
লভিবে ভক্তি সম্বল?
ওহে প্রাণধন, দুঃখী অভাজন
আমি অতি দয়াময়।
জগতের যত, জীব কোটী শত
মরে দুঃখী অতিশয়॥

তুমি আমাদেরে, সুখী করিবারে
চৈতন্যে পাঠালে ভবে।
অকাতরে তিনি, দিবস যামিনী
বিতরিলা ভক্তি সবে॥
কিন্তু জগজ্জন, গৌরাঙ্গজীবন
ভকতি বৈরাগ্য তাঁর।
না লয়ে সংসারে, দুঃখভোগ করে
রোগে শোকে অনিবার॥
তাই প্রেমময়, হও হে সদয়
দুঃখী জগতের প্রতি।
গৌরের চেতনা, গৌরের সাধনা
গৌরের ভকতি রতি।
গৌরের চরিত, দেবতাবাঞ্ছিত
গৌরের বৈরাগ্য প্রীতি॥
দিয়া দীনজনে, ভক্তির প্লাবনে
ভাসাও জগত পুন।
দুঃখ রোগ শোক, সব ভেসে যাক
হৌক স্বর্গ আগমন॥
সেই মহাভাবে, নরনারী সবে
পূজুক তোমায় হরি।
আনন্দ স্বরূপে, তোমারে এ ভবে
হেরুক দিবা শর্ব্বরী॥
স্বর্গমর্ত্তধামে, হৌক তব নামে
নরনারী দেবদেবী।
হইয়া সতত, তব প্রেমামৃত
পিয়ুক জীবনব্যাপী।
পশু পক্ষী লতা, সবাকার ব্যথা
দূর কর প্রেমময়।
কীর্ত্তনের রোলে, প্রেম কোলাহলে
মাতুক সব হৃদয়॥
প্রেমময় হরি, এই ভিক্ষা করি
অভক্ত এ চিরদাস।
হইয়া তৃষিত, গৌর-প্রেমামৃত
যাচিতেছে তব পাশ॥
ওহে দুঃখহারী, দাও ভক্তিবারি
করহ কৃতার্থ মোরে।
তোমার চরণে, ভক্তিযুতমনে
নমে দাস করযোড়ে॥

ওঁ তৎসৎ

ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু।

সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কর গ্রন্থ।

প্রথমখণ্ড সম্বন্ধে মন্তব্য।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহর্ষীর শুভাশীর্ব্বাদ।

ওঁ

সাদর সম্ভাষণমিদং

"শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু" নামক আপনার রচিত যে গ্রন্থ পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে পাঠাইয়াছেন, তাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার বই উপহার প্রাপ্ত হইয়া তিনি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে "আপনার ধর্ম্ম প্রেম উত্তরোত্তর আরো বর্দ্ধিত হউক ও গ্রন্থ প্রণয়নে মানবহৃদয়ে ধর্ম্মভাব রোপন করিবার শক্তি আপনার অধিকতর হউক, আপনি সুখকল্যাণে সুদীর্ঘ জীবন যাপন করুন।" ইতি ১৯শে ভাদ্র ১৩০৫।

বশংবদ

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

৫২।২ পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রেরিত প্রচারক মহাত্মা শ্রীমৎ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত The Interpreter and Youngmen, পত্রিকায় ১৮৯৯ সনের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—

AN EPIC OF THE NEW DISPENSATION :—

Our fellow believer and brother Sasibhusan Talukdar of Tangail has written an able and extensive epic entitled Hari Lila Rasamrita Sindhu. He has versified the whole theology of the New Dispensation in this modern Mahabharat and shown a power and patience highly creditable. The quality of the verse and the command of language are not inferior to the popular poetry of Krittibas and Kasidas, while the range and difficulty of the subject are much greater. He begins with the most ancient subjects of the Vedic times, goes through the lives of Narad, Janak, Ram and Krishna, Budha and Buddhism, coming down to Sankaracharya and his teachings. He takes up the Hebrew religion, the Christian religion and Mahomedanism. There is scarcely anything the Brahmo Somaj has ever dealt with, which he has not elaborated. Though this diffusion becomes now and then perplexing, there is no doubt that

the popular versification for religious subjects will go to instruct the masses and the female sex. More than half the life of popular Hinduism lies in the Ramayan and Mahabharat which Babu Sasibhusan has closely imitated in his Hari Lila.

The "East" of Dacca in its issue of the 10th September, 1898, writes :—

Babu Sasi Bhusan Talukdar, one of the very earnest and most prominent member of the Tangail New Dispensation Brahmo Somaj, has been happy in his conception and execution of the book under review. The first volume of the Hari Lilarashamrita Sindhu which he has just published for the Bengalee readers is a book simply unique in its kind. If small things can be compared with the great, it may be said what is Homer to the Greek and Balmiki Ramayan to the Hiudus, the Hari Lilarashamrita Sindhu, is to the followers and admirers of the New Dispensation. For it will be read with unusual interest and advantage, we dare say, by all the future generations just as we read in our younger days the sacred Ramayan and Mahabharat. In the book under review, Babu Sasibhusan Talukdar has at the very outset briefly depicted in very simple Bengali verses invocation, adoration, meditation, special prayer, the creation, the Dispensation, the human spirit, the Holy Spirit, the Brahmo Dharma, the Trinity and New Dispensation. The first volume has been complete in fourteen chapters of which 1st nine chapters have been devoted to the description of the various Indian Dispensations from the Aryan Yogis and Rishis down to Sankaracharya. In this part he has given in a very succinct manner the life and religion of Narad, Dhruba, Pralhad, Janak, Ram Chandra, SreeKrishna, Sakya Sinha and Sankar. In the 10th, 11th and 12th chapters the life and religion of Abraham, Moses and David, have been very briefly delineated. The thirteenth chapter has been devoted to describing the life and work of Jesus Christ, from his birth down to his resurrection.

In the fourteenth and the last chapter are given the History and the origin of Islamism with a biography of Mahommed and his colleagues. The book is printed in the Mangalganj Mission Press and completed in 254 pages or 34 octavo forms. We devoutly wish the author a long life so that he may successfully publish the subsequent volumes of Sree Sree Hari Lilarashamrita Sindhu.

"The Unity and the Minister" in its issue of the 18th December 1898 writes among the other things the following :—

We have been kindly presented by brother Sasi Bhusan Talukdar of Tangail with a copy of his very interesting work entitled "Sree Sree Hari Lila Rasamrita Sindhu" or the ocean of the nectar of God's dealings. Our Tangail church is well-known for the integrity of faith and Bhakti

and originality of thought of its members. Brother Sasibhusan is well-known for his faith, Bhakti, as well as for his knowledge of theology. The work before us is written in Bengali verse after the manner of the Ramayan and Mahabbharat. The cyclopedic theological knowledge of the author and the spirit of orthodox faith he has shown cannot but entitle him to respect and admiration of us all. We shall be glad to see the work completed by the publication of the promised volumes etc.

"The World and the New Dispensation" writes in its issue of the 12th June, 1898 :—

"SRI SRI HARI LILA RASAMRITA SINDHU"

The above is the title of a book just published at the Brahmo Mission Office. Babu Sasi Bhusan Talukdar, our fellow believer of Tangail, who published a Translation of the New Samhita into Bengali verse some years ago, has again appeared before the public with the Hari Lilarasamrita Sindu Vol. I.

The volume before us is an attempt, to our judgment, a successful attempt to bring the knowledge of the learned to the cottage door of the illiterate shop-keeper and cultivator. All the learnings of the Vedas and Vedantas, the Koran and the Puranas are brought within easy reach of those who have not had the good fortune of being masters of the different languages in which they are written. Our friend is a master of excellent popular Bengali versification and he has been gifted with a steady will and direct aim to make the New Dispensation understood and accepted by the people. We are confident that it will repay perusal to every one who will choose to read it and it is our earnest desire that the readers of the volume will try to introduce it to the people who are not expected to read learned books. The New Dispensation is loyal to all the previous dispensations of God. All the sacred books are sacred to us and all the lives of holy men are our sacred treasures. We cannot be too much thankful to the author for the inestimable riches of the lives of the holy men he has given in a handy volume. The arrangement of the book is also excellent. It gives a brief outline of the religion of the New Dispensation together with some devotional notes. The whole of our liturgy has been rendered into beautiful verse.

The book is highly interesting and edifying and is as cheap as it is possible under the present circumstances. We congratulate our dear brother, the author, on his success in bringing about the publication in the form it has appeared and we congratulate the Bengali reading public on their coming in possession of such a store of religious learning. Bless, bless the God of the New Dispensation who is bringing his mighty sons of old for the edification and salvation of us the unworthy followers

the Dispensation and also of those who have not yet accepted the saving faith.

টাঙ্গাইলের স্বর্গীয় বিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্ রাধানাথ ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদিত ব্রহ্মাণ্ডপতির বংশীনিনাদ পত্রিকার মন্তব্য :—আশাকুটীরে "হরিলীলারসামৃতসিন্ধুতে" নানা লহরে নানা তরঙ্গ উঠিতেছে, বাস্তবিক এই মহাগ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ ও গুণকীর্তন এই সামান্য স্থানের বিষয় নয়, ইহা প্রকৃতই এক রত্নাকর বিশেষ, নানা রত্ন নানা মণিমাণিক্য ইহার পবিত্র হৃদয়ে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, ইহার তরঙ্গে তরঙ্গে কত পবিত্র হিল্লোল বহমান হইতেছে।

সুবিখ্যাত নব্য ভারত পত্রিকা ১৩০৫ সালের দ্বাদশ সংখ্যায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—বিশ্বপতি বিধাতার লীলাকাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক ভাবুক এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। এইরূপ মধুমাখা পুস্তক এদেশে আর প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। পৃথিবীর সমস্ত মহাপুরুষগণের জীবনে বিধাতার যে লীলামাহাত্ম্য প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাহা কবিতায় গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভক্তের ভক্তিরসামৃত পান করিয়া অনেকেই কৃতার্থ হইবেন, আমরা আশা করি।

এতদ্ভিন্ন স্বর্গগত মাননীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের সম্পাদিত Indian Mirror ও ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মহাশয়ের নববিধান পত্রিকায়ও এই গ্রন্থের প্রশংসা আছে।

বিষাদসিন্ধু প্রণেতা সুবিখ্যাত মুসলমান লেখক শ্রীযুক্ত মির মসারফ হোসেন সাহেব গ্রন্থকারকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন :—

মহাত্মন্, এ নরাধম শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত সিন্ধুর উপহার পাইবার উপযুক্ত পাত্র নহে। যে অমৃত সিন্ধুর অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর অণুমাত্র অংশও বুঝিবার ক্ষমতা এ অজ্ঞান অবোধ তত্ত্বজ্ঞান বিহীন পাপ হৃদয়ের সাধ্য নাই, যে অমৃত সিন্ধুর অতি ক্ষুদ্র লহরীর কণামাত্র গ্রহণ করিবার সাধ্য এ মোহান্ধকারাচ্ছন্ন অপরিপক্ক ক্ষুদ্র মস্তকে নাই, তাহার নিকট উপহার!! আমি জানি, আমি কিছুই জানি না, আমি বিশেষ করিয়া বুঝি, আমি কিছুই বুঝি না, তবে ভাল বাসিয়া যাহাই ভাবিয়া পাঠাইয়া থাকেন, অতি সমাদরে মহাভাগ্য জ্ঞানে হৃদয় ও মনের সহিত শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত সিন্ধু মস্তকে ধারণ করিলাম। দয়ার সাগর শ্রীহরির কৃপা হইলে, হরিলীলার সূচাগ্র পরিমাণ রসামৃতে পাপ পূরিত তাপে জড়িত অতিশয় কলুষিত অন্তরেও অমৃতধারা ছুটিতে পারে, লহরী খেলিতে পারে। দয়াময়ের দয়া অসীম! সুহৃদ! শ্রীশ্রীহরিলীলার আলোচনা পবিত্র ও পুণ্য। আদি অন্ত অমৃতময় স্বর্গীয় পরিমল সুধায় পরিপূর্ণ! তাহার আবার সমালোচনা? হরি গুণগানের আবার উত্তম, মধ্যম, অধম? যে অক্ষরেই হরিনাম অঙ্কিত না থাকুক, যে বিধান সূত্রেই হরিনামের পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় মনমুগ্ধকর মালা গ্রন্থন না থাকুক, সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে মনুষ্য সমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, একমুখে হরিনাম কীর্ত্তনের গৌরব অতুলনীয়। আপনি কত

পবিত্র মুখ একত্র করিয়া কত সাজে, কত প্রকারে, কত ভাবে, সেই দয়াল হরিগুণ-কীর্ত্তনের প্রয়াস দেখাইয়া অপূর্ব্ব মিলনের আশ্চর্য্য সমাবেশ করিয়াছেন। জগৎ ক্ষেত্রের পরিশুদ্ধ উদ্যানের পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় অথচ নানা সৌরভে সুরভিত কমলদলে হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধক নয়নের প্রীতিসাধক এক অতি উচ্চ ভাবের গুচ্ছ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীহরিরই লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, আরও আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, পরকালে আপনার মুক্তিপথ পরিষ্কার হইয়া আবর্জ্জনা বিহীন ভাবে থাকে। অনন্তকাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীহরি পদেই যেন শান্তি সুখে সুখী হন।

২৭শে ভাদ্র, ১৩০৫ সন।

ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় (সুপারিণ্টেডেণ্ট নবাব ষ্টেট, জামুর্কী, টাঙ্গাইল) মহাশয় লিখিয়াছেন :—আপনার প্রণীত পুস্তকখানা প্রাপ্ত হইলাম এবং ইহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। নানা বিষয় ধরিয়া ইহা অপেক্ষা উত্তম ও বিষদরূপে ভগবৎস্বরূপ বর্ণনা হইতে পারে কি না সন্দেহস্থল। আপনার কবিতাগুলি অত্যন্ত সুললিত, সরল, এবং সুপাঠ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমি স্বরূপ বর্ণনা সম্বন্ধে এইরূপ কবিতা আর পাঠ করি নাই; অধিক কি লিখিব, জগদীশ্বর আপনাকে চিরজীবি করুন এই প্রার্থনা।

২৯শে আশ্বিন, ১৩০৫।

টাঙ্গাইলের মুসলমান মৌলবী ও কাজী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহম্মদ সুলতান খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন :—আপনার শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত সিন্ধু নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। বইখানি অতি সুন্দররূপে সর্ব্বগ্রাহী মিষ্টভাষায় লিখিত হইয়াছে। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বিষয় গুলি পরিষ্কার রূপে একত্রীভূত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ আখেরী পয়গম্বর মহম্মদ রছুলাল্লা ছাল্লাল্লাহো আলায়হেচ্ছালাম ও তাঁহার প্রিয় হজরত ওমর রাজিআল্লা হো আনহুর জীবন চরিত্রের যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে কোন বিষয় কুরুওজাত্তা হইয়াছে এমন বোধ ও বিশ্বাস করি না, বাস্তবিকই ঠিক বর্ণনা করা হইয়াছে। আমি খোদা-তালার নিকট আপনার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি এবং আপনি যেমত আশা করিয়াছেন, খোদাতালা তদ্রূপ আপনাকে ওমরের মত ধর্ম্মবিশ্বাস দিউন, এই আমার শেষ প্রার্থনা। ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯০০।

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সুপরিচিত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন :—শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত সিন্ধু, এই গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রই উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীহরিলীলা বর্ণনা উপলক্ষে সুললিত পদ্যে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং মহাপুরুষ ও ভক্তবৃন্দের যে বিবরণ প্রদান করিয়া-ছেন, তাহা মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত সিন্ধুর ভাষা সরল এবং স্বচ্ছ।

মহামহিমান্বিত গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে তদীয় প্রাইভেট সেক্রেটরী মহাশয় লিখিতেছেন ;—

Governor's Camp.
Bengal.

Dear Sir,

I am directed to acknowledge with thanks the receipt of your book entitled "Sri Sri Harililarashamrita Sindhu" A copy has been placed on His Excellency's table.

Yours faithfully,
(Sd.) Illegible,
Private Secretary to the Governor,
Bengal.

সুপ্রসিদ্ধ ইছলামধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত শেখ জমির উদ্দীন সাহেব লিখিয়াছেন ;—

"শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু" ১ম খণ্ড পাঠ করিয়া আনন্দসাগরে আপ্লুত হইলাম। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। আমি পাঠ করিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। হজরত মোহম্মদের (দঃ) জীবনীর পদ্যানুবাদ পাঠে একেবারে বিমোহিত হইয়া গিয়াছি।" পোঃ গাঁড়াডোব—নদীয়া। ১৯শে পৌষ ১৩১৯।

টাঙ্গাইলস্থ ভূতপূর্ব্ব ইছলাম রবি নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৩১৯ ২৪শে শ্রাবণ) লিখিয়াছেন :—কবিতাগুলি অত্যন্ত রসাল, সুললিত এবং সুপাঠ্য হইয়াছে। জগতে যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু তাঁহারা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে মোহিত ও উপকৃত হইবেন। জগতের সমস্ত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম, যাবতীয় মহাপুরুষ ও সাধুভক্তবৃন্দের যে সুন্দর চিত্র ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে আমরা কোন গ্রন্থে এ পর্য্যন্ত তাহা পাই নাই। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান এই তিন ধর্ম্মের সারতত্ব একত্র একভাবে সমাবেশ বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন। * * * গ্রন্থকার মুসলমানধর্ম্মের প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ মস্তফাব (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সাহাবীদের চরিত্র বর্ণনা করিতেও ত্রুটী করেন নাই এবং সেগুলিও অতি সুন্দর হইয়াছে। * * * পাঠে ভাবুক মাত্রেই আত্মহারা হইবেন। হিন্দু মুসলমান মাত্রেই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যে অপরি-সীম আনন্দ ও পরম উপকার লাভ করিবেন তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। * * *

১৩১৯ সনের পৌষের কুশদহ পত্রিকা গ্রন্থখানির বহুল প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন,— "এই পুস্তকখানি অতি কল্যাণদায়ক এবং সুখপাঠ্য। ইহা একপ্রকার সর্ব্বশ্রেণীর মহাভারতবিশেষ, ইহাতে কোন ধর্ম্মের সহিত কোন ধর্ম্মের বিরোধ নাই।" * *

এতদ্ভিন্ন ময়মনসিংহের সাপ্তাহিক পত্রিকা চারুমিহির এবং শান্তিপুর হইতে প্রকা-শিত নবযুবক নামক মাসিক পত্রিকা এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছেন।